Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৭/২১১

[illegible] ভৈরব

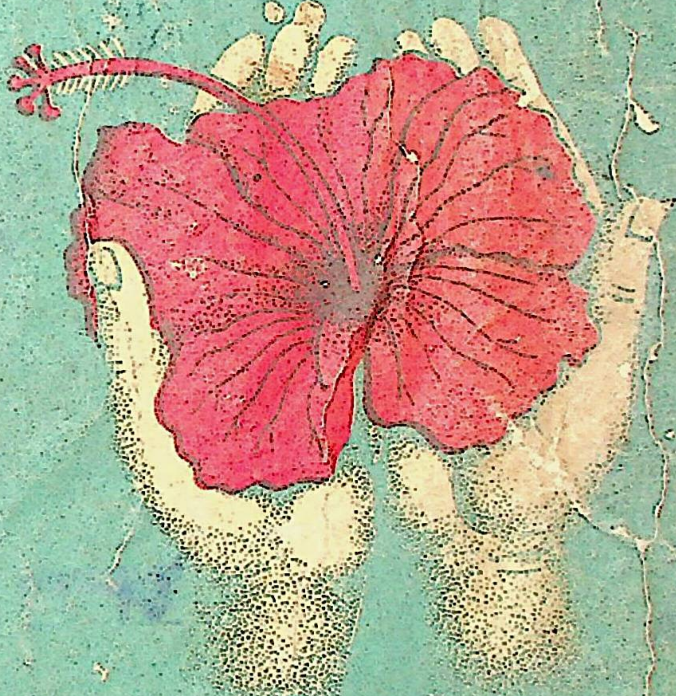

শ্রীসুশীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Library
SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM
Bhadaini, Varanasi-I
No. 9/143
Books should be returned by date (last) noted below or re-issue arranged. Otherwise a fine of -/10/- N. P. daily shall have to be paid.

31-8-76				
28.5.78				

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

~~9/143~~ 2/211

36

LIBRARY
No. ~~699~~ ~~9/143~~ 2/211
Shri Shri ... Anandamayee Ashram
BANARAS.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তারাপীঠ ভৈরব

9/143

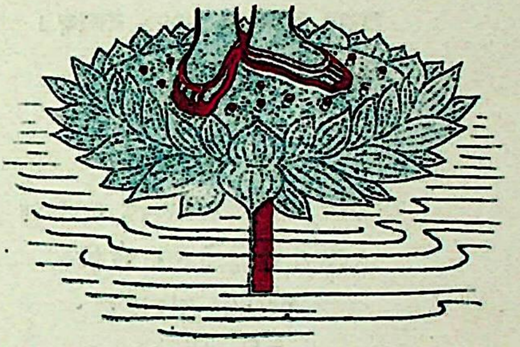

শ্রীসুশীল কুমার বন্দোপাধ্যায়

LIBRARY
No. 9/143
Shri Shri ... amayee Ashram
BANARAS.

বামদেব সংঘ
৮নং প্রামাণিক ঘাট রোড, কাশীপুর,
কলিকাতা-৩৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক :
শ্রীরমেন্দ্র নাথ বসু, এম. এ. বি. এল.
৮, প্রামাণিক ঘাট রোড, কাশীপুর,
কলিকাতা-৩৬

পঞ্চম সংস্করণ ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ।
পরিবর্দ্ধিত আকারে
শ্রীপঞ্চমী
শুভ ২৭শে মাঘ

[বামদেব সংঘ কর্ত্তৃক সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

ফটোগ্রাফার—ভট্টাচার্য্য স্টুডিও
বরানগর বাজার
কলিকাতা-৩৬
মূল্য—ছয় টাকা

প্রাপ্তিস্থান :

মেসার্স মহেশ লাইব্রেরী, ২/১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, (কলেজ স্কোয়ার) কলিকাতা-১২
" দাশগুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ৫৪-৩ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
" সান্যাল এণ্ড কোং, লিঃ, ১।১।এ, বঙ্কিম চাটার্জ্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
" অমর লাইব্রেরী, ৫৪।৬, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
" ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬
" শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬
" দে বুক ষ্টোর,১৩, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিতাতা-১২
" জন-পদ, ৬৮, কাশীপুর রোড, কলিকাতা-৩৬
" দক্ষিণেশ্বর বুক ষ্টল, শ্রীকমলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়, দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী, কলি-৩৫
" শ্রীনিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, (ভূপতি ভবন) রামপুরহাট, বীরভূম।
" ধাম এণ্ড কোং, তারাপীঠ, বীরভূম।
শ্রীঅমিয় কুমার পাল, তারাপীঠ, বীরভূম

মুদ্রাকর :
শ্রীব্যোমকেশ বসাক
বসাক ট্রেডিং কোং
৩০, রাজকুমার মুখার্জী রোড
কলিকাতা-৩৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উৎসর্গ-পত্র

....

....

....

....

....

LIBRARY
No. ~~699~~ 9/143
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"
(শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতা)

"ওরে ভোগ-যোগ এক সঙ্গে কর্
কলির সাধনা এই।" —শ্রীশ্রীবামাক্ষেপা।

যিনি বাম তিনিই ভৈরব
কলিযুগে অবতীর্ণ হয়েছিলেন ক্ষেপারূপে।

"জাতমাত্রো গৃহস্থঃ স্যাৎ সংস্কারাদাশ্রমী ভবেৎ।
গার্হস্থ্যং প্রথমং কুর্য্যাৎ যথাবিধি মহেশ্বরী॥
তত্ত্বজ্ঞানে সমুৎপন্নে বৈরাগ্যং জায়তে যদি।
তদা সর্ব্বং পরিত্যজ্য সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রয়েৎ॥
বিদ্যামুপার্জ্জয়েৎ বাল্যে ধনং দারংশ্চ যৌবনে।
প্রৌঢ়ে ধর্ম্মানি কর্ম্মানি চতুর্থে প্রব্রজেৎ সুধীঃ॥
মাতরং পিতরং বৃদ্ধাং ভার্য্যাঞ্চৈব পতিব্রতাম্।
শিশুঞ্চ তনয়ং হিত্বা নাবধুতাৎশ্রমং ব্রজেৎ॥
মাতৃপিতৃন্ শিশূন্ দারান্ স্বজনান্ বান্ধবানপি।
য প্রব্রজতি হিত্বৈতান স মহাপাতকী ভবেৎ।"
(মহানির্ব্বান তন্ত্রে)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No............ 9/143
Shri Shri ... ...mayee Ashram
BANARAS

বন্দনা

ভৈরব হে, বৈভবহীন মোদের প্রেম অবতার
প্রণমি তব চরণে মোরা শত কোটি বারে বার
প্রেম অবতার।

বন্দি তোমারে হে ভগবন্! থাক হৃদে অনুক্ষণ
ওগো তুমি পিতা, তুমিই মাতা, তুমিই সর্ব্বাধার।
প্রেম অবতার।

ক্ষুদ্র আটলা গ্রামে, পবিত্র এই বীরভূমে
এলে প্রভু, ওগো বিভু, সর্ব্বানন্দের ধামে
তুমি ব্রহ্মা। তুমি বিষ্ণু, তুমিই ভোলা মহেশ্বর
জ্ঞানীর জ্ঞানে, যোগীর ধ্যানে আনন্দ অপার,
প্রেম অবতার।

নররূপে নারায়ণ করিলে অবতরণ
পুণ্য হ'ল পাপী তাপী, ওহে পতিতপাবন
মদনারী মদনমোহন, ওহে ভগবন
পুরুষ ও প্রকৃতি তুমি, তুমিই নিরাকার,
প্রেম অবতার।

তুমি এসেছিলে ধরাতে তারানাম শুধু বিলাতে
তরালে শত পাপী তাপী, ওগো পবিত্র ঐ নামেতে
প্রাণ খুলে ভাই গাও সবে, ভৈরবেরই জয়।
বামদেবের জয় হউক তারানাথের জয়।
জয় সর্ব্বত্যাগী, সমজ্ঞানী ঐ পরম পিতার;
পূর্ণ অবতার, পূর্ণ অবতার, পূর্ণ অবতার
প্রেম অবতার॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তারাপীঠ ভৈরব প্রণেতা শ্রীসুশীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

প্রেমের ঠাকুর

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নূতন তথ্য সম্বলিত অপূর্ব্ব জীবন কাহিনী ও লীলাতত্ত্ব, মূল্য চারি টাকা।

The Amrita Bazar Patrika Says :—(Sunday, 13.4.58)

Premer Thakur (Life of Sri Ram Krishna Paramhansa) : By Susil Kumar Bandyopadhyaya, in Bengali.

One must admire the new Technique that the author Sri Susil Kumar Bandyopadhyaya uses in writing this biography, the technique of Andre maurois or Emil wig........

The author of the present volume under review has imagination as well as grasp over details. The past is not dead to him. He can infuse life into it by his breath. Darkness vanishes—the morning Star faintly glimmers and then we see the Sun of Suns. (R 12146).

দেশ (১৩ই ভাদ্র ১৩৬৫ সাল) :—

প্রেমের ঠাকুর (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের লীলা তত্ত্ব)।...

রামকৃষ্ণ পরমাত্মার স্বরূপ, ফলে তাঁহার কথা সমস্ত কিছুই অলিখিত আছে। অনেকেই হৃদয়ের আবেগ দিয়া রামকৃষ্ণ রহস্য ভেদ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে সুশীলবাবু একজন একথা সগর্বে বলা যায়।

এই পুস্তকে সেই সর্বভোলা মানুষটির সকল কথাই আছে, ইহার সহিত সুশীলবাবুর ঠাকুরের প্রতি বিশ্বাস ও তত্ত্বজ্ঞান মিশিয়া এক অনবদ্য প্রবন্ধের সৃষ্টি করিয়াছে। বিশেষত ব্রাহ্মণী (ভৈরবী) কথা প্রসঙ্গে অর্থাৎ (২৩ অধ্যায়) সুশীলবাবু তন্ত্র শাস্ত্র সম্পর্কে আমদের অনেক যুক্তি দিয়াছেন, যাহা এতাবৎ এত সুন্দর ভাবে অন্য কেহ দিয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না। ২৬৩।৫৮

প্রবর্ত্তক :—(জ্যৈষ্ঠ ২৩৬৬) প্রেমের ঠাকুর।

শ্রীশ্রীঠাকুরের বংশ পরিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁর জীবনের ক্রমবিকাশের আখ্যায়িকা কাল পারম্পর্য্যে গ্রথিত করিয়া গ্রন্থকার ঠাকুরের ব্যক্তিত্ব ও অস্তিত্বকে কাল্পনিকতায় পর্য্যবসিত হইতে দেন নাই। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'তারাপীঠ ভৈরব' ও আলোচ্য গ্রন্থ দৃষ্টে মনে হয় যে তাঁর অসাধারণ জীবন রচনার সশ্রদ্ধ অন্তর্দৃষ্টি আছে। ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়, যুগে যুগে এরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ্রন্থই মানুষের চিত্ত ও প্রেরণাকে ঊর্দ্ধমুখী করার সহায়ক হইয়াছে।…আলোচ্য গ্রন্থ এই ঠাকুরের আসন আরও দৃঢ়ই করিবে। গ্রন্থের ত্রিবর্ণ প্রচ্ছদ পটখানি চমৎকার। কাগজ বাঁধাই ও ভাল।

সাধক শশিভূষণ—দৈনিক বসুমতী (রবিবার ৮ই ভাদ্র ১৩৭০) মূল্য চারি টাকা। কেবল মাত্র শাস্ত্র অধ্যয়নের দ্বারাই জ্ঞানী হওয়া যায় না, উক্ত শাস্ত্র সমূহের সার মর্ম্ম অবগত হ'য়ে জীবনে তথা জগতের কল্যাণার্থে যিনি তা প্রয়োগ করেন তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী পদবাচ্য। সাধক শশিভুষণ যে অনুরূপ একজন জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন তা এই জীবনী গ্রন্থখানি পাঠেই অবগত হওয়া যায়। সংসার ত্যাগ না করে, মাতা, পিতা, পত্নী, সন্তান, আত্মীয় ও বন্ধু বান্ধব পরিত্যাগ না করে, যিনি "যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" গীতোক্ত আদর্শে সকল কর্ম্মকে ঈশ্বরের ইচ্ছা জ্ঞানে নিরাসক্ত ভাবে সংসারের কর্ত্তব্য পালন করে যান, তিনিও কম যোগী সাধক নন। সাধক শশিভূষণ কেবল মাত্র জ্ঞানীই ছিলেন না, উক্ত প্রকার একজন যোগীও ছিলেন।

গ্রন্থকার সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও নৈপুণ্যের সঙ্গে এই যোগীসাধক প্রবরের জীবন কাহিনী রচনা করেছেন। তন্ত্র উপনিষদ প্রভৃতি থেকে উদ্ধৃত শ্লোকগুলির বঙ্গানুবাদ অত্যন্ত প্রাঞ্জল হওয়ায় সাধারণ পাঠকদের বোধগম্যের কোথাও অন্তরায় সৃষ্টি হয় না। ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিদের নিকট গ্রন্থখানি অবশ্যই সমাদৃত হইবে।

Hindusthan Standard (9th Feb. 1964)

Mahatma Sashi Bhusan Sanyal, also known by the imposing name Siva Ram Kinkar Jagotraya Nanda Swami ranks highly among the spiriual personages.·· ···His was a life as simple, uterly dedicated to Contemplation full of elevating Concern for his disciples and humanity at large as usually distinguish the lives of noble preceptors and spiritual leaders of every time.

The author has built up an informative biography of Sadhak Sashi Bhusan for the benifit of the Saints adherents admirers whose is legion. Others not of his fold will also be benifited by his well narrated biography of a pious soul.

K. N. R.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দৈনিক বসুমতী—তাং ৪।৮।১৯৬৮

বেদান্ত ও তন্ত্রে আলোকপাত—

শ্রীসুশীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বামদেব সংঘ, ৮নং প্রমাণিক ঘাট রোড, কলিকাতা-৩৬ হইতে শ্রীরমেন্দ্র নাথ বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মূল্য—২.০০

ভারতীয় হিন্দু শাস্ত্র ব'লতে প্রধানতঃ যে বেদ ও তন্ত্রকে বোঝায়, সেই বৈদিক ও তান্ত্রিক সাধনার দ্বিবিধ মূল ধারাই বিশ্লেষিত হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থের মধ্যে।.........মূলতঃ বেদান্তে ব্রহ্মই সর্ব্বকারণিক হিসাবে স্বীকৃত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে, তন্ত্রে অঘটন ঘটন পটীয়সী মহাশক্তি রূপিনী মহামায়াকেই সর্ব্বশক্তির মূলাধার হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। এই উভয়বিধ শাস্ত্রের নিগূঢ় সমূহ বিষয়ই তত্ত্বজ্ঞ গ্রন্থকার কয়েকটি স্বতন্ত্র পরিচ্ছদ যথা :—মায়া ও ব্রহ্ম, পুরুষ ও প্রকৃতি, দ্বৈতভাবে মায়া, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি, যোগ ও সাধনা, কর্ম্ম ও মায়া, বিদ্যা ও অবিদ্যা, মূর্ত্তিপূজা, ব্রহ্মানন্দ, দুর্গাতত্ত্ব, কালিকাদেবী, তারাতত্ত্ব, ষোড়শীমূর্ত্তি, ত্রিপুরাদেবী, দেবী ভুবনেশ্বরী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী, কমলা প্রভৃতি দেব-দেবী ও আচার, উপচার জ্ঞাতব্য তথ্যের মধ্যে অত্যন্ত সহজ ও সাবলীলভাবে প্রকাশ করেছেন। দর্শন সম্বন্ধে প্রগাঢ় জ্ঞান না থাকলে এরূপ জটীল বিষয়কে সহজভাবে প্রকাশ করা কখনই সম্ভব নয়। বেদান্ত ও তন্ত্র সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু ব্যক্তির নিকটেই গ্রন্থখানি সমাদৃত হবে।

বিচিন্তা ভারতী
শারদীয়—সংখ্যা, ১৩৭৬

বেদান্ত ও তন্ত্রে আলোকপাত :—

আস্তিক্য সাধন মার্গের বিবিধ ধারার মধ্যে প্রধান দুটি হচ্ছে বৈদিক ও তান্ত্রিক।......

শাস্ত্রের এই জটিল ও নিগূঢ় রহস্য শুধু টিকা টিপ্পনিতে উপলব্ধি করা যায় না। তমো ও রজভাব মুক্ত সাধকই একমাত্র সাধনোচিত উপলব্ধি দিয়ে তা সাধারণ মানুষকে সহজ প্রাঞ্জল ভাবে বুঝিয়ে দিতে সক্ষম।

আলোচ্য গ্রন্থের লেখক শ্রদ্ধাস্পদ সুশীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর যোগজ সাধনার বলে অনুমিতিকে বাদ দিয়ে সাধন মার্গের এই জটিল সোপান গুলো অত্যন্ত নৈপুণ্য সহকারে সাধারণের পারঙ্গম করে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন এই গ্রন্থে। বর্তমান বণিক বৃত্তির যুগে সমস্যাপীড়িত মানুষের কাছে চির শান্তি ও শুদ্ধির পক্ষে এই গ্রন্থের যথেষ্ট উপযোগিতা রয়েছে। গ্রন্থখানির বহুল প্রচার এবং পঠন পাঠন একান্তভাবে কামনা করি।

(—নন্দ দুলাল চক্রবর্ত্তী)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তারাপীঠ ভৈরব—শ্রীশ্রীবামাক্ষেপা বাবার
প্রতিমূর্ত্তি
শুভ ১৫ই ফাল্গুন বুধবার শিবচতুর্দ্দশী তিথি, সন ১৩৬৩ সালে তারাপীঠে
বামদেব সঙ্ঘ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।
(ভাস্কর : এন, সি, পাল)
কলিকাতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিবেদন

ওঁ ভগবতে ভৈরবায় নমঃ।

দেবাদিদেব মহাদেব শ্রীশ্রীবামক্ষেপা বাবা ধর্ম্মরক্ষার্থে এই ঘোর কলিতে এসেছিলেন তারাপীঠে ভৈরবরূপে। তাঁর অপূর্ব্ব লীলা-কাহিনী আমার মত মূঢ় সংসার-কীটের পক্ষে বর্ণনা করা ধৃষ্টতা মাত্র। তন্ত্র, মন্ত্র, তত্ত্ব বা সাহিত্য-জ্ঞানও আমার নেই। অতি অকিঞ্চন, অযোগ্য, পাপী-তাপী হলেও প্রত্যেকেরই অধিকার আছে ভগবানের নাম করবার। রত্নাকর দস্যু, জগাই, মাধাই—এঁরাও উদ্ধার পেয়েছিলেন ভগবানের পবিত্র নামে। ঘাত-প্রতিঘাতে, উত্থান-পতনে জীবনে যখন ধিক্কার জন্মায়, তখন মানুষ খোঁজে একটু শান্তির আশ্রয়; সেই আশ্রয় মানুষ পায় মহামানব তথা ভগবানের পবিত্র নামে। এই আশ্রয় অবলম্বন ক'রে ভগবানের লীলা প্রকাশ করতে সাহস পেয়েছি। লীলা প্রসঙ্গে মহাপুরুষ জীবনী জগতে এই শিক্ষা প্রদান করে যে, মনুষ্য জীবনে যা আমরা অসম্ভব বলে মনে করি, তা ঠিক অসম্ভব নয়, তাও সম্ভব, যদি আমরা "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ" অবলম্বন করি। লীলা আনন্দের অভিব্যক্তি বা প্রকাশ। পাঠক পাঠিকাদের কিছু আনন্দ দেবার জন্য এই মহাপুরুষের জীবনী প্রকাশিত হল। আনন্দ অবশ্য কাকেও দেওয়া যায় না, কারণ আনন্দ অনুভূতির বস্তু। মহাপুরুষগণ স্বতঃসিদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, আনন্দময়, সেই জন্য তাঁদের ক্রিয়াকলাপ দর্শনে বা শ্রবণে মায়ামুগ্ধ মানবের মনে আনন্দের উদ্ভব হয়।

লীলা জীবনধারাকে জগতের সমক্ষে স্থাপন ক'রে জগৎকে দেখায় যে জীবনী ইতিহাস নয়, জীবনী ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখের, উত্থান-পতনের প্রতিচ্ছবি। জীবনী লীলা, লীলা জীবনী। মহাপুরুষ-জীবনী চরম মাত্রায় ব্যক্তিগত, সাধারণ মানব জীবনের সঙ্গে তার তুলনা করা চলে না; কারণ মহাপুরুষের জীবনীর মধ্যে অনেক অস্বাভাবিক সত্য ঘটনা নিহিত আছে যা সাধারণের মনে প্রশ্ন উত্থাপন করে। যা একজনের জীবনে অসম্ভব তা শক্তিবিশেষে অপর ব্যক্তির জীবনে সম্ভব। তর্ক বা সন্দেহের মাধ্যমে মহাপুরুষের জীবনী বোঝা যায় না। কারণ মহাপুরুষ-জীবনী 'সত্যম্ সুন্দরম্ শিবম্', তা ভক্তির দ্বারা উপলব্ধি ক'রতে হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে মহাত্মার জীবন বৃত্তান্ত বর্ণনায় অগ্রসর হয়েছি সেই শ্মশানচারী জিতেন্দ্রিয় সিদ্ধমহাপুরুষের অলৌকিক লীলা-মাহাত্ম্য সাধারণ দেশবাসীর প্রায় অজ্ঞাত। জ্ঞানের আলোক সকল দিক থেকেই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। তাতে দেশের ও সমাজের কল্যাণ হয় এবং জ্ঞান-পিপাসু ব্যক্তিও আনন্দ লাভ করে থাকেন। পাঠক পাঠিকাগণ আমার ভ্রমত্রুটি মার্জ্জনা ক'রবেন। এই মহাপুরুষের জীবনী পাঠে আপনারা কিছুমাত্র আনন্দ উপভোগ ক'রলে আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে ক'রব।

তোমারই চরণ করেছি স্মরণ
এ ছার জীবনে তুমিই সার।
স্মরণে তোমার পূত হই আমি
ভুলে যাই পাপ বিষাদ ভার॥

আশ্বিন
১৩৭৬ বঙ্গাব্দ

বিনীত
লেখক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No.........
Shri Shri ... Anandamayee Ashram
BANARAS

ওঁ

তারাপীঠ ভৈরব

শ্রীশ্রীবামাক্ষেপা

বংশ পরিচয়

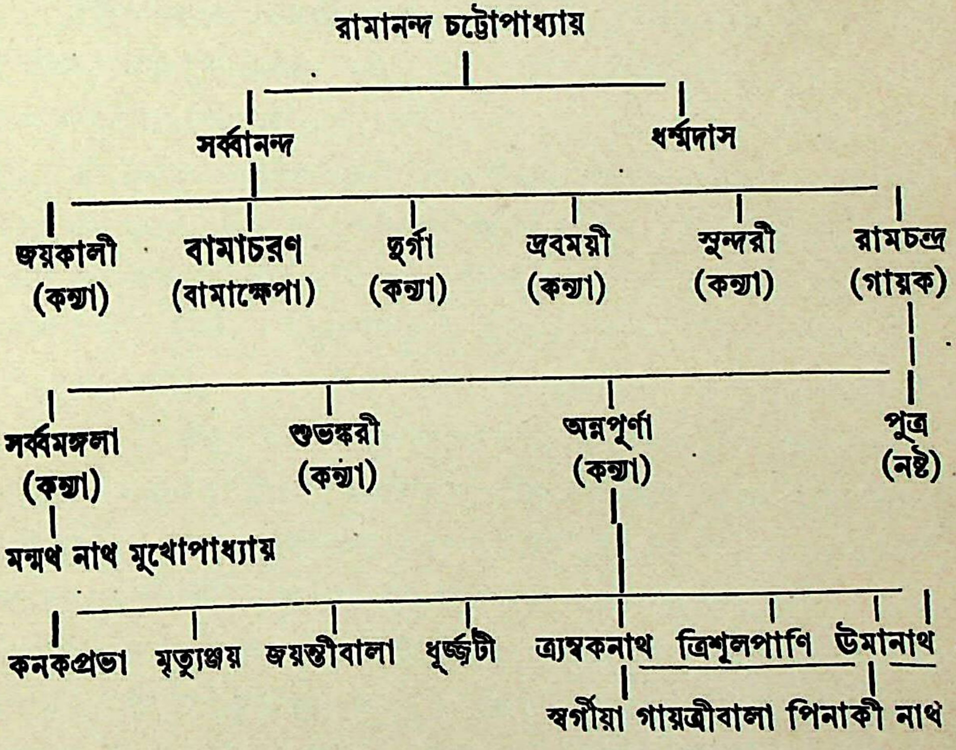

সর্ব্বমঙ্গলার স্বামী ৺শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী—চাকপাড়া গ্রাম, আটলার নিকট।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বীরভূমের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

বীরপ্রসবিনী বঙ্গভূমির পশ্চিম প্রান্তে বর্দ্ধমান বিভাগের অন্তর্গত একটি জেলা—বীরভূম। অতি প্রাচীন কাল থেকে বহু সাধক বীরাচার মতে এই স্থানে সিদ্ধিলাভ করেছেন বলে এই জেলাটি বীরভূম নামে খ্যাত হয়েছে।

"বীরভূঃ কামকোটীস্যাৎ প্রাচ্যাং গঙ্গাজয়ান্বিতা।
আরণ্যকং প্রতীচস্ত দেশো দার্ষদ উত্তরে।
বিন্ধ্যাপাদোদ্ভবা নদ্যঃ দক্ষিণে বহবঃ সংস্থিতাঃ॥"

(মাহেশ্বরের কুলপঞ্জিকা)

বীরভূমের পূর্ব্ব নাম ছিল "কামকোটী"। অতি পুরাকালে এই স্থান সুহ্মদেশের অন্তর্গত ছিল। "সুহ্মা রাঢ়াঃ" (মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ)। কেহ কেহ বলেন সেন রাজগণের পূর্ব্বপুরুষ বীরসেনের নামানুসারে বীরভূম নাম হয়েছে।

এই পবিত্র জেলায় সতী দেবীর খণ্ডিত দেহ বিভিন্ন স্থানে পতিত হয়। সাঁইথিয়ায় নন্দিপুর গ্রামে (গলার হার) দেবী নন্দিনী, ভৈরব নন্দিকেশ্বর। লাভপুর অট্টহাসে (অধঃওষ্ঠ) দেবী ফুল্লরা, ভৈরব বিশ্বেশ। দুবরাজপুর ষ্টেশন থেকে সাত মাইল উত্তরে (ভ্রূযুগল) দেবী মহিষ-মর্দ্দিনী, ভৈরব বক্রনাথ; (এখানে পাঁচটি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে, বাত ও পক্ষাঘাতে উপকারী)। নলহাটীতে (গলার নলী) দেবী কালীকা, ভৈরব যোগীশ; ষ্টেশন থেকে নৈঋর্ত কোণে প্রায় এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত। নানাধর্ম্মাবলম্বী, তান্ত্রিক, বৈষ্ণব, শৈব, গাণপত্য ও দেশভক্তের সমন্বয়ে এই পবিত্র ভূমি চিরবিখ্যাত। এই হলো বীরভূমের বিশেষত্ব। বোলপুর থেকে উত্তর-পূর্ব্ব কোণে তিনক্রোশ দূরে কোপাই নদীর কাছে দেবী কঙ্কালীর পীঠস্থানে একটি কুণ্ড আছে, সেই কুণ্ডে মায়ের পূজা হয়। প্রতি বৎসর ৩০শে চৈত্র মহাসমারোহে দেবীর পূজা হয় এবং প্রায় ২০।২৫ হাজার লোকের সমাগম হয়। বহু সাধু-সন্ত গমনাগমন করেন এই পুণ্য পীঠে। প্রায় সহস্রাধিক পশুবলি হয় মায়ের উদ্দেশ্যে। নান্নুর রাস্তার উপর বেলুটী গ্রামে মহাকবি কালিদাস সিদ্ধি লাভ করেন। কেন্দুবিল্ব গ্রামে (কেঁদুলি) বৈষ্ণব কবি জয়দেব, নান্নুর গ্রামে (নানুর) বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস এবং বীরচন্দ্রপুর গ্রামে নিত্যানন্দ মহাপ্রভু জন্মগ্রহণ করেন। রাজনীতি বিশারদ শহীদ মহারাজা নন্দ-কুমার ভদ্রপুর গ্রামে এবং রাজা আসাদুল্লা খাঁ এই জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তারাপীঠ বা তারাপুর বশিষ্ঠদেবের সিদ্ধপীঠ বলে খ্যাত। ইষ্টার্ণ রেলওয়ে লুপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাইন মোল্লারপুর বা রামপুরহাট ষ্টেশন থেকে প্রায় পাঁচ মাইল এবং তারাপীঠ রোড ষ্টেশন থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে তারাপীঠ অবস্থিত। রামপুরহাট ষ্টেশন হতে বাস ও রিক্সা পাওয়া যায়। এই স্থানটি ৫২ পীঠের অন্তর্গত। তারাপীঠ তিনটি। সতীদেবীর তিনটি চক্ষুর মণি-বিন্দু বত্রিশ যোজন অন্তর ত্রিকোণাকারে তিনটি বিভিন্ন স্থানে পতিত হয়। মিথিলাদেশের পূর্ব্বদক্ষিণ কোণে ভাগীরথীর উত্তর দিকে ত্রিযুগী নদীর পূর্ব্বদিকে সতী দেবীর বাম নেত্রের মণি পতিত হয়; এই স্থানটি নীল সরস্বতী তারাপীঠ নামে খ্যাত। বগুড়া জেলার অন্তর্গত করতোয়া নদীর পশ্চিমে দক্ষিণ মণি পতিত হয়; একজটা তারা বা মহাদেবী ভবানী তারাপীঠ নামে এই স্থানটি খ্যাতিলাভ করেছে। বক্রেশ্বরের ঈশান কোণে, বৈদ্যনাথ ধামের পূর্ব্বদিকে উত্তর বাহিনী দ্বারকা নদীর পূর্ব্ব তীরে মহাশ্মশানে শ্বেত শিমুল বৃক্ষমূলে সতী দেবীর ঊর্দ্ধ নয়নতারা পতিত হয়; এখানে শিলাময়ী চণ্ডী ভগবতী উগ্রতারা নামে খ্যাত, ভৈরব চন্দ্রচূড়। এই তারাপীঠে বশিষ্ঠদেব সিদ্ধিলাভ করেন। তিনটি তারাপীঠের মধ্যে যে কোন একটিতে তিন লক্ষ জপে সিদ্ধিলাভ ঘটে। তারাপীঠে সাধনা করলে দেবী আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক এই ত্রিবিধ তাপ নাশ করেন।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust, Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No.........
Shri Shri Anandamayee Ashram
BANARAS

যুগ-পরিচয়

বিদেশী বিধর্ম্মীর অত্যাচার আর অনাচার যখন অসহ্য হয়ে উঠলো, তখন ধর্ম্মগুরুরা জনসাধারণের আত্মরক্ষার জন্য বীরাচারের প্রবর্ত্তন করলেন। বাস্তব তথা মৌলিক এই আত্মরক্ষার দৈহিক ধর্ম্মই প্রহার ও পীড়নের হাত থেকে জাতকে বাঁচিয়েছিল। "গৌড়েনোৎপাদিতা" এই বিদ্যা বাংলা ও মিথিলায় প্রবল হয়ে যবনাধিকৃত ভারতের নির্বীর্য্যতা থেকে বাংলার মেরুদণ্ড ঋজু করে রেখেছিল। বখ্‌তিয়ার পুত্র ইখ্‌তিয়ার উদ্দীনের সময় থেকে নবাগত মুসলমানেরা হিন্দুর ধর্ম্ম ও নারীর উপর অকথ্য অত্যাচার সুরু করেছিল, তাতে শুধু বাংলার নয়, সমগ্র ভারতের বৈষ্ণব, শৈব প্রভৃতি সম্প্রদায় বাধা দিতে না পেরে হীনবীর্য্য হয়ে পড়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় জনসাধারণ অসহনীয় অত্যাচারে আর্ত্তনাদ করে উঠলো। তার একমাত্র প্রতিরোধ করেছিলেন ভারতের বীরাচারী তান্ত্রিক গুরুরা। তাঁরা জনসাধারণের মধ্যে প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করলেন, ঐক্যভাব আনবার জন্যে পতিতের সম্মান দিলেন আর বীরাচারী অসীম শক্তিশালী গুরুরা লোককে বীরাচারী হয়ে শক্তির আশ্রয় নিয়ে অত্যাচারী শাসক সম্প্রদায়ের হাত থেকে কুল, ধর্ম্ম, জাতি ও স্বদেশকে রক্ষা করবার জন্যে উত্তেজিত করলেন। বাংলার বীরাচারী রাজা গণেশ থেকে প্রতাপাদিত্য, সীতারাম, চাঁদ, কেদার ও মারাঠা বীরাচারী শিবাজী মাত্র নয়, ইংরেজ আমলের বীরাচারী মহারাজা নন্দকুমার, সাধক রামপ্রসাদ পর্য্যন্ত জাতকে বাঁচবার প্রেরণা দিলেন। তান্ত্রিক ভূদেব সত্যই বলেছেন, "তখন এই বাঙ্গালীর মধ্যেই যুদ্ধবিদ্যা-বিশারদ বীরপুরুষদিগের অভাব ছিল না। কেনই বা থাকবে? তখন তন্ত্রশাস্ত্রের প্রকৃত বীরাচার প্রবল ছিল।"

এই বীরচারের মহাকেন্দ্র রাঢ়ের দুর্গম অঞ্চলগুলি—আজকের বর্দ্ধমান বিভাগে ও মিথিলায়। পলাশী যুদ্ধের পাঁচ বছরের মধ্যে এই বীরাচারীরা দলে দলে বীরভূম থেকে বর্দ্ধমানের রাজা মিশ্রী খান্, দুদর সিংএর সৈন্যদের সঙ্গে বর্দ্ধমান আর সঙ্গতগোলার কাছে ইংরাজকে বাধা দিয়ে সংগ্রাম চালিয়েছিলেন। এঁরা মারাঠাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে ইংরাজদের অস্থির করে তুলেছিলেন। পশ্বাচারী মুসলমান ফকীররা এঁদের বাধা দিয়ে মুসলমান সাম্রাজ্যের পুনঃ স্থাপনের চেষ্টা করতে থাকলেও পলাশীর পরাজয়ের পর থেকে পঞ্চাশ বৎসর বরাবর জনসাধারণকে প্রেরণা দিয়ে এসেছেন মৃত্যু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে এই বীরচারী সন্ন্যাসীর দল। মুসলমান সাম্রাজ্যের অধঃপতনের সুযোগ নিয়ে নতুন ম্লেচ্ছ দলের নতুন সাম্রাজ্য পত্তনে বাধা দেবার জন্য এঁরা সমগ্র বাংলায় ওয়ারেনহেষ্টিংসের সময় পর্য্যন্ত স্বাধীনতার সংগ্রামের ইন্ধনই মাত্র যোগাননি, এই বীরাচারীরা নিজেরাই সহস্রে সহস্রে আরাকান সীমান্ত থেকে উড়িষ্যার সীমান্ত পর্যান্ত সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন ধর্ম্মভূমি ভারতের প্রাণ ও ধর্ম্মরক্ষার জন্যে।

এঁদের কেন্দ্র ছিল অনেক। কুম্ভমেলায় সন্ন্যাসীর দল এঁদের নিয়ন্ত্রিত করতেন। ১৭৭২-এ হরিদ্বারের কুম্ভমেলার অধিবেশনের পর অসংখ্য বীরাচারী সৈন্য ইংরাজের অধিকারের অভিমুখে অভিযান করেন। '৭৫ খৃষ্টাব্দের কুম্ভের প্রয়াগ অধিবেশনের পর চুনারের কাছে ইংরাজ ফৌজ এঁদের অগণিত সশস্ত্র দলকে বাধা দিয়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজ্যে তাঁদের প্রবেশ করতে দেয়নি। উত্তর-বঙ্গের মহাস্থানে এঁদের এক প্রধান কেন্দ্র ছিল। আর এক কেন্দ্র ছিল বীরভূমে দ্বারকা নদীর তটে।

এরপর চলেছিল অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী খৃষ্টানী অত্যাচার—জনসাধারণকে পদ-পিষ্ট করবার, তাদের ধর্ম্ম, রীতি, ভাষা গৃহস্থালী পর্য্যন্ত ওলট-পালট করবার প্রচেষ্টা। দুর্ভিক্ষ, প্লাবন, মহামারীতে দেশ শ্মশান হতে লাগল, তারই সুযোগ নিয়ে মিশনারীরা অগণিত দরিদ্রকে, অসংখ্য নরনারীকে লুণ্ঠন করে বিধর্ম্মে দীক্ষিত করতে লাগলো, কুল-ললনাদেরও লুণ্ঠন করে চা বাগানে চালান দিতে লাগলো।

নিত্য দৈহিক বেদনা, নিত্য পারিবারিক সর্ব্বনাশ, নিত্য কুলক্ষয়, নিত্য বাস্তুহারা হওয়া, নিত্য পিশাচ-প্রভাবে প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় ও জাতির শোণিত শোষণ, নিত্য ভারতের আত্মপুরুষের কদর্য্য লাঞ্ছনায় দেশ শ্মশান হয়ে পড়লো। আর্ত্তনাদে সে শ্মশান মুখরিত হতে লাগলো। সে আর্ত্তনাদ পৌঁছল জননীর পাদ-মূলে। রুদ্রাণী জননী সন্তানের দুঃখে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন।

এ সময় বাংলার বিভিন্ন স্থানে বীরাচারী তান্ত্রিক গুরুদের আবির্ভাব হ'ল, আর তাঁদের প্রেরণায় মৃত্যুস্পর্শী বীর ভৈরবদের আবির্ভাব সূচিত হল।

আবির্ভূত হলেন তাঁরা লোক-চক্ষুর অন্তরালে আর্ত্ত ও দুঃখী, অতি সাধারণ মানুষের পরিবেশে। পাণ্ডিত্য-বিলাসের অবসর নেই। অর্থসম্পদ ভোগবিলাসেরও অবসর নেই। অসহ্য দুঃখ-বেদনার ক্রন্দন কলরোলে তখন সারা মাতৃ-ভূমি মুখরিত, মানুষের বাঁচবার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে জাতি তখন মাত্র মাকে ডাকছে। জাতির সেই আহ্বানে, সেই আকুতিতে মূর্ত্ত হয়ে তাঁরা জন্মালেন দুঃখীর কুটীরে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কালীঘাটের মহাতান্ত্রিক গুরু আচার্য্য ভগবানচন্দ্র, আর কাশীতে স্বামী ত্রৈলঙ্গধর ভারতের প্রাণ পুরুষ সাক্ষাৎ শিবমূর্ত্তিতে অনাগত জাতির কাছে ঘোষণা করলেন—"ধর্ম্মবিদ্বেষ করো না। আহারাদিতে ধর্ম্মের হানি হয় না। ভগবান মানুষকে মনের মত তৈরী করে তাতে নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে সকল জীবের সেবা করেছেন। আজ সে শক্তি প্রয়োগ কর।"

যুগপৎ আবির্ভূত হলেন বারদীর ব্রহ্মচারী শ্রীলোকনাথ, শ্রীরামকৃষ্ণ, ব্রহ্মচারী শ্রীবামাচরণ। শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীবামাচরণ যেন নির্দ্ধারিত কর্ম্মপদ্ধতি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁরা এক দিকে যেমন জাতির অন্তর থেকে ম্লেচ্ছ প্রভাব নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে জাতিকে "নিজ নিকেতনে" ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন, তেমনি আশ্বাস দিলেন—দুঃখ দুর্দ্দশার প্রতিকারের জন্যে বাইরের দিকে তাকিও না, ডুব দাও নিজের অন্তরে—

"ডুব দেরে মন কালী বলে
হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে।"

পাশ্চাত্য প্রভাব সমৃদ্ধ রাজধানী কলকাতার উপকণ্ঠে বসে শ্রীরামকৃষ্ণ ভবিষ্যৎ ভারতের ধর্ম্মগুরুদের আবিষ্কার করলেন—শক্তি সঞ্চার করলেন। পাশ্চাত্য প্রহার-জর্জ্জরিত পল্লী ভারতের শ্মশানে বসে শ্রীবামাচরণ দেশের আর্ত্ত, পঙ্গু ও মানুষের বেদনার রূপ পরিগ্রহ করে শ্মশানবাসিনী জননীকে তারস্বরে আহ্বান করলেন—তারা-তারা-তারা। লক্ষ কোটি মানুষের বাস্তব বেদনার এই আকুল রোদন-ধ্বনি মহামন্ত্রের রূপ নিয়ে মাতৃবোধন করলো। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র যে মায়ের খোঁজে হাহাকার করেছিলেন, বামাচরণ পল্লীর শ্মশানে সে মাকে খুঁজে পেলেন।

ভারতের গণ-শোণিত-শোষক নতুন ম্লেচ্ছ পিশাচদের বাধা দেবার জন্যে ও পুরাতন পশ্বাচারী যবন রাজ্যের গলিত শবের উপর জননীর আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের মধ্যপাদে যে বীরাচারী মাতৃসাধক সন্ন্যাসীদের অভিযান হয়েছিল, তাই থেকেই বাংলার বিভিন্ন কেন্দ্রে মাতৃপীঠের প্রাণ প্রতিষ্ঠা। তাই ইংরেজ শাসকের প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে বিভিন্ন কেন্দ্রে মহারাজা রামকৃষ্ণ, মহারাজা নন্দকুমার, সাধক রামপ্রসাদ প্রভৃতি তান্ত্রিকদের আবির্ভাব যেমন দেখতে পাই, তেমনি জনসাধারণের শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ বর্দ্ধিত করবার জন্যে মহাসমারোহে বারোয়ারী শক্তিপূজার অনুষ্ঠানে দেশে আশার সঞ্চার হয়। শ্মশানে শ্মশানে খোল করতাল ও তারকব্রহ্ম নামের আর্ত্তনাদ স্তব্ধ করে দিয়ে জয়-ডঙ্কার গুরু-গুরু গর্জ্জনে শিশু-বাল-বৃদ্ধের নির্জ্জীব

 CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাণ সঞ্জীব হতে দেখি। দেশময় যবনত্রাসে ভবানী পাঠক, পণ্ডিতা, নয়না, বিশ্বনাথ প্রভৃতি বীরাচারীদের আবির্ভাব হতে দেখি। বাংলা, বিহার, আসামের গ্রামাঞ্চলে সে দিনের বিবরণ সংগ্রহ করলে দেখা যাবে যে অতি দুরবস্থার মধ্যেও সেদিন যেন ভবিষ্যৎ ভারত-প্রতিষ্ঠার আনন্দ-পূর্ব্বাভাস পরিস্ফুট। ধনীদের সেদিন গ্রাস করেছিল শ্বেতাঙ্গ যবন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উৎকোচ দিয়ে। যবন রীতি-নীতি, আচার-সংস্কৃতির বিষে দেশকে পরিপূর্ণ-ভাবে জর্জ্জরিত করে ভারতকে গ্রাস করবার জন্যে ইংরেজ সেদিন বাংলায় যে ধনী ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছিল তারা জনতার দুর্দ্দশা বৃদ্ধি করে, সে দুর্দ্দশার সুযোগে তথাকথিত "সংস্কৃতি ও কৃষ্টির" প্রতিষ্ঠা করে বর্ত্তমান দুনিয়ায় সর্ব্বগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদ ও ধন-তন্ত্রবাদ শ্রীবৃদ্ধির সাহায্যই করেছিল।

তাই প্রয়োজন হয়েছিল প্রতিরোধ শক্তি জাগাবার তাই প্রয়োজন হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে নতুন শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করে গণত্রাণের কার্য্যের জন্য নতুন বীরাচারীদের গঠন করবার। তাই প্রয়োজন হয়েছিল খৃষ্টানী সংস্কৃতির ব্রাহ্ম-সংস্করণকে সম্পূর্ণভাবে মোড় ফিরিয়ে "মা মা" এই অভীমন্ত্রে জনসাধারণকে আশ্বাস দেবার। ভারতের চিরন্তন রাজনৈতিক বিপ্লবকেন্দ্র রাঢ় এই নবোদ্যমের পীঠস্থান।

নতুন গণগুরু যাঁরা এলেন এই বিপ্লবের প্রাণশক্তিরূপে, তাঁরা জন্ম নিলেন দরিদ্র কুটীরে—আর্ত্ত ও মূর্খদেরই প্রতিনিধিরূপে। আনুড়ের "ছোট জাতের" প্রাণের দেবতা বিশালাক্ষীর ছোট মন্দিরে বালক গদাধরের অন্তরে আবির্ভূতা হলেন 'মা'। দ্বারকা নদীর তটবর্ত্তী মহাশ্মশানে বালক বামাচরণের অন্তরও আকর্ষণ করলেন—"মা"! জননী এই দুই শক্তিধর সন্তান-প্রহরী-দ্বয়কে স্থাপন করেছিলেন নবভারতের প্রাণ ও ধর্ম্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যে। দক্ষিণে শ্রীরামকৃষ্ণ বামে ভৈরব বামাচরণ। শ্রীরামকৃষ্ণ নিত্যসিদ্ধদের নিয়ে বিশ্ব-সংস্কৃতির দম্ভকে চূর্ণ করে মাতৃনির্দ্দেশকে ভারতের সর্ব্বসংস্কৃতি কেন্দ্রে পুনঃস্থাপন করলেন। বামাচরণের কাজ দেশের আর্ত্ত, অবহেলিত, অস্পৃশ্য, লাঞ্ছিত পশু ও মানুষগুলোকে নিয়ে। নদাই হাড়ির কুষ্ঠগ্রস্ত হাতের জল না খেলে বামাচরণের ভাল লাগতোনা, যারা বলতো—"একে জাতে হাড়ি, তারপর হাতে কুষ্ঠ, ওর হাতে জল খাওয়া ?" উত্তরে বলতেন বামাচরণ—"আমি ত জল খাই ওর হাতের, তো শালরা জল খাস ওর পায়ের।" বলতেন—"জাত বেজাতে কাজ নেই বাবা। আমার কাছে সবাই তারা মায়ের জাত।" তাঁর কাছে ব্রাহ্মণের যা অধিকার, চণ্ডালেরও তাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাশ্চাত্য জাতিভেদ যখন ভারতকে ধনী নির্ধনে—ভদ্রলোক আর ছোট লোকে স্বভাবসরল ও সদাচারসম্বল অশিক্ষিতে ভাগ করে ফেলেছিল, তখন বিভিন্ন আধ্যাত্মিক কেন্দ্রে ভগবান যে সব নির্ব্বাচিত শক্তিধরদের প্রেরণ করেছিলেন, তাঁরা সবাই ছিলেন জনতার প্রাণ-পুরুষ। এই সব মুমূর্ষুর কাছে তাঁরা দাওয়াইয়ের ফিরিস্তি দিয়ে কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন নি। তাই বামাচরণ দুঃখীদের মায়ের বুকে ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতেন। বাংলার শ্মশানকে তিনি আপনার সাধনা দিয়ে "তারা" ময় করে তুলেছিলেন। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র সেদিন বুঝেছিলেন মাতৃহীন হবার জন্যই, মাতৃ অনুগ্রহ হতে বঞ্চিত হবার জন্যই দেশের এত দুর্গতি। দেশের প্রতি চিত্তে, প্রতিগৃহে, প্রতি গিরি-সরিৎ-বনানীতে,প্রতি পশুপক্ষীতে মাতৃ প্রতিষ্ঠার জন্য দক্ষিণে গদাধর, বামে বামাচরণ মহাতপস্যা করে অন্তর্হিত জননীকে জাতির অন্তরে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বামাচরণের সাধনায়, বামাচরণের মর্ম্মভেদী "তারা-তারা" এই প্রবল হুঙ্কারে মাত্র তারাপীঠের মহাশ্মশানে নয়—বাংলার মহাশ্মশানের প্রতি অণু-পরমাণু শক্তিময়ী জননীর কৃপায় সজীব হয়ে উঠেছিল। তিনি বুঝেছিলেন—"মানুষের অভয় দেবার শক্তি নেই, অভয় দেবেন অভয়া।" তাই সব দুঃখীর দুঃখ তিনি মায়ের কাছে নিবেদন করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতেন। বামাচরণ আর্ত্তকে দুঃখের প্রতিকারের জন্য মাকে দেখিয়ে দিয়ে বলতেন—"দুঃখ নিজের চেষ্টায় ঘুচাবার নয় রে, মাকে ডাক্।" বলতেন আর্ত্তকে—"ওরে, এখনও কেন মরা কান্না কাঁদিস মন্দিরে গিয়ে তোর মায়ের কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাইগে যা।"

জনতার দুঃখ হলাহল পান করে অনেক সময়ই বামাচরণ হয়ে পড়তেন জড়বৎ। অনেক সময় মিনতি করতেন—"বাবা, আর যেন কখনও পাপ করিস্ নে। অনেক সময় সুবৈদ্যের মত তাদের প্রাক্তন ও বর্ত্তমান পাপকে প্রহার করে শুদ্ধ করে দিতেন। অনেক সময়, সমাজে যাকে তোমরা পাপী বল,—তার পক্ষ নিতেন।

আদালতে দাঁড়িয়ে সবাইকে ধমক দিয়ে বলেছিলেন—"ওরে কার টাকা কে চুরি করে। ওর অভাব, তাই নিয়েছে। বেশ করেছে। ওকে ছেড়ে দাও, তা নইলে আমি শালদের সব ফট্ করে দেব।"

বামাচরণের অর্থ নৈতিক মতবাদ অদ্ভুত। শ্রীরামকৃষ্ণ ধনীদের বলতেন, "টাকা মাটি, মাটি টাকা।" ক্ষেপা বামা তাঁর নিজস্ব ভাষায় বলতেন—"টাকা বলে টং টং, ত্বং ত্বং—তারা তারা।"

বীরাচারী মহাপুরুষ দেশের প্রতিটি মানুষের অন্তরে চৈতন্য শক্তি জাগ্রত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করবার জন্য মার কাছে আব্দার করেছিলেন। মাতৃ-নির্দ্দেশে তিনি বলেছিলেন —"শরীর ঠিক রাখ, নইলে শক্তি বাড়বে না। মায়া ত্যাগ করবি কিরে শাল? মায়াই ত মা। যার মায়া নেই সে রাক্ষস। মায়া ত্যাগ করলে সে পতিত।"

তিনি নতুন জাতকে উপদেশ দিলেন—"মায়া ত্যাগ? সে কি কথা? মায়া ত্যাগ মানে মাকে ত্যাগ? জয় কর মায়া? একজন কষ্ট পাচ্ছে, দেখেও মায়া ত্যাগ করে চলে গেলি, তুই কি মানুষ? তার ভালোর জন্য চেষ্টা কর, তারপর কপালে যা আছে তাই হবে।"

আর্ত্ত জাতির অসহ্য দুঃখে বামাচরণ তাদের প্রতিভূ হয়ে মহাশ্মশানে অধিষ্ঠিতা জননীর কাছে বিনিয়ে বিনিয়ে বলতেন—"খিদের সময় খেতে দাও না, তাই ত রোগা হয়ে যাচ্ছি। বলছো বামা, তুই রোগা হয়ে যাচ্ছিস কেন? তুমি কি করচো? ছেলেদের জন্য মা-ই-তো সব করে। যা করতে হয় করো।"

আর সে যুগের চাকরী সর্ব্বস্ব শিক্ষাভিমানী ভদ্দর লোকদের তিনি সতর্ক করে বলেছিলেন—"বিদ্যে শিখে তোরা শুধু টাকাই রোজগার করিস্, তাতে তোদের জড়শক্তি বেড়েই যাচ্ছে—চৈতন্য শক্তির বিকাশ হচ্ছে না, দেহ ঠিক থাকছে না। দেহ ঠিক না থাকলে শক্তি বাড়ে না।"

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তারাপীঠ ভৈরব

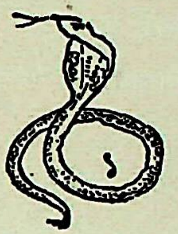

তারামায়ের আঙ্গিনায় রামের বনবাস অভিনয়ে. রামের অভিনয় করছেন একটি বালক ও লক্ষ্মণের বেশে একটি ছোট শিশু। সাধারণ সাজগোজ হলেও গেরুয়া বসনে আর চূড়া বাঁধা মাথায় রাম লক্ষ্মনের রূপ ফুটে উঠেছে সরল হাবভাবে। মন্দিরে বিরাজিতা দেবী "প্রত্যালীঢ়া পদা ঘোরা মুণ্ড মালা বিভূষিতা," আজ বিষাদগ্রস্তা শোকাতুরা কৌশল্যাতে মূর্ত্তিমতী হয়ে ফুটে উঠেছেন।

বিদায় দে মা যাই, আবার আসিব ফিরি,
পিতৃসত্য পালন করি, অরণ্যেও যেন মাগো
দেখিবারে পাই।

বালক রাম গান গাইতে গাইতে মুহুর্মুহুঃ মায়ের দিকে চেয়ে দেখছেন আর তাঁর দু'নয়ন দিয়ে অবিরল প্রেমাশ্রু ঝরছে—বেহালার করুণ সুর আজ সকলকে তন্ময় করে দিচ্ছে—নির্ব্বাক জনমণ্ডলী স্তব্ধ হয়ে রামের অভিনয় দেখছে আর তাদের প্রাণ-মন ভেসে যাচ্ছে দূরে বহুদূরে, তারা যেন ভুলে গেছে অভিনয় দেখছে।

পুত্রের ভাবে বিভোর সর্ব্বানন্দ চট্টোপাধ্যায় বেহালা বন্ধ রেখে চোখে কাপড় দিলেন, আজ তাঁর শিক্ষা দেওয়া সার্থক হয়েছে। এ অভিনয় চললো না বেশীক্ষণ—গেরুয়াধারী শ্যাম অঙ্গ বালক রামের আয়ত ছল ছল চক্ষু অচিরেই পলকহীন হলো। চারিদিকে একটা গোলমালের সৃষ্টি হলো, সবাই চীৎকার করে উঠলো, "জল। জল! জল!"

ঘটি, ঘড়া, কলসী যে যা সামনে পেল তাতে করে জল নিয়ে ছুটে এলো জীবিত কুণ্ড-হতে—যার জলে বেঁচেছিল একদিন মরা শোল আর জয়দত্তের একমাত্র পুত্র। চোখে মুখে অবিরত জলের ছিটে দিয়েও তবু ফিরলো না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চৈতন্য বালক রামের। হতাশার ছায়া বিরাজিত হলো, দর্শকবৃন্দের সকল চেষ্টার বিফলতায়।

সমাধি অনেক রকম, ভাবসমাধি, সবিকল্প, নির্ব্বিকল্প ইত্যাদি কিন্তু, এই সরল বালকের পক্ষে যে কোনটি খাটে তাই নিয়ে বেশ একটা জল্পনা-কল্পনার সৃষ্টি হল। পিতা ধীর, স্থির, নিশ্চল, নিস্পন্দভাবে ঘাড় নিচু করে তারামার চিন্তায় নিমগ্ন।

মাঠ-ঘাট ভেঙ্গে প্রায় এক ক্রোশ পথ অবিশ্রান্ত দ্রুত হেঁটে উপস্থিত হলেন মাতা রাজকুমারী দেবী পুত্রের অমঙ্গল বাণী লোকমুখে শুনে। তাঁর প্রশান্ত মুখে কালিমার চিহ্ন, পুত্রের চিন্তায় বিহ্বলা জননীর আঁখি হতে জল ঝরে পড়লো যখন তিনি তাঁর প্রিয় পুত্রকে জনতার মাঝে মৃতপ্রায় দেখলেন। হতাশ ভরে চাইলেন একবার দণ্ডায়মাণা লোলজিহ্বা করাল বদনা তারিণীর দিকে অনিমেষ লোচনে। সর্ব্বদুঃখনাশিনী করুণাময়ী মা যেন ব্যাকুলভাবে জানিয়ে দিলেন নাম শোনাতে বালকের কাণে। সাধু, সজ্জন সবাই মুগ্ধ হল বালকের সমাধিতে কিন্তু—তবুও তার মধ্যে সন্দেহের যথেষ্ট কারণ নিহিত রইলো সমাধি আর মৃত্যুতে। লজ্জা, ঘৃণা, ভয় সব ত্যাগ করে পাগলিনী মাতা পুত্রকে নিলেন নিজ কোলে তুলে। "জয় তারা, জয় তারা"—বলে উঠলেন গর্ভধারিণী পুত্রের আশু মঙ্গল কামনায় গদ্‌গদ কণ্ঠে।

নামের কি মাহাত্ম্য! অচিরেই বালকের জড়বৎ দেহে সজীবত্ব ফিরে এলো। ঘুমভাঙ্গা শিশুর মত জড়িয়ে ধরলেন মায়ের গলা, অস্ফুটস্বরে বলে উঠলেন "তারা তারা"। বালকের চৈতন্য প্রাপ্তিতে সবাই আনন্দিত হল। হাউড়ে ছেলে বামাকে বুকে তুলে নিয়ে মাতা ফিরলেন গ্রামের দিকে। প্রেমের ভাই লক্ষ্মণ অনুসরণ করলেন জ্যেষ্ঠকে মাঠের উপর দিয়ে মার পিছু পিছু।

বেহালা কাঁধে তুলে সুর দিলেন সর্ব্বানন্দ মায়ের আঙ্গিনায় :—

মন তারানামে তারস্বরে তাঁরে কেন ডাকনা
উদারা মুদারা তারা হয়ে তারায় আত্মহারা
তারায় তারা দেখে তারা সাথে মিশে যানা॥

সর্ব্বানন্দ প্রাণভরে গাইলেন "তারা নাম"। সবাই তন্ময় হয়ে মায়ের নাম শুনতে লাগলো। বিরহিনী শ্রীমতীর মত সর্ব্বানন্দের অনর্গল ঝরতে লাগলো প্রেমাশ্রু। তিনি হেঁট হ'য়ে বসে রইলেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা "বশিষ্ঠা-রাধিতা তারা" পাষাণময়ী তারিণীর সম্মুখে।

সংসারের অভাব-অভিযোগ কোন চিন্তাই তাঁকে কোন দিন ব্যাকুল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করতে পারেনি, তিনি যেমন ধার্মিক তেমনি সরল ও সাহসী এবং সদানন্দময়, তাই তাঁর পিতা রামানন্দ নাম রেখেছিলেন 'সর্ব্বানন্দ'। সংসারটিও তাঁর নেহাত ছোট ছিল না। প্রথমা কন্যা জয়কালী বালবিধবা ক্ষেপী নামে পরিচিতা ধর্ম্মোন্মদনার জন্যে। দ্বিতীয় বামাচরণ ১২৪৪ সালে শিবচতুর্দ্দশীর দিন মহানিশায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভৈরব বা ক্ষেপা নামে খ্যাত ; তৃতীয়া দুর্গাদেবী, চতুর্থ দ্রবময়ী, পঞ্চমী সুন্দরী ; ষষ্ঠ রামচন্দ্র খ্যাতনামা গায়ক, ১২৫৭ সালে ধর্ম্মপ্রাণ সর্ব্বানন্দের পর্ণ-কুটীরে জন্মগ্রহণ করেন।

সামান্য কিছু ক্ষেত খামার জমি ছিল, তাও ভাগে চাষ হোত বলে সারা বৎসরের খোরাকও কুলাতো না ; অতি কষ্টেই সংসার চলতো সর্ব্বানন্দের। একে অভাব অনটন, পুজো পাঠে কোন রকমে সংসার চলে, তার উপর আবার সুন্দরী কন্যাটি অল্প বয়সেই বিধবা হয়ে বাপের ঘাড়ে এসে পড়লো। মেয়েটা ঘাড়ে এসে পড়েছে বলে তাকে চারটি খেতে দেবাব ভয় বা চিন্তা সর্ব্বানন্দের একটুও ছিল না, শুধু অল্প বয়সে কন্যার বৈধব্য যন্ত্রণার ম্লান মুখ দেখে তিনি ভেঙ্গে পড়লেন। উপায় কিছু নেই বলে তিনি হতাশ হলেন না। অনেক কিছু ভেবে বিধবা বিবাহ দেবার জন্যে পল্লী মোড়লদের পরামর্শ নিলেন সর্ব্বানন্দ। নজীর দেখালেন ভারতের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের কিন্তু, সবই ভস্মে ঘি ঢালা হোল। তারা কেউই পাণ্ডিত্যের বিচারে মুগ্ধ হোল না, মানলো না শাস্ত্রের নজীর। ছোট করলো ঋষি বাক্য, বড় করে দেখালে সমাজের বিচার—গ্রামের আচার।

একরত্তি মেয়ে, যার গায়ে এখনও লাগেনি সংসারের কপটতার হাওয়া, মুখে ফুটে উঠেনি যৌবনের নিদর্শন, স্বামী কি তাও যার অজ্ঞানতার মেঘে ঢাকা, সে কি করে বুঝবে সমাজই-বা কি, আর তার অদৃষ্টেরই-বা কি ফের। খুব ভেবেছি, আর নয়—"জয় তারা" বলে লাফিয়ে উঠলেন পিতা, উল্লসিত হ'য়ে ; মাতা কন্যার মলিন মুখ দেখে অশ্রু ফেলেন গোপনে, অতি সন্তর্পণে, পাছে মেয়ে দেখে শিউরে উঠে তার ভাগ্য বিপর্য্যয় হয়েছে বলে।

দয়াবতী সতী নারী রাজকুমারী ম্লান মুখে স্বামীর কাছে ক্ষীনস্বরে বললেন, "পাড়ায় সব বলছে আমাদের নাকি ঠেকো করে দেবে, তুমি শুনেছ?" ধীরভাবে স্বামী স্ত্রীকে বললেন, "সবাই যাকে ঠেকো করে, 'তারা মা' তাকে কোলে তুলে নেন। তাতে ভয় পাবার কিছু নেই, তাঁর নাম করে যখন সাগরে পাড়ি দিয়েছি তখন দেখি কূল পাই কি না।" "কিন্তু কূলে কালি পড়বে ত?" বল্লেন রাজকুমারী। "পড়ুক কালি তাতেও ভয় করি না, যখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পিছনে রয়েছেন কলুষ-নাশিনী কালী।" চক্রীর চক্রে তিনি সামান্য ক্ষেতখামার হতেও কিছুটা বঞ্চিত হলেন। বালক বামাচরণ পিতার নির্ভীকতা দেখে বল্লেন, "আমার যগ্যি মোস্তর বাবা।" এই রকম বাপ না হলে কি ছেলে ঐ রকম বীর সাধক হয়। লজ্জা, ঘৃণা, ভয় এই তিনটেই তাঁর করতলগত। এই ঘটনার পর ক্ষেপা প্রায়ই এই গানটি গাইতেন :—

"ঘরে ঘর করে কি লাঞ্ছনা
আমি তো আর সহিতে পারি না।
পাপ ননদী সদাই বাদী
দেয় পীরিতের গঞ্জনা॥
কালি ত দিয়েছি কূলে
কূল রেখেছি শিকায় তুলে
যাক কূল মান কাজ কি কূলে
আমি কূলনাশারে ছাড়বো না।"

—·—

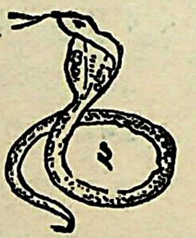

"আচ্ছা মা। মাটির ঠাকুর কেন জ্যান্ত হয় না?" অভিমান স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন বামাচরণ মার কাছে। "মা, বলনা কি করলে ঠাকুর জ্যান্ত হয়?" বালকের মুখে এই কথা শুনে রাজকুমারী দেবী মনে মনে বললেন তারা মাকে—"এই পাগল ছেলেকে তোমার পাদ-পদ্মে অর্পণ করলুম, তাকে তুমি দেখো মা।" পুত্রের আগ্রহ দেখে মা তাকে বল্লেন—"বাবা! ঠাকুর সব সব সময়েই জ্যান্ত, তাঁকে প্রাণভরে ডাকলেই কথা শুনেন।"

মায়ের কথায় উল্লসিত পাগল ছেলে ছুটে এলেন কুটীর প্রাঙ্গণে ঠাকুর পূজো করতে। মাটির একটি কালী ঠাকুর তৈরী করে বনফুল, গাছের ডাঁসা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

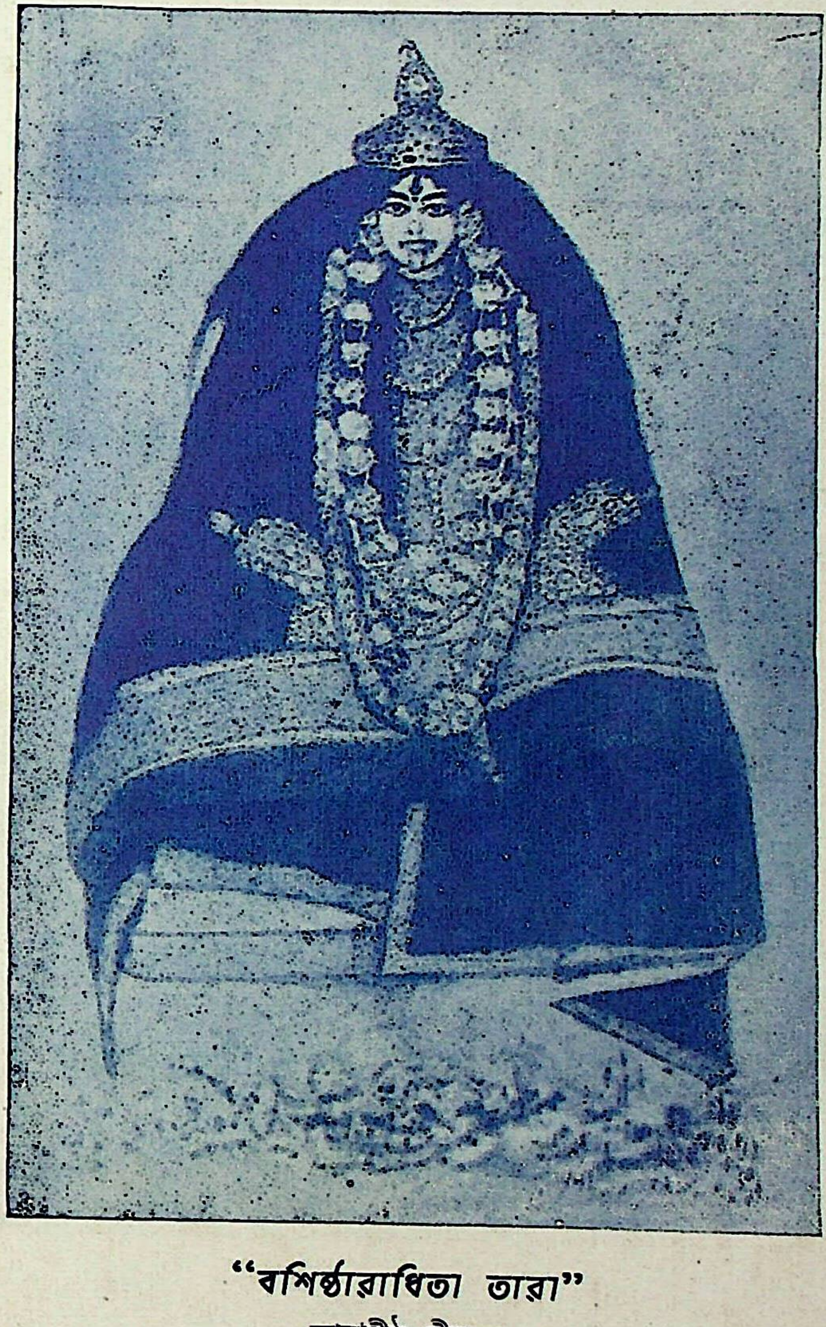

"বশিষ্ঠারাধিতা তারা"

তারাপীঠ, বীরভূম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

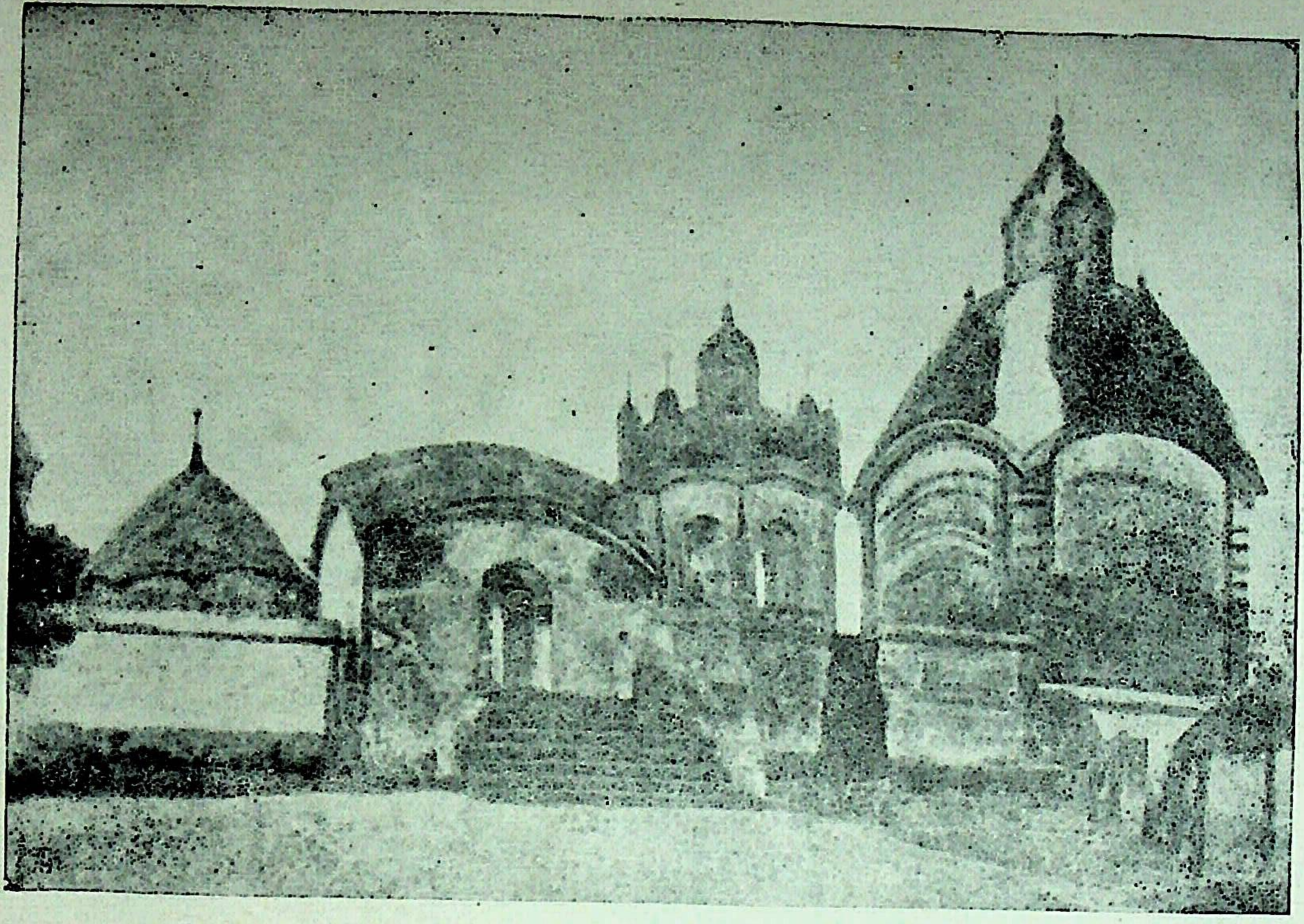

৺তারামায়ের মন্দির
তারাপীঠ, বীরভূম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পেয়ারা, কচু পাতায় সাজিয়ে পাগল ছেলে প্রাণভরে ডাকতে লাগলেন চোখের জলে—"ঠাকুর কথা কও, পেয়ারা খাও।" কত ডাকাডাকি কিন্তু, তবুও ঠাকুরের দয়া হোল না।

ঠাকুর খাও। ঠাকুর খাও।
মা বলেছেন প্রাণ আছে
হোক্‌না গড়া মাটির ছাঁচে,
তবে কেন খাবেনা তুমি?
মুখ তুলে চাও॥
কত যে ডাকি মা-মা ব'লে
কভু ভাসি চোখের জলে
তুমি আমি খেলবো কত
ফল খেয়ে নাও।
ঐ বনফুল থালা থালা
দিব গেঁথে অনেক মালা
পরাবো গলে পায়ে দিব
কথা তুমি কও।
মা তুমি যখন খেলেনা
এ প্রাণ আর রাখবো না
ছেড়ে তোমায় যাবো কিনা
তাই বলে দাও॥

তারা মা'র পূজোয় পাঁঠা বলি হয়, পাঁঠা নেই বলে হয়ত ঠাকুর রাগ করেছেন ভেবে পাগল ছেলে ছুটলেন পাঁঠা আনতে। নিয়ে এলেন কতকগুলো বুনো কচু গাছের ফুল। তুলনা কিন্তু বেশ ভালই হোল—যেমন দুরন্ত কাম রিপু, তেমনি কুটকুটে বুনো কচু ফুল, হাড়কাঠে বলি হোল কচুফুলের পাঁঠা, মাকে রক্ত খাওয়াবার জন্যে। মা কিন্তু, তবু নড়েনও না চড়েনও না। ছেলেও নাছোড়বান্দা, গোঁ বজায় রেখে মাটির ঠাকুরকে জ্যান্ত করবার জন্যে উঠে পড়ে লাগলেন। কখন পেয়ারার টুকরো নিয়ে ঠাকুরের মুখে গুঁজে দিয়ে "নে মা, খা মা" বলে কাকুতি মিনতি করেন, কখন বা অভিমানে চোখের জলে, "খেলি না? বলে কান্না সুরু করেন। মা বলেছেন, প্রাণভরে ডাকলে পরে ঠাকুর সব কথা শোনেন, তবে আমার কথা শুনবেন না কেন"? এর উত্তর কে দেবে? কি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেই বা এই পাগল ছেলেকে ভোলান যায়? ঘণ্টার পর ঘণ্টা এইভাবে পাগল ছেলে মাটির ঠাকুর নিয়ে দিন কাটাচ্ছেন, ক্ষুধা, তৃষ্ণা সবই ত্যাগ হয়েছে, কেবলই "নে মা, খা মা" এই ছুটি বুলি অনর্গল মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে। তার মধ্যে আবার ভাবেরও পরিবর্ত্তন হচ্ছে, কখন দাস্য, কখন সখ্য, কখনও বীরভাব।

পুত্রের ভাবান্তর দেখে গর্ভধারিণী প্রমাদ গণলেন। পিতা, পুত্রের ভাবে বিভোর হয়ে আরো উৎসাহ বাড়িয়ে দিলেন। সহচর সহচরীরা এসে কখনও হাসি, কখন কান্না, কখন উগ্রভাব দেখে যে যার ঘরে পালায়।

বেলা অনেক হয়েছে, রামচরণ খেয়ে দেয়ে কেমন ঘুমোচ্ছে কিন্তু, পাগল ছেলে ঠাকুর নিয়েই ব্যস্ত। মাতা পুত্রকে বারবার ডাকলেন কিন্তু, কে কার কথা শোনে? তিনি কেবল মাটির ঠাকুরে প্রাণ খুঁজছেন। মা ভাতের থালা হাতে নিয়ে পুত্রের কাছে উপস্থিত হলেন ছেলেকে খাওয়াতে কিন্তু, ছেলের কোন দিকে লক্ষ্য নেই ঠাকুর ছাড়া। মায়ের আহ্বানে ছেলের অভিমান বেড়ে গেল—"কৈ তুমি বল্লে, ঠাকুর কথা শোনেন" গদ্‌গদ স্বরে এই কথা বলে বামাচরণ হাত পা ছুঁড়ে কান্না সুরু করলেন উচ্চৈঃস্বরে।

মা-মরা ছেলের মত কান্নার স্বর শুনে ছুটে এল পাড়া-পড়্‌শী, জেঠাই-খুড়ো, খুড়ি রহস্য দেখতে। সবাই শুনলো আদ্যোপান্ত ঘটনা এবং মত প্রকাশ করলে ছেলেটা ক্ষেপে গেছে। সেই থেকে নাম হোল—ক্ষেপা। জ্যেষ্ঠা ভগ্নী জয়কালী খুবই ভালবাসেন ছোট ভাই বামাকে, আর তাঁর কার্য্যকলাপকে, তাই তিনি সান্ত্বনা দিয়ে বল্লেন, আর কিছুদিন পরেই ঠাকুর কথা শুনবেন।"

ক্ষেপা বোঝেন ক্ষেপীর মর্ম্ম, তাই আশ্বস্ত হলেন বামাচরণ, মাতৃতুল্যা জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর কথা শুনে। আগেই বলেছি জয়কালী ক্ষেপী নামে পরিচিতা। পাগল ও পাগলী ছেলে-মেয়েদের কাণ্ডকারখানা দেখে সর্ব্বানন্দ মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসেন আর "জয় তারা" বলেন।

ছেলের এই ভাবে নিত্য কালী, তারা, কৃষ্ণ, গণেশ, জগদ্ধাত্রী ইত্যাদি দেব-দেবীর গড়া ও পূজা বাড়তে লাগলো, বারো মাসে তের পার্ব্বণ লেগে রইলো সর্ব্বানন্দের পর্ণ কুটীরে। শিল্পী বামাচরণ নিজেই, আবার ভোগ-পূজার অধিকারীও তিনি। একাই একশো, কারো সাহায্য তিনি নেন-না ও চান না, সহচর সহচরীর অভাব ছিল না কিন্তু, ক্ষেপা কারও সঙ্গে মেলা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মেশা বা খেলা পছন্দ করতেন না। নিজে হাতে গড়া-ঠাকুরই ছিল তাঁর সাথী, খেলার সামগ্রী। তা বলে তিনি ঠাকুরকে অভক্তি করতেন না বা শিশুস্থলভ চপলতায় ভেঙ্গে চুরে ফেলতেন না। ঐটুকু ছেলের ভক্তির অভাব ছিল না। যখন করজোড়ে ফুল নিয়ে তিনি "মা মা" বলে গদ্গদ কণ্ঠে ডেকে "নে মা" বলে ঠাকুরের পাদ-পদ্মে অর্পণ করতেন, তখন তাঁর ছু-চক্ষু জলেভরা মেঘের মত ছলছল করে উঠতো আর তা থেকে প্রেমাশ্রু উপচে পড়তো। যে যত বড় জ্ঞানী বা প্রবীণ হোন না কেন, সে অবস্থা সে ভাব দেখে তিনি নিশ্চয়ই বলবেন, "প্রাক্তন।" এছাড়া দ্বিতীয় উত্তর নেই। পূর্ব্ব জন্মের স্থকৃতি বলা ছাড়া গতি নেই। ছেলে লেখাপড়া শিখে মানুষ হবে, ভাল চাকরী করে অনেক টাকা আনবে, সাধারণ সংসারে পিতা-মাতার ঐ হোল কামনা। কিন্তু ধর্ম্মপ্রাণ সর্ব্বানন্দের কামনা ঠিক বিপরীত। বই পড়া বিদ্যা, তিনি চান না, তিনি চান তাঁর ছেলে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা তারা বিদ্যা শিক্ষা করুক এবং বাঙ্গালীর জীবন যখন দাসত্ব শৃঙ্খলেই আবদ্ধ, তখন সে তারা-মারই দাস হোক। এ উৎসাহ স্নেহময় পিতার কাছ থেকে না পেলে কি তারার দাস হওয়া যায়। তাঁর ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা মা পূর্ণ করেছেন।

অভিমানের স্থরে মৃদু কণ্ঠে এসে বল্লেন রাজকুমারী দেবী, "ছেলে ক্রমশঃ বড় হচ্ছে, একটু লেখাপড়া না শেখালে ব্রাহ্মণের ঘরে পূজা পাঠও করতে পারবে না, তাই বলছি—কাল আমি পাঠশালে পাঠাবো। একে মায়ের পাগল, তারপর লেখাপড়া না শিখলে কি করে সংসার চালাবে?" সর্ব্বানন্দ ত সদানন্দ, এক গাল হেসে বল্লেন, "বেশ বেশ। সবই তারামার ইচ্ছা।" সর্ব্বানন্দ বেহালা নিয়ে গান ধরলেন—

"সকলই তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি
তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি।"

———

LIBRARY
No.... 6.99..
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

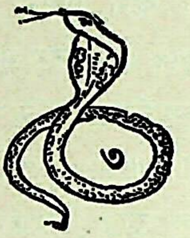

৩

বহু দিনের পুরান এক ভাগী চাষী সর্ব্বেশ্বর নিয়ে এলো একবোঝা ভালো তালপাত্ম তার ভাই ক্ষেপার জন্যে। পাতা দিয়ে বসবার দুটো চেটাই বোনা হোলো। ক্ষেপা ও রামু বসে পড়বেন আর কতকগুলো তাল পাতা বাণ্ডিল করে সে রাখলো লেখবার জন্যে।

এই সাবেক কালের চাষীটি যেন সর্ব্বানন্দের পরিবারভুক্ত। বামাচরণ ও রামচরণকে সে এত স্নেহের চক্ষে দেখতো যে, সময় সময় দুই এক ঘা বেতও মারতো। তাই ক্ষেপা বলতেন, "সর্ব্বেশ্বরদা আমাদের খুব ভালবাসতেন কিন্তু আমি একটু হাউড়ে চেবা (বোকা, ল্যালা খ্যাবলা), ছিলুম বলে সর্ব্বেশ্বরদা আমার পিঠে বেশ দু এক ঘা পাঁচন বাড়ি দিয়ে দিতেন।"

স্নেহময়ী মাতা দুই ছেলেকে সাজিয়ে গুছিয়ে পাঠালেন পল্লীগ্রামের পাঠশালার গুরুগৃহে। কানে গোঁজা কঞ্চির কলম, ডান বগলে তালপাতার গুচ্ছ, হাতে বাংলা কালির দোয়াত আর বাম বগলে তালপাতার চেটাই, সঙ্গে চললো তত্ত্বাবধায়ক সর্ব্বেশ্বরদা পাঠশালায় পৌঁছে দিতে। মাঠ, ঘাট ভেঙ্গে চিলানদীর ধার দিয়ে চলেছেন দুই ভাই পাঠশালায়। দুটি বনফুলের মালা গলায় পরিয়ে দিয়েছে সর্ব্বেশ্বরদা স্নেহের নিদর্শন স্বরূপ। এ যেন কৃষ্ণ বল-রামের পাঠশালায় গমন।

হাউড়ে বামা এদিক দেখেন, ওদিক দেখেন, চলছেন যেন ভাব মাতালের মত। সামনেই পড়লো সুশীতল বটবৃক্ষের ছায়া, বৃহৎ শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে জানাচ্ছে শ্রান্ত পথিককে আহ্বান পরম আত্মীয়ের মত। মূলে বিরাজিত প্রস্তর মূর্ত্তি, গ্রাম্য ধর্ম্মরাজ। তাঁর মহিমা প্রকাশ করছে উদার বটবৃক্ষ অকৃপণ সুশীতল ছায়াদানে।

ধর্ম্মরাজকে দেখে ক্ষেপার মন চঞ্চল হোল, বাঁধানো বটের মূলে পাততাড়ি রেখে আব্দার ধরলেন—"আমি ধর্ম্মরাজ পুজো করবো।" ছেলের আব্দার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুনে সর্ব্বেশ্বরদা নিয়ে এল চারটি বনফুল আর কচুপাতায় নদীর জল। দু-হস্তে বনফুল নিয়ে পাগল ছেলে "ঠাকুর নাও" বলে কাঁদতে লাগলেন। পাছে সমাধি হয় তাই সর্ব্বেশ্বরদা হাতের ফুল জোর করে ধর্ম্মরাজের পাদ-পদ্মে ঢেলে দিয়ে কোলে তুলে নিল ক্ষেপা ছেলেকে। রামচন্দ্র তখন মাত্র চারি বৎসরের শিশু, দাদার কাণ্ড ফ্যাল ফ্যাল করে দ্যাখে কিন্তু, বোঝে না কিছুই।

সমাধি হোল না কিন্তু, সর্ব্বেশ্বরদার কাঁধে মাথা দিয়ে গুমখেয়ে থাকলেন পাগল ছেলে। এর পরই দেখা গেল তারা মায়ের মন্দির ফাঁকা মাঠের ভিতর দিয়ে, বীর সাধকদের ধ্বজা উড়ছে মন্দিরের চূড়োয়। মহানন্দে ক্ষেপা তিরবিড় করে উঠলেন। সর্ব্বেশ্বরদা ধাক্কা সামলাতে না পেরে পাগল ছেলেকে নামিয়ে দিল মাঠের মাঝে। ক্ষেপার কি আনন্দ, ঐ বড়মার মন্দির বলে দু-হাত তুলে ধেই ধেই করে নাচ। নাচের ঠেলায় ছোট্ট কাপড়টি খুলে উড়ে গিয়ে পড়লো জলভরা ধানের ক্ষেতে, দোয়াত, কলম, তালপাতা ছিটকে পড়লো চারিদিকে। সর্ব্বেশ্বরদা অবাক হয়ে দেখতে লাগলো বালক নারায়ণের আনন্দ।

এত ভক্তি, এত ভাব, এত আনন্দ একরত্তি ছেলের হৃদয়ে কোথায় গুপ্ত ছিল; এ নিশ্চয় অবতার। এই কথাটি সর্ব্বেশ্বরদার মনে উদয় হোল, তাই বৃদ্ধ স্নেহের দোহাই দিয়ে ভক্তির অর্ঘ্য দিলে প্রেমাশ্রুতে। উন্মত্ত ছেলের উন্মত্ততা স্তব্ধ হোল প্রেমাশ্রুতে। ক্ষেপা ছেলে "জয় তারা" বলে লুটোপুটি খেতে লাগলেন উন্মুক্ত মাঠে।

পাঠশালা বসে গেছে। গুরু মশায়ের নাকের ডগার কাছে মোটা কাঁচের চশমা, তার আবার কানে দেবার হাতল নেই, সুতা বেঁধে কানে জড়িয়েছেন। একটি চৌকির উপর বেত হাতে বসে আছেন তিনি। আশে পাশে পাততাড়ি ছড়িয়ে পল্লীশিশুরা কেউ ১, ২, ৩, কেউ-বা অ আ লিখ্ছে। একটা অবাধ্য ছেলে হাতে একটা থান ইঁট নিয়ে রোদে দাঁড়িয়ে শাস্তি ভোগ করছে।

সর্ব্বেশ্বরদা অতি কষ্টে দুটি ছেলেকে নিয়ে পৌছলো পাঠশালায়। গুরু মশাই দেখেই ত একেবারে আগুন! "একি, এই এত বেলায় নিয়ে এলে, এই রকম করে লেখা পড়া শিখবে?" যাক্, সর্ব্বেশ্বরদার মধুর বাক্যে গুরুমশাই ঠাণ্ডা হোলেন। এইবার আরম্ভ হোল ছেলে দুটির পরীক্ষা। রামচন্দ্রকে ১, ২, ৩, ৪, জান কি না জিজ্ঞাসা করলেন গুরুমহাশয়। সে একেবারে শিশু, ঘাড় নেড়ে বললে "জানি না।" ক্ষেপা চুপ করে বসে ড্যাব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ড্যাবে চোখ বার করে নিরীক্ষণ করছিলেন গুরুমহাশয়কে, তাঁর গুরু হবার যোগ্য কি না ? গম্ভীর স্বরে গুরুমশাই জিজ্ঞাসা করলেন ক্ষেপাকে, "অ আ লিখতে জান ?" সহাস্যে ক্ষেপা বল্লেন, "ভাল জানি।" কথাটা শুনে গুরু-মশাই কুপিত স্বরে বল্লেন,—"লেখ দেখি ?"

সর্ব্বেশ্বরদা পাততাড়ি খুলে দিল, ক্ষেপা বেশ আনন্দে লিখতে আরম্ভ করলেন, "জয় তারা, জয় তারা"। গুরু মশাই কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক ছিলেন, সেই অবসরে অনেকগুলি তালপাতা তারা নামে পবিত্র হল। লেখা দেখে গুরুমহাশয়ের আক্কেল গুড়ুম। তিনি একবার সর্ব্বেশ্বরদার দিকে, একবার পাগল ছেলের দিকে তাকাতে লাগলেন। গুরুমহাশয়ের ভাবগতিক দেখে সর্ব্বেশ্বর মনে ভাবলো আমার পাগল ভাই বুঝি খুব বুদ্ধিমান, ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট—একটা কিছু হবে। গুরুমশাই হতাশ ভাবে বল্লেন, "তারা পাগলের বংশ, তা এসব ছেলের আর কি হবে ?" গম্ভীর ভাবে গুরু মশাই জিজ্ঞাসা করলেন—"এ সব কি লিখেছো ?" কেন ? আমার বড়মার নাম লিখেছি,—তারাবিদ্যা শ্রেষ্ঠবিদ্যা বাবা শিখিয়েছেন।" এইভাবে ক্ষেপার বিদ্যারম্ভ হয় এবং শেষ হয় মহাভারত, রামায়ণে। কিছুক্ষণ পরে সর্ব্বেশ্বরদা ক্ষেপা ও রামুকে সঙ্গে নিয়ে গৃহে ফিরে এলো।

———

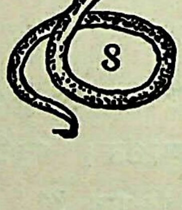

বেহালা কাঁধে নিয়ে বেরোলেন পিতা, ক্ষেপা ছেলেকে কৃষ্ণ সাজিয়ে তারা মায়ের মন্দিরের দিকে। পায়ে ঘুঙুর, মাথায় শিখিপাখা, কোমরে পীতবাস, গলে বনফুল ও করে মুরলী। যে ভাখে সে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসছিলো পল্লীবধূরা জলভরা কলসী কাঁকে নিয়ে দ্বারকা নদীর তীরে, থমকে দাঁড়াল আমাদের বালক কৃষ্ণকে দেখে।

ফুল্লশতদল শ্রীমুখ সুবিমল
প্রসন্ন মৃদু মৃদু হাস
শ্যামনটবর মোহন মুরলীধর
শিরে শিখিপাখা, পীতবাস।
বঙ্কিম ঠাম, চারু মনোহর
শোভিত পুষ্প ভূষণে
মুরলী রাজত, মৃদু মন্দ বাজত
মুগধ তারাপুর জনে।
চন্দ্রিমা কিরণ, উছলিত বদন
রবিকর শোভিত অঙ্গ
আনন্দ মুখর লোচন মনোহর
স্ফুরিত প্রেম তরঙ্গ।
চরণ যুগল, আশ্রয় মঙ্গল
ধ্যান ধরহি মুনিগণ
প্রেম অনুরাগে নিতি নব সোহাগে
মুগধ প্রেমিক জন।

মায়ের আঙ্গিনায় উপস্থিত হোলেন পিতা, বালক কৃষ্ণকে নিয়ে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আনন্দের রোল তুললো, "ক্ষেপা কেমন সেজেছে" বলে। তারামাকে ভুমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে সুর দিলেন সর্ব্বানন্দ বেহালায়। গান ধরলেন ক্ষেপা—

প্রেমের ছলনা ঠাকুর নাহি সাজে
মজালি গোপিনী কুলে মজিলি নিজে।
উদয় অস্ত দিবা নিশি, নিয়ে হাতে মোহন বাঁশী
রাধে বলে বাজে বাঁশী প্রেমেরই সুরে।
তোমার ছলনে ভুলি, রাধার কুলেতে কালি
কালী হয়ে কৃষ্ণ তুমি মজালে সবারে।

তন্ময় চিত্তে সবাই ক্ষেপার গান শুনতে লাগলো। ক্ষেপার কিন্তু মনটা স্থির নয়, যিনি তারামার শিলাময়ী মূর্ত্তি দেখবার জন্যে আকুল আগ্রহে ছুটে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসেন মায়ের মন্দিরে, আজ কেন তিনি এত চঞ্চল ? হঠাৎ গান থামিয়ে বামা বায়না ধরলেন—শ্মশানে যাবো। পিতা বেহালা বন্ধ রেখে পুত্রকে নিয়ে শ্মশানে এলেন।

এই মহাশ্মশানই বশিষ্ঠদেবের তপোবন "বশিষ্ঠ সিদ্ধপীঠ" নামে প্রসিদ্ধ, বাহান্ন পীঠের অন্তর্গত।

"ব্রহ্মণো মানসপুত্রো বশিষ্ঠঃ স্থিরসংযমঃ
তারামারাধয়ামাস পুরা নীলাচলে মুনিঃ
জপন্ সন্তারিণীং বিদ্যাং কামাখ্যাযোনিমণ্ডলে
নানুগ্রহং চকারাসৌ তারা সংসারতারিণী।
অথাসৌ পিতরং গত্বা ব্রহ্মাণং পরমেষ্ঠিণম্
কোপেন জ্বলিতো বিদ্বান্ উবাচ পিতুরন্তিকে।"

(মহাচীনাচার ক্রমে)

ব্রহ্মোবাচ :—ব্রহ্মার মানস পুত্র বশিষ্ঠদেব নীলাচলে শুদ্ধাচারে বহুযুগ তারাদেবীর সাধনা করেও সিদ্ধি লাভে অক্ষম হন। পিতার নিকট খেদ জানালে তিনি তাঁকে কামাখ্যা যোনিমণ্ডলে সাধনা করতে বল্লেন ; তাতেও সিদ্ধি লাভ না হওয়ায় তিনি ব্রহ্মাদত্ত তারাবীজকে অভিসম্পাত করেন যে এই বীজে কেউ কখনও সিদ্ধিলাভ করতে পারবে না। তখন দৈববাণী হোল,—"বশিষ্ঠ, তুমি আমার উপাসনার আচার জান না তাই সিদ্ধি লাভে বঞ্চিত হয়েছো। আচার শিক্ষার জন্যে মহাচীনে যাও, সেখানে বুদ্ধরূপী জনার্দ্দন তোমায় শিক্ষা দেবেন।" বশিষ্ঠ বিষণ্ন চিত্তে মহাচীনে যাত্রা করলেন, সেখানে বুদ্ধরূপী জনার্দ্দনকে মদ্য, মাংস, মুদ্রা ও কামিনী পরিবৃত দেখে তিনি বিশেষ মর্ম্মাহত হলেন। পুনরায় দৈববাণী হোল, "সাধনের এই আচার", —এই চীনাচার। তখন তিনি জনার্দ্দনের কাছে অভিপ্রায় জানালেন। তত্ত্বজ্ঞানময় হরি তাঁকে চীনাচার শিক্ষা দিলেন। তন্ত্রমতে তারাই ব্রহ্ম, তারাই জগৎ, তারা নির্গুণা, সগুণা, নিরাকারা, সাকারা, দ্বন্দ্বীভূতা, দ্বন্দ্বাতীতা, সর্ব্বভাবময়ী, সর্ব্বভাবাতীতা, শুচি-অশুচি, পাপ-পুণ্য, ধর্ম্ম-অধর্ম্ম, কর্ম্ম-অকর্ম্ম, সকল ভাবেই তারা বিরাজমানা। বুদ্ধরূপী জনার্দ্দনের শিক্ষায় ভুল সংশোধন হোল, তখন বুদ্ধরূপী জনার্দ্দন বল্লেন, "বক্রেশ্বরের ঈশান কোণে, বৈদ্যনাথ ধামের পূর্ব্বদিকে, দ্বারকা নদীর পূর্ব্ব তীরে যে স্থানে শ্বেত শিমূল বৃক্ষ আছে, ভক্তি সহ ঐ স্থানে গমন করলে অসংখ্য পুণ্য সঞ্চয় হয়। বৃক্ষের পূর্ব্ব দিকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবিতকুণ্ড অবস্থিত, প্রবাদ আছে এই কুণ্ডে স্নান করলে দীর্ঘ জীবন লাভ হয় এবং মৃতবৎসা পুত্র লাভ করে।

"তারাপীঠং মহাপীঠং গন্তব্যং যত্নতঃ সদা

বশিষ্ঠারাধিতা তারা যত্র তারা শিলাময়ী"—(তারারহস্যম্)

তারাপীঠ মহাপীঠ ; সেখানে বশিষ্ঠদেবের আরাধিতা তারা আছেন ; সে তারা শিলাময়ী ; সেখানে সযত্নে যাইবে।

"দ্বিভুজাং চিন্তয়েদ্দেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনাম্।

বামে শিব স্বরূপকম্ তং কল্পিতং বৎস্যরূপকম্॥"

দেবী দ্বিভুজা, সর্পময়যজ্ঞোপবীতে ভূষিতা। তাঁর বাম কোলে পুত্ররূপে স্বয়ং মহাদেব—ইহা চিন্তা করিবে। বশিষ্ঠদেব এই শিলাময়ী দ্বিভুজা তারিণী দেবীর আরাধনায় দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেন। ভগবতী দুর্গাদেবীর পূজার পর কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার পূর্ব্বদিনে শুক্লাচতুর্দ্দশীর দিন বশিষ্ঠদেব ৺তারা মায়ের দর্শন লাভ করেন তাই এই মহাপীঠে শুক্লাচতুর্দ্দশীর দিন এক বিরাট উৎসব প্রতিপালিত হয়।

পরবর্ত্তী যুগে দাক্ষিণাত্যের পণ্ডিত ও কবীন্দ্র কর্ণাভরণ চীন, কামরূপ, মগধ ও ত্রিহুতে সস্ত্রীক সাধনা করে দেবাংশসম্ভূত তারা ও হরা নাম্নী যমজ কন্যা লাভ করেন এবং দৈবাদেশে স্ত্রী ও কন্যাদ্বয় সহ বীরভূম তারাপীঠে উপস্থিত হয়ে বশিষ্ঠদেবের পঞ্চমুণ্ডি আসনে সস্ত্রীক সাধনা করেন ও তারামায়ের দর্শন পান এবং দুই কন্যা তারা ও হরা চন্দ্রচূড় শিবলিঙ্গে লীন হন।

কিছুকাল পরে বীরভূম জেলার অন্তর্গত রত্নাগড় নিবাসী জয়দত্ত নামে এক গন্ধ বণিক ব্যবসাসূত্রে দ্বারকা নদীর তীরে তাঁর নৌকা লঙ্গর করেন। মাঝিরা একটি খণ্ডিত শোল মাছ কুণ্ডের জলে ধৌত করে কিন্তু, কুণ্ডের জল-মাহাত্ম্যে মৃত শোলমাছ পুনর্জ্জীবিত হয়, এই দেখে মাঝিরা আশ্চর্য্যান্বিত হয়। প্রায় দেড় ক্রোশব্যাপী দীর্ঘ, নানাবৃক্ষে আচ্ছাদিত বীভৎস মহাশ্মশানের একপাশে জয়দত্তের তিন-চারখানি নৌকা মালভর্ত্তি অবস্থায় লঙ্গর করা ছিল। একটি নৌকায় জয়দত্ত ও তাঁর একমাত্র পুত্র রাত্রে বসে হিসাব নিকাশ করছিলেন, সেই সময় শ্মশানের অভ্যন্তর হতে এক কৃষ্ণাঙ্গী কুমারী কন্যা শুধালেন, "বণিক! তোমার নৌকায় কি আছে?" বণিক তখন একাগ্রচিত্তে হিসাবে মনোনিবেশ করেছেন, বার বার ঐ কথা শুনে বিরক্তভাবে তিনি উত্তর দিলেন—"ছাই আছে।" প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে নৌকাপূর্ণ দ্রব্যসম্ভার ভস্মে পরিণত হ'ল এবং তাঁর একমাত্র পুত্রও ওলাউঠা রোগে ইহলোক ত্যাগ করলো। বণিক শোকাতুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়ে আত্মঘাতী হবার জন্যে প্রস্তুত হোলেন। মরা শোলকে জীবিত হতে দেখে মাঝিদের ধারণা ও বিশ্বাস ছিল যে কুণ্ডের জলে বণিকের পুত্রকে নিমজ্জিত করলে নিশ্চয়ই সে পুনর্জ্জীবন লাভ করবে। তারা কোনরূপ ইতস্ততঃ না করে মৃত পুত্রকে কুণ্ডের জলে নিমগ্ন করলো। দেবী মাহাত্ম্যে অচিরেই বণিক পুত্রের প্রাণ সঞ্চার হোল। পুত্রের পুনর্জ্জীবন লাভ হওয়াতে জয়দত্ত স্থানমাহাত্ম্য জানবার জন্যে আগ্রহান্বিত হলেন কিন্তু, কিছু জ্ঞাত হতে পারলেন না। রাত্রে যখন জয়দত্ত ঘুমে অচেতন, কুমারীরূপে দেবী স্বপ্নে আবির্ভূতা হয়ে স্থানমাহাত্ম্য বর্ণনা করলেন। পরদিন প্রত্যুষে জয়দত্ত বহু লোকজন সংগ্রহ করে বন জঙ্গল পরিষ্কার করাতে লাগলেন। অতি প্রাচীন এক বিরাট শ্বেতশিমূল বৃক্ষের তলায় পূর্ব্ববর্ণিত দেবীর শিলাময়ী মূর্ত্তি, শ্রীচরণযুগলের ছাপবিশিষ্ট একখানি শিলা ও অনাদি লিঙ্গ চন্দ্রচুড় শিবলিঙ্গ আবিষ্কৃত হোল। তিনি বহু অর্থ ব্যয় করে একটি মধ্যমাকৃতি মন্দির ও দেবীর পূজার ভোগের ব্যবস্থা করে দিলেন। নৌকা-পূর্ণ ভস্ম পুনরায় দ্রব্য সম্ভারে পরিবর্ত্তিত হল এবং তিনি ব্যবসায়ে বিশেষ উন্নতি করলেন। রমাপতি নামেও এক গন্ধ-বণিক এই স্থানে সাধনা করেন এবং তারা মায়ের দর্শন পান। শিমূল বৃক্ষমূলে বশিষ্ঠদেবের পঞ্চমুণ্ডির আসন ছিল, ক্ষেপাবাবা তাকে লক্ষ মুণ্ডিতে পরিণত করেন। বর্ত্তমানকালে শিমূলতলা লক্ষ মুণ্ডির আসন। শ্বেত শিমূল বৃক্ষটি ক্ষেপা বাবার সিদ্ধির চিহ্নস্বরূপ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং ঐ বৃক্ষমূলের অভ্যন্তরে পাতাল অবধি এক ছিদ্র দেখা যায়। পরীক্ষার দ্বারা এর কোন পরিমাণ পাওয়া যায়নি। ছিদ্রটি অসীম। ঐ ছিদ্রের উপর ইটের খিলানে লক্ষমুণ্ডির আসন প্রতিষ্ঠিত।

তারার অষ্টরূপ :—

"তারাচোগ্রা মহোগ্রা চ বজ্রানীল সরস্বতী,
কামেশ্বরী ভদ্রকালী ইত্যষ্টৌ তারিণী স্মৃতা"

তারা, উগ্রতারা, মহোগ্রতারা, বজ্রা, নীলা, সরস্বতী, কামেশ্বরী ও ভদ্রকালী এই অষ্টতারিণী। কোন কোন তন্ত্রে ভদ্রকালীর পরিবর্ত্তে চামুণ্ডার নাম পাওয়া যায়; বশিষ্ঠ, পরশুরাম, ভৃগু, দত্তাত্রেয়, দুর্ব্বাসা ইত্যাদি মহর্ষিগণ তারাবিদ্যায় সিদ্ধ। ফলে-ফুলে পরিপূর্ণ শ্বেত শিমুল বৃক্ষটি দেখে ক্ষেপার কি আনন্দ, তন্ময় হয়ে তিনি দেখতে লাগলেন বৃক্ষের শাখা প্রশাখাগুলি। পুত্রের আনন্দ দেখে পিতা পুষ্পসহ একটি ক্ষুদ্র প্রশাখা ভেঙ্গে দিলেন পুত্রের হাতে। ভক্তিসহকারে বালক বৃন্তটি বক্ষে নিলেন। এই-ই কি সেই কল্পবৃক্ষ? রামপ্রসাদ গেয়েছিলেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"কালী কল্পতরু মূলে আয় মন বেড়াতে যাবি
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চারি ফল কুড়ায়ে পাবি।
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি
বিবেক নামে জ্যেষ্ঠ পুত্র তত্ত্বকথা তায় শুধাবি।"

ক্ষুদ্র প্রশাখা নিয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে ক্ষেপা তাঁদের কুটীর প্রাঙ্গণে সেটি রোপণ করলেন।

প্রতিদিন বালকের আন্তরিক পূজা ও প্রেমাশ্রুর ভক্তিবারি সিঞ্চনে অচিরেই প্রশাখাটির প্রাণ প্রতিষ্ঠা হোল। কালে ঐ প্রশাখা এক বৃহৎ মহীরূহে পরিণত হোল। এই বৃক্ষই হোল ক্ষেপার প্রেম, ভক্তি ও জ্ঞানের প্রতিভু, সর্ব্ব কর্ম্মত্যাগের দণ্ডী স্বরূপ।

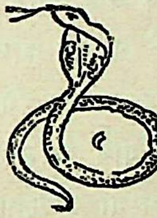

৫

নিয়তির কি লীলা। ১২৬২ সালে কতকগুলি নাবালক ও নাবালিকাকে অসহায় অবস্থায় রেখে সর্ব্বানন্দ লীন হলেন তারামার শ্রীপাদ-পদ্মে। ক্ষেপা যদিও কর্ম্মঠ কিন্তু, বাহ্যিক বিষয়ে একেবারেই উদাসীন। সাংসারিক আর সামাজিক কোন জ্ঞানই তাঁর ছিল না। ভাবনা, চিন্তা, যা কিছু তাঁর মনে উদয় হোত, সবই তারামার শ্রীপাদ-পদ্মে অর্পণ করে বেশ নির্ভাবনায় তিনি দিনাতিপাত করতেন। কখন শিমূল বৃক্ষমূলে উদাসীর ন্যায় উপবিষ্ট থাকতেন, কখন বা পূজায় ব্যস্ত থাকতেন। দেখাশুনার অভাবে যা সামান্য জমি ছিল তাও কিছু প্রবঞ্চকের দ্বারা আত্মসাৎ হোল।

রামচন্দ্র তখন মাত্র পাঁচ বৎসরের বালক। সর্ব্বানন্দের মৃত্যুতে রাজকুমারী দেবীর মাথায় বজ্রাঘাত হোল। অভাব অনটন তো বরাবরই আছে কিন্তু এ রকম ভাগ্য বিপর্য্যয় হবে তা তিনি কোন দিনই কল্পনা করেননি। ক্ষেপা ছেলেকে দিনরাত্রি উদাসভাবে বসে থাকতে দেখে তিনি কাতরভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বল্লেন, "বামা। দিনরাত্তির চুপ করে বসে অত কি ভাবিস, এখন বড় হয়েছিস্, একটা কাজকর্ম্ম কিছু কর্. তা না হলে সংসার চলবে কি করে?"

মাতৃভক্ত সন্তান মার কথা অবহেলা না করে চাকুরীর সন্ধানে বেরোলেন। অল্পবিদ্যা তাতে আবার ব্রাহ্মণ সন্তান, পূজাপদ্ধতিও কিছু জানেন না বা মন্ত্র-তন্ত্রেরও ধার ধারেন না। শুধু মা বলে প্রাণভরে ডাকতে জানেন, চোখের জলে বুক ভাষাতে পারেন। তাতে তো চাকুরী জুটবে না। কে বুঝবে এই মধুর "মা" শব্দে কত মধু নিহিত আছে। যে বুঝেছে, সেই মজেছে তাকেই তন্ত্রে মাংস সাধক বলে। আত্+মা, আত্মার অন্ত অক্ষর মা। তাই মা-ই আত্ম শক্তি।

"মা শব্দার্ত্ত রসনাপ্রিয়ে সদা যো ভক্ষয়েদ্দেবি স এব মাংসসাধকঃ।" রজঃ প্রধান জিহ্বা যখন "মা" শব্দে তালুতে লাগে তখন যে ভক্তিসুধা ক্ষরণ হয় তাই ভক্ষণ ক'রে যার সর্ব্বাঙ্গে শিহরণ জাগে, পরমাভক্তির উদয় হয় সে-ই মাংস সাধক।

মাতৃ আদেশ পালন করবার জন্য তিনি যে কোন কাজ করতে মনস্থ করলেন। বহু অনুসন্ধানে মুলুটি গ্রামের কালী মন্দিরে চাকুরী পেলেন দেবীর ভোগ রন্ধন ও পুষ্প চয়ন। ঠাকুরের ভোগ নিয়মিত রাঁধেন কিন্তু, কত কি যে ভাবেন, কোন দিন ভোগ পুড়ে যায় কোনদিন বা অর্দ্ধসিদ্ধ থাকে। যিনি ভোগ বাসনার উর্দ্ধে, তাঁরই ভাগ্যে জুটলো ভোগ রন্ধন, তারামার লীলা বোঝা শক্ত। বার বার ভোগ নষ্ট হতে থাকায় পূজারী, বামার উপর ভার দিলেন শুধু ফুল তোলা।

বামার ভারি স্ফুর্ত্তি, অতি প্রত্যূষে উঠে নানা বৃক্ষ হতে রাশি রাশি ফুল তুলে নিয়ে আসতেন মার পূজার জন্যে। এই সামান্য কাজেও এলো অবহেলা উদাস ভাবের জন্যে। গাছে উঠে ডালে বসে কি ভাবেন যে প্রায়ই তাঁর ভাব সমাধি হয়ে যায়, তাই সময় মত ফুল আনতেও বিলম্ব হতে লাগলো। যার মন একবার ভাব রাজ্যে স্থান পেয়েছে সে কি কখন অভাবপূর্ণ মোহময় রাজত্বে মনকে রাখতে পারে?

একদিন পুরোহিতের খুব তাড়া ছিল। অন্যত্র পূজায় দু'পয়সা বাড়তি আয় হবে, তাই পুরোহিত তাড়াতাড়ি পূজোয় বসলো। বামা ফুল তুলতে গেছেন, রক্তজবার বৃহৎ গাছটি ফুলে ভর্ত্তি, তার রক্তিম ছটা দেখে বামা তন্ময় হ'য়ে শাখায় বসে ভাবতে লাগলেন—"বাঃ কি সুন্দর রক্তজবা, না জানি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার তারা মায়ের চরণ যুগল আরও কত সুন্দর, কত উজ্জ্বল, কত রক্তিম।

কত ফুটেছে ফুল রক্তজবা
রাশি রাশি গাছে গাছে।
(ও) রূপের বরণ অস্ত তপন
মহিমা মার প্রকাশিছে ॥
কতপুণ্য সাধন বলে,
পেলি স্থান চরণ তলে
শিবের বুকে থাকিস্ সুখে
মায়ের পায়ে কাছে কাছে।
মনোহরা ঐ রক্ত জবা
থাকনা হৃদে করি শোভা
তোর পরশে চরণ পাবো
থাকবো তোর পাছে পাছে ॥

যাঁর সৃষ্টি এত সুন্দর, না জানি তবে স্রষ্টা আরও কত সুন্দর, কত মনোমুগ্ধকর। সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টার তুলনা, রূপের সঙ্গে অরূপের ভাবনা, গুণের সঙ্গে নির্গুণের কল্পনায় তাঁর মন স্তব্ধ হোল। চিত্তের সাম্য অবস্থাই হোল যোগ। বাহ্যেন্দ্রিয় এখন অন্তর্মুখী, মন চিত্তে সমাহিত, বাহিরের কোন শব্দই তাঁর কানে এলো না।

পুরোহিতের বহু ডাকাডাকিতেও তাঁর সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। উগ্রমূর্ত্তিতে পূজার আসন ত্যাগ করে পুরোহিত বামার কাছে এলো। বৃক্ষমূলে দাঁড়িয়ে "বামা-বামা" বলে উচ্চৈস্বরে চীৎকার করলে সে, তবুও পেল না সাড়া শব্দ। অন্য কর্ম্মচারীকে ডেকে আদেশ করলে পুরোহিত, বামাকে জোর করে গাছ থেকে নামাতে। নির্দ্দেশমত কাজও হোল কিন্তু, তবুও চৈতন্য ফিরে এলো না; অনেক জলের ঝাপটা দিয়ে অনেক নাড়া চাড়া করে তবে হুঁস হলো বামার,—সদ্য জাগ্রত শিশুর মত বল্‌লেন বামা, "আজ অনেক ফুল ঠাকুর মশাই।" "নে আর দেরী করিসনে, শিগগীর চল্"—উগ্রভাবে পুরোহিত উত্তর দিলে। বামা ফুল নিয়ে মন্দিরে এলেন।

যা হোক করে পুরোহিত তাড়াতাড়ি মায়ের পূজা সেরে অগ্রসর হচ্চে অন্যত্র পূজা করবার জন্যে, সেই সময়ে বামা বাধা দিয়ে বল্লেন—"একি ঠাকুর মশাই, মাকে যে ভোগ দিলেন না; আজ কি মা উপবাসী থাকবেন?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"হ্যাঁ হ্যাঁ, ভোগটা তুই ধরে দিস্", বলে অগ্রসর হলো পুরোহিত। বামা জোর করে চেঁচিয়ে, বল্লেন, "ও ভক্তিহীন পূজায় আমি ভোগ দিতে পারবো না।" উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করে পুরোহিত বরখাস্ত করলে বামাকে। দাসত্ব শৃঙ্খল হতে মুক্তি পেলেন বামা, শ্যামা মায়ের কৃপায়। "বেশ তাই ভাল", বলে বিদায় নিলেন তিনি মুলুটির কালী বাটী হতে।

হঠাৎ বামাকে বাড়ীতে ফিরতে দেখে মা জিজ্ঞাসা করলেন, "তুই যে চলে এলি ?" "চাকুরী ছেড়ে দিয়ে এসেছি", বামা উত্তর দিলেন। রাজকুমারী দেবী ক্ষুণ্ণ না হয়ে বল্লেন, "তা হোক তাতে ক্ষতি নেই, চাকুরী আর তোকে করতে হবে না বরং চাষ-বাস দেখ, তা যা হোক করে চলে যাবে।"

পুরাতন কৃষাণ সর্ব্বেশ্বর যা সামান্য জমি ছিল, তাতে অর্দ্ধ মজুরীতে চাষ করতো, বামার উপর ভার পড়লো প্রত্যহ প্রত্যূষে ও বৈকালে তার জন্যে জল খাবার মুড়ি ও গুড় মাঠে নিয়ে যাওয়ার। প্রত্যহ বামা মুড়ি ও গুড় বাড়ী থেকে নিয়ে যেতেন কিন্তু, কৃষাণের ভাগ্যে তা প্রায়ই জুটতো না। ভাব পরবেশে বামা মুড়ি নিয়ে কোনদিন পথের ধারে ভিখারী দেখে তাকে দিয়ে দিতেন, কোন দিন বা তারা মায়ের মন্দিরে এসে কুকুরগুলিকে দিতেন। বেচারা সর্ব্বেশ্বর হাউড়ে বামার জন্যে খেতে পেত না। এর জন্যে বামা মার কাছে খুব তিরস্কৃত হতেন। সময়ে সময়ে সর্ব্বেশ্বর বেশ দুই এক ঘা বেত মারতো। তাতে দুঃখ, কষ্ট বা অভিমান হোত না বামার।

তিনি সদানন্দময়, হাসতে হাসতে বলতেন, "আমি একটু হাউড়ে চেবা ছিলুম বলে সর্ব্বেশ্বরদার প্রায়ই খাওয়া হোত না—তাই সর্ব্বেশ্বরদা, আদর করে আমার পিঠের উপর বেশ দু এক ঘা পাঁচনবাড়ি দিয়ে দিতো।" কৃষাণ তাঁর পরম আত্মীয়, শ্রদ্ধার পাত্র, তা তিনি বেশ অনুভব করতেন।

দৈব-দুর্বিপাকে ভাল ফসল না হওয়ায় রাজকুমারী দেবী খুবই বিপদে পড়লেন, তিনি দুই পুত্রকে সাঁইথিয়ার অন্তর্গত নবগ্রামে মাতুলালয়ে পাঠাবার মনস্থ করে সেখানে সংবাদ পাঠালেন। ভাগিনেয়-দ্বয়কে মাতুল মহাশয় খুব আদর করে নিয়ে গেলেন তাঁদের বিদ্যা শিক্ষা এবং ভরণপোষণের দায়িত্ব নিয়ে। পুত্রদ্বয়কে মাতুলালয়ে পাঠিয়ে মা একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। এ স্বস্তি বেশী দিন ভোগ করতে হোল না।

মাতুলের অনেকগুলি গরু ছিল। মাতুলানীর আদেশে তাদের রক্ষণা-বেক্ষণের ভার পড়লো ক্ষেপা ছেলের উপর এবং ফাই-ফরমাসে নিযুক্ত হল রামচন্দ্র। গরুর খড় কাটা, জাব দেওয়া, গোয়াল পরিষ্কার করা—এ সব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাজ নিত্য করতে হোত বামাকে, একটু কাজের গাফিলতি হলেই শাস্তি, আহার বন্ধ বা অর্দ্ধাহার। মাতুলানীর কড়া শাসনে বামা বাধ্য হতেন কাজ করতে, কিন্তু যিনি মন থেকে সমস্ত কর্ম্মত্যাগ করেছেন, তাঁর পক্ষে বাঁধাকর্ম্ম করা খুবই কঠিন। কোনদিন বামা খড় কাটতে কাটতে হাত কেটে ফেলেন যখন সূক্ষ্মভাবময়ীর ভাব আসে, কখন বা ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাতের খড় হাতে নিয়ে চুপ করে বসে থাকেন যতক্ষণ না খিটখিটে মাতুলানীর কাছ হতে তিরস্কার আসে।

মাতুলের কৃপায় ভাগিনেয়-দ্বয়ের বিদ্যাশিক্ষার প্রবেশিকা আরম্ভ হোল সাংসারিক কাজে। কাজে অবহেলা দেখে বামার ব্যবস্থা হোল অর্দ্ধাহার এবং তাঁকে ভার দেওয়া হোল গো-চারণের। গো-চারণের ভার পড়াতে বামা ভারি খুসি। রাখাল হয়ে গরু চরাবেন আর কৃষ্ণ সখার সঙ্গে খেলা করবেন। এর চেয়েও আনন্দ আর কি হ'তে পারে।

অতি প্রত্যূষে পাঁচনবাড়ি হাতে নিয়ে গরু চরাতে চল্লেন আমাদের কৃষ্ণ-বামা,- করে বাঁশী, শিরে শিখিপাখা, পায়ে নূপুর, পরণে পীতবাস, গলে বন-ফুল মালা, কিছু নেই, আছে শুধু সখ্য ভাব যেমন ব্রজের গোপাল ও কৃষ্ণ, প্রতিপালনীয় ও কমনীয় ভাবই বাৎসল্য ভাব, ভগবৎ বুদ্ধিতে বাৎসল্য ভাব থাকে না। অতি কমনীয় সুন্দর ও বিহারের যোগ্য পুরুষ বলে ধারণা হলে স্ত্রী-ভাবাপন্ন মানুষের কান্ত বা মধুর ভাবের উদয় হয়। তাঁর লীলা ও রূপ ধ্যান করে তাতে আকৃষ্ট চিত্ত হলে, কল্পিত রূপে বা তাঁর প্রতি-মূর্ত্তিতে ঐ সব ভাবের উদয় হয়।

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম"—গীতা

তাঁর মূর্ত্তিতেই এইরূপ আসক্তিযুক্ত সাধকগণের নিকট ভগবান তাঁদের ধ্যেয় রূপেই প্রকাশিত হয়ে তাঁদের ভাবানুরূপ ভোগ প্রদান ক'রে তাঁদের সঙ্গে বিহার করে থাকেন। আমাদের কৃষ্ণ-বামের কপালে ছিল না আগুন, সঙ্গে ছিল না শ্রীদাম-সুদাম-বসুদাম, ভাগ্যে ছিল না নন্দরাণী ও নন্দরাজের অদ্ভুত বাৎসল্য বা শ্রীমতীর অনির্ব্বচনীয় প্রেম। বাঁশীর বদলে পাঁচনবাড়ি ছিল কিন্তু তার শব্দে ছুটে আসতো না ব্রজাঙ্গনা। কেউ যে ভজন করবে তাও তিনি পছন্দ করতেন না। ভজন বলতে প্রিয়ের লীলা শ্রবণ, লীলা গান ও লীলা ধ্যান। বাহ্যতঃ গো-চারণ ভগবান কৃষ্ণের সঙ্গে অসামঞ্জস্য থাকলেও ভাব রাজ্যে উভয়েই জীবগণের মনোধেনুকে চরিয়েছেন এবং উভয়েই বাঁশী বাজিয়ে তাপিত জীবকে বুকে টেনে নিয়ে আশ্রয় দিয়েছেন, একেই বলে প্রেমালিঙ্গন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঘর ছাড়া গরুর দল ছুটলো মাঠের এদিকে ওদিকে, ক্ষেপা ছুটলেন অন্যদিকে, দু'হাত তুলে "হরিবোল, হরিবোল" বলতে বলতে। খুব আনন্দ, "আজ আমি রাখাল হয়েছি।" এই ভাব যেই মনে উদয় হল অমনি ধেই-ধেই নাচ আর ধুলায় গড়াগড়ি। এত আনন্দের মধ্যেও যেন একটু নিরানন্দের ভাব প্রকাশ হতে লাগলো নিরাকার নির্গুণ ভাবের মত।

জীব চায় আনন্দে বিভোর হতে, দেহ মন প্রাণকে রসে মজিয়ে রাখতে এবং তা আস্বাদন করতে কিন্তু, সে তো দ্বৈত ভাবের ব্যাপার। তাই থেকে থেকে ক্ষেপা ছেলে মধুর কণ্ঠে সজল নয়নে বিনীতভাবে কাতরোক্তি করেন সখ্যভাবে—"সখা বেণু হাতে এস, আমি একা আছি।" আনন্দ যখন প্রবাহিত হয়, মানে না তখন বাধা, বিঘ্ন, লজ্জা, ঘৃণা, ভয়। মনকে তখন মাতোয়ারা করে ভাসিয়ে নিয়ে যায় অসীম প্রেমানন্দে। হতাশ হয়ে আশা-পথ চেয়ে বসলেন ক্ষেপা আম্রমূলে। গাছের ফাঁকে ফাঁকে সরল রেখায় দৃষ্টি চলেছে ক্ষেপার—ধীর, স্থির, অতি কমনীয়, উর্দ্ধ নয়, অধঃ নয়, দুয়ের মধ্যে সখার আগমন প্রতীক্ষায়। উপচে পড়া প্রেমাশ্রুতে দৃষ্টি হোল অন্তর্মুখী, মন লীন হোল চিত্তে। জড়বৎ দেহ রইল পড়ে আম্রমূলে। অবোধ পশুরা বাধা না পেয়ে মাঠ ছেড়ে নামলো ধান ক্ষেতে, প্রাণভরে খেতে লাগলো দরিদ্র চাষীদের কচি কচি ধান। ক্ষেপার মন এখন ভাবরাজ্যে আস্বাদন করছে প্রেমময় ঠাকুরের প্রেম, মন আর আত্মার সংযোগ। দরিদ্র চাষীদের বেশ ক্ষতি হয়েছে, বীজ ধান প্রায় বেশীর ভাগই গাভীরা উদরস্থ করেছে। চাষীরা এসে গাভীদের বেশ উত্তম মধ্যম প্রহার করছে আর ক্ষেপার চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করছে। ক্ষেপার কিন্তু কোনই হুঁস নেই, তিনি একেবারেই বেহুঁস।

হঠাৎ হোল ভাবের বিপর্য্যয়, লাফিয়ে উঠলেন ক্ষেপা আজানুলম্বিত দুই বাহু প্রসারিত করে। সম্মুখে দণ্ডায়মানা বরাভয়দায়িনী ত্রিতাপ-নাশিনী তারা মাকে দেখে ক্ষেপা "মা, মা" রবে চেঁচিয়ে উঠলেন কাতর কণ্ঠে। করে ছিল না বাঁশী, ছিল অসি। মুখমণ্ডল পুত্রস্নেহে বিগলিতা, বাৎসল্যে পরিপূর্ণা। মায়ের মনোরমাঙ্গী ছায়ামূর্ত্তি দর্শনে পাগল ছেলের প্রেমাশ্রুতে গণ্ড ভেসে গেল. শিহরণ লাগলো সর্ব্বাবয়বে। প্রাণভরে দেখলেন মায়ের রূপ-সৌন্দর্য্য চিত্তের নিবৃত্তিভাবে। পলকে পরিবর্ত্তন হোল ভাবের ও রূপের, অসির পরিবর্ত্তে বাঁশী, বাৎসল্যের পরিবর্ত্তে প্রকাশ হোল প্রেম।

প্রেমময় কৃষ্ণ সখাকে বঙ্কিমঠামে দেখে "সখা" বলে ছুটে এলেন ক্ষেপা প্রেমালিঙ্গন করতে। ভাব ভঙ্গ হোল পল্লীবাসী চাষীদের রুক্ষস্বরে। একি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীঠাকুর পাগল হরনাথ

আবির্ভাব : ১৮ই আষাঢ়, ১২৭২ সাল

তিরোভাব : ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪ সাল

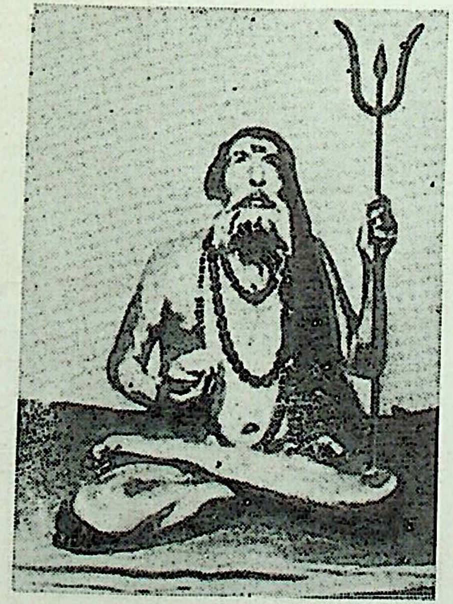

মহাত্মা মনি গোস্বামী

(বসিরহাটের তারাক্ষেপা)

আবির্ভাব : শুভ ১৭ই পৌষ সন ১২৮৯ সাল

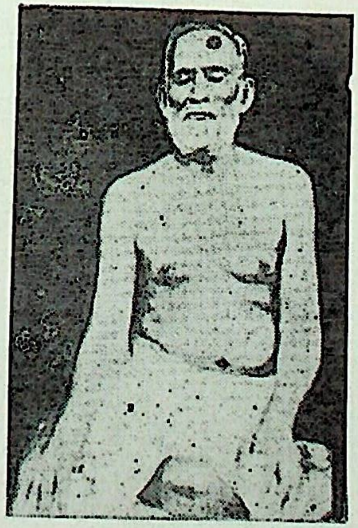

মহাত্মা নৃশেন্দ্রনাথ দে

আবির্ভাব : শুভ ২রা অগ্রহায়ণ, সন ১২৭২ সাল

তিরোভাব : ৪ঠা বৈশাখ, সন ১৩৫৮ সাল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

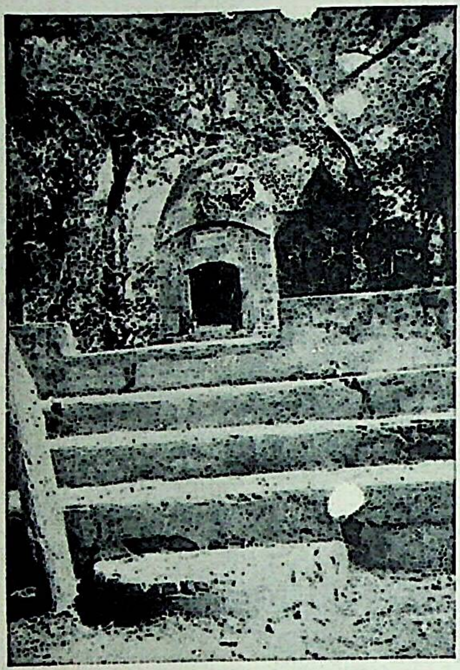

মহাশ্মশান
লক্ষ মুণ্ডির আসন

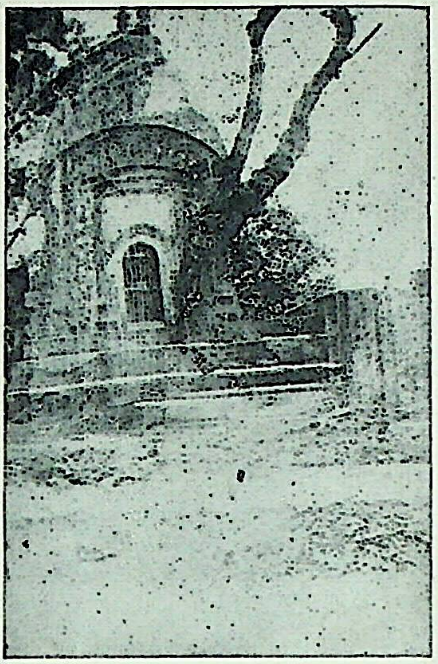

শ্রীশ্রীবামাক্ষেপা বাবার
সমাধি-মন্দির

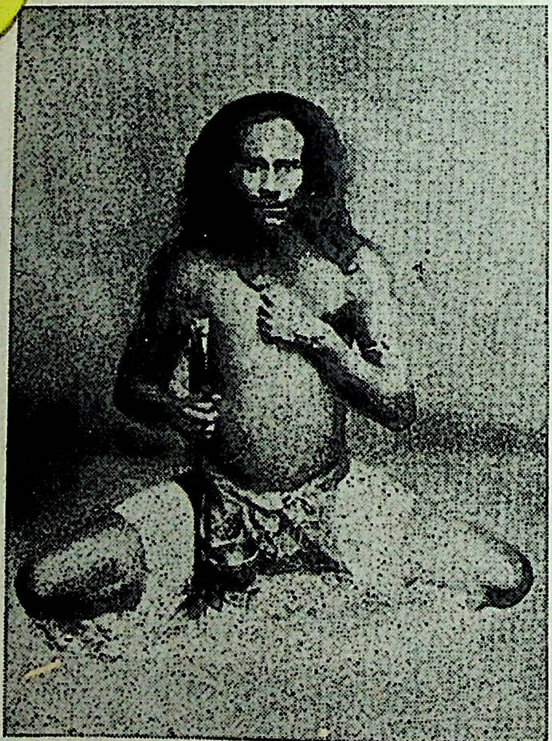

ব্রহ্মচারী তারানাথ
(তারাক্ষেপা)

আবির্ভাব :
শুভ ৮ই কার্ত্তিক
সন ১২৫৩ সাল

তিরোভাব :
২০শে অগ্রহায়ণ
সন ১৩৫২ সাল

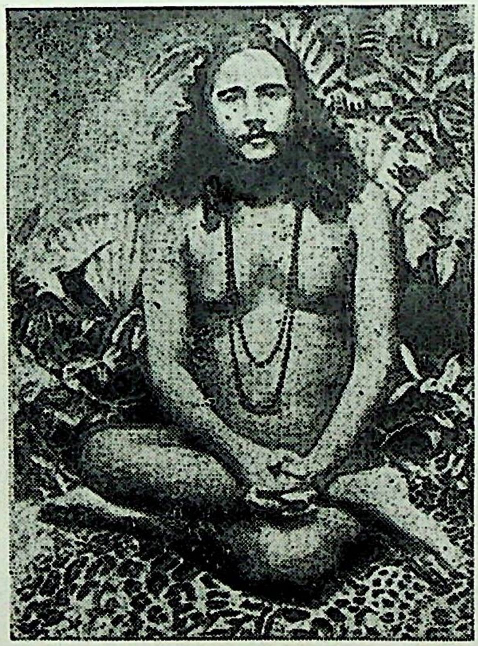

শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী

আবির্ভাব :
ঝুলন পুর্ণিমা
১২৮৬ সাল

তিরোভাব
১৩ই অগ্রহায়ণ
১৩৪২ সাল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বপ্ন না কল্পনা, তাই ক্ষেপা ভাবছেন আপন মনে। তিনি চম্‌কে উঠলেন প্রহারের শব্দ শুনে। নিরীহ পশুদের শাস্তিতে কাতরকণ্ঠে আবেদন জানালেন, তিনি "ভাই, তোমরা আর আমায় মেরো না, যথেষ্ট শাস্তি পেয়েছি।" বিদ্রূপের হাসি হেসে চাষীরা ক্ষেপাকে বিদ্রূপ করে বল্লে, পরস্পর পরস্পরকে, "ওরে ভাই, সর্ব্বানন্দের পো ঐ ক্ষেপাটার কথা শোন্, বলে কি না বটে,—আমাকে তোমরা আর শাস্তি দিও না। আমরা মারলুম গরুকে, ও বলে কিনা—ওকে মেরেছি, একেবারে ক্ষেপারে ভাই, একেবারে ক্ষেপা বটে।"

ওদের কথা শুনে ক্ষেপা কাতরকণ্ঠে বল্লেন, "ভাই অবোধ পশুদের কোন দোষ নেই, এ আমারই দোষ এই আমি একটু বেহুঁস হয়ে গিয়েছিলুম কিনা তাই ওরা তোমাদের বীজ ধান নষ্ট করেছে।" "ক্ষেপাটা আবার কি বলেরে বটে ; চল্ ঘরকে যাই।" চাষীরা কুটীরে গেল, ক্ষেপা গরু নিয়ে বাড়ীতে ফিরলেন। এইভাবে মাতুলের গাভীর দল প্রায়ই পল্লীবাসীদের ক্ষতি করতে লাগলো। ক্ষেপার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ মাতুলের কাছে উপস্থিত হলো। মাতুলানী ক্ষেপার উপর রুষ্ট হয়ে প্রায় অধিকাংশ দিন তাঁকে আহার হতে বঞ্চিত করতেন। মাতুলের প্রহার ও মাতুলানীর কু-ব্যবহারে ক্ষেপা বিরক্ত হয়ে রামুকে নিয়ে পিতৃ-গৃহে ফিরে এলেন।

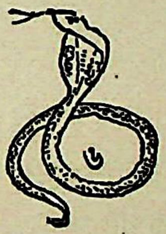

সন ১২৬৪ সালে ব্রজবাসী কৈলাসপতি নামে এক সিদ্ধ কৌলের আগমন হয় তারাপীঠে। তাঁর গলে তুলসী মালা, করে রুদ্রাক্ষ এবং সঙ্গে বামা। শ্যাম শ্যামা অভেদ ভাবই তাঁর বেশভূষায় ও আচার-ব্যবহারে প্রকাশ পায়। ব্রজের সাধনা সাঙ্গ করে বোধ হয় মায়ের সাধনার জন্যে তিনি এই মহাপীঠে উপস্থিত হন।

"বামে বামা রমণ কুশলা দক্ষিণে পানপাত্র
মগ্রেন্যস্তং মরিচ সহিত শূকরস্যোষ্ণ মাংসম।

৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্কন্ধে বীণা ললিত সুভগা সদগুরুণাং প্রপঞ্চঃ
কৌলা ধর্ম্ম পরগ গহনো যোগিনামপ্যগমঃ" ॥

(কুলার্ণবে আনন্দ স্তোত্র)

কৌলের বামপাশে রমণকুশলা বামা, দক্ষিণে পানপাত্র, সম্মুখে মরিচ সহ উষ্ণ শূকর মাংস, স্কন্ধে সুললিতা মোহিনী বীণা এবং সদ্‌গুরুগণের সঙ্গ, এই ভোগ যোগাত্মক কৌল্যধর্ম্ম, অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য, যোগীগণের অগম্য। এই সিদ্ধ মহাপুরুষ ইতস্ততঃ নরকঙ্কাল বিক্ষিপ্ত, প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ ব্যাপী শৃগাল, কুকুর ও গৃধিনী পরিবৃত, ভয়াবহ তারাপীঠ মহাশ্মশানে শিমুল তলায় আসন স্থাপন করেন। পীঠং যথাঃ—শ্মশানং তত্র সঞ্চিন্ত্য তত্র কল্পদ্রুমং স্মরেৎ। তন্মূলে মণিপীঠঞ্চ নানামণিবিভূষিতং। নানালঙ্কার ভূষাঢ্যাং মুণিদৈবৈশ্চ ভূষিতং, শিবাভির্ব্বহুমাংসাস্থিমোদমানাভিরন্ততঃ। চতুর্দ্দিক্ষু শবমুণ্ডচিতাঙ্গারাভি ভূষিতং, তন্মধ্যে ভাবয়েদ্দেবীং যথোক্ত ধ্যান যোগত। (তন্ত্রসার, ৩২৮ পৃঃ)

তারাপীঠের মহাশ্মশানের তন্ত্রোক্ত বর্ণিত শ্মশানের সঙ্গে যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়। প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ ব্যাপী মহাশ্মশান বন্য জাম ও শ্যাওড়া বৃক্ষে সমাকীর্ণ, কদাচিৎ ইহার অভ্যন্তরে সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করে, চতুর্দ্দিকে নরমুণ্ড ও কঙ্কাল বিক্ষিপ্ত, শিবা, শকুনি ও কুকুরের দল আনন্দে ইতস্ততঃ বিচরণ করে বা নরমাংস ভক্ষণ করে। জনসমাগম অতি বিরল, বৃক্ষ শাখাগুলি কৃষ্ণবর্ণ দাঁড়কাকে পূর্ণ এবং বহু দূর হতে তাদের মর্ম্মান্তিক খা-খা রব শুনা যায়। একপাশে কল্পবৃক্ষ বিরাট শ্বেত শিমুল বিরাজিত, তার মূলে মণিপীঠ বশিষ্ঠদেব কৃত পঞ্চমুণ্ডির আসনে দেবীর শিলাময়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা।

ব্রজবাসী কৈলাসপতি বাবা নির্ভয়ে এই মহাশ্মশানে কিছুকাল সাধনা করেন। ব্রজবাসীর আগমনে ক্ষেপার খুবই আনন্দ, তিনি গৃহ হতে ইচ্ছামত শ্মশানে এসে ব্রজবাসীকে গুরুরূপে সেবা করতেন, প্রায় দিবা রাত্রই শ্মশানে থাকতেন। ব্রজবাসীর খাদ্যাখাদ্যের কিছু বিচার ছিল না, তিনি শৃগাল কুকুরদের উচ্ছিষ্ট খেতেন এবং জাতি বিচারও তাঁর ছিল না। ভাবী গুরুসঙ্গ লাভ করে ক্ষেপার মধ্যেও তাঁর স্বভাবগত আচার ব্যবহার প্রকাশ পেতে লাগলো। ব্রাহ্মণের ছেলেকে শৃগাল কুকুরদের উচ্ছিষ্ট খেতে দেখে পল্লীবাসীরা ক্ষেপাকে পিশাচ, ম্লেচ্ছ ইত্যাদি নামে অভিহিত করলো এবং চারিদিকে বদনাম রটাতে লাগলো। যিনি পাশবিমুক্ত, তিনি লজ্জা, ঘৃণা, ভয় কি তা কি করেই বা জানবেন? তিনি ছিলেন অষ্টপাশ মুক্ত অবধূত।

স্থানীয় লোকেরা ব্রজবাসীকে পিশাচসিদ্ধ বলে মনে ভাবতো। যখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁর একটি একটি করে বিভূতি প্রকাশ হতে লাগলো, তখন পল্লীবাসীরা তাঁকে ভয়ের সঙ্গে ভক্তি করতে লাগলো। এক বৈষ্ণবের শুষ্ক তুলসী বৃক্ষ তিনি "তুলসী জিউ" বলে কমণ্ডলুর জল ছিটিয়ে সজীব করে দেন, আর একবার দ্বারকা নদীর প্লাবনে যখন ঘর, দোর, মানুষ, গরু, বাছুর লোকের চালা খরস্রোতে ভেসে যায় সেই সময় তিনি খট্টাঙ্গ সাহায্যে জলের উপর হেঁটে বেড়ান এবং বহু জীব-জন্তুর প্রাণ রক্ষা করেন। প্রবাদ আছে তিনি শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন জলের মধ্যে বা পাতালে অনায়াসেই থাকতে পারতেন এবং শূন্যমার্গেও খেচরের ন্যায় বিচরণ করতে পারতেন। ইনিই ক্ষেপার প্রথম ও প্রধান গুরু।

ক্ষেপার সময় কৈলাসপতি নামে আর এক সিদ্ধ পুরুষের আবির্ভাব হয়। তাঁর পূর্ব্বনাম ছিল ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায়, নদীয়া জেলার অন্তর্গত উলোগ্রামের বামনদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের খুল্লতাত। ১২০৫ সালে তিনি কাশীধামে স্বামী ব্রহ্মানন্দের নিকট দীক্ষিত হন। বহু তীর্থ পর্যটন করে ১২৬১ সালে তারাপীঠে শক্তি সাধনে আদিষ্ট হন এবং রামানন্দ মণ্ডলের শুভঙ্করী নাম্নী কন্যাকে শক্তি-রূপে গ্রহণ করেন। তারাপীঠ হতে প্রায় তিনক্রোশ দূরে ডাবুক নামক গ্রামে তিনি অনাদি লিঙ্গের এক বিরাট মন্দির স্থাপন করেন। কাশ্মীর রাজ তাঁর শিষ্য। তিনি ক্ষেপা বাবাকে খুব স্নেহ করতেন। ক্ষেপা বাবা এই কৈলাসপতি বাবাকে "রাজা গোঁসাই" বলতেন। বীরভূম জেলা পূর্ব্বে রাজসাহীর রাজা উদয় নারায়ণের জমিদারী ভুক্ত ছিল; তারাপুর বা তারাপীঠের ভার দেওয়া ছিল এঁড়োলের রাজা রামজীবনের উপর। ভক্ত রামজীবন বহু অর্থ ব্যয়ে দেবীর জীর্ণ মন্দির সংস্কার করেন। উদয় নারায়ণের গৌরব-রবি অস্তমিত হলে বীরভূমের কতক অংশ নাটোর সরকার ও কতক অংশ রাজা আসাদউল্লা খাঁর জমিদারী ভুক্ত হয়। তারাপুর বা তারাপীঠ আসাদউল্লা খাঁর অধীনে আসে। পাছে হিন্দুর দেবী অবহেলিত বা লাঞ্ছিত হন, এই আশঙ্কায় প্রাতঃস্মরণীয়া দ্বিতীয়া অন্নপূর্ণা রাণী ভবানী দেবী আসাদউল্লা খাঁকে অন্য মৌজার বিনিময়ে তারাপীঠের ভার নিজে গ্রহণ করেন ও দেবীর নিত্য পূজা ভোগের স্থায়ী ব্যবস্থা করেন। রাজযোগী রাজা রামকৃষ্ণ কিছুকাল তারাপীঠ মহাশ্মশানে সাধনা করেন। রাজা রামকৃষ্ণ সিদ্ধ পুরুষ আনন্দ নাথকে তারাপীঠ মন্দিরের সর্ব্বপ্রথম ও প্রধান কৌলপদে অভিষিক্ত করেন। ১২৬১ সালে তিনি দেহত্যাগ করেন। তখন পণ্ডিত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রধান শিষ্য বেদজ্ঞ মোক্ষদানন্দ ঐ পদে অভিষিক্ত হন। এই বেদজ্ঞ মোক্ষদানন্দ বামদেবের শিক্ষাগুরু ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রজবাসীর পরম বন্ধু ছিলেন। বীরভূমের অন্তর্গত রাতনা গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, পূর্ব্ব নাম মাণিকরাম মুখোপাধ্যায়। ঐ স্থানের দক্ষিণ গ্রামের ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যার সহিত তাঁর বিবাহ হয়। বিবাহের পর সংসার বিতৃষ্ণায় তিনি কাশী যাত্রা করেন। সেখানে অবিবাহিত পরিচয় দিয়ে দণ্ডী গ্রহণ করে বেদ শিক্ষা করেন। কিছুকাল পরে স্ত্রী স্বামীর সন্ধানে তৎপর হন। বহু সন্ধানে কাশীতে স্বামীর সন্ধান পেয়ে তিনি নিজে গিয়ে স্বামীকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করেন। তিনি বিবাহিত, এই সংবাদ সাধু সজ্জনদের মধ্যে প্রকাশিত হওয়ায় বাধ্য হয়ে তিনি স্ত্রী সহ তারাপীঠে উপস্থিত হন। তাঁরা দুজনেই সন্ন্যাস গ্রহণ করে তারাপীঠ শ্মশানে শক্তি সাধনায় রত হন। অচিরেই তাঁরা সিদ্ধিলাভ করেন। বিশে ক্ষেপা নামে এক সাধক, বামদেবপুর নিবাসিনী জটামা, নিগমানন্দ সরস্বতী, তারাক্ষেপা, খাকিয়াবাবা দয়ানন্দ সরস্বতী ও কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য এই আসনে সিদ্ধিলাভ করেন। চক্রবর্ত্তী বাবা, পঞ্চানন মিশ্র এই আসনে তারা মায়ের কৃপা লাভ করেন। প্রবাদ আছে যে বশিষ্ঠাদি মুণিগণ প্রচ্ছন্নভাবে এই মহাশ্মশানে যাতায়াত করেন। বহু সাধক তাঁদের ছায়ামূর্ত্তি দর্শন ও কৃপা লাভ করেছেন। ব্রজবাসীর আগমনে বেদজ্ঞ মোক্ষদানন্দ অধিকাংশ সময় শ্মশানে অতিবাহিত করতেন। ক্ষেপা ব্রজবাসীকে শ্রীগুরু বাবা এবং মোক্ষদানন্দকে বেদজ্ঞ বাবা বলে সম্বোধন করতেন। পরস্পর গুরুদ্বয় যখন শাস্ত্রালোচনা করতেন তখন বামা মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ করতেন। শ্মশানচারী বামা সদা সর্ব্বদাই গুরুদ্বয়ের সেবায় মনোনিবেশ করতেন, কোন দিন বাড়ী ফেরেন, কোনদিন বা শ্মশানেই থাকেন। শ্রীগুরু বাবার আদেশমত শিমুল তলায় তিনি "জয়তারা" বলে তারা মায়ের নাম করতেন।

———

•CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৭

সংসারে বিতৃষ্ণা ও অনাসক্তি পাছে বেড়ে যায় সেই ভাবনায় মাতা, পুত্রের মঙ্গল কামনায় তারামা'র মন্দিরে ক্ষেপাকে নিয়োজিত করবার জন্যে প্রতিবেশী দুর্গাদাস সরকার মহাশয়ের কাছে অনুরোধ জানালেন। সরকার মহাশয় ক্ষেপাকে খুবই স্নেহের চক্ষে দেখতেন। তিনি ক্ষেপার পিতৃবন্ধু। তিনি নাটোর সরকারে চাকুরী করতেন এবং তারাপীঠের ভার তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল। ক্ষেপা তাঁকে পিতৃতুল্য ভক্তি করতেন এবং কাকা বলে সম্বোধন করতেন। তিনি তারামায়ের মন্দিরে ক্ষেপাকে পুষ্পচয়ন কার্য্যে নিযুক্ত করলেন তাতে কিছু বেতন ও নিত্য মায়ের প্রসাদও ব্যবস্থা হোল। ক্ষেপা এতে নারাজ হলেন না বরং তাঁর পক্ষে সুবিধাই হোল। এইভাবে কিছুকাল গত হ'লে, ভাগ্য বিড়ম্বনায় কোন দুষ্ট লোক ক্ষেপা ও দুর্গাদাস সরকার মহাশয়ের বিরুদ্ধে নাটোর সরকার মুর্শিদাবাদ রঘুনাথগঞ্জ কাছারীতে প্রধান কর্ম্মচারী ভরত মৈত্র মহাশয়ের কাছে জানালেন.যে ক্ষেপা বিনা কাজে নিত্য মায়ের প্রসাদ পান ও সরকার মহাশয় নিয়মিত ভাবে তাঁকে বেতন দিয়ে দেব-সেবার টাকা তছরূপ করছেন। মৈত্র মহাশয় এ বিষয় নিজে তদারক করবার জন্যে তারাপীঠে উপস্থিত হন। ক্ষেপাকে বলিষ্ঠ ব্রাহ্মণ সন্তান দেখে তিনি মুর্শিদাবাদ কাছারীতে পাচক না থাকায় ঐ কাজে নিয়োগ করবেন বলে মনস্থ করলেন। অল্প বেতনে ভাল পাচক পাওয়া খুব দুষ্কর, তারপর ক্ষেপা সরল, বোকা ও কষ্টসহিষ্ণু ; দুই একদিন দেখিয়ে দিলেই ভাল রাঁধতে পারবেন, ভারি সুযোগ, এ সুযোগ কিছুতেই ত্যাগ করা যায় না। কিন্তু ক্ষেপা যদি যেতে না চান তা হ'লেতো সব বুদ্ধি পণ্ড হবে।

তারামায়ের মন্দিরে মৈত্র মহাশয়ের তাঁবে এক কর্ম্মচারী ছিল ; সে একটি কাজে বেশ ওস্তাদ ছিলো। সেটা হোল খোসামুদি। মৈত্র মহাশয় তার কাছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্ষেপার কথা বললেন এবং যে কোন প্রকারে ক্ষেপাকে মুর্শিদাবাদে নিয়ে যাবার ভার দিলেন। ক্ষেপাকে ডেকে সে বল্লে, "ওরে ক্ষেপা, তুই ত তারামাকে অনেক দিন ধরে দেখছিস্, কৈ গঙ্গামাকে দেখ্‌বি না ?"

গঙ্গামা'র কথা শুনে পাগল ছেলের আনন্দে চোখ ছল ছল হ'য়ে উঠলো। কেউ পারলো না তার গতিবেগ রুদ্ধ করতে, যেমন কেউ পারেনি গোমুখী হতে ধাবমানা পতিতপাবনী সুরধনী গঙ্গার ধারাবেগকে রুখতে। মা গঙ্গা বিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্ম ঘেমে প্রকাশ হয়েছেন স্বর্গে মন্দাকিনী, মর্ত্তে ভাগীরথী, পাতালে ভোগবতীরূপে। কলুষনাশিনীকে মর্ত্তে এনেছিলেন ভগীরথ জীবের কল্যাণ কামনায়। সগর বংশ পবিত্র হয়েছিল, উদ্ধার পেয়েছিল মা গঙ্গার পবিত্র জলে।

ডুব দে না মন গঙ্গার জলে
আঁধার হ'তে আলোয় যাবি
যমের ভয় যাবে চলে।
জ্ঞানে অজ্ঞানে শত, কুকর্ম্ম করেছো যত
সর্ব্ব পাপ যাবে ধুয়ে মায়ের মাহাত্ম্য বলে।

গঙ্গার কথা শুনে ক্ষেপা উচ্চ হতে অধঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন আগ্রহ-সহকারে, যেমন পতিতপাবনী ভাগীরথী স্বর্গ হতে হিমালয়, হিমালয় হতে মহাসমুদ্রাবধি কোটি কোটি পতিত সন্তানদের পাপরাশি বক্ষে তুলে নেবার জন্য নেমে এসেছিলেন নিম্নে। কোন ওজর আপত্তি না করে উল্লাসভরে ক্ষেপা বল্লেন, "হ্যাঁ আমি গঙ্গা মাকে দেখবো।"

বৈষয়িক বুদ্ধি সম্পন্ন চতুর মৈত্র মহাশয়ের মুখে ফুটে উঠলো বক্র হাসি উপেক্ষার মত। প্রভাতে তারামাকে ভক্তিভরে প্রণাম করলেন ক্ষেপা বল্লেন, "বড়মা, আমার বড় ইচ্ছে, একবার গঙ্গামাকে দেখে আসি। আবার ফিরে এসে তোমার কাছে থাকবো।" ছোট ছেলেকে মা যেন সান্ত্বনা দিলেন।

যাত্রা করলেন ক্ষেপা মৈত্র মহাশয়ের সঙ্গে এক পা যান আর পিছু দিকে তাকান তারামা'র মন্দিরের দিকে।

সর্ব্বপাপ সন্তাপহারিণী, গেরুয়া বসনধারিণী সন্ন্যাসিনী গঙ্গামাকে দর্শন করে ক্ষেপার ভারি আনন্দ। স্নান না করলে ত মনে তৃপ্তি আসে না, মন প্রাণ শীতল হয় না, ক্ষেপা "জয়তারা" বলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন কুলু কুলু নাদিনী ভাগীরথীর কোলে। "আহা! গঙ্গা মায়ের কি পবিত্র জল, কত নির্ম্মল, তাই জোটে ব্যাটা মাথায় করে নিয়ে এসেছে।" "জয়তারা" বলে ডুব দিলেন ক্ষেপা, উঠে "শ্রীদুর্গা" বলে আবার ডুব, তারপর "জয়কালী, হরি-হরি, রাধা-কৃষ্ণ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিব-কালী, সীতা-রাম," আরো কত দেব-দেবীর নাম করেন ডোবেন আর উঠেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চল্‌লো ডোবা আর ওঠা। বেশ যখন তৃপ্তি হোলো, তখন উঠে এলেন মৈত্র মহাশয়ের কাছারীতে।

গঙ্গাস্নানের লোভে ক্ষেপা রাজী হোলেন পাচকের কাজ করতে। ব্রাহ্মণের ছেলে বিদ্যাশিক্ষা বিশেষ কিছু নেই বলে তিনি যে কোন চাকুরী করতে রাজী হলেন। প্রত্যহ পতিতপাবনীর জলে তিন চারবার অবগাহন স্নান করেন ও আনন্দে দিন অতিবাহিত করেন। কিন্তু এ আনন্দ বেশী দিন স্থায়ী হোলো না, কারণ রন্ধন কাজে অবহেলা। রন্ধন কাজ ঠিক নিয়মিত করেন, কোন দিন ভাত সিদ্ধ হয় ত ডাল সিদ্ধ হয় না—পুড়ে যায় ও পড়ে যায়, আহারের উপযুক্ত কিছুই হয় না। মৈত্র মহাশয় বহু চেষ্টা করে নিজে শিক্ষা দিয়েও ক্ষেপাকে নিজ বশে আনতে পারলেন না।

ক্ষেপার কাজে অবহেলা দেখে মৈত্র মহাশয় হতাশ হয়ে পড়লেন। তারামাকে অনেক দিন ছেড়ে এসে ক্ষেপার মন চঞ্চল হয়ে উঠলো মাকে দেখবার জন্যে, কিন্তু যাবার কোন উপায় নেই মৈত্র মহাশয়ের কৃপা ছাড়া। প্রতিদিন স্নান করবার সময় কাতরকণ্ঠে তিনি প্রার্থনা জানাতেন, "গঙ্গামা, আমায় তারামা'র কাছে পাঠিয়ে দে।"

ক্ষেপার কাছে কোন কাজ না পেয়ে মৈত্র মহাশয় বাধ্য হয়ে তাঁকে তারা-পীঠে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁর আদেশে ক্ষেপা তারা মায়ের প্রসাদ হতে বঞ্চিত হলেন। কর্ম্মশৃঙ্খল হতে মুক্তি পেয়ে ক্ষেপা এখন ভারি খুশী, বন্ধন এখন সবই মুক্ত, শুধু একটি মাত্র বন্ধন প্রদীপের ক্ষীণ শিখার মত বিদ্যমান, সেটা আর কিছু নয়, জননীর প্রতি আসক্তি। কারণ মহাশক্তি গর্ভধারিণীরূপে এখনও মূর্ত্তিমতী। সন্তান-স্নেহবিহ্বলা জননী পুত্রের আশাপথ চেয়ে দিন গুণছেন। পাগলছেলে মাঠঘাট ভেঙ্গে চলেছেন কুটীরের দিকে আপন মনে গান গাইতে গাইতে :—

(ও মা) বাঁধন আমায় খুলে দে না
আষ্টেপিষ্টে নিয়ে বাঁধন
আড়ষ্ট ভাব আর সহে না।
ছয় ফাঁসেতে বাঁধা দড়ি
একের উপর শূন্য করি
এলো ফাঁসের শক্ত বাঁধন
খুলতে সময় পেলাম না॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতীক্ষমাণা অভাগিনী জননী পাগল ছেলের গলার স্বর শুনতে পেলেন। তিনিত ক্ষেপার সব ভার তারামাকে দিয়েছেন, প্রত্যহ স্নেহময়ী জননী তারামাকে জানান, "তারামা, ও আমার পাগল ছেলে, কোথায় খায়, কোথায় থাকে কিছুই জানি না, তোর পায়ে সমর্পণ করেছি, তুই দেখিস্ মা।"

শিউরে উঠলো স্বর্গাদপি গরীয়সী জননীর সর্ব্বাবয়ব—"বাঁধন আমার খুলে দেনা" কথাটি শুনে। অসাড়ে পড়লো চোখের জল বুক বেয়ে। এ কি করলি মা, পাগল ছেলে আমায় ছেড়ে কোথায় যাবে, কে তাকে দেখবে, সে যে একেবারে অবোধ শিশু। "এই যে আমার মহামায়া মা দাঁড়িয়ে আছে," বলে পাগল ছেলে মায়ের চরণে লুটিয়ে পড়লেন। সরল ভক্তি খুব সোজা, নেই কপটতা বা আড়ম্বর। মাতা পুত্রকে বুকে টেনে নিলেন পরম আদরে।

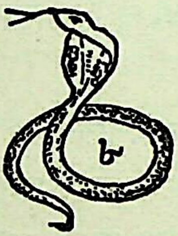

"ও বামা—বামা! কোথায় যাচ্ছিস্, আমার একটা কাজ করবি ?"

"বা! এ ত বেশ মজা, কেউ কোথাও নেই অথচ আমায় কে ডাকছে ?"

—এদিক ওদিক তাকিয়ে বামা বল্লেন।

চৈত্র মাসের খর রৌদ্রে পথের ধারে দাঁড়িয়ে বামা অকূল পাথার ভাবতে লাগলেন। সামনেই সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর জীর্ণ দ্বিতল বাটী, পাশে বিস্তীর্ণ দিগন্তব্যাপী মাঠ, মাঝে মাঝে অতি পুরাতন অশ্বত্থ ও বটবৃক্ষগুলি রৌদ্রের তাপে অর্দ্ধদগ্ধ প্রায়। বৃক্ষান্তরালে ঘুঘু-পাখী ঘু-ঘু ঘু রবে দিগন্ত মুখরিত করে তুলছে। ছোট ছোট লতাগুলি রৌদ্রতাপে অর্দ্ধ নমিত।

"এই যে বামা, আমি এখান থেকে কথা বল্‌ছি"—সুরেন্দ্রনাথের দ্বিতল ঘরের ক্ষুদ্র গবাক্ষের ধারে দণ্ডায়মাণ শিশুটি বল্লে মধুরকণ্ঠে। "বাঃ! বেশ নাদুস্ নুদুস্ ছেলেটি ত, কপালে আবার চন্দনের ফোঁটা, যেন নাড়ু গোপাল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"তুমি কাদের ছেলে ?" জিজ্ঞেস্ করলেন বামা আদর করে।

"আমি কারও ছেলে নয়, ভক্তের দাস, এদের বাড়ীর নারায়ণ। তুই আমায় নিয়ে যাবি ? এরা আমায় একটুও জল খেতে দেয় না।"

"শেষে ঠাকুর আমার দোষ হবে না ত ?"

"নারে না, তোর কোন ভয় নেই," বামার প্রশ্নে জবাব দিলেন শিশু নারায়ণ।

সিঁড়ি, দড়ি, এমন কি কাছে একটি গাছও নেই যে বেয়ে উঠে যাবেন বামা জীবন্ত নারায়ণ শিশুর কাছে। অনেক ভেবে চিন্তে আগ্রহ সহকারে বল্লেন বামা—"তোমার কাছে আমি কি করে যাব ঠাকুর ?"

"একটু দাঁড়া, আমি একখানা কাপড় ঝুলিয়ে দিই, তুই ওটা ধরে খড়া বেয়ে উঠে আয়।

যা বলা তা কাজেও করা। দিব্যি কাপড় ধরে খড়া বেয়ে উঠে গেলেন বামা, সুরেন্দ্র চক্রবর্ত্তীর দ্বিতল কক্ষে।

"প্রলয় কালেতে হরি,
সিন্ধু জলে শয়ন করি
নারায়ণ নাম ধরি
মহাবিষ্ণু সর্ব্বাধারে ॥"

রূপা দিয়ে বাঁধানো একটি শালগ্রাম শিলা। বিশ্ব নিয়ন্তা নারায়ণকে বামার হাতে অর্পণ করে বল্লেন শিশু নারায়ণ, "শিগ্‌গীর যা, দেরী করিস্‌নি।"

"তুমি যাবে না ঠাকুর ?"

"আমি পরে যাব"—বামার কথায় সায় দিলেন শিশু নারায়ণ।

যেমন উঠেছিলেন তেমনি নেমে এলেন বামা শালগ্রাম শিলাকে বুকে নিয়ে। দুহাতে বুকে চেপে ধরে চল্লেন বামা সোজা পথ তারাপীঠের বীভৎস শ্মশানে। "চল ঠাকুর, তোমায় আচ্ছা করে নদীর জল খাওয়াব, তাহলেই তোমার তেষ্টা নিবারণ হবে।"

ঝাঁ ঝাঁ করছে রৌদ্র। মাঠ, ঘাট ভেঙ্গে চলেছেন আমাদের পাগল ঠাকুর আর এক ঠাকুর নিয়ে শ্মশানের দিকে। ঠাকুরের কাছে পার আছে, কিন্তু ভাব ঠাকুরের পাল্লায় পড়লে তার আর পার নেই, তাকেও নিশ্চয় পাগল হতে হবে। ভাবের পাল্লায় পড়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকেও পাগল হতে হয়েছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আচ্ছা করে নদীর জলে শালগ্রাম শিলাকে ডুবিয়ে রেখে বল্লেন পাগল ছেলে, "পেট ঠুসে প্রাণভরে জল খাও ঠাকুর।" শ্মশানের পশ্চিম প্রান্তে নদী সৈকতে একটি ক্ষুদ্র বালির বেদীতে নারায়ণকে বসিয়ে ক্ষেপা বনফুল আর বেলপাতা দিয়ে পূজো করলেন। পূজোর মন্ত্র বেদে, উপনিষদে, তন্ত্রে ভাগবতে নেই,—"ঠাকুর এই নাও ফুল, এই নাও বেলপাতা"—ব্যাস পূজো হয়ে গেল। ঠাকুরকে বালির বেদীতে শুইয়ে দিয়ে বল্লেন ক্ষেপা— "এইবার তুমি ঘুমোও, আমি একবার বড়মাকে দেখে আসি।" বড়মা হলেন তারামা, আর গর্ভধারিণী হলেন ছোটমা। এই ভাবে ক্ষেপা গ্রামের ধর্ম্মরাজ, শীতলা, ইত্যাদি কাঁধে করে নিয়ে এসে নারায়ণের পাশে বালির বেদীতে বসিয়ে পূজো করতে লাগলেন নদীর জল আর বনফুল দিয়ে।

বদ্ধ কক্ষ হতে সুরেন্দ্র চক্রবর্ত্তীর নারায়ণ উধাও হয়েছেন, এই সংবাদ গ্রাম হতে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়লো। লোকের মুখে বিকৃত ভাবে নানান কথা রট্‌লো। কেউ বলে—ওদের সময় খারাপ হয়ে আসছে, তাই নারায়ণ নিজেই চলে গেছেন, আবার কেউ বলে—চুরি গেছে। এধারে আবার গ্রাম্য দেবতা চুরি হয়েছে এ সংবাদও চারিদিকে প্রচার হলো। এর পরিণাম গ্রামের অমঙ্গল।

সুরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী খুব তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন লোক ছিলেন, তিনি কারো কোন মতামত না শুনে নিশ্চিত হয়ে বল্লেন, "এ কাজ ক্ষেপার, আর কারো নয়।" পল্লীবাসীরা সুরেন্দ্র চক্রবর্ত্তীর কথায় বিশ্বাস করে ক্ষেপার অনুসন্ধানে শ্মশানে উপস্থিত হোল। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও সঙ্গে ছিলেন। দলবদ্ধ ভাবে অনেক লোককে আসতে দেখে ক্ষেপা ভীত হলেন এবং দুষ্কর্ম্মের জন্য যে শাস্তি ভোগ করতে হবে তাও মর্ম্মে মর্ম্মে বেশ অনুভব করতে লাগলেন। পাছে শাস্তি ভোগ করতে হয়, সেই ভয়ে তিনি শ্রীগুরুবাবার পর্ণ কুটীরে আশ্রয় নিলেন। অন্তর্যামী ব্রজবাসী জানতে পেরেছেন যে ক্ষেপা অন্যায় কাজ করেছে। সুরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী লোকজন সঙ্গে করে উপস্থিত হলেন ব্রজবাসীর কুটীরে।

একত্রে অনেক লোকের আগমনে ব্রজবাসী ক্রুদ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, "এখানে তোমরা কি চাও?" যা প্রকৃত ঘটনা সুরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী তা ব্যক্ত করলেন। ব্রজবাসী গম্ভীরভাবে ক্ষেপাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এ সব সত্য কি না?" যা সত্য, ক্ষেপা তাই মুক্ত কণ্ঠে প্রকাশ করলেন এবং অভিমান স্বরে বল্লেন, "আমার কোন দোষ নেই শ্রীগুরুবাবা, আজকাল ঠাকুরগুলোই বদ্। আমায় চুরি করতে বলে এখন মার খাওয়াবে, আজকাল ঠাকুরগুলোই বদ্।"

ব্রজবাসী মৃদু হাস্যে বল্লেন, "আর কখন যেন এ অন্যায় না হয়।" এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরুজ্ঞান (দিব্য) করছি শ্রীগুরুবাবা, এই বদ্ ঠাকুরগুলোর আর কোন কথা শুনবো না।"

যে যার ঠাকুর নিয়ে ঘরে ফিরে গেল, ক্ষেপা সে দিন ঘরে না ফিরে ব্রজবাসীর কুটীরে থেকে গেলেন। ঠাকুর নিয়ে আসার জন্যে গ্রামের চতুর্দ্দিকে ক্ষেপার বদনাম রটলো, "ঠাকুর চোর।" ক্ষেপার তাতে লজ্জাও নেই ভয়ও নেই, যেমন নির্ব্বিকার তেমনি নির্ব্বিচার। ক্ষেপার ভয়ে গ্রামবাসীরা ঠাকুর সামলায়, পাছে তিনি চুরি করে শ্মশানে নিয়ে আসেন।

———

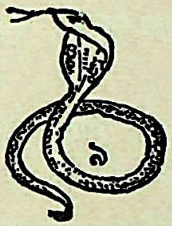

সূচিভেদ্য রজনী, বরষার কৃষ্ণ মেঘে অসীম আকাশ আচ্ছন্ন। ক্ষুদ্র পল্লী ঘুমে অচেতন, কিন্তু পাগল ছেলের চোখে ঘুম নেই, মুখে অস্ফুট কালী ও তারা নাম। একবার দালানে, একবার প্রাঙ্গণে পাগলের মত ছট্‌ফট করে বেড়াচ্ছেন ক্ষেপা।

"জানি না কি কারণে, কার ইঙ্গিতে এই অবস্থা হোল আমার পাগল ছেলের। কি যেন একটা পেয়েও পাচ্ছে না, তাই প্রাণের আবেগে ব্যাকুল হয়ে সে ছট্‌ফট করছে। তারা মা, তোর পায়ে সমর্পণ করেছি, তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর্ মা"—প্রার্থনা জানালেন গর্ভধারিণী। "অনেক রাত হোল বাবা, এইবার শুয়ে পড়"—বল্লেন গর্ভধারিণী পাগল ছেলেকে।

"না মা, আমি ঘুমোবো না, আমায় তুমি মুক্তি দাও মোহ মায়ার কবল হতে" "এ সব কি বলছিস বাবা, আমার যে আর কেউ নেই", কাতর কণ্ঠে বল্লেন রাজকুমারী।

জননীর পাদস্পর্শ করে আবেগ ভরে বল্লেন ক্ষেপা—"মা তুমিই তো ছেলেবেলায় আমায় শিখিয়েছিলে, ঠাকুর সব সময়ই জীবন্ত, সদাই জাগ্রত,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন প্রাণ ঢেলে তাঁকে ডাকলে তিনি সব কথাই শোনেন। এ মোক্ষের বাণীতো তুমিই আমায় শুনিয়েছিলে মা, তুমিইতো আমার শিক্ষাগুরু, তুমিইতো সেই "স্বর্গাদপি গরীয়সী" গর্ভধারিণী জননী তবে আজ আবার কেন এ অলীক মায়ায় জড়াচ্ছ মা।"

"এই অন্ধকার রাত্রে কোথায় যাবি বাবা?" সজল নয়নে জিজ্ঞাসা করলেন জননী;

"দুঃখ করোনা মা, এ সংসার আর আমার ভাল লাগছে না, তারাপীঠের শ্মশানে গিয়ে তারামা'র চরণ সার করবো, জীবনের সমস্ত সত্তা তাঁর পাদপদ্মে অর্পণ করবো। মুক্তি দাও মা, আমায় মুক্তি দাও, আর মায়ার বন্ধনে বদ্ধ রেখো না, আশীষ দাও মা, আশীষ দাও। তুমিই তো সেই মহামায়া, প্রতি গৃহে জননীরূপে তুমিই মূর্ত্তিমতী!"

"আচ্ছা বাবা, এস"—বলে আশীষ দিলেন জননী পুত্রের আধ্যাত্মিক মঙ্গল কামনায়।

মাঠ-ঘাট ভেঙ্গে আঁকা-বাঁকা পথ দিয়ে চলেছেন পাগল ছেলে অন্ধকার ভেদ করে। জন-মানবহীন তমসাচ্ছন্ন সুদূর মাঠে দানব দৈত্যের ন্যায় দণ্ডায়মাণ বৃক্ষরাজি হতে ডাকছে পেচক—হুঁ-হুঁ-হুতুম্ তুম্ গম্ভীর স্বরে। দিগম্বর বিরাট পুরুষ চলেছেন দ্রুতপদে তারাপীঠের মহাশ্মশানে। ভয় নেই, ভাবনা নেই, নেই মোহের আকর্ষণ, শুধু লক্ষ্য এক, তারা মা। ক্ষুধায় তারা, তৃষ্ণায় তারা, বচনে তারা, শ্রবণে তারা, দর্শনে তারা, দুঃখে তারা, সুখে তারা, তারাই ব্রহ্মময়ী, তারা ছাড়া ক্ষেপা নেই, ক্ষেপা আজ তারাময়।

উচ্ছ্বসিত দ্বারকার কুলু কুলু নাদ ক্ষেপার কাণে প্রবেশ করলো। তিনি থমকে দাঁড়ালেন। পরপারে মানবের চির-শান্তিময় শেষ আশ্রয়স্থল ঘন বৃক্ষাচ্ছাদিত নর-কঙ্কাল পরিপূর্ণ বীভৎস বিরাট শ্মশান আহ্বান জানালে অট্টহাস্যে —হি-হি-হি, হা-হা-হা।

নির্ভীক সাধক গুরু গম্ভীর "তারা" নাদে স্তব্ধ করলেন শ্মশান বীরভাব-রসে। কেঁপে উঠলো শ্মশান নাদের গাম্ভীর্য্যে। স্বরের কম্পনে ছুটে এলেন ব্রজবাসী, সাক্ষাত মহাদেব কৈলাস ত্যাগ করে। জীবনের মায়া, যৌবনের উদ্দীপনা, দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা, অতৃপ্ত বাসনা, সব ত্যাগ করে খরস্রোত বেয়ে উঠলেন ক্ষেপা শ্মশান প্রান্তে। দু'বাহু প্রসারণ করে প্রেম আলিঙ্গন করবার জন্যে কে দাঁড়িয়ে, কে এই বিরাট পুরুষ?

"কে তুমি, তুমিই কি শ্মশান ভৈরব?" "না বৎস, আমি তোমর গুরু,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুমিই আমার একমাত্র শিষ্য"—বল্লেন ব্রজবাসী ভাবী শিষ্য ক্ষেপাকে। তুমি গুরু, না-না তোমার সর্ব্বাঙ্গে তড়িৎ খেলছে তোমার বিভূতিতে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হচ্ছে, তুমি ব্রহ্ম। না-না তুমি ব্রহ্মা, তোমার সর্ব্বাঙ্গে আগুন, তুমি উগ্র, তুমি বিষ্ণু, প্রেমের কারুণ্যে মধুর রসে উচ্ছলিত তুমি প্রেমাস্পদ। তুমি শিব, মহেশ্বর,—আশ্রয়হীনের স্থির আশ্রয়। তুমি মন্ত্র, তন্ত্র, মোক্ষ, তুমিই আমার তারা নিরাকারা।" শ্রদ্ধা সহকারে ক্ষেপা পড়লেন ব্রজবাসীর চরণে প্রেমাশ্রুলোচনে।

তুলে নিলেন ব্রজবাসী উপযুক্ত শিষ্যকে স্নেহময় বক্ষে। আজ ক্ষেপা গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসের অধিকারী। গীতা বলেছেন—„কাম্য কর্ম্ম ত্যাগ ও সব কর্ম্মের ফল ত্যাগই হোল সন্ন্যাস।" "ত্রিবিধৈষণা-বিনির্ম্মুক্ত"। "বিত্তৈষণা, পুত্রৈষণা, লোকৈষণা, এই তিনটি ত্যাগ করতে পারলেই সন্ন্যাসের অধিকারী হওয়া যায়।

বিত্তৈষণা—ধনাদি কামনা, পুত্রৈষণা—নাম কামনা, লোকৈষণা—পারত্রিক কল্যাণ কামনা যিনি জয় করেছেন, তিনিই সন্ন্যাসের অধিকারী। গৃহ ত্যাগ করলে বা গেরুয়া বসনে ভোল ফেরালেই সন্ন্যাসী হওয়া যায় না।

বৃদ্ধ পিতামাতা, শিশু-সন্তান, ধর্ম্মপত্নী, অসমর্থ বন্ধুকে ত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলে নরকে গমন হয়।

গৃহত্যাগ করে ক্ষেপা আশ্রয় পেলেন শ্মশানস্থিত ব্রজবাসীর পর্ণ কুটীরে। গুরুসেবা ও ভগবানের নাম করা ছাড়া ক্ষেপার আর কোন কাজ রইলো না। মাঝে মাঝে রাজকুমারী দেবী দেখতে আসেন ক্ষেপাকে, মন যখন তাঁর ছট্‌ফট করে। ব্রজবাসী এত গম্ভীর ও উগ্র স্বভাবাপন্ন যে শ্মশানে এসে ছেলের প্রতি মায়া দেখানোর কোন উপায়ই তাঁর ছিল না। রাজকুমারী দেবী তাই দূর থেকে ক্ষেপাকে দেখে ঘরে ফিরে যেতেন। ব্রজবাসীকে ওখানকার লোকেরা সবাই ভয় করতো। তাঁর ভয়ে অনেকেই শ্মশানের ত্রি-সীমানায় যেত না। ক্ষেপার পক্ষে এটা খুবই মঙ্গলজনক হোল। শ্মশানচারী ক্ষেপা মনের আনন্দে শ্মশানে মশানে ঘোরেন আর তারা নামে মর্ম্ম ভেদ করেন। অনেকগুলি কুকুর জুটলো ক্ষেপার কাছে। তিনি প্রত্যেকের নাম দিলেন, যথা কালু, ভুলু, শ্বেতফুলি, জামভোলা. হর-হরি, বুড়ো বাবা, বুড়ি মা, শাবলি দিদি, হরির মা, দুর্গা, পদি, থর-থরি, মর্‌মরি। কুকুরগুলি সর্ব্বদাই ক্ষেপার সঙ্গে ঘোরে ও এক সঙ্গে খায়। ক্ষেপা তাদের কোনদিন হেয় জ্ঞান বা ঘৃণা করতেন না।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১০

'বামা বামা' বলে গুরুগম্ভীরস্বরে ডাকলেন শ্রীগুরুবাবা তামাক সেজে আনবার জন্যে। শিমুলতলায় বসে তারানাম করছিলেন বামা একাগ্রচিত্তে। শ্রীগুরু বাবার আদেশ শুনে তাড়াতাড়ি তিনি গেলেন তামাক সাজতে। রাত্রি প্রায় দ্বি-প্রহর শ্মশান জন মানবহীন, শিবাগণ অস্থি ভক্ষণে ব্যস্ত, মাঝে মাঝে কুকুরের কর্কশ রবে শ্মশানের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হচ্ছে, ত্রস্ত শকুনি-শাবক বৃক্ষের অন্তরালে হৃদয়-বিদারক ট্যাঁ-ট্যাঁ আর্ত্তনাদ করছে। ব্রজবাসীর কুটীর অশরীরী মূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ।

তামাক নিয়ে উপস্থিত হলেন ক্ষেপা কুটীরে। প্রেতযোনিদের বিভীষিকা-ময় ছায়ামূর্ত্তি দর্শন করে নির্ভীক বামা ভীত হলেন। দুয়ারের পাশে হতভম্বের ন্যায় চুপ করে দাঁড়িয়ে তিনি ভাবছেন, এ আবার কারা। ক্ষেপা ভীত হয়েছেন বুঝতে পেরে ব্রজবাসী বেরিয়ে এলেন কুটীরাভ্যন্তর হতে, ছায়ামূর্ত্তিগুলিও তাঁর সঙ্গে বাহিরে এসে বড় বড় শ্যাওড়া গাছে চোখের পলকে উঠে গেল। ক্ষেপা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে দেখলেন তাদের কাণ্ড-কারখানা। অন্ধকারে মিলিয়ে গেল তারা, ব্রজবাসী ভয়ার্ত্ত ক্ষেপার হাত ধরে ঘরে নিয়ে এসে বল্লেন, "ভয় কি ক্ষেপা, ওরা কারো অনিষ্ট করে না, ওদের দেখে মানুষ ভয় পেয়ে নিজেদের ক্ষতি নিজেরাই করে।"

ব্রজবাসীর কথা শুনে ক্ষেপা একটু সাহস পেলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে ক্ষেপা ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, "ওরা কারা, শ্রীগুরু বাবা"? "ওরা তোরই মত আমার ভক্ত,"—বল্লেন ব্রজবাসী।

"ওরা কেন আসে, শ্রীগুরু বাবা?"

"আমার উপদেশ নিতে আসে,"—উত্তর দিলেন ব্রজবাসী।

"কেন শ্রীগুরু বাবা"? বামার কথা শুনে মৃদুহাস্যে তিনি বল্লেন, "ওরা সাধক, মায়ের ভক্ত, এই শ্মশানে ভয় পেয়ে দেহত্যাগ করেছিলো, তাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়েছে। উদ্ধার পাবার জন্যে আমার সাহায্য চায়, বুঝতে পেরেছিস্ ক্ষেপা ?"

ক্ষেপা আনন্দ সহকারে বল্লেন, "তুমি খুব ওস্তাদ, শ্রীগুরু বাবা।" ক্ষেপার কথা শুনে ব্রজবাসী হেসে ফেল্লেন। ব্রজবাসী কুটীরের সামনে ধুনি জ্বালিয়ে ধ্যানস্থ হোলেন, ক্ষেপা ঘরের মধ্যে আসন করে তারানাম করতে লাগলেন।

পরদিন দুপুর বেলায় যখন পল্লীবাসীরা মধ্যাহ্ন আহার শেষ করে বিশ্রাম করছে, সেই সময় ক্ষেপা শিমূল তলায় শীতল ছায়ায় গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত ছিলেন। স্বপ্ন দেখলেন, কুমারীর বেশে তারিণী দেবী এসে বলছেন, "ক্ষেপা, তুই এখনও ঘুমোচ্ছিস্, শীগ্‌গীর উঠে এক কাজ কর্, কৈলাসপতির কোলকের আগুন নিয়ে আটলা গ্রামে বিচালীর গোলায় লঙ্কাকাণ্ড করে আয়।"

যেমনি স্বপ্ন দেখা, তেমনি কাজ করা। ঘুম ভাঙ্গতেই ক্ষেপা ছুটলেন কোলকের আগুন নিয়ে আটলা গ্রামে লঙ্কাকাণ্ড করতে। শীতকাল গোলা ভর্ত্তি বিচালী, লোকজন কেউ নেই যে বাধা দেয়। ভারি সুযোগ। রাবণের রাজত্বে লঙ্কাকাণ্ড। আজ আমি হনু হয়েছি বলে, পাগল ছেলে "জয়রাম" না বলে "জয়তারা" বলে আগুন দিলেন বিচালীর গোলাতে।

কেউ আগুন নিয়ে খেলা করে, কেউ আগুনে পুড়ে মরে। কি মজার রূপ, কীট-পতঙ্গ ঐ রূপের মোহে লাফিয়ে পড়ে, পুড়ে মরে তবু যেতে ছাড়ে না। আগুনেই জল, আগুনেই মাটি, আগুনেই বাতাস, জন্ম হতে মৃত্যু পর্য্যন্ত আগুনেরই খেলা। এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে সূর্য্যের নীহারিকা হতে। নিত্য জ্বল্ জ্বল্ করে উঠে কিরণ দেয়, আবার ম্লান হ'য়ে অস্ত যায়, ভাব ভঙ্গীও অনেক—কখন হাসি, কখন রুদ্র, কখন ম্লান। শাস্ত্রে বলে 'সবিতা দেবতা', এই সূর্য্য হোল গায়ত্রী দেবীর পতি। সূর্য্যের অবস্থা অনুযায়ী গায়ত্রী দেবীর আকৃতি ও রূপের রূপান্তরিত ঘটে। প্রভাতে ব্রহ্মাণী, মধ্যাহ্নে বৈষ্ণবী ও সায়ং কালে শিবানী। জগৎটা আগুনেরই খেলা, সূর্য্য অগ্নিপিণ্ড, তাই আদিকারণ। কালী, করালিনী, বিশ্বমূর্ত্তি, স্ফুলিঙ্গিনী, ধূম্রবর্ণা, মনোজবা ও লোহিতা, অগ্নির এই সপ্ত জিহ্বা। অগ্নির ক্রিয়া বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দেখতে পাওয়া যায়। কারো দেহে, পেটে, মনে, প্রাণে ও দৃষ্টিতে, আবার কারো রিপুতে থাকে আগুন, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক্ করে দেয়। কেবল আগুনেরই খেলা। শ্বাস প্রশ্বাসেও আগুনের খেলা চলে অবস্থানুযায়ী। আগুনের মধ্যে রাজা হলেন মদনাগ্নি, যেন অবিনশ্বর, লেংটী এঁটে শ্মশান মশানে, বনে-বাদাড়ে গিয়েও রেহাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নেই। যখন গুমরে গুমরে জলে উঠে তখন বিবেক-বুদ্ধি-জ্ঞান-মান-মর্য্যাদা সব পুড়িয়ে ঝুড়িয়ে খাক্ করে দেয়। এই আগুনে পুড়ে রাবণ রাজার সোনার লঙ্কা ছার খার হয়েছিলো, সে আগুন এখন নেভেনি—গুমরে গুমরে জ্বলছে অধিকাংশ জীবনের মধ্যে।

মদন ভস্ম হয়েছিল দেবাদিদেব মহাদেবের যোগবিভূতির প্রভাবে, কিন্তু পুনর্জ্জীবিত হয়েছিল রতির সাধনায় আশুতোষের বরে। তাই মদন অবিনশ্বর, এ আগুন নেভাতে হলে চাই কঠোর সংযম, মনের দৃঢ়তা ও নিয়মানুবর্ত্তিতা।

খোলা মাঠ, পাগলা হাওয়া ঘুরছে চতুর্দ্দিকে, আশে পাশে দুই একখানি যা মাটির ঘর আছে তার আবার চালগুলি সব খড় দিয়ে ছাওয়া। শুকনো খড়ে আগুন দেওয়া মাত্র দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। বায়ুর স্পর্শে ছড়িয়ে পড়ল আগুন চতুর্দ্দিকে। অগ্নির লেলিহান শিখা ভেসে উঠলো আকাশের গায়ে। আকাশ সিঁদূর বর্ণে রঞ্জিত হোল। সিঁদূরে মেঘ দেখে ছুটলো গাভীর দল বিস্তীর্ণ মাঠে। উল্লাসভরে চেয়ে দেখতে লাগলেন ক্ষেপা অগ্নির তাণ্ডব লীলা। আজ ক্ষেপার আনন্দের সীমা নেই, তারামা'র আদেশে লঙ্কাকাণ্ড করেছেন। ভয়, ভাবনা কিছুই নেই। পরিণাম যে কি দাঁড়াবে সে চিন্তাও নেই, তাই আগুনের সামনে নির্ভীক ভাবে দু'হাত তুলে নাচচেন আর বলছেন ক্ষেপা, "বা-বা! ভারি মজা আজ আমি হনু হয়ে লঙ্কাকাণ্ড করেছি।"

ধূম্রজাল ভেদ করে অগ্নি শিখা শূন্যে ভেসে উঠলো। পল্লীবাসীরা বিপদ-সঙ্কেত ধ্বনি তুলে ছুটে এলো আগুন নেভাতে। দূর পল্লী হতেও দলে দলে লোক সমাগম হোল। বালতি. ঘড়া ও কলসী যে যা হাতের কাছে পেয়েছে তাই নিয়ে জল ঢালতে লাগলো প্রজ্বলিত অগ্নিতে। আশে পাশে দরিদ্র চাষীদের পর্ণ কুটীরও ভস্মীভূত হলো অচিরেই। ঘটনাস্থলে ক্ষেপাকে প্রফুল্ল-চিত্তে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কারো অজানা রইলো না, এ দুস্কর্ম্ম কে করেছে। ক্ষেপার শাস্তিও বড় কম হোল না, সবাই উত্তম মধ্যম বেশ প্রহার করলো। এত শাস্তি পেয়ে যে ক্ষেপা পালিয়ে গেলেন তা নয় তিনি সব কষ্ট ভুলে গিয়ে অগ্নির তাণ্ডব লীলায় তারামায়ের অনন্তরূপে বিভোর হয়ে দর্শন করতে লাগলেন এবং বল্লেন, "আহা আমার তারামায়ের কি উজ্জ্বল রূপ।"

জন কতক রুক্ষ পল্লীবাসী ক্ষেপাকে এসে বল্লে, "তোকে জ্যান্ত পোড়ালেও এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না বটে, ভাল করে চেয়ে দেখ্ তুই কত গরীবের সর্ব্বনাশ করলি।" গরীবের সর্ব্বনাশ হয়েছে শুনে ক্ষেপার মনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

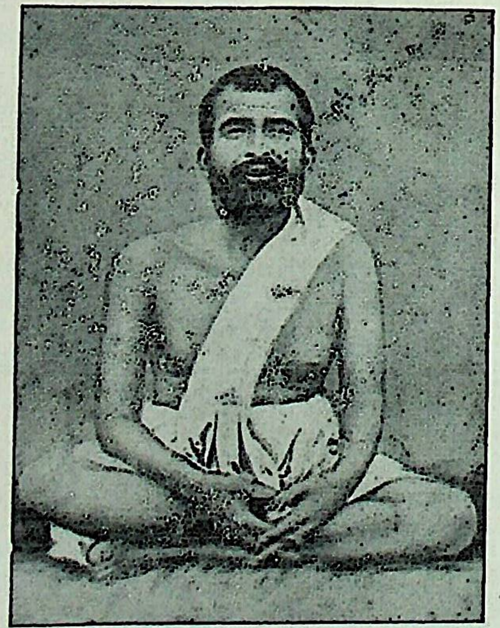

ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব

আবির্ভাব : ৬ই ফাল্গুন, ১২৪২ সাল

তিরোভাব : ৩১শে শ্রাবণ ১২৯৩ সাল

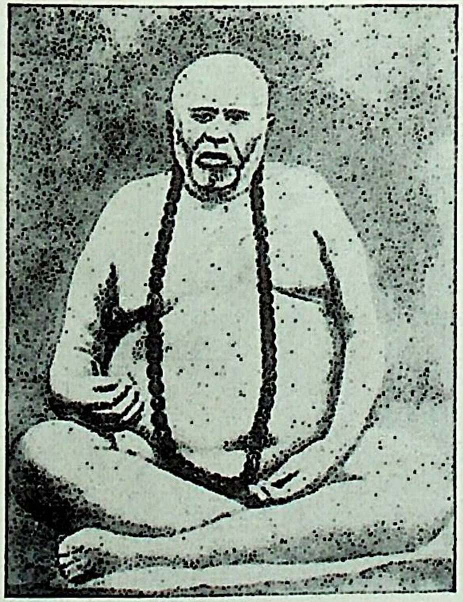

শ্রীমৎ তৈলঙ্গ স্বামী

আবির্ভাব : পৌষ, ১০১৪ সাল

তিরোভাব : ১২৯৪ সাল

তারাপীঠ ভৈরব

আবির্ভাব : শিবচতুর্দ্দশী, ফাল্গুন ১২৪৪ সাল

তিরোভাব : ২রা শ্রাবণ ১৩১৮ সাল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu

যোগাসীন
শ্রীশ্রীবামাক্ষেপা বাবা

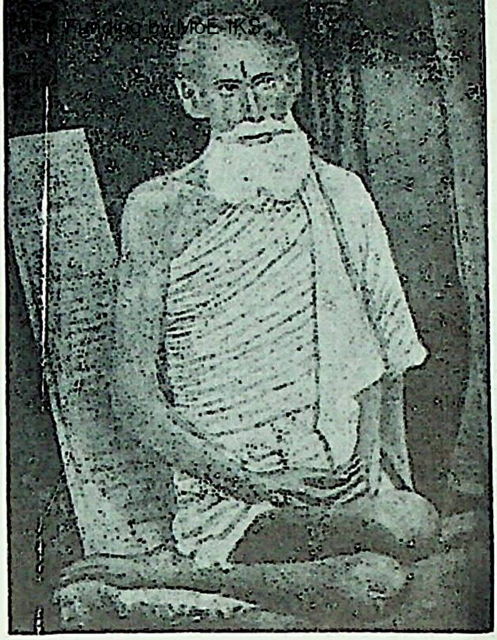

লোকনাথ ব্রহ্মচারী
আবির্ভাব : সন ১১৩৭ সাল
তিরোভাব : সন ১২৯৭ সাল

LIBRARY
No... ....
Shri Shri ... ...mayee Ashram
BANARAS.

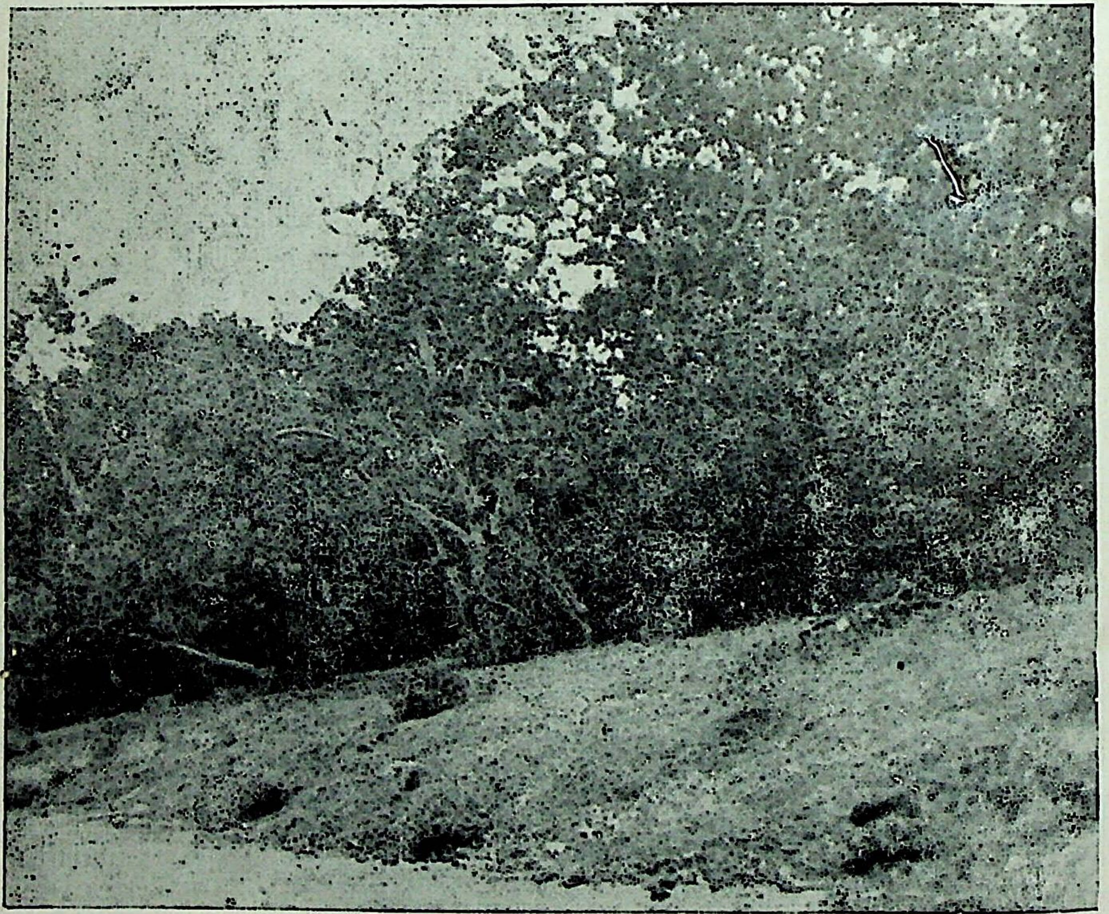

মহাশ্মশান
তারাপীঠ, বীরভূম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুশোচনা এলো তিনি করযোড়ে বল্লেন, "ভাই, এ আমার দোষ নয়, আজকাল ঠাকুর গুলোই বদ্।"

পাগলের কথা শুনে তারা আরও উত্তেজিত হয়ে বল্লে, "তুই বামুনের ছেলে বটে, কিন্তু চণ্ডাল, এখনও দাঁড়িয়ে কি দেখছিস্ আমরা হ'লে এতক্ষণ আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতুম।"

তাদের এই কথা ক্ষেপার হৃদয় স্পর্শ করলো। তিনি অনুশোচনায় মর্ম্মাহত হলেন। সত্যিই তো গরীবের ক্ষতি করে পাপ কাজ করেছি, এই কথা ভেবে তিনি ব্যাকুল হলেন এবং নিজেই পাপ-কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্যে "জয়তারা" বলে প্রজ্বলিত অগ্নিতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কাণ্ড-জ্ঞানহীন ক্ষেপার কর্ম্ম দেখে ছুটে এলো পল্লীবাসীরা দলে দলে ক্ষেপাকে রক্ষা করবার জন্যে। তাদের সকল প্রয়াস ব্যর্থ হোল, অনেক চেষ্টা করেও তারা ক্ষেপাকে বাঁচাতে পারলো না।

বহু চেষ্টায় অগ্নি নির্ব্বাপিত হলো। ক্ষেপার কি দশা হোল দেখবার জন্যে পল্লীবাসীরা ভস্মস্তূপের মধ্যে ক্ষেপার অস্থি খুঁজতে লাগলো। বহু অন্বেষণেও অস্থি পাওয়া গেল না। "এতো বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার বটে, অস্থিটা কেমনে ভস্ম হোল" পরস্পর পরস্পরকে ব'লে আগ্রহ সহকারে খুঁজতে লাগলো। বেদজ্ঞ মোক্ষদানন্দ ফিরছেন মহাশ্মশান হ'তে এই পথ দিয়ে। লোকজনের হৈ-চৈ ও ভস্মাবশেষ দেখে জিজ্ঞাসা করলেন গ্রামবাসীদের, "কি করে আগুন লাগল রে?" "এ ক্ষেপার কাণ্ড, বল্লে তারা।"

এই সরল গ্রামবাসীরা বেদজ্ঞ মোক্ষদানন্দকে দেবতার মত ভক্তি ও মান্য করে। "ছাইয়ের মধ্যে কি খুঁজচিস্ তোরা"? জিজ্ঞাসা করায় তারা উত্তর দিলে বেদজ্ঞকে, "ক্ষেপার অস্থি খুঁজছি, সে যে আত্মহত্যা করেছে"। মুচকে হেসে বেদজ্ঞ বল্লেন, "তোরা যেমন মূর্খ, তাকে মারে কে, দেখ্‌গে যা সে সুস্থ শরীরে শ্মশানে ঠাকুর পূজো করছে।" এই কথা বলে তিনি এগিয়ে গেলেন গন্তব্যস্থলে। বেদজ্ঞের কথা বিশ্বাস করে পল্লীবাসীরা দল পাকিয়ে এলো শ্মশানে ক্ষেপাকে জীবন্ত দেখতে। অনেক লোক একসঙ্গে আসতে দেখে ক্ষেপা ভয়ে আশ্রয় নিলেন ব্রজবাসীর কুটীরে। কুটীরের চতুর্দ্দিকে হৈ—চৈ করে কেউ বলে—ও পিশাচসিদ্ধ, কেউ বলে ও ব্রজবাসীর কাছ থেকে যাদুবিদ্যা শিখেছে আবার কেউ বলে তা নয় বটে, আমরা নিজেরা স্বচক্ষে দেখেছি ও পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। যাকে আমরা ক্ষেপা বলে দেখেছি ও ঠিক ক্ষেপা নয়, ব্রহ্মদৈত্য তার রূপ ধরেছে। নানা রকম জল্পনা কল্পনা শুনে ব্রজবাসী ঘরের বাহিরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা এখানে এসে গোলমাল করছো কেন" ? যা সত্য তাই তারা বল্লে।

ক্ষেপাকে ডেকে গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করলেন ব্রজবাসী, "তুই কি করে আগুন থেকে বেঁচে ফিরে এলি" ? যেই শ্রীগুরু বাবা "জয় তারা" বলে আমি আগুনে ঝাঁপ দিলুম, অমনি তারামার হু'খানা বড় বড় ঠাণ্ডা হাত আমাকে চেপে ধরে পিছনের বনে ছুড়ে ফেলে দিয়ে বল্লে, "শীগ্‌গীর শ্মশানে পালা ।" যেই আমায় বলা, আমিও দে ছুট একেবারে শ্মশানে।"

ব্রজবাসী তাদের সব ভাগিয়ে দিয়ে ক্ষেপাকে বল্লেন, "আর যেন কখনও এরকম কাজ করিসনি।" "এই গুরুজ্ঞান (দিব্যি) করছি শ্রীগুরুবাবা আমার দোষ নেই, আজকাল ঠাকুরগুলোই বদ্।" ব্রজবাসী ক্ষেপার সরলতায় মুগ্ধ হয়ে আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করে বল্লেন, "তারা নাম করগে।"

গুরুর আদেশ শিরোধার্য করে তিনি শিমূল তলায় বসে তারানাম করতে লাগলেন। ক্ষেপার যাদুবিদ্যা শিক্ষার কথা লোক মুখে ছড়িয়ে পড়লো গ্রাম হতে গ্রামান্তরে কিন্তু, বেশীর ভাগ লোকের ধারণা হলো যে ক্ষেপা পিশাচ-সিদ্ধ। খাদ্যাখাদ্য বিচার নেই, শ্মশান যাঁর আস্তানা, শবের ছিন্ন লেপ কাঁথা যাঁর আরামদায়ক শয্যা, তিনি কি পিশাচ-সিদ্ধ ছাড়া অন্য কিছু হতে পারেন ? সাধারণ অজ্ঞদের কাছে এই ধারণা হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। তাঁর স্থান এত উর্দ্ধে, যা জ্ঞানীদের পক্ষেও কল্পনাতীত। যাঁর আচার, ব্যবহারে সর্ব্বাবয়বে সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কর্ত্তা ভগবানের অনন্ত বিভূতি বিরাজিত ও বিকশিত হতো, তাঁর সেই বিভূতি ও মহিমা তুচ্ছ লেখনীর দ্বারা প্রকাশ করা আমার মত অজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে ধৃষ্টতা ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। ভগবানের মহিমা ক্ষণভঙ্গুর জীব কি করে প্রকাশ করবে, এ নিখিল বিশ্ব যাঁর অনন্ত মহিমায় মণ্ডিত।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১১

ব্রজবাসীর কুটীরের সামনে বসে বেদজ্ঞ মোক্ষদানন্দ আরম্ভ করলেন শাস্ত্রালোচনা ব্রজবাসীর সঙ্গে—বেদ, বেদান্ত, তন্ত্র ও পুরাণ। এক পাশে বসে মন দিয়ে শুনছেন ক্ষেপা ভাবী গুরুদ্বয়ের ধর্ম্মালোচনা, বুঝুন আর নাই বুঝুন। হঠাৎ উঠলো ক্ষেপার কথা। বল্লেন ব্রজবাসী, "ক্ষেপা সত্যবাদী, সরল, কষ্টসহিষ্ণু ও সাহসী এবং লজ্জা, ঘৃণা, ভয় তাও নেই। ওকে দীক্ষা দেবার দরকার নেই, তুমি ওকে বেদ পাঠ করে শুনিয়ে যাও, তারপর অভিষেক করে দিলেই ওর পূর্ব্বস্মৃতি ফিরে আসবে। তখন ও যে কে সে, পরিচয় জানাবার দরকার হবে না, ও নিজেই জানতে পারবে।"

"বেশ কাল হতে আরম্ভ করবো," উত্তর দিলেন মোক্ষদানন্দ। শিষ্যকে ডেকে বল্লেন ব্রজবাসী, "ক্ষেপা কাল থেকে মোক্ষদানন্দের কাছে মন দিয়ে বেদ পাঠ শুনবি।"

আগ্রহ সহকারে ক্ষেপা বল্লেন, "আমার খুব ভাল লাগবে শ্রীগুরুবাবা।" মোক্ষদানন্দকে বামা বেদজ্ঞ বাবা বলে সম্বোধন করতেন। ক্ষেপার একটি নূতন কাজ বাড়লো নিত্য মন দিয়ে বেদ পাঠ শ্রবণ করা।

মোক্ষদানন্দ ক্ষেপাকে নিজের ছেলের চেয়েও স্নেহের চক্ষে দেখতেন। ক্ষেপা ভক্তিভরে বেদপাঠ শ্রবণ করেন, কখনও দু-চোখ বেয়ে প্রেমাশ্রু ঝরে কখনও বা জড়বৎ হয়ে সমাধিস্থ হন। যেখানে না বুঝেন সেখানে বেদজ্ঞ প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝিয়ে দেন। শিষ্যের প্রতি এরকম কারুণ্যপূর্ণ স্নেহ দৃষ্টি না থাকলে কি শিষ্য উন্নত হন? গুরুর আন্তরিক আশীর্ব্বাদের বলে ক্ষেপা দিনকে রাত, রাতকে দিন করে প্রকৃতির নিয়মকেও প্রতিহত করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন—

"গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরমব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ"॥

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই তিন দেবতাই গুরু এবং তিনে এক। যিনি পরমব্রহ্ম, তিনিই গুরু ব্যতীত আর কিছুই নন। গুরু দেবতা অপেক্ষাও প্রধান, তাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বাগ্রে গুরুকে শ্রদ্ধা করা উচিত। দেবতা রুষ্ট হলে গুরু শিষ্যকে রক্ষা করতে পারেন, কিন্তু গুরু রুষ্ট হলে দেবতা ত কোন ছার, নিজের ইষ্টও রক্ষা করতে পারেন না।

কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে মোক্ষদানন্দ বেদ পাঠ সমাপন করলেন। ক্ষেপা বেরোলেন মুষ্টি ভিক্ষায়, কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে তাঁর অভিষেক হবে। ভিক্ষায় যা সংগ্রহ হলো, তাতে প্রায় ৫০।৬০ জন লোকের সেবা হতে পারে। প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে গুরুদ্বয় ক্ষেপাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। ক্ষেপা নিজে রন্ধন করে তারা মায়ের ভোগ দিয়ে প্রসাদ বিতরণ করলেন আতুর দরিদ্র নারায়ণে। সারাদিন পরিশ্রমে ক্ষেপার ক্লান্তি বা অবসাদ নেই, ভাবী মঙ্গল আকাঙ্খায় তিনি খুবই আনন্দিত। মায়ের ভোগ রন্ধন, বিতরণ ও হোমাদি কার্য্যে কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর দিবাভাগ দেখতে দেখতে কেটে গেল, সূর্য্য অস্তমিত হল সন্ধ্যাদেবীর আগমনে। শিবার দল ঊর্দ্ধ দিকে মুখ তুলে কা হুয়া কাহুয়া রবে একযোগে সন্ধ্যাদেবীর বন্দনা করলো। শিবার ডাকে তারামায়ের পাণ্ডারা মায়ের সন্ধ্যারতির জন্য ব্যস্ত হোল। ঢাক, ঢোল ও মৃদঙ্গের শব্দে মুখরিত হোল ক্ষুদ্র পল্লী তারাপুর। "জয়-তারা শব্দে কেঁপে উঠলো আকাশ বাতাস নাদ-সিদ্ধ ক্ষেপার নাদে। সন্ধ্যারতি শেষ হোল, তারামায়ের মন্দিরে ভক্তজনগণ, সাধু ও সন্ন্যাসীরা দণ্ডবৎ প্রণাম করলো মাকে ভক্তিভরে।

ব্রজবাসীর আদেশে ক্ষেপা গেলেন শ্মশানস্থিত কুটীরে। সন্ধ্যাদেবীর আগমনের পর এলেন কালরাত্রি, দেবী ভুবনেশ্বরী, সঙ্গে এলো গাঢ় অন্ধকার, পেচক ডাকছে গুরুগম্ভীর স্বরে, জানাচ্ছে দেবীর আগমন। শিবা ঘুরছে চারিদিকে ও অন্বেষণ করছে শব-মাংস ও অস্থি। তমসাবৃত কুটীরে প্রবেশ করলেন ক্ষেপা শ্রীগুরুর আদেশ শিরোধার্য্য করে। একি অদ্ভুত ব্যাপার! স্নিগ্ধ উজ্জ্বল জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত আলোকে কুটীরাভ্যন্তর উদ্ভাসিত। ক্ষেপা জ্যোতির উজ্জ্বলতায় প্রতিহত হয়ে ঘাড় নিচু করে চোখ মুছলেন। আবার চাইলেন অবাক হয়ে—দেখলেন বিস্তীর্ণ জ্যোতিঃ পুঞ্জীভূত হয়ে এক একটি বীজমন্ত্রে পরিণত হয়েছে। আনন্দে উদ্বেলিত হোল হৃদয় নিজ ইষ্ট বীজ দর্শনে। এ আনন্দ বেশীক্ষণ উপভোগ হোল না দর্শনেন্দ্রিয়ের। দুটি চোখ পূর্ণ হলো আনন্দাশ্রুতে। বীজ মিলিয়ে গেল কালরাত্রি ভুবনেশ্বরীর অঙ্গে, গেঁথে রইল ক্ষেপার বিরাট অন্তরে ও মনে। আনন্দে আত্মহারা ক্ষেপা ছুটে এলেন ব্রজবাসীর কাছে দৈব ঘটনা বলবার জন্যে, কিন্তু কি রাশভারী গুরু, তাঁর মুখের দিকে চেয়ে ক্ষেপা কিছুই বলতে পারলেন না, শুধু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন ১২৭৪ সালের এক মহানিশায় শুভলগ্নে ব্রজবাসী ক্ষেপাকে আসন করে বসিয়ে দিলেন শিমূল তলায়, আর বল্লেন, "যে বীজমন্ত্র পেয়েছো তাই একাগ্রচিত্তে জপ করো।" ভয় নেই, আমি মন্দিরে আছি। মোক্ষদানন্দ ও ব্রজবাসী, ক্ষেপার মোক্ষদাতা গুরুদ্বয় তারামায়ের মন্দিরে অপেক্ষা করতে লাগলেন উত্তর সাধক হয়ে। ভগবৎ প্রেরিত বীজমন্ত্রে অন্তর্দীক্ষিত নিষ্কাম বালব্রহ্মচারী বামাচরণ নির্ভীকভাবে ধ্যানস্থ হলেন। অন্তঃকরণে বিষয় বৈরাগ্য আনাই হোল ধ্যান করা। মন যেখানেই যায় তাতে ব্রহ্মস্বরূপ দর্শন করে যে মন স্থাপন করা হয় তাকেই ধারণা বলে।

ভগবানের কি পরীক্ষা! নানারূপ ভীতিজনক শব্দে সাধকের মন চঞ্চল হোল, অট্টহাস্যে সামনে এসে দাঁড়াল এক নারীর বীভৎস ছায়ামূর্ত্তি, গুলি গুলি দীপ্তিমান চক্ষুদ্বয় হ'তে বহ্নিশিখা নির্গত হচ্ছে, লক্-লকে বৃহৎ জিহ্বা সাধকের রক্ত আস্বাদন করতে চাইছে, বৃহৎ দন্তপাতি মড়মড়্ করে চাইছে অস্থি চর্ব্বন করতে। আলু-থালু কেশ-গুচ্ছ ছড়িয়ে রয়েছে বুকে ও পিঠে, কি ভীষণ অট্টহাস্য—হা-হা-হা। খুব ধৈর্য্য অবলম্বন করে বীর সাধক চাইলেন ধীরে ধীরে বিভীষিকাময়ী—মূর্ত্তির দিকে। তিনি স্পষ্ট দেখলেন এক মায়াবিনী রাক্ষসী দণ্ডায়মাণা রয়েছে তাঁর অতি সন্নিকটে।

বীর সাধক ভীত হলেন বিভীষিকা দর্শনে। "জয়গুরু" বলে আসন ত্যাগ করে ছুটলেন সাধক মন্দিরের দিকে। ক্ষেপা আসন ত্যাগ করে পালিয়ে এসেছেন দেখে জিজ্ঞাসা করলেন মোক্ষদানন্দ, "তুই যে পালিয়ে এলি?" "ওরে বাবা! কি বলবো বেদজ্ঞ বাবা এক মস্ত বড় রাক্ষসী আমায় গিলতে এসেছিল। তার গুলি গুলি চোখ দুটো আগুনের মত জ্বল্ জ্বল্ করে জ্বলছে, বড় বড় দাঁতগুলো রাগে কড়মড়্ করছে, ওরে বাব্‌রে কত বড় জিভ্ লক্-লক্ করে আসছিল আমার রক্ত চুষে খেতে।"

ব্রজবাসী গম্ভীর স্বরে বল্লেন, "তুই বড় ভীতু, কি দেখেছিস্ তার ঠিক নেই, ভয়েই গেলি। কোথায় তোর রাক্ষসী, দেখাবি চল্।" ক্ষেপাকে সঙ্গে নিয়ে চললেন শ্রীগুরুবাবা মহাশ্মশানে শিমূল তলায় রাক্ষসী দেখতে। শ্মশানের অভ্যন্তরে শিষ্যকে নিয়ে চারিদিকে ঘুরে ব্রজবাসী ক্ষেপাকে পুনরায় বসিয়ে দিলেন বশিষ্ঠদেবের আসনে। গুরু-ভক্ত শিষ্য-সাহসে ভর করে গুরুর আদেশ পালন করলেন।

শিষ্যকে একা রেখে গুরু ফিরে এলেন মন্দিরে। একাগ্র-চিত্তে সাধক মনোনিবেশ করলেন তারার ধ্যানে। প্রায় মধ্যরাত্র, জন-মানবের সাড়া শব্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নেই, কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর গাঢ় অন্ধকারে চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন। সাধক পুনরায় ভীত হলেন হস্তীর বৃংহন্ শুনে! ভয়ার্ত্ত সাধক "তারা-তারা" বলে চীৎকার করে উঠলেন। মন্দিরাভ্যন্তর হতে "মাভৈঃ মাভৈঃ" বলে সাহস দিলেন উত্তরসাধক ব্রজবাসী। তারা নামের কি মাহাত্ম্য, অচিরেই সাধক ভয় মুক্ত হলেন। রাত্রি প্রায় শেষ প্রহর, সাধক সমাধিস্থ, দেহ জড়ে পরিণত হোল।

বন্যফুলের সুবাসিত মৃদুমন্দ বায়ুস্পর্শে ছোট ছোট কুঞ্জ হতে পাখী ডেকে উঠলো। ভীতিপ্রদ মহাশ্মশান নন্দন-কাননে পরিণত হলো। ডাকিনী যোগিনী মধুরকণ্ঠে আলিঙ্গন জানালো বীর সাধককে প্রলোভন দেখাবার জন্যে। সাধক নিশ্চল ও নিস্পন্দ, বাহ্যজ্ঞানশূন্য। মধুর প্রীতি সম্ভাসণ বীর সাধকের সমাধি ভঙ্গ করতে পারলো না, সাধক এখন জীবন্মৃত শবে পরিণত।

পুত্রের প্রতি মায়ের আহ্বান কত মধুর কত স্নেহপূর্ণ, অলক্ষ্যে কে ডাকলো বামাকণ্ঠে, "বামা বামা"। সাধক চম্‌কে উঠলেন, সামাধি ভেঙ্গে গেল। আদুরে ছেলের আদর মা'ই জানেন আর মায়ের কদর আদুরে ছেলেই বোঝেন। মধুর মাতৃকণ্ঠ ভেসে এলো অতি নিকটে প্রবল উচ্ছ্বাসে। সাধক চোখ মেল্‌লেন। মায়ের সন্ধানে পাগল ছেলে উর্দ্ধ, নিম্ন, এদিক, ওদিক চতুর্দ্দিকে আগ্রহে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন চঞ্চল শিশুর মত, কিন্তু মায়ের সন্ধান মিললো না। "মা-মা" রবে কেঁদে উঠলেন সাধক আবেগভরে। আকাশ, বাতাস, স্থল, জল, বৃক্ষলতা প্রতিটি ধূলিকণা ভরে উঠলো মধুর মাতৃরবে। হাত, পা ছুঁড়ে প্রাণভরে কাঁদতে লাগলেন পাগল ছেলে মায়ের কোল পাবার জন্যে। মাতা-পুত্রের করুণ বিচ্ছেদ মহাশ্মশানে এক মর্ম্মান্তিক অবস্থার সৃষ্টি করলো। আনন্দাশ্রু বিগলিত সাধকের করুণ "মা" রব অচিরেই প্রত্যুত্তর নিয়ে এল, "বাবা, তুই কাঁদছিস কেন? আমি সর্ব্বদাই তোর সঙ্গে আছি। বৎস। বহু যুগ যুগান্তর হতে এই মহাপীঠে আমি শাল্মলী বৃক্ষরূপে বিরাজিতা, তার মূলে বিশ্বজননীরূপে আমি শিলাময়ীতে মূর্ত্তিমতী। সিদ্ধির চিহ্নস্বরূপ প্রহরকাল মধ্যেই ঐ বৃক্ষ ধরাশায়ী হবে।

"সে কি মা, আমার প্রিয় শিমূল বৃক্ষ ধ্বংস হবে?" কাতর স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন আদুরে ছেলে। "দুঃখ করো না বাবা, আজ হতে ওখানে আমি মহা-জ্যোতিঃরূপে বিরাজ করবো, তার কিছু অংশ তোমাকে দিলাম। তোমার সিদ্ধির পর কলিযুগে একাদশ সহস্র সাধক মাত্র তিন লক্ষ জপে এই মহাপীঠে সিদ্ধিলাভ করবে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিরাট বৃক্ষের মূলদেশ অর্দ্ধশুষ্ক ও শত ছিদ্র ছিল, ক্ষেপাবাবার গাঁজার অগ্নিতে কাণ্ডটি দগ্ধ হয় এবং ভীষণ নিনাদে ভূতলশায়ী হয়। বৃক্ষটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে ঐ স্থান হতে শূন্য পর্য্যন্ত সাধক কোটি সূর্য্য অপেক্ষাও উজ্জ্বল এবং কোটি চন্দ্র অপেক্ষাও স্নিগ্ধ নীল জ্যোতিঃ তন্ময়চিত্তে দর্শন করলেন। ক্ষণকাল পরে সম্মুখস্থিত জ্যোতিঃপুঞ্জ হতে শবের হৃদয়োপরি বামপদ প্রসারিতা, দক্ষিণ করে খড়্গ ও খর্পর, বাম করে নীলপদ্ম ও কপালপাত্র, অট্টহাস্যময়ী, বরাভয়প্রদায়িনী, মহাশঙ্খমালা বিভূষিতা তারাদেবী আবির্ভূতা হলেন। দেবী খর্ব্বাকৃতি, ভীমা, বৃহৎ উদর সমন্বিতা, এবং বিশুদ্ধ নীলবর্ণা, পরণে ব্যাঘ্রচর্ম্ম, শিরোপরি পিঙ্গলবর্ণ জটা যেথায় অক্ষোভ্য ঋষি সর্পাকারে বেষ্টিত। পদে, গলে ও করে সর্পের অলঙ্কার। তিনি ত্রি-নয়না স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতালের একমাত্র দেবী। তিনি সাকারা আবার নিরাকারা, জ্যোতির্ম্ময়ী তারিণী দেবী স্নেহময়ী মাতৃকারূপে আবির্ভূতা হয়ে প্রিয় পুত্রকে আলিঙ্গন করলেন প্রশান্ত কোল দিয়ে। বাল-ব্রহ্মচারী মায়ের আহ্বানে মুগ্ধ হয়ে বিস্ময়ে দেখলেন, বিশ্ব-জননী বিশ্বপ্রেমে বিগলিতা, কারুণ্যপূর্ণ স্নিগ্ধ আঁখিপুট তরলায়িত, অধর স্নেহভরে আনত, বাৎসল্যভাবে প্রশস্ত বক্ষ উন্নত এবং বরাভয়-মুদ্রা-সমন্বিতা কোমল হস্ত আলিঙ্গনোদ্যত।

প্রভাতের আলোয় মিলিয়ে গেল মাতা পুত্রের ভাবের খেলা, আত্মা ও পরমাত্মার সংযোগ, চিত্তসাম্যে মনের লয়, বায়ুর সাহায্যে ইন্দ্রিয়ের জয়। ক্ষেপার আসন ক্ষেপা চিনতে পেরেছেন, পূর্ব্ব স্মৃতি কিছু কিছু ফিরে এসেছে। তিনিই যে বশিষ্ঠদেব তা তিনি জানতে পেরেছেন। মোক্ষদানন্দ বল্লেন ক্ষেপাকে তামাক সাজতে, যেমন শিষ্যকে তিনি বলতেন পূর্ব্বে, কিন্তু ক্ষেপা অস্বীকার করলেন।

এই ঘটনায় মোক্ষদানন্দ ক্ষুণ্ণ হলেন। ব্রজবাসী মোক্ষদানন্দকে বল্লেন, "এতে ক্ষুণ্ণ হবার কিছু নেই, ওর আসন মা ওকে জানিয়ে দিয়েছেন, এখন, আমাদের এ আসন ত্যাগ করাই ভাল।"

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১২

সব ঠিক ঠাক্, কালই সকালের গাড়ীতে ব্রজবাসী ও মোক্ষদানন্দ যাত্রা করবেন কাশী, তারপর যাবেন হরিদ্বার। আয়োজনের কিছুই নেই, এক লোটা আর কম্বল। এতো বদ্ধজীব সংসারীদের যাত্রা নয়, যে ডেও, ঢাকনি, লেপ, কাঁথা, প্যাঁটরা, পুঁটলী নিয়ে ব্যতিব্যস্ত, তারপর চ্যাঁ-ভ্যাঁ ট্যাঁ ত কোলে আছেই। এ হোল সাধু, সন্ন্যাসী, সর্ব্বত্যাগী—এক কোপনি আর আপনি। সারারাত তারামায়ের নাম সুধা আস্বাদন করে বেশ শান্তিতে ঘুমোচ্ছেন ক্ষেপা শিমূলতলায় শ্মশান মায়ের কোলে। দেখলেন স্বপ্ন, গুরুদ্বয় চল্লেন কাশী। আমিও যাবে বলে আব্দার ধরলেন শিষ্য গুরুর কাছে। বাধা দিলেন তারামা ; যেমন মা ছেলেকে ভোলায় পাছে বিপদ ঘটে। আদর করে মা বল্লেন, "আমায় ছেড়ে যাস্‌নি বামা, তোর তাতে খুব কষ্ট হবে।" "না মা তুমি আমায় বাধা দিও না, আমার বড় ইচ্ছে একবার মা অন্নপূর্ণাকে দেখে আসি।" মা কিছুতেই যেতে দিতে রাজী নন, কিন্তু ছেলে নাছোড়বান্দা, শেষে মা বল্লেন, "আচ্ছা যাবি যা কিন্তু তোর খুব কষ্ট হবে। তোর ওখানে ভাল লাগবে না।" স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল, ক্ষেপাও জেগে উঠলেন। শিমূলতলা ত্যাগ করে চল্‌লেন গুরুর সন্ধানে।

"মন যেতে চাও কেন কাশী,
ও তুই পাবিরে ফল ঘরে বসি।" (প্রেমিক)

"তুই কাশী গিয়ে কি করবি ?" জিজ্ঞাসা করলেন ব্রজবাসী ক্ষেপাকে। কাকুতি মিনতি করে বল্লেন ক্ষেপা, "আমার বড় ইচ্ছে শ্রীগুরুবাবা, একবার অন্নপূর্ণা মাকে দেখি,।" "আচ্ছা এখন যা, যাবার সময় তোকে ডেকে নিয়ে যাব।"

ক্ষেপা শিমূলতলায় এসে তারামার ধ্যানে মনোনিবেশ করলেন। দেখতে দেখতে রাত্রিটা কেটে গেল। উষার আলোকে সাধু সন্ন্যাসীরা আসন ত্যাগ করে প্রাতঃস্নানে রত। ব্রজবাসী ও মোক্ষদানন্দ কাশী যাত্রার জন্য মায়ের প্রাতঃপূজায় ব্যস্ত কিন্তু, ক্ষেপা তখনও শিমূলতলায় সমাসীন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেলা ৯টায় গাড়ী, তারাপীঠ হতে ষ্টেশন প্রায় সাড়ে তিন ক্রোশ পথ, পদব্রজে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন সুবিধা নেই। গো-শকট পাওয়া যায়, কিন্তু ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের জীর্ণ কদর্য্য রাস্তায় নিরীহ পশুদের প্রাণান্ত হয়। ঠিকসময়েই ক্ষেপা আসন ত্যাগ করে শৌচ, স্নান সমাপন করে গুরুর সামনে উপস্থিত হলেন। তারামাকে বার বার প্রণাম করে যাত্রা করলেন গুরু-সমভিব্যবহারে। পথে ধর্ম্মরাজ, দেখুলের কালীবাড়ী পার হয়ে "তারা" নাম করতে করতে পৌঁছলেন তাঁরা রামপুরহাট ষ্টেশনে। ব্রজবাসী তিনখানি টিকিট কিনলেন কাশীধামের। কিছুক্ষণ পরেই গাড়ী এসে থামলো ষ্টেশনে। ব্রজবাসী ক্ষেপার হাত ধরে গাড়ীতে উঠলেন।

কামরাখানি পরিষ্কার ও ঝক্‌ঝকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন ক্ষেপা ব্রজবাসীকে, "আচ্ছা শ্রীগুরুবাবা। এ ঝক্-ঝকে তক্-তকে রথ কে করেছে?" "এ বিশ্বকর্ম্মা বাবারা করেছে", গম্ভীর-ভাবে উত্তর দিলেন ব্রজবাসী। "তা হলে ত শ্রীগুরুবাবা, আমার বিশ্বকর্ম্মা বাবারাতো খুব ওস্তাদ।" বেদজ্ঞ মোক্ষদানন্দ বল্‌লেন, "হ্যাঁরে ক্ষেপা।" ষ্টেশনের উপর দণ্ডায়মাণ গার্ড্ সাহেবকে আর একটি সাহেবের সঙ্গে ইংরাজী ভাষায় কথা বলতে দেখে ক্ষেপা আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা, বেদজ্ঞবাবা ঐ ধব্ ধবে গব্ গবে, পিরান-পরা গট্ মট্ করে যে কথা বলছে, ওরা কারা?" মৃদু হাস্যে উত্তর দিলেন বেদজ্ঞ, "ওরা সাহেব-বাবারা, ওরাই বিশ্বকর্ম্মার জাত, এখন বুঝতে পেরেছিস্ ত?" "তাহলে ত বেদজ্ঞ বাবা, আমার সাহেব বাবারা তো খুব বুজরুগ আছে। ক্ষেপার কথা শুনে মুচকে হাসলেন গুরুদ্বয়। নীল পতাকা দেখিয়ে বাঁশী বাজালেন গার্ড সাহেব। ক্ষেপা মনে মনে ভাবলেন, সাহেব বাবারা তারামায়ের ভক্ত, তাই ঘণ্টা বাজিয়ে তারামায়ের পূজা করছে। গাড়ী ত ছাড়লো কিন্তু, পূজার প্রসাদ ত সাহেব বাবারা দিলে না। তাই ক্ষেপা জিজ্ঞাসা করলেন, "কৈ শ্রীগুরুবাবা, বুজরুগ সাহেব বাবারা যে ঘণ্টা বাজিয়ে তারামা'র পূজা করলে, তা আমাদের একটু প্রসাদ ত দিলে না?" ব্রজবাসী বিরক্তভাবে বল্‌লেন, "আর তুই আমাদের বকাসনি।"

ব্রজবাসী ও মোক্ষদানন্দ কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়লেন, ক্ষেপা জানালার ধারে চুপ করে বসে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখতে লাগলেন। মাঠ, ঘাট, পাহাড়, পর্ব্বত, নদী, নালা, গাছ-গুল্ম পিছনে রেখে ছুটলো গাড়ী দ্রুতবেগে। ছোট ছোট ষ্টেশন পার হয়ে গাড়ী থামলো ভাগলপুরে। টিকিট চেকার উঠলো কামরায়। ব্রজবাসী ও মোক্ষদানন্দ বেশ ঘুমোচ্ছন, ক্ষেপাই কেবল জেগে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বসে একবার এদিক একবার ওদিক দেখছেন। চেকার টিকিট দেখতে চাইল, ক্ষেপা বল্‌লেন, "টিকিট নেই।" চেকার জোর করে নামিয়ে দিল ক্ষেপাকে গাড়ী থেকে। বেশ একটা গোলমালের সৃষ্টি হোল টানা-টানিতে। ব্রজবাসী জেগে উঠলেন গোলমালে। ক্ষেপাকে গাড়ীর মধ্যে না দেখে তিনি নেমে টিকিট দেখালেন। সব গোলমাল মিটে গেল। তাঁকে নিয়ে ব্রজবাসী উঠলেন গাড়ীর মধ্যে এবং নিজের পাশে রাখলেন। পরদিন প্রভাতে গাড়ী পৌঁছলো কাশীধামে।

যাত্রীর ভীড় দেখে ক্ষেপার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। আপন মনে তিনি বকতে লাগলেন, "ওরে বাবা কত লোক, কি দুর্গন্ধ, আমার পিত্তি শুকিয়ে আসছে ; এই-বুঝি অন্নপূর্ণামার স্বর্গরাজ্য, আমার তারামা'র রাজ্যই ভাল, কেমন আলো বাতাস, কত বড় শ্মশান, সব ঝক্-ঝক্ তক্-তক্ করছে; এত ভীড়ও নেই, এত গোলমালও নেই।" "তুই এলি কেন, তোকে ত বারণ করেছিলুম ; শ্মশান ছেড়ে তোর এ জায়গা ভাল লাগবে না। একটু কষ্ট করে এক সপ্তাহ থাক্, বেদজ্ঞ হরিদ্বার থেকে ফেরবার পথে তোকে তারামা'র রাজ্যে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে,"—বল্‌লেন ব্রজবাসী। একটা ছোট আশ্রমে উঠলেন তাঁরা দিন কতকের জন্যে। রাত্রের গাড়ীতে ব্রজবাসী ও মোক্ষদানন্দ যাত্রা করলেন হরিদ্বার। আশ্রমে রইলেন ক্ষেপা একলা।

সে দিনটা কাটলো পথশ্রান্তিতে। একখানি কম্বল বিছিয়ে ক্ষেপা শুয়ে পড়লেন, ক্ষিদে পেয়েছে কিন্তু এক কৌপিন ছাড়া ক্ষেপার কাছে একটি কাণা কড়িও নেই যে কিছু কিনে খাবেন। দু' একজন সাধু, সন্ন্যাসী যাঁরা আশ্রমে যাতায়াত করছেন, তাঁদের গেরুয়া বসন, মাথায় জটা, গলে তুলসী বা রুদ্রাক্ষ-মালা কারো কপালে তিলক-কাটা। ক্ষেপাকে নিশ্চয়ই তাঁরা ভেবেছেন, হয় ভিখারী, না হয় পাগল, তাই আহার হয়েছে কিনা কোন কথাই কেউ জিজ্ঞাসা করেননি তাঁরা। শ্রান্তিতে কেটে গেল দিনটা আশ্রমে। সন্ধ্যা এলো, বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরে ঢাক, ঢোল ও ঘণ্টা বেজে উঠলো, পঞ্চক্রোশী স্বর্গরাজ্য কাশীধাম "হর হর ব্যোম্ ব্যোম্" "জয় বিশ্বনাথজি কি জয়" শব্দে মুখরিত হল। মাঝে মাঝে "রাম-নাম সত্য" শব্দে ঘটা করে সাজান শব চলেছে মণিকর্ণিকার ঘাটে পতিতপাবনী ভাগীরথীর তীরে।

শাস্ত্র বলেন এখানে দেহত্যাগ করলে শিবপ্রাপ্তি হয়, তাই খুব ভাগ্যবান যাঁরা তাঁদেরই ঐভাবে সাজিয়ে ঘটা করে নিয়ে যাওয়া হয়। ইচ্ছে করলেই যে ওখানে দেহত্যাগ করা যায় তা যায় না। বাংলাদেশের অনেক বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিবের পদ পাবার লোভে কাশীবাসী হয়েছেন ; কিন্তু শেষ অবধি দেখা গেছে যে, তাঁদের অধিকাংশই বহুদিন কাশীতে বাস করে মৃত্যুর সময় অন্যজায়গায় দেহত্যাগ করেছেন। এখানে বুঝতে হবে, ''নিয়তি কে ন বাধ্যতে।''

রাত্রি অনেক হল, কিন্তু বোঝবার উপায় নেই কত রাত্র। সারারাত্রি হৈ চৈ আর জয় বিশ্বনাথ শব্দে কাশীধাম মুখরিত। ক্ষেপার বেশ ক্ষিদে পেয়েছে পেলেই বা কি হবে উপায় তো কিছুই নেই, তাই আপন মনে বল্লেন ক্ষেপা, "ছ্যা ছ্যা, এই বুঝি মা অন্নপূর্ণার স্বর্গরাজ্য, মা অন্নপূর্ণার কত দানের কথা শুনি, এই তো বাবা সেই কাল চারটি তারামা'র প্রসাদ খেয়ে এসেছি, এখনও পর্য্যন্ত ত কেউ একটু জলও খেতে দিলে না। মা অন্নপূর্ণার বুঝি এই দান, কাজ নেই বাবা, আমার বদ্ কাশীতে, আমার তারামা'র রাজ্যই ভাল।" ক্ষুধায় কাতর ক্ষেপা আপন মনে বক্‌তে বক্‌তে নিশীথিনীর কোলে ঘুমিয়ে পড়লেন। এক অজানা বৃদ্ধা হাতে একটি খাবারের ঠোঙ্গা নিয়ে ঘুম ভাঙ্গালেন ক্ষেপার, মায়ের প্রসাদ খাওয়াবার জন্যে। ঠোঙ্গাটি একপাশে রেখে বলে গেলেন বৃদ্ধা, "এই মায়ের প্রসাদ রইলো, উঠে খাও।" প্রসাদের কথা শুনে ক্ষেপা ধড়মড়িয়ে উঠে পুরী, পেঁড়া, ফল-পাকড় খাচ্ছেন আর মুচ্‌কে হেসে বলছেন, "বেটী বোধ হয় শুনতে পেয়েছে, তুমি মা অন্নপূর্ণাই হও, আর যেই হও, তোমার কাশী কিন্তু বদ্।" বেশ পেট ভরে খেয়ে ক্ষেপা শুয়ে পড়লেন, কিন্তু মলত্যাগের বেগ আসাতে ঘুমোতে পারলেন না, পায়খানায় গেলেন। চিরকাল ফাঁকা জায়গায় মল-মূত্র ত্যাগ করা অভ্যাস, সেই জায়গায় সান-বাঁধান ঘরের মধ্যে মল-মূত্রত্যাগের স্থান দেখে ক্ষেপা পড়লেন ভীষণ ফাঁপরে। ঠিক যে কোথায় মলত্যাগ করতে হবে তা অজ্ঞাত থাকায়, মলত্যাগ করলেন প্রস্রাবের জায়গায়। মলমূত্র ত্যাগ করে ক্ষেপা নিদ্রা গেলেন।

যখন ক্ষেপা গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত, সেই সময় স্বপ্ন দেখলেন মা অন্নপূর্ণা বলছেন, "তুই অত নেমক হারাম কেন? আমি নিজে তোকে প্রসাদ দিয়ে এলুম, তাতেও আমার স্বর্গরাজ্য কাশীধামের নিন্দা করিস্?"

অভিমান ভরে উত্তর দিলেন ক্ষেপা, "তুমি মা অন্নপূর্ণা হও, আর শিবই হও, তোমার কাশী কিন্তু বদ্। কি দুর্গন্ধ, কত লোক, বাপরে বাপ আমার প্রাণবায়ু শুকিয়ে যাচ্ছে, আমার তারামা'র রাজ্য কত সুন্দর, এতো লোক নেই কেমন বড় শ্মশান, আলো, বাতাসে ঝক্ ঝক্ করছে।"

"তুই যদি আমার স্বর্গধামের নিন্দা করিস্, তবে তোকে খুব কষ্ট দোব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুই এখান থেকে বিদায় হয়ে যা, তোর এখানে জায়গা হবে না", বল্লেন অন্নপূর্ণা মা স্বপ্নে।

"কাজ নেই আমার স্বর্গধামে, চাইনে থাকতে তোমার বদ্ কাশীতে আমার তারামা'র রাজ্যই ভাল," উত্তর দিলেন ক্ষেপা।

স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল, ক্ষেপা ধড়্‌মড়িয়ে উঠে ভাবতে লাগলেন স্বপ্নের কথা। সকাল বেলায় বাবা বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা, দুর্গাবাড়ী ইত্যাদি দেখে ক্ষেপা উপস্থিত হলেন মণিকর্ণিকার ঘাটে। চাতালে বসেছিলেন কাশীধামের চলন্তশিব শ্রীমৎ ত্রৈলঙ্গ স্বামী ভক্ত-বৃন্দ পরিবেষ্টিত হয়ে। ক্ষেপার আগমনের কিছু পূর্ব্বে হঠাৎ এক ভক্তকে বল্লেন চলন্ত-শিব, "জল্‌দি একঠো কাপড়া লেয়াও, এক ভৈরব আতা হায়।" আদেশের সঙ্গে সঙ্গে ভক্ত একটি লেংটী কিনে আনলেন। চলন্ত-শিবের সম্মুখে ভৈরবের আগমনে এক অপূর্ব্ব শান্ত-গম্ভীর আনন্দের হিল্লোল প্রবাহিত হ'লো ভাগীরথীর তীরে। ভক্ত-জনগণ আনন্দ বিহ্বল চিত্তে অবাক্ হয়ে চেয়ে দেখলেন চলন্ত-শিব ও ভৈরবের প্রেমালিঙ্গন। কিছুক্ষণ পরে ভৈরব, রাজা হরিশ্চন্দ্রের মহাশ্মশানে আশ্রয় নিলেন। কাশীধামের নিন্দা করার জন্যে ক্ষেপার তিন-দিন আহার জুটলো না, শুধু বেলপাতা আর গঙ্গাজল খেয়ে দিন কাটাতে লাগলেন বেদজ্ঞের প্রতীক্ষায়। সাধকদের জীবনে কত পরীক্ষা, কত বিপদ আপদ আসে তার ইয়ত্তা নেই। এইভাবে কেটে গেল চারদিন কাশীধামে, ক্ষেপা শান্তি পেলেন না। কাশীতে আর মন টিক্‌লো না, গুরুর প্রতীক্ষায় না থেকে তিনি চললেন ষ্টেশনের দিকে গাড়ী ধরবার জন্যে।

রাজপথের মোড়ে এসে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ক্ষেপা মূত্রত্যাগ করতে লাগলেন। কাছেই ছিল এক পুলিশ সিপাহী, রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে মূত্রত্যাগ করতে দেখে এসে দাঁড়াল পিছনে, যেন এক বড় আসামী পাকড়েছে।

"আরে তোম্ কেইসে আদমী হায়, রাস্তেকে উপর পিসাব করতে হোঁ।"

"বিশ্বাস কর পুলুশবাবা, আমি পিসাব করিনি," সিপাহীর কথায় ক্ষেপা উত্তর দিলেন।

সিপাহী ক্ষেপার মুখের দিকে তাকিয়ে বল্লে, "আরে আভিতক্ পিসাব করতে হোঁ ফিন ঝুটা বলতেঁ—নাহি কিয়া"। "আমি ঝুটা বলিনি পুলুশবাবা, এ পিসাব নয়, একদম গঙ্গাপানি।"

"রাম—রাম, তোম্ একদম্ বাউরা হায়, কেইসে তোম্ পিসাবকো গঙ্গাপানি বলতে হোঁ।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"আমি ঠিক বলচি পুলুশবাবা, একেবারে ঝুটা নয়—সাচ্চা কথা, আজ চার দিন কিছুই খাইনি বাবা, স্রেফ গঙ্গাপানি আর বেলপাতা।"

পরস্পর কথাবার্ত্তায় সিপাহী সন্তুষ্ট হয়ে বল্লে, "বাবাকা তো উপরওয়ালা জ্ঞান আগিয়া, এ বাবা কুছ নাহি খায়া, চলো কুছ পেঁড়া, পুরী খা লেও।"

নিকটেই খাবারের দোকান, সিপাহী ক্ষেপাকে পুরী ও পেঁড়া ভোজন করালে। চার দিন পরে ক্ষেপার আহার জুটলো। আত্মভোলা সাধক উপস্থিত হলেন ষ্টেশনে, ট্যাঁকে নেই পয়সা টিকিট কিনতে গেলেন সাহেব ষ্টেশন মাষ্টারের কাছে। পরণে কৌপিন, কাঁধে একখানি জীর্ণ কম্বল ও মাথায় আলুথালু লম্বা লম্বা কেশগুচ্ছ, সুতীক্ষ্ণ উজ্জ্বল চক্ষুদ্বয়, উদাস হাবভাব. এই সব দেখে সাহেবের পাগল বলে ধারণা হোলো। রহস্য করবার জন্যে সাহেব জিজ্ঞাসা করলে, "হোয়াট্ ডু ইউ ওয়ান্ট ?"

"সাহেববাবা, তোমার ও কট্‌মট ভাষা আমি বুঝতে পারছিনা তুমি তারামা'র ভাষায় বল।"

ক্ষেপার কথার ভাবভঙ্গি দেখে মুচ্‌কে হেসে সাহেব বল্‌লে, "কেয়া মাংতা ?" "টিকিস্ চাই, সাহেববাবা", উত্তর দিলেন ক্ষেপা। "কাঁহা যাগা ?" সাহেব জিজ্ঞাসা করাতে ক্ষেপা পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণ, ঊর্দ্ধ অধঃ সবদিকে তাকিয়ে বল্‌লেন, "সাহেববাবা একটু দাঁড়াও, আমি ভুলে গেছি কোথায় যাবো।" কিছুক্ষণ বাদে ক্ষেপা এদিক ওদিক চেয়ে মাথা চুল্‌কে বল্‌লেন, "হ্যাঁ, সাহেববাবা, এইবার মনে পড়েছে, তারামা'র কাছে সিউড়ি যাবো"।

গম্ভীরভাবে সাহেব টিকিটের ৪৲ টাকা ভাড়া চাইলে। ক্ষেপা লেংটীর চতুর্দ্দিকে টাকা খুঁজতে লাগলেন কিন্তু লেংটীতে যে একটি কানাকড়িও নেই, সে খেয়াল তাঁর একেবারেই নেই। আবরণ হিসাবে যাও বা একটা লেংটী ছিলো, পয়সার খোঁজে তাও কোমর হতে খসে পড়লো। ক্ষেপার অবস্থা দেখে সাহেব রহস্য করার জন্যে "পোলিশ পোলিশ" বলে চীৎকার করে উঠলো। পাছে পুলিশ ধরে এই ভয়ে ক্ষেপা লেংটী ফেলে মারলেন ছুট। পিছনে তাকান আর ছুট দেন। সহর হতে গ্রামে এসে পড়লেন ক্ষেপা ছুটতে ছুটতে। অনেকক্ষণ ছুটাছুটিতে শ্রান্ত হয়ে তিনি এক বৃক্ষমূলে বসে বিশ্রাম করতে লাগলেন। সিউড়ি গ্রামহতে ৪।৫ খানি গো-শকট কিছু মালপত্র বোঝাই করে কাশীধামে এসেছিল, ফিরতি পথে এই গ্রামে এসে তারা বিশ্রাম করছে, অপরাহ্ণে সিউড়ি যাত্রা করবে। তাদের কথাবার্ত্তা শুনে ক্ষেপা বুঝতে পারলেন যে তারা এক জেলারই লোক, তাই তাদের সাহায্য চাইলেন। কিছু পথ গো-শকটে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছুপথ হেঁটে, কোনদিন অনাহারে, কোনদিন বা বেলপাতা বা তাদের দেওয়া কিছু ছাতু ইত্যাদি আহার করে ক্ষেপা অতিকষ্টে ১২৬৪ সালে ১৯১২০ দিন পরে পৌঁছলেন সিউড়ি গ্রামে।

* সিউড়ির বিখ্যাত কালীবাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে আপন মনে বল্লেন ক্ষেপা, "এই যে আমার কালীমা, লক্‌লকে জিহ্বা বার করে দাঁড়িয়ে আছেন ; কি মজা বেটীর যেমন কেলেরূপ তেমনি সাজ-সজ্জা। এইখানে একটু বসি। মায়ের ঘরে প্রবেশ করে দিগম্বর ক্ষেপা মায়ের মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইলেন। ৺কুলদানন্দের প্রপৌত্র বর্ত্তমান সেবায়েত অমিতা রঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মাতা অনুপমা দেবী ক্ষেপা বাবার দিব্য আকৃতি দর্শন করে তাঁর সেবায় তৎপর হলেন। মহামায়া মা ডেকেছেন তাঁর আদুরে পাগল ছেলেকে তাই তিনি মায়ের কাছে ছুটে এসেছেন। হলেও তিনি শ্রান্ত ক্লান্ত তবুও জাগ্রতা মাকে দর্শন করে তাঁর সব শ্রান্তি, সব উদ্বেগ দূর হল। ভক্তিমতী অনুপমা দেবী মায়ের প্রসাদ দিয়ে ক্ষেপা বাবাকে পরিতুষ্ট করলেন। কি জানি কি মোহে, কোন্ অলৌকিক শক্তির প্রভাবে ক্ষেপা বাবা সেই বিখ্যাত কালীমন্দিরে স্থিরাসনে একরাত্র অতিবাহিত করলেন। প্রভাত হল দিক চক্রবালে তপনের হাঁসি ফুটে উঠলো, পক্ষীকুল ডেকে উঠলো, বাবা আসন ত্যাগ করে আপন মনে বল্লেন, "মা চল্লুম বড়মার (তারামা) জন্যে বড় মন ছট্‌ফট করছে।

বিষ্ণুপুরের স্বাধীন নরপতি বীর হাম্বিরের দেওয়ান ৺কালীপ্রসাদকে মহামায়া মা, স্বপ্নাদেশ দিলেন আমায় প্রতিষ্ঠা কর, পিতার নির্দ্দেশে তাঁর সুযোগ্য পুত্র ৺কুলদানন্দ মুখোপাধ্যায় ৩০শে চৈত্র মহাবিষুব সংক্রান্তিতে মহামায়া মাকে বীরভূম জেলার অন্তর্গত সিউড়ি গ্রামে প্রতিষ্ঠা করেন। বর্ত্তমান সেবাইত শ্রীঅমিতারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ৺কুলদানন্দের প্র-পৌত্র।

কলির জীবকে কলুষ স্পর্শ হতে উদ্ধার করেন বলে আদ্যাশক্তির নাম হল কালী।

"ত্বং পরাপ্রকৃতিঃ সাক্ষাৎ ব্রাহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
ততো জাতং জগৎ সর্ব্বং ত্বং জগজ্জননী শিবে॥ (পূজাপ্রদীপ)

তুমি পরাপ্রকৃতি ব্রহ্মশক্তি, তুমিই সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম স্বরূপা। তোমা হইতেই এই সমগ্র জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। শিবে! তুমিই জগজ্জননী।

* এই তথ্য পরিবেশন করেছেন সিউড়ি কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীদেবরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, এম, এ, পি, এইচ ডি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কালিকাদেবী শবের বুকের উপর রজো মাখা পদ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। শব অর্থে যাহা লয় পায়—তাই হল শব। এই পৃথিবী এক বিরাট শব। তমো গুণই হল শব। এই তমো গুণকে নাশ করবার জন্যে মায়ের রজোমাখা শ্রীপাদ-পদ্ম মাতৃ সাধকরা চিন্তা করেন। "যাদৃশী ভাবনার্যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।" সর্ব্বদা রজো মাখা শ্রীপাদ-পদ্ম চিন্তায় রজোগুণ বৃদ্ধি পায় এবং তমো গুণের নাশ হয়। এইবার সাধক কালিকা দেবীর মুখের দিকে লক্ষ্য করেন; মা, সত্ত্বাশ-যুক্ত (শ্বেতবর্ণ) দন্ত দিয়ে রজো মাখা জিহ্বা কর্ত্তন করছেন—অর্থাৎ সাধকের রজোগুণ বৃদ্ধি পেলে সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন হ'য়ে রজোগুণ নাশ করতে হবে। রজোগুণ নাশ হলে মা তখন খুসী হয়ে চারি হস্তে সাধককে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ প্রদান করবেন। মায়ের তিনটি লোচন স্নেহ বাৎসল্য ও করুণায় দীপ্ত।

সৎ-চিৎ ও আনন্দে পূর্ণ, আনন্দময়ী মায়ের প্রতিমা আদ্যাশক্তি স্বরূপা এই চিন্তাই ধ্যানের সারমর্ম্ম, যোগী সন্তানের ধ্যান ও আরাধনা। অন্য চিন্তায় শাসনের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট রয়েছে, এলোচুল, খড়্গ, মুণ্ড ইত্যাদি। এলোচুল অর্থে অনন্ত মায়া। অর্থাৎ সাধক যদি তমো এবং রজো গুণকে নাশ ক'রতে সক্ষম না হয় তাহলে সে অনন্ত মায়ায় জড়িত হ'য়ে বারে বার জন্ম ও মৃত্যু ভোগ করে। তখন মায়ের ত্রিনয়নের কটাক্ষ দৃষ্টিতে সূর্য্য, উল্কা ও অগ্নির তেজে সাধক জ্বলে পুড়ে খাক্ হ'য়ে যায়।

শ্যামা মায়ের রূপ কথা বলিব আর কত।
নানারূপ বলেন শাস্ত্র না বুঝি গো মাহাত্ম্য॥
শ্যামবর্ণা মায়ের রূপ যেন শ্যাম মুরলী ধর।
জ্ঞানময় ঠাকুর তিনি প্রেমেরই আকর॥
অন্তর মায়ের শ্রীরামচন্দ্র ত্যাগে পরাকাষ্ঠা।
শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা জিতেন্দ্রিয় কর্ত্তব্যই তাঁর নিষ্ঠা॥
সর্ব্বত্যাগিনী শ্যামা মা, বাৎসল্যে অপার।
পাপ নিধন তরে করেন খড়্গ ব্যবহার॥
বুদ্ধি তত্ত্ব আর এক রূপ তারা নিরাকারা।
ষোড়শী সুন্দরী স্বভাব আনন্দেতে ভরা॥
লীলা তত্ত্ব ভুবনেশ্বরী মোহিনী সে রূপ।
সৃষ্টি স্থিতি লয়ে কভু মা, হন না বিরূপ॥
কটাক্ষ মায়ের দৃষ্টি দেবী ছিন্ন মস্তা।
সন্তানে শাসন ইঙ্গিত জানিও অবস্থা॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুপ্রসন্না হলে মাতা হয় প্রফুল্লিত চিতা।
কমলা জানিবে তাহা বাৎসল্যে প্রকাশিতা॥
বগলা অনন্ত শক্তি ঐ চারি ভুজে বিকাশ।
ভৈরবী নিবৃত্তি রূপ মায়া মোহের বিনাশ॥
অধমা গতি ধূমাবতী মা হেরিলে সন্তানে।
লজ্জায় কাটেন জিহ্বা অতি বিষণ্ণ বদনে॥
মায়ের আত্মা সতীদেবী দক্ষ কন্যা যিনি।
পরম যোগী মহাদেবের তিনি ঘরণী॥
দক্ষ যজ্ঞ পণ্ড হল গেল দক্ষ ছারে খারে।
পতি নিন্দায় সতীর দেহ রহে ভবে পড়ে॥
বিষ্ণু চক্রে খণ্ডিত হ'ল পড়িল ধরায়।
একান্ন পীঠ জানা যায় শাস্ত্রের কথায়॥

শ্যামা মায়ের এক রূপ প্রকাশ হ'ল মুরলীধর শ্যামরূপে। এই মুরলী হ'ল শব্দ তরঙ্গের রস স্বরূপ ও প্রেমের আকর। প্রেমালিঙ্গন করে অনন্তকে এই মুরলী একে অর্থাৎ ব্রহ্মে যুক্ত হবার জন্যে। মায়ের অন্তর সর্ব্ব ত্যাগী শ্রীরামচন্দ্র; ত্যাগের চরমোৎকর্য তিনি প্রবৃত্তির সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়যুক্ত হয়েছেন—অর্থাৎ নিবৃত্তি আনতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি সংযম রূপ ধনু এবং বিবেক রূপ তীক্ষ্ণ বাণ নিয়ে মোহরূপ অরি নাশ করেছেন। মায়ের বুদ্ধিতত্ত্ব হলেন তারা নিরাকারা। মা আমার স্বভাব সুন্দরী বলে আনন্দময়ী ষোড়শী। মায়ের মোহিনী রূপ হলেন দেবী ভুবনেশ্বরী—লীলা বিলাসের রহস্যময়ি ইচ্ছা শক্তি। মায়ের তীব্র কটাক্ষ দৃষ্টিই দেবীচ্ছিন্নমস্তা; মায়ে সন্তানে বিচ্ছিন্ন অবস্থা (পরমাত্ম শক্তি হতে জীবাত্ম শক্তির বিয়োজন)। মায়ের আনন্দই দেবী কমলা বাৎসল্যভাবে স্নেহ নিদর্শন।

অনাদি শক্তিই দেবী বগলামুখী—রিপুনাশিনী। মায়ের নিবৃত্তি ভাবই হ'ল মায়ামোহ নাশিনী দেবী ভৈরবী। মায়ের অধমা গতি (সন্তানের অধগতি) ধূমাবতী এবং উত্তমাগতি দেবী সরস্বতী (সন্তানের বিদ্যা দাত্রী)। মায়ের আত্মা সতীদেবী পার্ব্বতী, শ্রীদুর্গা ভগবতী, পরমাত্মার পরমা, আদ্যাশক্তি ব্রহ্মময়ি।

সৎ কথা হতে স্ত্রীলিঙ্গরূপে সতী কথার উৎপত্তি হয়েছে। সৎ অর্থে যা পূর্ব্বে ছিল এখন আছে এবং পরেও থাকবে তাই হ'ল সৎ। অসৎ হ'ল যা ক্ষণস্থায়ী, অবিদ্যা, মিথ্যাকল্পিত। এই পৃথিবী মায়া কল্পিত ক্ষণস্থায়ী মহাপ্রলয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

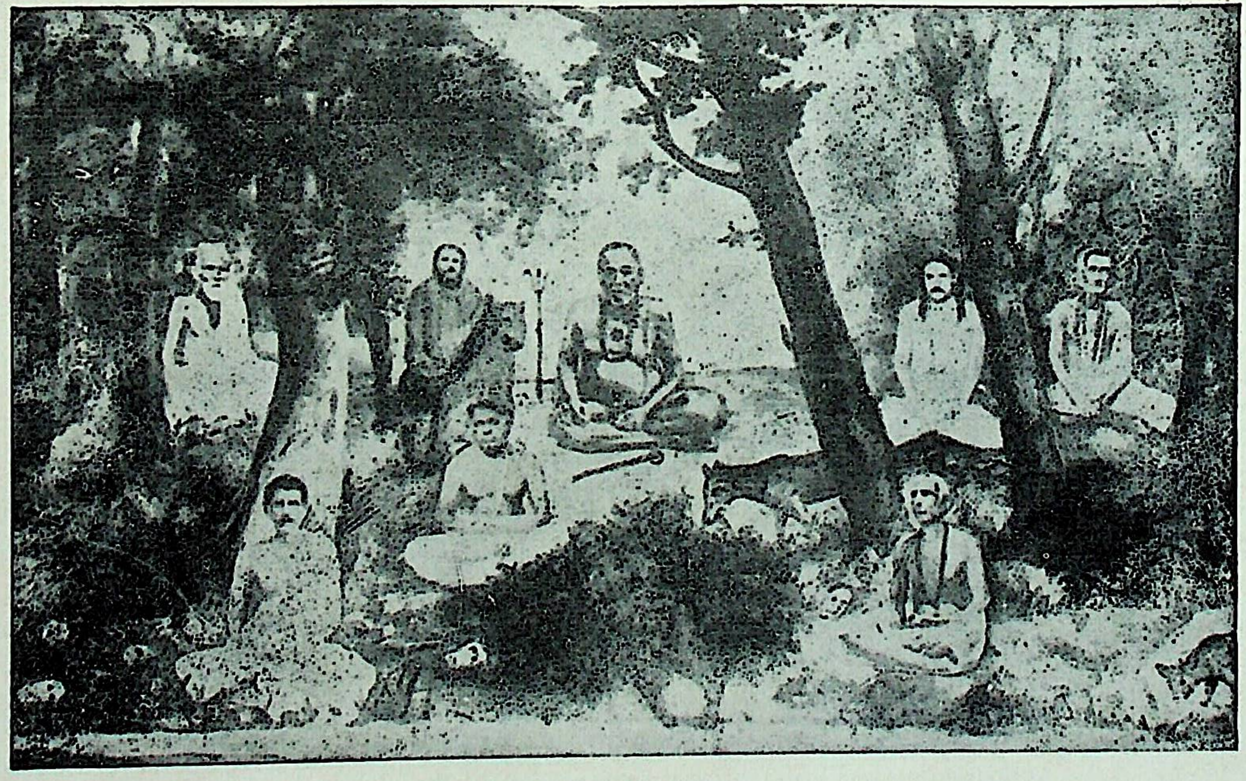

উপরে বাম দিক হইতে—

৺সুশীল কুমার রায়

৺ব্রহ্মচারী তারানাথ

নিম্নে—৺শাস্ত্রী হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায়

৺লালমোহন মুখোপাধ্যায়

শ্রীশ্রীবামাক্ষেপা বাবা

মধ্যস্থলে

উপরে দক্ষিণ দিক হইতে—

৺ক্ষিতিশ্বর ভট্টাচার্য্য

৺নিগমানন্দ সরস্বতী

নিম্নে—শ্রীনগেন্দ্রনাথ বাগ্‌চী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

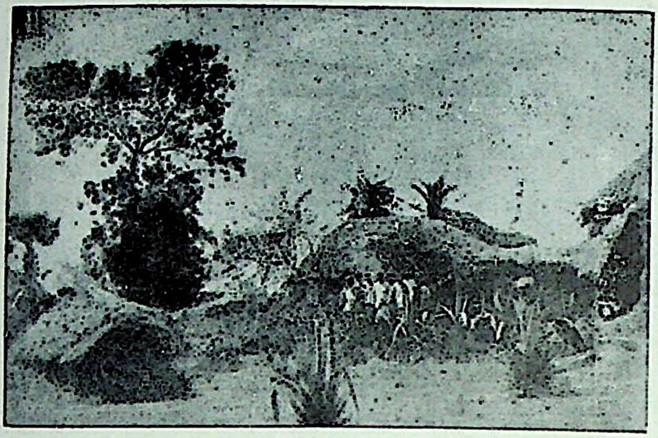

শ্রীশ্রীবামাক্ষেপা বাবার জন্মভূমি
আটলা গ্রাম

জন্মভুমি আটলা গ্রামে বামদেবের কনিষ্ঠভ্রাতা ৺রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা ৺অন্নপূর্ণা দেবীর পরিবারবর্গ।

বামদিকে উপরে—পুত্রদ্বয়, পিনাকিনাথ ও ত্র্যম্বকনাথ দণ্ডায়মান। পাশে অন্নপূর্ণা দেবী দণ্ডায়মানা। তাঁর পাশে শিশু কোলে কন্যা গায়ত্রী দেবী।

দ্বিতীয় সারি বামদিকে—৺অন্নপূর্ণা দেবীর স্বামী ৺রাখালদাস মহাশয় কেদারায় উপবিষ্ট। তাঁর সম্মুখে বামদিকে পৌত্র দেবকুমার ও দক্ষিণে পৌত্রী পূর্ণিমা দেবী দণ্ডায়মানা।

নিম্নে বামদিকে—শিশু কোলে পুত্রবধু শ্রীমতী কমলা দেবী। পরে দৌহিত্রী উষারাণী আর পাশে পুত্রবধু শ্রীমতী অমলা দেবী, কোলে পুত্র সুখদেব সহ উপবিষ্টা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একদিন সে নিশ্চিহ্ন হবে তাই অসৎ। সৎ হ'লেন সগুণ ব্রহ্ম বা ভগবান তাই সতী—তাঁর আদ্যাশক্তি বলে ব্রহ্মশক্তি, ভগবতী বা মহাশক্তি।

এই ভগবতীর স্থূল পবিত্র দেহ বিষ্ণু চক্রে খণ্ডিত হয়ে ৫১টি পীঠের (পবিত্র স্থান) উৎপত্তি হয়েছে—অং আং ইং ঈং ইত্যাদি থেকে ক্ষং অবধি। একান্নটি অক্ষরে একান্নটি পীঠ হয়েছে। এই পীঠসমূহ সাধকের দেহাভ্যন্তরে অবস্থিত। শব্দ ব্রহ্ম যে নিত্য ও সত্য এবং ৫১টি বর্ণে বিভক্ত হয়েছে সেই প্রমাণই এখানে পাওয়া যায়। কালিমার গলায় মুণ্ডমালা দেখতে পাওয়া যায়—তাহা ঐ বর্ণমালা।

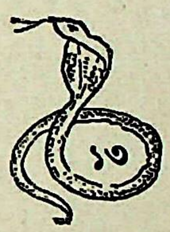

আঁকা বাঁকা পথ চলেছে মাঠের উপর দিয়ে, এসে মিশেছে জীর্ণ রাজপথে, সানবাঁধানো অশ্বত্থ তলায়। একটু এগিয়ে গেলেই দুধারে ছোট ছোট বন আর ভগ্ন প্রাচীর, তারই এক পাশে একটি বিগ্রহহীন ভগ্ন মন্দির। শ্রান্ত পথিক বহু যুগের পুরাতন বৃক্ষমূলে বসে শ্রান্তি দূর করেন কোমল বায়ুস্পর্শে। "তারামা, কোথায় নিয়ে এলি," বলে গুরুগম্ভীর স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন নাদসিদ্ধ ক্ষেপা, তারা-তারা। কেঁপে উঠলো ক্ষুদ্র বনানী, অশ্বত্থের মুকুলিত পল্লব স্বরের কম্পনে।

"অসীদ্বিন্দুস্ততো নাদো নাদাচ্ছক্তি সমুদ্ভবা
নাদরূপা মহেশানি চিদ্রূপা পরমা কলা"।—বায়বী সংহিতা

আদি প্রকৃতি দেবীর নাম পরা প্রকৃতি, তাই পরা প্রকৃতি আদ্যাশক্তিই নাদরূপা। পঞ্চ মহাভূত ক্ষিতি, অপ্, তেজ মরুৎ, ব্যোম্ এই প্রকৃতি হতেই সৃষ্টি হয়েছে। প্রথম সৃষ্টি আকাশ, আকাশের গুণ হোল শব্দ, তাই সৃষ্টির পূর্ব্বে শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। এই শব্দ হতে অন্যান্য মহাভূত এবং বিশ্ব চরাচর উৎপন্ন হয়েছে। শাস্ত্রে বলে "নাদাত্মকং জগৎ"।

৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"ন নাদেন বিনা জ্ঞানং ন নাদেন বিনা শিবঃ
নাদরূপং পরং জ্যোতি নাদরূপী পরোহরি।"

হরি ও হর এই নাদ হতে অভিন্ন। এই নাদে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সংগঠিত। নাদের অন্ত নেই—অসীম, অপার। এই নাদ মূলাধারে পরা, স্বাধিষ্ঠানে পশ্যন্তী, হৃদয়ে মধ্যমা এবং মুখে বৈখরী। আমাদের সূক্ষ্ম বাগাত্মাতে অন্তর জ্ঞান অব্যক্ত অবস্থায় আছে। যখন মনের মধ্যে কোন ভাবের উদয় হয়, তখন ঐ অব্যক্ত অন্তর জ্ঞান প্রব্যক্ত হয়ে বৈখরী অবস্থায় মুখে প্রকাশ পায়। মূলাধার পদ্ম হতে প্রথম উদিত নাদরূপ বর্ণ উত্থিত হয়ে হৃদয়গামী হয়েছে। হৃদয়ে অনাহত পদ্মে এই নাদ স্বতঃই উত্থিত হচ্ছে। বিনা আঘাতে ধ্বনি হয় বলে অনাহত বলা হয়।

"নাদানুসন্ধানং সমাধিমেকং মন্যামহে অন্যতমং লয়োনাম"। —শঙ্করাচার্য্য যত রকম লয় যোগ আছে তন্মধ্যে নাদ সাধনাই প্রধান। পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী প্রভৃতি নাদ-তত্ত্ব যিনি সম্যক জ্ঞাত আছেন তিনি প্রকৃত গুরু।

"তাইতো, কোথায় এলুম, কাকেই বা জিজ্ঞেস করি; ঠিক হয়েছে এই যে চিত্রবিচিত্র-কাটা নামাবলী গায়ে, নারায়ণ হাতে এক ভট্টাচার্য্য এই ধারে আসছে ওকেই জিজ্ঞেস করি, জায়গাটার নাম কি? ওহে ভট্টাচার্য্য বাবা, বলতে পার এই জায়গাটার নাম কি?" "শ্রীহরি নারায়ণ, আজ সব পণ্ড, ভেবেছিলাম আজ দু'পয়সা রোজগার হবে; প্রথমেই পাগলার মুখ দেখলাম। হরি-হরি নারায়ণ", বলে মুখ বাঁকিয়ে চলে গেল ভট্টাচার্য্য।

আস্‌ছে দুজন ছোক্‌রা মামলার কথা কইতে কইতে, যাবে তারা আদালতে মিথ্যে সাক্ষী দিতে দুপয়সা রোজগারের জন্য। "ওহে ছোক্‌রা বাবারা, বলতে পার এই জায়গাটার নাম কি?" "দুর্গা—দুর্গা" বলে চোখে হাত ঢাকা দিয়ে পরস্পর পরস্পরকে বল্লে, "বৌনির প্রথমেই পাগলার মুখ, আজ দিনটাই খারাপ", চলে গেল তারা হন্ হন্ করে।

এইবার আসছে এক ঠক্‌ঠকে বুড়ী, বয়স প্রায় আশীর কোঠায়। বুক পিঠ হর-ধনুকের মত বেঁকে গেছে। গায়ে একটি পীতবর্ণের নামাবলী, তার চতুর্দ্দিকে হরিনাম আর পদাঙ্কুশ, হাতে আবার নামের ঝুলি। বুড়ী মালা জপচে, শুধু হরিনাম নয়, সঙ্গে সঙ্গে অর্থের নামও রয়েছে 'বাবা হরি নারায়ণ; আমার নাতির মাইনে বাড়িয়ে দাও তাহলেই নাতি আমায় খুব যত্নে রাখবে, বেশী করে মিষ্টি আর আফিং খেতে দেবে। বাবা নারায়ণ মধুসূদন, আমার কথা শোন বাবা।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুড়ীর অবস্থা দেখে ক্ষেপা মৃদুহাস্যে বল্লেন, "ওগো বুড়ীমা, তোমার তো গঙ্গামুখো মাথা হয়েছে, এখনও টাকা টাকা। যাক্, বলতে পার এই জায়গাটার নাম কি" ? বিকৃত মুখে ঘাড় বাঁকিয়ে, "আঃ মলরে পাগল, যমের বাড়ী যা" বলে ঠক্ঠক করে এগিয়ে চললো বুড়ী। একগাল হেসে উত্তর দিলেন ক্ষেপা, "দেখ বুড়ীমা, যত টাকা টাকা করবে, তত দূরে চলে যাবে। সবাইতো চলে গেল টাকা টাকা করে, জায়গাটার তো নাম জানা গেল না। তাইতো কি করি, বলে গান ধরলেন ক্ষেপা—

আর কতদূর, আর কতদূর
আর কতদূর বল মা তারা।
হেঁটে হেঁটে ফুরায়না পথ
হলাম শেষে দিশেহারা।
অকূল পথে চলেছি একা,
নয়কো সোজা আঁকা বাঁকা,
পথে ধোঁকা, কতই ঠেকা
কতই সেথা বিপদ ভরা॥
আয় মা শ্যামা মহামায়া
আদ্যাশক্তি শিব-জায়া।
দেখিয়ে দে মা পথটি সরল,
ওমা তারা নিরাকারা॥
মা হয়ে তুই কেমন করে,
বল্ না দূরে আছিস্ সরে।
মায়ের রীতি নয়তো এমন,
আয় মা শ্যামা দুঃখ হরা॥

"তুমি কোথায় যাবে ?" গাছের পাশ থেকে জিজ্ঞাসা করলেন এক শ্যামাঙ্গী কুমারী, পরণে রক্তবস্ত্র যেন অস্তমিত তপন, কোমল পা দুখানি অলক্তকরাগ রঞ্জিত; রক্তজবা তার কাছে মলিন, পৃষ্ঠে আলুলায়িত কেশদাম যেন নীলিমার গায়ে কৃষ্ণ মেঘ, গলে ইন্দির মালা, চির শান্তির আশ্রয়-স্বরূপা, নির্ব্বাপিত হয় সকল জ্বালা তাঁর দর্শনে। করে রুদ্রাক্ষ ও কপালে রক্তচন্দন, স্নেহ-বাৎসল্য মাখা মুখমণ্ডল। কটাক্ষ দৃষ্টি তাঁর শাসন ও স্নেহপূর্ণ। চলনে বলনে, হাবে-ভাবে স্নেহময়ী, বরাভয় বিভূষিতা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্ষেপা আড়চোখে দেখলেন, ভাল করে দেখলেন, অবাক হয়ে দেখলেন, দেখার তবুও নিবৃত্তি হোল না। দেখতে দেখতে ঝরলো অভিমানের বারি ক্ষেপার ছুচোখ বেয়ে; যেন হারানো মাকে ফিরে পেয়েছেন। চির শান্তিময় কোমল অঞ্চলে ক্ষেপার আয়ত ম্লান চক্ষুদ্বয় মুছিয়ে দিয়ে, মধুর কণ্ঠে বল্লেন কুমারী, "তুমি কাঁদছো কেন? ও তুমি পথ হারিয়েছ বুঝি? আচ্ছা আমি তোমাকে পথ দেখিয়ে দিচ্ছি।"

"হাঁ, পথই হারিয়েছি; ওরে বেটি, মহামায়ার পথ বড়ই তুর্গম, বড়ই তুস্তর," অভিমানে উত্তর দিলেন ক্ষেপা, যেমন ছেলে মার কাছে দম্ভকরে অভিমানস্বরে বলে।

"তুমি কোথায় যাবে?" মুচ্‌কে হেসে জানতে চাইলেন কুমারী।

"কোথায় যাব তা জানিনা, কোথায় শেষ তাও বলতে পারি না, পথ যখন পেয়েছি, বেয়ে যাব অনন্ত হতে আদিতে; অন্তর হতে সহস্রারে," পাগল ছেলে উত্তর দিলেন কুমারী মাকে।

"তোমার বোধ হয় ক্ষিদে পেয়েছে, তাই মাথাটা গোলমাল হয়ে গেছে, তুমি একটু বস, আমি ঐ মায়ের মন্দির থেকে তোমায় প্রসাদ এনে দিই।" চপল চকিত বিজুলীর মত অদৃশ্য হোল কুমারী। "কেমন মজা, ওরে বেটি ভারি মজা, সন্তানের মোহ ত্যাগ করিয়ে নিজে এখন মোহে পড়েছিস্, তাই তুই মহামায়া।" ছুটে চলে গেল ঐ পড়ো মন্দিরে যেখানে নেই বিগ্রহ, পূজার আয়োজন, দীপ শিখার প্রয়োজন। "বেটির আপ্তভাবে গুপ্তলীলা, সগুণে নির্গুণে বাধিয়ে বিবাদ, ঢেলা দিয়ে ভাঙ্গে ঢেলা"। "ঐ যে আসছে, বাবা যাবে কোথায়? হাত পা ছুঁড়ে কাঁদলে পরে আসতেই হবে, তবে চাই নির্ভরতা"।

"এই নাও খাও।" ভাল ভাল ফল পাকড় এনে হাতে তুলে দিলেন কুমারী পাগল ছেলের আহারের জন্যে। অসময়ে সুমিষ্ট রসাল ফল দেখে জিজ্ঞাসা করলেন মাকে ক্ষেপা, "হ্যাঁ মা এ অসময়ে এমন রসাল ফল কোথায় পেলে?"

"অভাব কি বাছা, ভগবানের রাজ্য রসে আপ্লুত, মন প্রাণ ঢেলে খুঁজলেই পাওয়া যায়। যাক পেটটা তো ভরলো, হ্যাঁগো মা, এইবার তারাপীঠ কোন দিকে বলত?" জিজ্ঞাসা করলেন ক্ষেপা।

"ওঃ তুমি তারাপীঠ যাবে? সে যে অনেক দূর। আচ্ছা একটা সোজা পথ আছে ঐ বনের ভেতর দিয়ে, তুমি কি যেতে পারবে?" বল্লেন কুমারী। "খুব পারবো। মহামায়া মা যার সহচরী, যে ক্ষুধায় খাদ্য দেয়, বলহীনে বল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেয়, তৃষ্ণায় পীযূষ ধারায় অমৃত দেয়. সে পারবে না ত কে পারবে মা ? মাগো জননী ত্রিতাপনাশিনী সর্ব্বদুঃখহারিণী মোক্ষদায়িনী, সন্তানের সঙ্গে আর ছলনা করিস্‌নি মা, হাত ধরে নিয়ে চল্‌, তুই যে আমার মা ।”

মুচকে হেসে ক্ষেপার হাত ধরে চল্লেন কুমারী বনানীর পথে পথ দেখিয়ে।

———

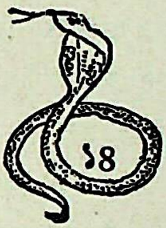

“না-না আর তোমরা আমায় মেরোনা, আমায় বিশ্বাস করো আমার কোন দোষ নেই,” যন্ত্রণায় ছট্‌ ফট্‌ করতে করতে বল্লেন ক্ষেপা।

“ভণ্ড বলে কি না বটে, আমায় মা খেতে বলেছে, এইবার তোকে মা বাঁচাক, বিদেয় হ। দেখি এইবার বটে, তোকে কে মায়ের প্রসাদ খেতে দেয়।”

“আহা! অত মারলে কেন?” বল্লে একজন যাত্রী তারামায়ের পুরোহিত ঠাকুরকে। “তুমিও তো বেশ বলছো বটে, দেখ দেখি পাগলের কাণ্ডটা। এই এত বেলায় তারামার ভোগ উচ্ছিষ্ট করে আবার বলে কিনা আমায় মা খেতে বলেছে, একবার সাহসটা দেখত বটে,” কুপিত স্বরে উত্তর দিলে পুরোহিত ঠাকুর।

“যাই হোক ব্রাহ্মণের ছেলেকে দারওয়ান দিয়ে ওরকম ভাবে মারটা ঠিক হয়নি,” ধীরভাবে জবাব দিল যাত্রী। “কি বল বটে, বামনের ছেলে! ও ম্লেচ্ছ মস্ত বড় এক ভণ্ড, তা না হলে শিয়াল কুকুরের সঙ্গে এক পাতে বসে খায়। আর কোন দিন মন্দিরে দেখলে ওর ঠ্যাংটাই ভেঙ্গে দেব।” পুরোহিত ঠাকুরের বড়াই দেখে যাত্রী চুপ করে গেল।

নিদ্রাভিভূতা নাটোরের রাণী অন্নদাসুন্দরী স্বপ্ন দেখলেন, তারাপীঠের শিলাময়ী তারামা মন্দির ত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন কৈলাসে, বিষাদগ্রস্তা মায়ের দু'চক্ষু বেয়ে জল ঝরছে, মুখে নেই হাসি, অধরে স্নেহ বিলাস, প্রশান্ত কপালে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কারুণ্যের টিকা। মা ত্রস্তা ; জীর্ণ-শীর্ণা, কাতরা শোকগ্রস্থা। কোমল পৃষ্ঠদেশ ক্ষত-বিক্ষত রক্তাপ্লুত। রুধির লোলুপা গৃধিনী ও শিবা মায়ের পশ্চাতে উপবিষ্টা রুধির লালসায়। "একি বিভীষিকা দেখাচ্ছিস্ মা, কোন্ অপরাধে আমাদের ত্যাগ করে যাবি মা," করজোড়ে প্রার্থনা জানালেন রাণীমা কাতর কণ্ঠে। "বৎসে, বহু যুগ যুগান্তর হতে এই মহাপীঠে আমি বিরাজিতা, তোর পুরোহিত আমার প্রিয় পুত্র ক্ষেপাকে প্রহার করেছে, তাকে প্রহার করেনি আমাকেই করেছে, এই ছ্যাখ আমার পিঠ ফেটে রক্ত বেরোচ্ছে। উঃ বড় যন্ত্রণা।"

"মা, তুমি আমায় ক্ষমা কর, বল মা, কি করলে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে," দেবীর কথায় আবেদন জানালেন রাণীমা ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে।

"আমার পাগল ছেলেকে ওরা চারদিন হল প্রসাদ খেতে দেয়নি, তাই আমিও ভোগ গ্রহণ করিনি।"

"সে কি মা তুমি উপবাসী" ? "হ্যাঁ বাছা, সন্তানকে না দিয়ে মা কি কখন কিছু খায়। আমার ভোগের আগে যদি ক্ষেপার ভোগের ব্যবস্থা করিস্, তবেই আমি থাকবো, তা না হলে চলে যাবো।" দেবীর কথা শুনে রাণীমা বল্লেন, "মা কালই আমি এর ব্যবস্থা করবো।" ঘুম ভেঙ্গে গেল, মনের ব্যথা সহ্য করতে না পেরে রাজা বাহাদুরের কাছে ব্যক্ত করলেন রাণীমা স্বপ্নবৃত্তান্ত।

"না—না, আর আমি তোর মন্দিরে যাবো না। কত আদর, ও ক্ষেপা, তুই অত রোগা হয়ে গেছিস্ কেন, খেতে পাস নি বুঝি, তোর খাবার ভাবনা কি? এইত আমার ভোগ রয়েছে, খা-না।" তুই পাষাণী, মায়াবিনী, আদর করে ডেকে ভোগ খেতে বলে আমায় মার খাওয়ালি। উঃ! বড় যন্ত্রণা।" লোকচক্ষুর অন্তরালে বিজন বনে শ্মশানের এক প্রান্তে ভূতলে পড়ে ছট্‌ফট করছেন ক্ষেপা, পাশে বসে স্নেহ-বিগলিতা বিশ্বমাতা, গর্ভধারিণীর ন্যায় কোমল পদ্ম-হস্ত বুলিয়ে দিচ্ছেন ক্ষেপার পিঠে, ক্ষতস্থানে।

"অভিমান করিস নি বাবা, ওরা তোকে মারেনি, আমায় মেরেছে ; শুধু তুইই উপবাসী নয় বাবা, আমিও উপবাসী।"

"সেকি মা, তুমি উপবাসী?" "হ্যাঁ বাবা, এই দেখ্ আমার পিঠ।" "একি মা রক্ত ঝরছে। না—না, আমি সহ্য করবো না, আমি এর প্রায়শ্চিত্ত করবো"

আকাশ, বাতাস, বৃক্ষলতা, জীব-জন্তু, নদ-নদী তোমরা দেখ সন্তানের জন্যে মায়ের প্রাণে কত বেদনা, কত কষ্ট, তাই শাস্ত্রে বলেছে, "জননী জন্মভূমিশ্চ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বর্গাদপি গরিয়সী।" আমি চাই না স্বর্গ, চাই না মোক্ষ, চাই না কৈলাস, বৈকুণ্ঠ গোলক ; আমি চাই প্রাণ খুলে পেতে ঐ গালভরা মিষ্টি বুলি—'মা'।

এক নিমেষে মা মিলিয়ে গেলেন ক্ষেপার হৃদয়ে হঠাৎ সেই দিকে লোক আসতে দেখে। জগৎ যখন শান্ত হয়, মায়ের কোলে সন্তান তখন ঘুমিয়ে পড়ে, যিনি জগৎকে শান্তিময় কোলে ঘুম পাড়ান, তিনি বিশ্বজননী, ঋগ্বেদ তাঁকে রাত্রি বলেছেন। এই রাত্রিই হলেন দেবী ভুবনেশ্বরী। যাতে জীব শয়ন করে, বিশ্রাম করে তিনিই শিব, সকলকার শান্তির আধার। ভাগবত বলেন, "প্রকৃতি, পুরুষ, কাল এঁরা ব্রহ্মের রূপ। প্রকৃতি ব্রহ্মশক্তি। পুরুষ ও কাল তাঁর অবস্থা। প্রকৃতি, স্বভাব, কাল, নিয়তি স্বরূপতঃ একই পদার্থ। কালই ব্রহ্ম, কালই শক্তি, কালই প্রকৃতি বা চিন্ময়ী রাত্রি ; এই কালই ; বিশ্বের মা, তাই মায়ের নাম মহাকালী।

"শূন্যে ব্রহ্মাণ্ড গোলেতু পঞ্চাশৎ শূন্য মধ্যকে।
পঞ্চশূন্যে স্থিতা তারা সর্ব্বান্তে কালিকাস্থিতা।" (আকাশসংহিতা)

এই পৃথিবী হতে পঞ্চাশটি শূন্য বিদ্যমান। তন্মধ্যে পঞ্চশূন্যে চিন্ময়ী তারিণী দেবী ও আদিতে প্রলয়ঙ্করী কালীকা দেবী বিরাজিতা। তাঁর কাজ ও রূপই বা কি ?

"অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড রাজদন্তাগ্রকে শিবে।
স্থাপ্য শূন্য লয়ং কৃত্বা কৃষ্ণবর্ণং বিধায় চ॥"

তিনি রাজদন্তের দ্বারা কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড লয় করছেন, তাতে অবশিষ্ট থাকে শূন্য আর অন্ধকার, তাই মায়ের কাল রূপ।

"চিন্ময়ী শ্রুতিরূপা যা ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিবাত্মিকা
অরূপা সর্ব্বরূপা সা সারদে মে প্রসিদতম্।"
(আকাশসংহিতা)

ব্রহ্মের চিৎ শক্তি তারিণী দেবী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের আত্মস্বরূপা। তিনি অরূপা তাই নিরাকারা আবার সর্ব্বরূপা তাই তিনি ভগবতী। আধিভৌতিক আধিদৈবিক ও আধিতাপিক এই ত্রিতাপনাশিনী ভগবতী তারিণী দেবী কোথায় বিরাজিতা ?

"আকাশন্ত মহাকাশং পরাকাশং পরাৎপরং
তত্ত্বাকাশং সূর্য্যাকাশং আকাশং পঞ্চলক্ষণম্॥"
(আকাশসংহিতা)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আকাশ, মহাকাশ, পরাকাশ, তত্ত্বাকাশ ও সূর্য্যাকাশ ; এই সূর্য্যাকাশে ত্রিনয়না তারিণী দেবী বিরাজিতা।

ক্ষেপাবাবার সন্ধানে এসেছেন নাটোর সরকারের দুজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী, নাটোর হতে রাণীমার আদেশ। স্বপ্নের ফলাফল স্বরূপ বাবার নিত্য ভোগ ব্যবস্থা হোল। তাই চাই নির্ভরতা ও আত্মবিশ্বাস। জীবের চঞ্চল মন ভগবানকে বিশ্বাস করে, কিন্তু মনকে স্থাপন করতে পারে না ঐ একে। আসে সন্দেহ যার চেয়ে বড় বিঘ্ন, বড় শত্রু আর দ্বিতীয় কিছু নেই ধর্ম্মপ্রাণ জীবের। এই মহাপুরুষের উপর এত অত্যাচার ভগবান কখনো সহ্য করবেন না। বিনীত ভাবে করজোড়ে তাঁরা ক্ষেপাবাবাকে জানালেন রাণীমার স্বপ্ন বৃত্তান্ত। রাণীমার আদেশে পূজারী ও দারোয়ানকে বরখাস্ত করে তাঁরা মন্দিরের সমস্ত ভার অর্পণ করলেন ক্ষেপাবাবার উপর। একজন নূতন পুরোহিত নিযুক্ত হোল ক্ষেপা-বাবার সাহায্যের জন্যে। ক্ষেপাবাবা কিন্তু, এসব ব্যবস্থায় দুঃখিত বা আনন্দিত হলেন না, তবে স্বপ্ন-বৃত্তান্ত শুনে তাঁর চক্ষুদ্বয় প্রেমবারিতে ছল-ছল করতে লাগলো, মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটে উঠলো সন্তানের প্রতি মায়ের করুণা ও স্নেহবিলাস দেখে। তিনি উদাসীন সদাই ভাবরাজ্যে সমাসীন। হ্যাঁ-ও নেই, না-ও নেই—তিনি সমজ্ঞানী। রাণীমার ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত হল। দুজন কর্ম্মচারী তারাপুরে বাস করতে লাগলেন সুব্যবস্থা করবার জন্যে। দেবীর ভোগের আগে ক্ষেপাবাবার ভোগ, এ ব্যবস্থা আজও বিদ্যমান। তারামার পূজার আজ বিরাট আয়োজন। রাণীমার ইচ্ছা যে ক্ষেপাবাবা নিজে পূজা করেন। আতুর দরিদ্রজনেরা দলে দলে মন্দিরে উপস্থিত হয়েছে তারামার প্রসাদ সেবার জন্যে। নাটোর সরকার বিশেষভাবে পূজার জন্যে নানারূপ ফল ফুল, মিষ্টি এবং পদ্মফুলের ব্যবস্থা করেছেন। নূতন পূজারী পূজার যোগাড় সমাপন করে ক্ষেপাবাবাকে মন্দিরে নিয়ে এলেন। গ্রামের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা ক্ষেপাবাবার পূজা দেখবার জন্যে আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। ঢাক, ঢোল, সানাই ও মৃদঙ্গের শব্দে মন্দির মুখরিত হোল। পূজারী ক্ষেপা-বাবার হাত ধরে মায়ের সামনে নিয়ে এলেন। বাবার আজ ভারি আনন্দ পূজার আয়োজন দেখে। জল শুদ্ধি, আসন শুদ্ধি বা আচমন কিছুই না করে বাবা সটাং আসনে বসে হাসতে হাসতে বল্লেন, "বাঃ বেটির ভারী মজা, আজ পেট ঠুসে খাবে। তুই বেটিতো পাষাণী, নিষ্প্রাণ, তুই আবার খাবি কি" ?

ক্ষেপাবাবা আর কোনদিকে না চেয়ে নিজে খেতে লাগলেন। সবাই অবাক হয়ে দেখতে লাগলো বাবার কাণ্ড। খাওয়া শেষ হলে উঠে দাঁড়িয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাবা বল্লেন, "কৈ গো কালাচাঁদ কাকা, পাঁঠা বলি দাও না আর দেরী করছো কেন?" ঘাতকের খাঁড়া নিয়ে তুটো ফুল দিয়ে, "এই কালাচাঁদ কাকায় ফট্" বলে খাঁড়া পূজা হল এবং বাবার আদেশ মত ঘাতক পাঁঠা বলি দিল। বাবার পূজার রীতি দেখে পূজারী বল্লেন, "বাবার সবই উল্টো। পূজার আগেই পাঁঠা বলি আর ভোগ গ্রহণ হলো।" "হ্যাঁরে শালারা হ্যাঁ, তো শালারা কি জানবি?"

কামজয়ী সাধক ভিন্ন এরূপ রীতিতে সদা জাগ্রত তারামায়ের পূজায় কেহ সাহসী হতে পারেন না কারণ পাঁঠা বলি হোল কামরিপু বলি অর্থাৎ তাকে জয় করা ছাড়া কেহ মহামায়া ভগবতীর পূজার অধিকারী হয় না। বাবা কামজয়ী বলেই পূজার পূর্ব্বে বলির ব্যবস্থা করলেন। ব্যাস বলি হয়ে গেছে এইবার পূজা। "ছোলা সুন্দরী, সরবৎ বাবাজী, নে-মা, খা-মা,—ব্যাস পূজো শেষ।" এইবার পুষ্পাঞ্জলি—তুহাতে চন্দন চর্চ্চিত রক্ত-জবা ও পদ্মপুষ্প নিয়ে বাবা শিলাময়ী ভগবতীর সামনে দাঁড়িয়ে দেবীর চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করে, চোখের জলে পুষ্প সিক্ত করে ভগবতীর গায়ে ছুঁড়ে দিয়ে বল্লেন, "এই নে বেটি ফুল, এই নে বেলপাতা।"

কি অদ্ভুত ব্যাপার। গালি গালাজ মন্ত্রে অর্পিত পুষ্পাঞ্জলি শিলাময়ী মায়ের বক্ষে মাল্যাকারে সজ্জিত হল। সবাই অবাক হয়ে ক্ষেপাবাবার মন্ত্রহীন পূজা দেখে মোহিত হল। মুহূর্ত্ত মধ্যে বাবার ভাব সমাধি হল। সেদিন ভাঙ্গলো না, পরদিন ভাঙ্গলো।

নাটোর সরকারের কর্ম্মচারীরা বাবার পূজার বিধি দেখে আশ্চর্য্যান্বিত ও আনন্দিত হলেন। বাবা প্রকৃত জ্ঞানী ছিলেন, তাই তাঁর মন্ত্র তন্ত্রের প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু সাধারণের চক্ষে এই পূজা অনাচার বলে প্রতীয়মান হয়। শাস্ত্রে বলে, মনের প্রকৃতি অংশতঃ জড়, অংশতঃ অজড়। জড়াংশে মন ও প্রাণ; অজড়াংশে চৈতন্য স্বরূপ চিৎ। চিচ্ছক্তি ও স্পন্দন শক্তির সমাবেশই হল মন। চিচ্ছক্তি আত্মার এবং স্পন্দনশক্তি প্রাণের। উহা জড়রূপিণী। পঞ্চভূতের সত্বাংশ হতে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের সত্বাংশ হতে অন্তঃকরণ। অন্তঃকরণ আবার বৃত্তির তারতম্যে চার ভাগে বিভক্ত (১) সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক বৃত্তি অন্তঃকরণের নাম মন; (২) সংশয় নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি অন্তঃকরণের নাম বুদ্ধি, (৩) অনুসন্ধানাত্মক বৃত্তি অন্তঃকরণের নাম চিত্ত; (৪) অভিমানাত্মক বৃত্তি অন্তঃকরণের নাম অহঙ্কার। মন ইন্দ্রিয়ের কর্ত্তা, কিন্তু প্রাণবায়ুর অধীন। প্রাণবায়ু স্থির হলেই চিত্ত স্থির হয়; চিত্ত স্থির হলেই মন স্থির হয় ও জ্ঞান-চক্ষু

১০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রস্ফুটিত হয়। জ্ঞান-চক্ষু প্রস্ফুটিত হলেই ব্রহ্ম বা আত্মদর্শন লাভ হয়। মন তোর,এই মন নিয়েই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হচ্ছে। মনস্তম্ভনই একমাত্র সাধনা, বিভিন্ন পথ ও মত থাকলেও মূলে কিন্তু একেই পরিণতি। মনস্তম্ভন হলে জগৎ স্তম্ভন হয়। মনস্তম্ভন ব্রহ্ম সাধনা, আত্মপ্রতিষ্ঠা। দুই উপায়ে মনকে স্তম্ভন করা যায়, এক জড় অংশের লোপ আর এক উপায় চিত্তের সাম্যবিধান। একটির লোপে সমষ্টির নাশ হয়। প্রাণ লোপে মন নাশ চিৎসাম্যে মন নীরস। মন নাশ হল চিত্ত প্রাবল্যের উপশান্তি। মন লোপে আত্মপ্রতিষ্ঠা, জড় লোপে ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠা হয়। মন নাশই হোল সাধনা, মন যেখানে পুড়ে শ্মশান হয় সেখানেই শিব বাস করেন। মন নাশের প্রথম উপায় প্রাণ নিরোধ (পঞ্চ প্রাণবায়ু, প্রাণ, অপান, উদান, সমান ও ব্যান)।

নিয়মিতভাবে বাবা নিত্য তারামা'র পূজা করতেন না, নিজের ইচ্ছামত মাঝে মাঝে মন্দিরে এসে তিনি তারামা'র সামনে দাঁড়িয়ে কখন চারিটি ফুল নিয়ে বা নিজে ভোগ গ্রহণ করে, "এই নে ফুল, এই নে বেল-পাতা, এই নে ভোগ, ব্যাস্ পূজো হয়ে গেল," বলে পূজা করতেন। হঠাৎ একদিন কি খেয়াল হল শিলাময়ী ভগবতী তারিণীর সামনে দাঁড়িয়ে বাবা মূত্রত্যাগ করলেন, দেবীর পবিত্র অঙ্গ মূত্রস্পর্শে অপবিত্র হয়েছে দেখে, পূজারী বাধা দিয়ে বল্লে; "ছি-ছি মাকে অপবিত্র করলেন।" পূজারীর কথা শুনে বাবা বিরক্তভাবে উত্তর দিলেন, "বেশ করেছি, আমি আমার মার গায়ে মুতেছি, তোর কিরে শাল।" বাবার কথা শুনে পূজারী কুপিত হয়ে রাজ সরকারকে জানালো। বহু যুগের জাগ্রতা শিলাময়ী ভগবতী মূত্রস্পর্শে অপবিত্র হয়েছেন সংবাদ পেয়ে মাকে শুদ্ধ করবার জন্যে রাজাবাহাদুর কাশীধাম হতে পাঁচজন সুপণ্ডিত আনাবার ব্যবস্থা করলেন।

অচিরেই রাজা বাহাদুর স্বপ্নাদেশ পেলেন, "যদি আমায় শুদ্ধ করিস্, তাহলে আমি এ স্থান ত্যাগ করে চলে যাব। ছেলে, মায়ের কোলে চির-কালই মল-মূত্র ত্যাগ করে, তাতে কি মা কখন অপবিত্র হয়"। সহসা স্বপ্নাদেশ পেয়ে রাজাবাহাদুর ভালভাবেই জ্ঞাত হলেন বাবা সামান্য লোক নন, অবতার বিশেষ প্রকৃত পরম পুরুষ।

এই পবিত্র ভারতে যখন ধর্ম্মে গ্লানি দেখা দেয়, তখন নররূপে নারায়ণ যুগে যুগে আংশিক বা পূর্ণভাবে প্রকট হন পাপের বিনাশ ও সাধুদের ধর্ম্মরক্ষার জন্য।

"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে"॥ (গীতা)

এই কলিযুগে একই সময় জীবের মঙ্গল ও ধর্ম্মরক্ষার্থে এই পবিত্র ভারতে অনেকগুলি মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। শ্রীমৎত্রৈলঙ্গস্বামী, শ্রীমৎ ভাস্করানন্দ স্বামী, বাবা গম্ভীরানাথ, ঠাকুর পরমহংসদেব, শ্রীশ্রীবামাক্ষেপা, স্বামী বিবেকানন্দ, কাটিয়াবাবা, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, লোকনাথ ব্রহ্মচারী, সন্তদাস বাবাজী, সরস্বতী নিগমানন্দ, তারানাথ ব্রহ্মচারী (তারাক্ষেপা), ঠাকুর হরনাথ, ভোলানন্দ গিরি, স্বামী অভেদানন্দ, শ্রীশ্রীকমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য, ব্রজবাসী কৈলাসপতি, ডাবুকের কৈলাসপতিবাবা, বেদজ্ঞ মোক্ষদানন্দ, শ্রীশ্রীকরুণাময় চট্টোপাধ্যায়, বালানন্দ ব্রহ্মচারী, খাকিয়া বাবা, বংশীদাস বাবাজী, পরমহংসজী, মনসারাম, শ্রীশ্রীমহিমাচরণ চক্রবর্ত্তী, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, দয়ানন্দ সরস্বতী, চরণদাস বাবাজী, স্বামী বিশুদ্ধানন্দ ইত্যাদি।

———

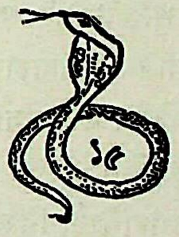

কাশীতে ফিরে এসে মোক্ষদানন্দ বাবাকে খুঁজে পেলেন না। মোক্ষদানন্দ জানতেন বাবার কাশী ভাল লাগবে না। মাতৃবিয়োগ আসন্ন, তাই অন্নপূর্ণা মা তাঁকে কাশী থেকে ফিরিয়ে দিলেন। তিনি ক্ষেপাবাবার অন্বেষণ না করে অল্প কয়েকদিন কাশীতে থেকে বীরভূমের পথে ফিরে এলেন।

ক্ষেপাবাবা অত্যন্ত মাতৃভক্ত ছিলেন। তিনি গর্ভধারিণীকে "ছোট মা" এবং তারামাকে "বড় মা" বলে সম্বোধন করতেন। এই বিশ্বমাতাই যে প্রতি ঘরে ঘরে মাতৃরূপে বিরাজিতা তা তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করতেন। যখন তিনি গর্ভধারিণীকে মা বলে ডাকতেন, সে ডাক এত মধুর ও মমতাপূর্ণ যে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে শুনেছে তাকেই বলতে হয়েছে, তিনি অতিশয় মাতৃ-ভক্ত। তাঁর মুখের সুমধুর মাতৃআহ্বান মানুষকে বিহ্বল করে তুলতো এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দে। "মা" শব্দ জগন্মাতার শ্রেষ্ঠদান। প্রকৃতি দেবীর অন্তরনিঃসৃত মধু-মন্দাকিনী। এই মহামন্ত্র, মাতৃমিলনের পূর্ণ সেতু স্বরূপ। এই মহামন্ত্রের আশ্রয়ে সাধক তাঁর আদি জননীর সাক্ষাৎলাভে জীবন কৃতার্থ করেন।

মায়ের নামান্তর দিয়েছেন অমরকোষ ঃ—লক্ষ্মী, পদ্মালয়া, পদ্মা, কমলা, শ্রীহরিপ্রিয়া, ইন্দিরা, লোকমাতা, ক্ষীরাব্ধি, তনয়া, রমা। মা শব্দ কল্পলতা, নাদরূপা। মাতৃরূপা নারীজাতি আদ্যাশক্তির অংশ তাই তাঁদের স্থান সাধকের হৃদয় অভ্যন্তরে, শ্রদ্ধার আসনে। যে সাধক নিজের মাকে মা বলে ডাকেনি, পারেনি তাঁর মাতৃত্বভরা স্নেহ-মমতা হৃদয়ে অনুভব করতে, সে কি কখন পেতে পারে বিশ্বমাতার বিশ্বপ্রেম, যা প্রতি ঘরে ঘরে মাতৃরূপে মুর্ত্তিমতী? পিতা-মাতাকে অবহেলা ক'রে যে সাধন-ভজন, তা বিষভক্ষণ, নারকীয় গমন।

"শক্তিজ্ঞানং বিনা দেবী মুক্তির্হাস্যায় কল্পতে।"

হে দেবী, শক্তি বিষয়ে জ্ঞান ব্যতীত মুক্তি কামনা হাস্যজনক ও বৃথা।

"যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্ বস্তু সদসদ্ বাখিলাত্মিকে
তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে তদা।" (চণ্ডী)

এই পৃথিবীতে যে কোন বস্তুর শক্তিই সেই আদ্যাশক্তির শক্তিস্বরূপা। পরা-প্রকৃতি—আদ্যাশক্তিই নাদরূপা। মহামায়ার অনন্ত শক্তিই আধার অনুযায়ী জীবে প্রকাশিত হয়েছে স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা, মমতা ও বাৎসল্যে। ব্রহ্মে যে মায়াশক্তি আমাদের তাই মাতৃমূর্ত্তি।

মোক্ষদানন্দ পৌঁছলেন তারাপীঠে, কিন্তু চলন্ত শিব ব্রজবাসী-কৈলাসপতি কৈলাসের পথে কোথায় যে লীন হলেন তাঁর আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি। কৈলাসপতির অন্তর্দ্ধানের বিষয় কোন ভক্ত বামদেবকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তাতে তিনি উত্তর দিলেন, "আমার শ্রীগুরুবাবা শূন্যে লীন হয়ে গেছেন।" বেদজ্ঞ মোক্ষদানন্দ বহুকাল তারাপীঠে সাধনা করেন ও মায়ের আঙ্গিনায় দেহত্যাগ করেন।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

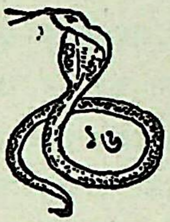

উঃ ? কি দুর্য্যোগ, ঐ বজ্রপাত হল। এই খানেই শব নামাও। "বলহরি, হরিবোল" বলে শব নামালো শব-বহনকারীরা। প্রবল ঝড়ে গাছপালা নুয়ে পড়ছে, কৃষ্ণ মেঘে নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন। দ্বারকার খরস্রোতে ঘর-দোর সব ভেসে যাচ্ছে, উচ্ছ্বসিত প্রবাহে মহাশ্মশান প্রায় অর্দ্ধ-প্লাবিত। প্রবল বায়ুর গুরুগম্ভীর শব্দ, বৃক্ষরাজি পতনের মড়্‌মড়্‌ শব্দের সঙ্গে মিলিত হয়ে সারা মহাশ্মশানকে আরো ভীতিজনক করে তুলেছে। বাবা নির্ব্বিকার চিত্তে এক বৃক্ষমূলে ব'সে প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ লক্ষ্য ক'রছেন, হঠাৎ হরিবোলের শব্দ শুনে "মা-মা" বলে চীৎকার ক'রে উঠলেন।

(আশাবরী)

মাটির প্রতিমা মাটিতে মিশাল
আমার মা বুলি বলা শেষ হল।
পবিত্র এ মূরতি বাৎসল্যে গড়া
স্নেহ ভালবাসা মমতায় ভরা
চলে গেল, গেল চলে, চলে গেল॥
অসীম আকাশে কালিমা বিকাশে
কাহার মূরতি ভাসে চিদাকাশে
কে তুমি দাঁড়ায়ে হাতটি বাড়ায়ে
বল ওগো বল, মোরে বল।
সমীরণ বহে, কহে ধীরে ধীরে
মাতৃহারা তুই, গেল তোরে ছেড়ে
ফেলি অশ্রুজল শুধু মা মা বল
তোর শেষ সম্বল, মা-ই কেবল।
জননী জন্মভূমি স্বর্গাদপি গরীয়সী
ঋষির বন্দনা ওযে প্রশংসা ভূয়সী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাহি প্রতিদান এই মাতৃ-স্নেহ দানে
নহে ছল, মা বুলি শুধু বল ॥

মায়ামুক্ত সাধকেরও দু-চক্ষু বেয়ে ঝরলো শোকের বারি। "রামু, একটু দাঁড়াও ভাই, আমি যাচ্ছি" বলে ছুটলেন সাধক ভীষণা দ্বারকার তীরে। "আমার দুঃখিনী মায়ের দেহ থাকবে এপারে, মায়ের আঙ্গিনায়"—এই কথা বলে সাধক ঝাঁপ দিলেন খরস্রোতা দ্বারকার জলে। পল্লীকাকা সুরেন্দ্রনাথ সরকার ও রামুর নিষেধ শুনলেন না মাতৃভক্ত সাধক।

খরস্রোতে নিমগ্ন প্রায় দেখে প্রমাদ গণলেন শব-বহনকারীরা। রামু কেঁদে উঠলো জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আসন্ন বিপদ দেখে। হায়! মৃত্যুকে যিনি জয় করেছেন, তাঁর মৃত্যু ঘটায় কে? কালকে যিনি জয় করে নাম পেয়েছেন কালী, সেই কালী যাঁর সহচরী, কালের সাধ্য কি যে অকালে তাঁকে হরণ করে। তুফান তরঙ্গ ভেদ করে বাবা উঠলেন অপর পারে। কারও কথা শুনলেন না, কারও বাধা মানলেন না; পিঠে বাঁধলেন শব-দেহ তারামায়ের আঙ্গিনায় আনবার জন্যে।

একে খরস্রোত, তার উপর প্রবল বায়ুর স্পর্শে নদী আজ উত্তাল তরঙ্গে নৃত্য করতে করতে ছুটে চলেছে—ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কত অভাগার ঘর-দোর, গরু, বাছুর,—কেউ হা-হুতাশ করছে, কেউ বা হতাশ ভরে চোখের জল ফেলছে দৈবদুর্বিপাকে অদৃষ্টের ফের বলে। ক্ষেপার ভয়ও নেই ভাবনাও নেই, নির্বিকার চিত্তে নদীতে তিনি নেমে পড়লেন মাতৃশব নিয়ে। যারা শব নিয়ে এসেছিলো, তারা সকলেই বিস্ময়ে চেয়ে দেখতে লাগলো বাবার কাণ্ড। কাহারও সন্দেহ রইলো না, আজ বাবার সলিল-সমাধি সুনিশ্চত।

ধন্য সাধকের মাতৃভক্তি, ভক্তির জোরে তিনি নদী পার হয়ে নির্বিঘ্নে উঠলেন পরপারে, মাতৃদেহ পিঠে নিয়ে। শব-বহনকারীদের কারো এ সাহস হল না যে নদী পার হয়ে এপারে আসেন। নৌকা বা ডিঙ্গি নেই, যদিও বা থাকতো মাঝিদের সাহস হোত না যে ঐ তুফান বেয়ে পারাপার করে। তাল-গাছের সাল্‌তি যা পাওয়া যায় তা আরও বিপজ্জনক। সামান্য ঢেউ বা স্রোতে সাল্‌তি ডুবে বা উল্টে যায়।

নানারকম ভেবে চিন্তে পল্লী-কাকা সুরেন্দ্রনাথ বল্লেন রামুকে, "এই দুর্য্যোগে চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে ত কোন ফল হবে না। যখন ওপারে যাবার উপায় নেই, তখন আমাদের বাড়ী ফিরে যাওয়াই ভাল।" মাতৃহারা বালক রামচন্দ্র কিছুক্ষণ অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে এল কুটীরে।

"ঠিক হয়েছে, এইখানে এই মায়ের আঙ্গিনায় থাকবে আমার দুঃখিনী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়ের দেহ, তারপর একপাশে থাকবে ক্ষেপী দিদি, আর একপাশে থাকবো আমি। মাগো, দুঃখিনী জননী, এই মায়ের আঙ্গিনায় তুমি চিরশান্তিতে আমার কাছে কাছে থাকো।" প্রজ্জলিত অগ্নিশিখা দেখে উদাসভাবে চেঁচিয়ে বল্লেন বাবা, "ঐ আমার মায়ের পবিত্র আত্মা মহাশূন্যে লীন হয়ে গেল।" "জয়তারা-জয়তারা" নাদে কেঁপে উঠলো মহাশ্মশানের মর্ম্মস্থল। এত দুর্য্যোগেও মায়ের দেহ সুশৃঙ্খলভাবে সৎকার হল মায়ের আঙ্গিনায় ভক্তিমান পুত্রের দ্বারা।

শেষকার্য্য সমাপন করে শোকাতুর পুত্র বৃক্ষমূলে বসে অশ্রুবর্ষণ করলেন। মা এমনি শ্রদ্ধার বস্তু, মায়ামুক্ত সিদ্ধপুরুষকেও কাঁদায়।

বাবা স্নেহ, আদর বা যত্নের প্রত্যাশা কোনদিন করেন নি গর্ভধারিণী জননীর কাছে, তিনি চেয়েছিলেন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডময় আদ্যাশক্তির অংশ মাতৃজাতিকে মাতৃসম্বোধনে মহাশক্তিতে অধিষ্ঠিত করতে, মাতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত করতে, প্রাণভরে মা বলে ডাকতে। তিনি ছিলেন বাল-ব্রহ্মচারী, নিষ্কাম কুলাচারী। যেখানে মা নেই, সেখানে ক্ষেপাবাবাও নেই, মা ছাড়া এ ত্রিভুবনে তিনি আর কাকেও জানতেন না। মায়ের অনন্তরূপে জগৎ জ্যোতিষ্মান, একে অন্তর্দ্ধান। সন্তান চায় স্বরূপের পূর্ণতা লাভ, যা থেকে সে বিচ্যুত হয়ে বিকৃত হয়েছে, আঁধার হতে আলোয়, কাল হতে অকালে পূর্ণরূপা মাকে পরিপূর্ণ ভাবে পাওয়াই হল মাতৃভক্ত সন্তানের কাম্য।

—·—

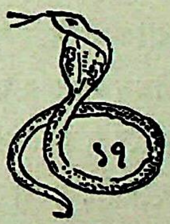

কি বিপদ, একের পর এক করে লোকের উপর লোক জমছে ফাঁকা মাঠে। রামু ছেলে মানুষ, কোন রকমে পাঁচজনের সাহায্যে শুদ্ধ হল? কিন্তু এ আবার কি অঘটন ঘটলো—সাত গ্রামের লোক জুটে এসে বলে কিনা, বাবা তাদের মাতৃশ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করেছেন। "এদের বসাই বা কোথায়, খাওয়াই বা কি?"—বল্লেন সুরেন্দ্রনাথ আপন মনে। হাজার হাজার লোকের ভীড় দেখে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর হৈ চৈ শুনে রামু ভীত হয়ে ঘরে চুপ করে বসে রইলো। পাড়ার দু-চারজন মাতব্বর লোক এসে দাঁড়াল রামুর বাড়ীর সামনে। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের বিনীতভাবে ফিরে যেতে অনুরোধ জানালেন সুরেন্দ্রনাথ রামুর দুর-বস্থার কথা শুনিয়ে। কিন্তু কেউই তাঁর আবেদন শুনলো না, বরং উত্তেজিত হয়ে তারা বেশ এক গণ্ডগোলের সৃষ্টি করলো। "ঐ আসছে ক্ষেপা" বলে চেঁচিয়ে উঠলো সবাই, এইবার হবে বোঝাপড়া। কঞ্চির লাঠি হাতে আসছেন ভাব-ঠাকুর, কটিতে এক খণ্ড বস্ত্রও নেই, একেবারে দিগম্বর। ভুঁড়িটী বড়, দেহটি হৃষ্টপুষ্ট, গলায় রুদ্রাক্ষ, করে ডুগ-ডুগি ও ত্রিশূল, মাথায় জটা আর সাপ থাকলেই ঠিক দেখাতো যেন সাক্ষাৎ শিব কৈলাস থেকে নেমে এলেন। নন্দি, ভৃঙ্গী, ভুত, প্রেত সবাই এসেছে সঙ্গে, কারো কাঁধে লুচি, মেঠাই, কারো কাঁধে দই, সন্দেশ—সামান্য নয় একেবারে অপর্য্যাপ্ত। কে দিলে, কোথা থেকে এলো এ সব খোঁজে দরকার কি? ভারে ভারে এসেছে, এখনও আসছে, সাত গ্রামের লোক আর কত হবে, বড় জোর হাজার খানেক। যা প্রসাদ এসেছে তাতে সাত গ্রাম কেন, ও রকম চোদ্দ পনেরটা গ্রামের লোকে পেট ভরে খেতে পারে, আর ছাঁদাও বাঁধতে পারে।

তারামা'র কি কৃপা! কি অপার মহিমা! পাছে আদুরে ছেলে মাতৃ-শ্রাদ্ধে অপদস্থ হন সেইজন্যে তিনি সব ব্যবস্থাই ক'রে রেখেছেন। কিন্তু এ কি হল, দেখতে দেখ্‌তে সারা আকাশ কৃষ্ণ মেঘে আচ্ছন্ন হল, তপনের হাসি মিলিয়ে গেল নিমেষের মাঝে। বিস্তীর্ণ ময়দানে দলে দলে বসেছে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ, কেউ চাইছে লুচি, কেউ বা মণ্ডা, যাঁরা পরিবেশন ক'রছেন তাঁরা যত পারছেন দিয়ে যাচ্ছেন। সৌদামিনীর চমকে কেঁপে উঠলো আকাশের বুক, পল্লীর খুড়ো-জ্যাঠারা ক্ষেপাবাবাকে শুনিয়ে পরস্পর পরস্পরকে বল্লে, "হায়-হায়, মাতৃ শ্রাদ্ধে ক্ষেপার এত আয়োজন সবই বঝি পণ্ড হল।" আকাশের নিবিড় মেঘের দিকে চেয়ে বাবা গম্ভীরস্বরে বল্লেন, "কি? স্বয়ং তারামা যার মাতৃ-শ্রাদ্ধে উপস্থিত, তার আয়োজন পণ্ড হবে। তো শালরা কুঁচকি কণ্ঠা ঠেসে খা, তোদের কোন ভয় নেই—এই আমি গণ্ডী দিয়ে দিচ্ছি, তোদের গায়ে এক ফোঁটাও জল প'ড়বে না।" মাতৃভক্ত সন্তান উপবিষ্ট ব্যক্তিগণের বহির্দ্দেশে কঞ্চির দ্বারা গণ্ডী দিলেন। দুষ্ট প্রকৃতির কয়েকটি লোক 'তারামা' স্বয়ং উপস্থিত বলাতে বাবাকে বিদ্রূপ করলো, তাইতে বাবা ক্ষুণ্ণ হয়ে বল্লেন, "আমি মিথ্যা বলিনি ভাই; ঐ ছাখ কৃষ্ণ মেঘে আমার তারামাই আজ হাজির হয়েছেন।" গান ধরলেন বাবা ভাবাবেশে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

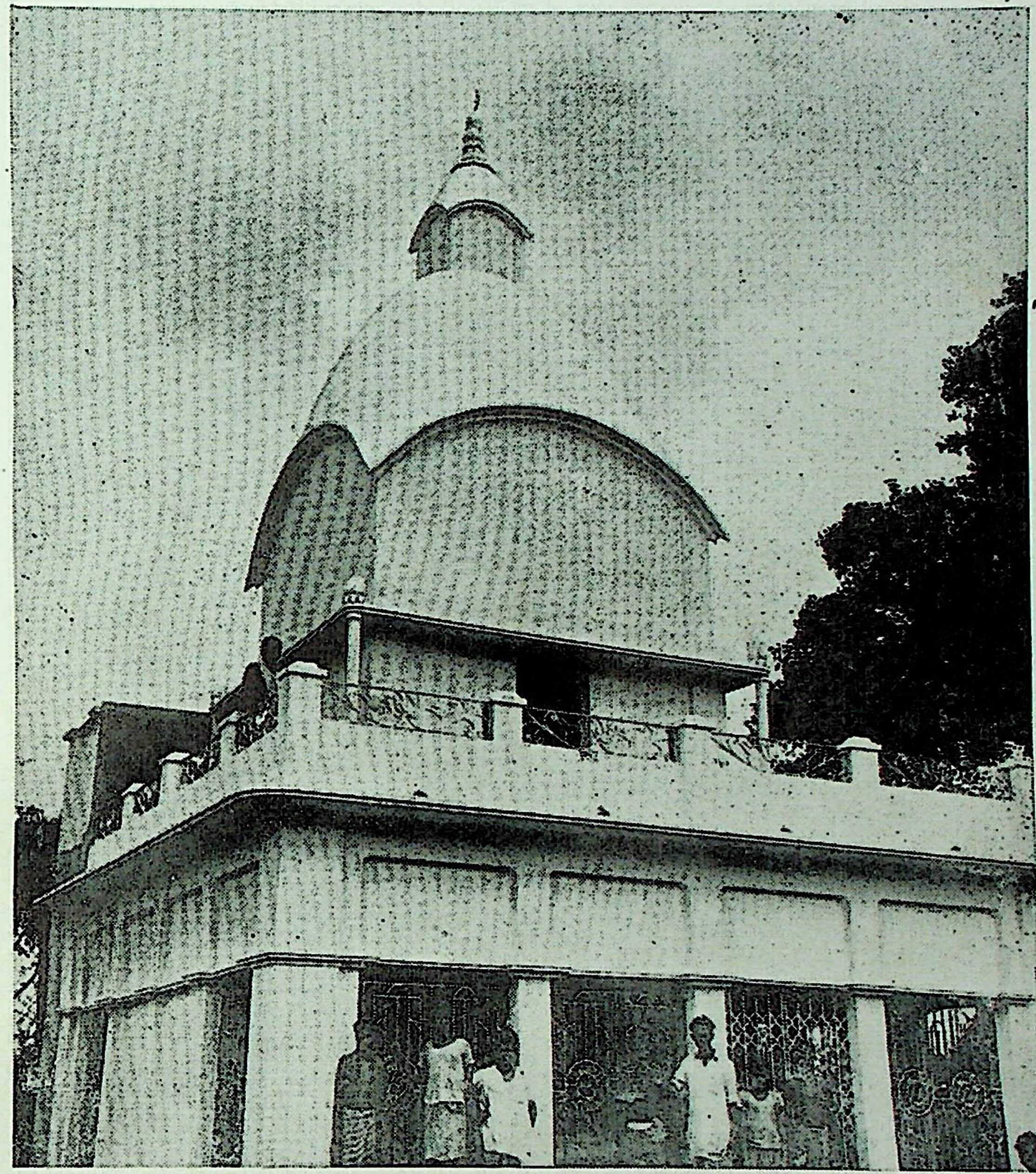

বামদেব সংঘ কর্ত্তৃক
সর্ব্বসত্ব সংরক্ষিত
৮ নং প্রামাণিক ঘাট রোড্
কাশীপুর, কলিকাতা-৩৬

বাম দেবের মন্দির
(শ্রীশ্রীবামাক্ষেপাবাবা)

আবির্ভাব : শিবচতুর্দ্দশী ফাল্গুন মাস
১২৪৪ সাল
তিরোভাব : ২রা শ্রাবণ ১৩১৮ সাল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

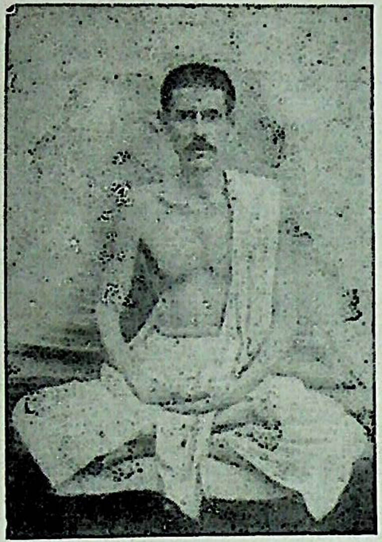

শাস্ত্রী হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায়

আবির্ভাব : শুভ ১৯শে পৌষ, সন ১২৮১ সাল

তিরোভাব : ২৫শে ভাদ্র, সন ১৩৪৩ সাল

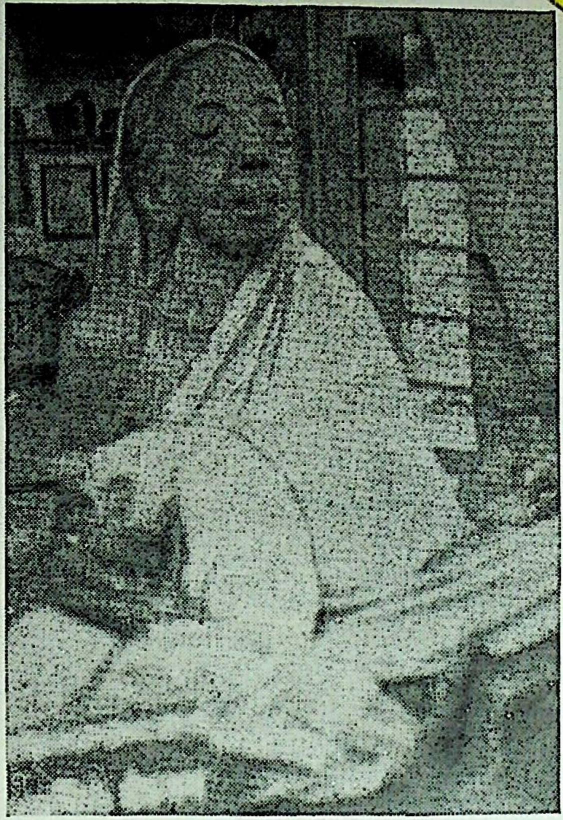

সাধিকা সত্যময়ী দেবী

আবির্ভাব : ১৪ই আশ্বিন, সন ১২৭১ সাল

তিরোভাব : ২৬শে পৌষ সন ১৩৬৬ সাল

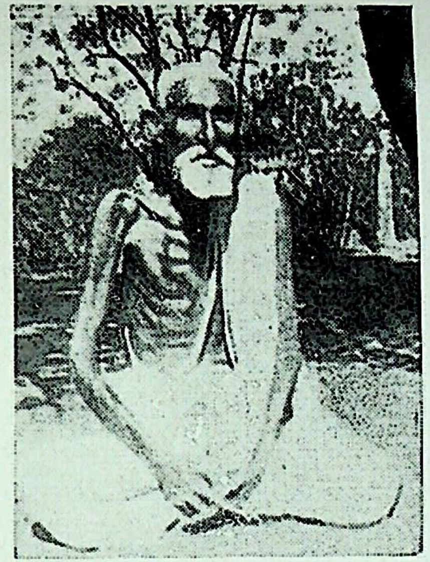

মহাত্মা সুশীলকুমার রায়

আবির্ভাব : শুভ ৪ঠা আশ্বিন, সন ১২৮৭ সাল

তিরোভাব : ১৪ই কার্ত্তিক সন ১৩৬০ সাল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখনারে ভাই, দেখনা তোরা
ঐ যে মেঘে স্বয়ং তারা।
ওযে সাদা মেঘে কালোর খেলা
সৃষ্টি স্থিতি লয়ে গড়া॥
ও বরণ কালের হরণ
হরের বুকে বামা চরণ,
ভয় কিরে ভয় ঐ যে অভয়
মায়ের হাতে অসি খাঁড়া।
কালী তারা ভাবে তারা
ভাবনা তোরা পাবি সাড়া
তোরা দেখবি তখন সবই চেতন
অচেতনে নিরাকারা॥

খাওয়া ত চলছে বেশ, কিন্তু এধারে মেঘ ভেঙ্গে পড়ছে—একে ফাঁকা মাঠ তার উপর বিদ্যুতের চম্‌কানি, মাঠের ধারে একটা গাছে কড়্ কড়্ ক'রে বাজ প'ড়লো। আর রক্ষে নেই, মেঘের ডাকের সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বৃষ্টি নেমে এলো। ভোজনকারীরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো, যদিও বা একটা নিমন্ত্রণ জুটেছে তাও বুঝি পণ্ড হ'য়ে যায়। ঝড়-বৃষ্টি ও মেঘের ডাকে ক্ষুদ্র পল্লী নিনাদিত হল। খাল, বিল, নদী ও নালা বৃষ্টির জলেপূর্ণ হল। গণ্ডীর বাহিরে প্রশস্ত মাঠ জলে ভেসে গেল, কিন্তু গণ্ডীর মধ্যে এক ফোঁটাও জল পড়লো না বা প্রবেশ করলো না। ধন্য সাধক তোমার মাতৃ-ভক্তি, ধন্য তোমার সাধনা! পেট ভরে সবাই পরিতৃপ্ত হয়ে খেল, শুধু যে খেল তা নয়, আবার সঙ্গে নিয়ে গেল ভবিষ্যতের জন্যে। বাবা গণ্ডী দিয়েই চ'লে এলেন নিজের আশ্রমে—শ্মশান কুটীরে। খাওয়া শেষ হল, দুর্যোগও থেমে গেল। সবাই ফিরলো নিজ নিজ গ্রামে।

সন ১২৯৫ সালে ক্ষেপাবাবার মাতৃ-শ্রাদ্ধ এত দুর্য্যোগেও বেশ সুষ্ঠুভাবে মিটে গেল। বৃষ্টি স্তম্ভনের কথা লোকমুখে ছড়িয়ে প'ড়লো গ্রাম হতে গ্রামান্তরে। কেউ বলে ক্ষেপা যাদু জানে, কেউ বা বলে ও পিশাচসিদ্ধ, অবার কেউ বলে তা নয় ও ভীষণ মাতৃ ভক্ত, ভক্তির জোরে অসম্ভবকে সম্ভব ক'রেছে। যাই হোক একটা কিছু ক্ষমতা যে তিনি লাভ ক'রেছেন তা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করলো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মৃগনাভির গন্ধে মোহিত হয়ে যেমন লোকে ছোটে মৃগের পিছু পিছু গভীর অরণ্যে, ঠিক সেই সময় বাংলা মায়ের বীর ছেলে ক্ষেপা ঠাকুরের প্রেমের আহ্বানে ছুটে এলো অসংখ্য তাপিত জীব ভীতিসঙ্কুল শ্মশানে তারামায়ের কোলে তারাপুরে, একটু কৃপা লাভের জন্যে। প্রশস্ত উন্নত বক্ষ স্ফীত ক'রে হৃদয় কপাট খুলে দিয়ে আজানুলম্বিত দু-বাহু প্রসারিত ক'রে ডাকছেন ঠাকুর, "ওরে তোরা আয়, তোদের দুঃখ, তোদের কষ্ট, তোদের দৈন্য সব ঘুচে যাবে একবার তোরা শুধু বল্ জয়তারা-জয়তারা।"

———

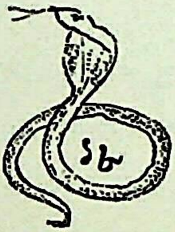

ইদানীং বাবার স্বভাব অতীব উগ্র হয়েছে। মুখের বাঁধন তাঁর খুলে গেছে, তারামাকে যখন তখন গালি-গালাজ করেন—কখনো সাধু ভাষায় আবার কখনো অসাধু ভাষায়, যখন যেরূপ মুখে আসে। গ্রামবাসী ও ভক্তগণ যাঁরা তাঁর কাছে আসেন—অকারণে তাঁদের মড়ার হাড় ও চিমটা নিয়ে তাড়া করেন—সকলেই সন্ত্রস্ত।

আজ শুক্লা চতুর্দ্দশী। প্রভাত হতেই তাঁর স্বভাব অত্যন্ত উগ্র হয়ে উঠেছে—তারামা'র মন্দিরে এসে তিনি দেবীর মাতৃচ্ছন্ন ও পিতৃচ্ছন্ন আরম্ভ ক'রলেন, "ওরে বেটি সর্ব্বনাশী রাক্ষুসী, তুই আমার সর্ব্বনাশ ক'রেছিস্, আজ আমি তোর সর্ব্বনাশ করবো। তোর মন্দিরে বাজ ফেলবো—দেখি কে রক্ষে করে, কে বলে রে ব্যাটা, তোর রাং পেতলে গড়া জিবে ক্যালা, মুণ্ডমালা, ও 'তারা' পাণ্ডারা মানে, আমরা মানিনে, আমাদের আকাশ তারাই ভাল, তোর সুদর্শনে মুতি।" আরো নানারূপ গালি-গালাজ দিয়ে তিনি আসন ক'রে বসলেন মন্দিরের চাতালে তারাদেবীর সামনে। পুরোহিত সন্ত্রস্ত হ'য়ে কোন রকমে দিবা পুজা সাঙ্গ করলেন। বাবা তখন অচল, অটল, ধ্যানমগ্ন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্ত ও পুরোহিতগণ প্রাণ-পণ চেষ্টা ক'রলেন ক্ষেপা ঠাকুরকে এই সঙ্কল্প হ'তে প্রতিরোধ ক'রতে কিন্তু, তাঁদের সকল চেষ্টাই বিফল হল। এই অচল অটল বীর্য্যবান বীর সাধককে সঙ্কল্প হতে বিচ্যুত করা খুবই কঠিন, যাঁর সামান্য কটাক্ষে শিলাময়ী দেবী কম্পিতা ও বীভৎস শ্মশান সদাই ত্রস্ত। ক্রমে শান্ত রবি অস্তমিত হ'ল সারাদিনের মধ্যে কোন অঘটন ঘটলো না। মায়ের মন্দির জনশূন্য এক পাগল ছেলে আর শিলাময়ী দেবী ছাড়া অন্য কেউ নেই। পুরোহিতেরা কোন রকমে দেবীর সন্ধ্যারতি সমাপন ক'রে শঙ্কিত চিত্তে গৃহে ফিরে গেলেন।

ক্রমশঃ শরতের শশীর উজ্জ্বল কিরণে শুভ্রাকৃতি মন্দির ও প্রশস্ত ময়দান উদ্ভাসিত হল। মেঘের লেশমাত্র নেই অসীম স্বচ্ছ নীল আকাশ তার বিরাট চক্ষু বিস্ফারিত করে যেন স্তব্ধ হয়ে কিসের অপেক্ষা করছে। সাধকের সমাধি ভঙ্গ হল। গুরু গম্ভীর "তারা" নাদে তিনি আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুললেন —মহাব্যোমে সেই নাদ তীক্ষ্ণ বিদ্যুৎ ফলকের মত প্রধাবিত হয়ে যেন ফিরে এলো ভীষণ অশনির আকারে। মন্দিরের চূড়া আলোকে আলোকিত হল —কড়্ কড়্ শব্দে সারা তারাপুর কেঁপে উঠলো। গভীর আশঙ্কায় ও অনর্থ-পাতের ভয়ে সারা গ্রাম উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো কিন্তু, সাহস ক'রে কেউ ঘরের বাইরে গেল না।

এদিকে তারা-মা' স্নেহ বাৎসল্য ও অনুরাগে ছুটে এসে আদুরে ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে সমূহ বিপদ থেকে রক্ষা করলেন। বাবার একটুও আঘাত লাগেনি। মা তাঁকে মহাশ্মশানে নিয়ে এসে হাজির ক'রলেন। ছেলে ডাকলেন—মা-মা ; তারা দেবী মৃদু হাস্যে প্রবোধ দিয়ে অন্তর্হিতা হলেন।

মায়ের শিলাময়ী মূর্ত্তির কোন ক্ষতি হয়নি শুধু মন্দিরের চূড়ায় এক ফাটলের সৃষ্টি হল। এই ঘটনার পর থেকে ক্ষেপা ঠাকুরের মেজাজ আরো উগ্র হয়ে উঠলো। ঠাকুরের মেজাজ উগ্র হতে উগ্রতর দেখে কেউ কাছে ঘেঁসতে সাহস ক'রতো না। যাত্রীরা দূর থেকে দেখে কেউ ভাবতো রুদ্র, কেউ বলতো ভৈরব আবার কেউ মত প্রকাশ করতো—ব্রহ্মা সাক্ষাৎ অগ্নি।

ঐ সময় এমন একটা যুগ এসেছিলো যা খুব ভালভাবে বিচার ক'রলে বোঝা যায় যেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই ত্রিদেব স্বর্গ হ'তে পঙ্কিল ধরাধামে ধর্ম্মরক্ষার্থে নেমে এসেছিলেন। বীরভূমের এক প্রান্তে ক্ষুদ্র পল্লী তারাপীঠে ব্রহ্মা আমাদের ক্ষেপা ঠাকুর অমর লীলা দেখিয়ে গেছেন কামনা বাসনা ব্রহ্মাগ্নিতে আহুতি দিয়ে। রসময় ঠাকুর বিষ্ণু-অবতার পরমহংসদেব বিলিয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গেছেন প্রেমের অমোঘ বাণী জীবের কাতরতা দেখে প্রতি ঘরে ঘরে। চলন্ত শিব সর্ব্বত্যাগী পরমযোগী ত্রৈলঙ্গ স্বামী এই সময়ে কাশীধামে ত্যাগের মহান্ বীজ ত্রিতাপক্লিষ্ট জীবের হৃদয়ে রোপণ করবার জন্যে প্রকট হয়েছিলেন।

এই তিন ঠাকুর কলিযুগে আমাদের জীবন্ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, এঁরা দেহত্যাগ ক'রেছেন বলে যে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন তা নয়, এঁদের কর্ম্ম, ভক্তি, জ্ঞান ও প্রেমরূপ সূক্ষ্ম ভাবদেহ এখনও এই পবিত্র ভারতভূমে পরিব্যাপ্ত। অল্পায়াসে নাম গানে, পটে বা ঘটে এঁদের সজীবত্ব সম্বন্ধে ভূরি ভূরি প্রমাণ আজও বিরাজমান; চাই শুদ্ধাভক্তি, অকপট সরলতা, বিশ্বাস ও চিত্তের একাগ্রতা।

তুপুরবেলায় তারামায়ের আঙ্গিনায় সাধু-সন্ন্যাসীরা বসে মায়ের প্রসাদ খাচ্ছেন—মন্দিরের দরজা বন্ধ; ক্ষেপা ঠাকুর এলেন শ্মশান হ'তে উগ্র মেজাজে তারাদেবীর চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার ক'রতে ক'রতে। তাঁরা একবার আড় চোখে চেয়ে দেখলেন। সবাই নীরব, কেউ কোন প্রশ্ন করতে সাহস পেলেন না। বীর সাধকের কোন দিকেই লক্ষ্য নেই, সিঁড়ি বেয়ে সটান্ উঠে গেলেন মন্দির সংলগ্ন উচ্চ দালানে। তুই একটা অস্ফুট কথা সেদিক হ'তে ভেসে এলো, সঙ্গে সঙ্গে শব্দ হল প্রহারের।

মন্দিরে লোক নেই, জন নেই, কিন্তু কে এমন করে নিষ্ঠুরভাবে বাবার পিঠে চাপড় মারলে। আহা, পিঠে পাঁচটা আঙ্গুলের দাগ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। অভিমানে ও প্রহারের আধিক্যে চেঁচিয়ে কেঁদে ফেল্লেন ক্ষেপা ঠাকুর, যেমন ছোট ছেলে মার কাছে প্রহার খেয়ে অভিমানে কাঁদে।

আশ-পাশ থেকে ছুটে এলেন পাণ্ডা ও সাধু-সন্ন্যাসীরা—সবাই দেখলেন, সবাই বুঝলেন—এ শাসন মায়েরই; নির্জ্জন মন্দিরে আতুরে ছেলে আর মা ছাড়া ত কেউ ছিল না।

কাঁদতে কাঁদতে বল্লেন ক্ষেপা ঠাকুর, "তুই মা নয়, রাক্ষুসী, আর আসবো না তোর মন্দিরে, উঃ এখনও পিঠ জ্বালা ক'রছে।" অভিমানী ছেলে মায়ের কাছে শাস্তি পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গেলেন শ্মশানে।

কি মজার শাসন, সেইদিন থেকে ক্ষেপা ঠাকুরের অত রাগ ঐ রকম উগ্র মেজাজ একেবারে জল হয়ে গেল। তিনি নিরীহ ও শান্ত হয়ে উঠলেন। চণ্ডাল আসছে ব্রাহ্মণ আসছে, আসছে রাজা-প্রজা সবাই সমান, সবাই শিব, শিবময় জগৎ ভেবে তুই বাহু প্রসারণ করে আলিঙ্গন করছেন ক্ষেপা ঠাকুর মধুর বাক্যে, "আস্থন বাবা আপনি কি চান বাবা?" রুদ্র ঠাকুর আজ প্রেমের ঠাকুর, তাই কাকেও বলেছেন কাকা কাকেও বাবা, কাকেও আবার আদর করে বলছেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"বেদো শাল।" সাধকদের যে কত ভাব তা আমরা সাধারণ তুচ্ছ জীব কেমন ক'রে বুঝবো? মহাপুরুষদের জীবনী লোকোত্তরীয় ও অলৌকিক।

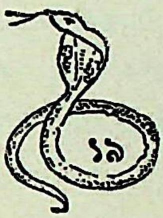

১৯

দেখতে দেখতে প্রায় ছয় মাস কেটে গেল কিন্তু, একি কঠোর সাধনা। মায়ের চরণামৃত আর বেল-পাতা খেয়ে ঠাকুর এই সুদীর্ঘ ছয় মাস যোগ সাধনায় মগ্ন। দেহ ক্ষীণ হয়ে ক্ষীণতর হ'য়ে এসেছে, মুখে কথা নেই, চোখে ঘুম নেই, অর্দ্ধনমিত কোমল চক্ষু-দ্বয় প্রেম-বারিপূর্ণ। ক্ষুধা, তৃষ্ণা কিছুই নেই, নেই ক্লান্তি, নেই শ্রান্তি।

ভীতিজনক মহাশ্মশান ঠাকুরের যোগ-সাধনায় কত শান্ত, কত সৌম্য রূপ ধারণ ক'রেছে। বৃক্ষ-লতা-গুল্ম আনন্দে পরস্পর পরস্পরকে প্রেম আলিঙ্গনে বদ্ধ করেছে, হিংসা দ্বেষ ভুলে শিবা ছাগ-শিশুর সঙ্গে খেলায় মত্ত; কুকুর, কুকুরী খাদ্য অন্বেষণ ক'রছে শিবা-শকুনির সঙ্গে। সত্যই কি এটা আর্য্যঋষির হিংসা-দ্বেষ-হীন তপোবন?

হ্যাঁ ভারত বিখ্যাত এই তপোবন তারামায়ের লীলাভূমি। ব্রহ্মার মানস-পুত্র বশিষ্ঠদেবের সিদ্ধাসন। তারা নিরাকারা, তারা সাধনা ব্রহ্ম সাধনা—তিনি এক ও অদ্বিতীয়া।

"তদ্, ঐক্ষত বহুস্যাম প্রজায়েয়" (ছা ৬।২।৩)

তিনি কামনা করলেন, এক আমি বহু হ'ব। তখন আকাশ, বাতাস অগ্নি, জল ও ক্ষিতি এই পঞ্চভূতের আবির্ভাব হ'ল। পঞ্চভূতের সংযোগ ও সংহনন দ্বারা এই বিশ্ব সৃষ্টি হ'ল। জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত্ত, মিথ্যা সৃষ্ট ও কল্পিত। যেমন রজ্জুতে কল্পিত সর্প, রজ্জুর বিবর্ত্ত। বিবর্ত্তবাদ মায়াবাদ। প্রপঞ্চের পরিণামী উপাদান মায়া, ব্রহ্ম নয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"ব্রহ্মৈ বেদং সর্ব্বং" (ছা ৭।২৫।১)

ব্রহ্মই সব, ব্রহ্ম ভিন্ন কিছু নেই। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা মায়া—প্রহেলিকা। ব্রহ্মের যা মায়া, জীবের তা অজ্ঞান, অবস্তুতে বস্তুজ্ঞান। আমি, আমার, সুখ, দুঃখ, মঙ্গল, অমঙ্গল দেহে আত্মবুদ্ধি বশতঃ এই ভ্রান্তি বা অজ্ঞানের সৃষ্টি হয়। সুখ-দুঃখ মঙ্গল-অমঙ্গল, ধর্ম্ম-অধর্ম্ম, পাপ-পুণ্য জ্ঞানের দ্বারা অতীত হ'লে পূর্ণ অক্ষোভ, কেবলই আনন্দ। সৃষ্টিতে অমঙ্গল কিছু নেই, যা আমরা অমঙ্গল বলে ভাবি তা প্রচ্ছন্নরূপী মঙ্গল। তিনি সর্ব্বদাই মঙ্গলময়। অমঙ্গল তিনি সৃষ্টি করেননি। জীবকে কর্ম্মের স্বাধীনতা দেওয়ায় জীব নিজেই অমঙ্গলের সৃষ্টি করে। লীলা তাঁর ধর্ম্ম। যেমন দাহিকা শক্তি ছাড়া আগুন নেই, তেমনি লীলা ভিন্ন ঈশ্বর নেই। লীলা আছে বলেই জীব ভগবানকে ডাকে ও খোঁজে, না থাকলে কেউ ডাকতো না বা শ্মশানে, মশানে, পর্ব্বতে বা অরণ্যে সাধন-ভজন ক'রে খুঁজে বেড়াতো না।

বীর সাধক ক্ষেপাঠাকুর ছয় মাস কঠোর যোগসাধনা শেষ করে আজ আসন ত্যাগ করেছেন, কিন্তু লোক সমাগমে বিরক্ত হয়ে আত্মগোপন করবার জন্যে জীবিত কুণ্ডের জলে আশ্রয় নিয়েছেন। কুণ্ডটি খুব গভীর এবং বৃহৎ। নির্জ্জনতা-প্রিয় গুপ্ত সাধক অধিক লোক সমাগমে বিরক্ত হয়ে মাঝে মাঝে কুণ্ডের জলে ত্রৈলঙ্গ স্বামীর ন্যায় অতল জলের মধ্যে ডুবে থাকতেন, কখন চার পাঁচ ঘণ্টা, আবার কখনো দিনের পর দিন।

এই পবিত্র ভারত-ভূমিতে যুগ যুগান্তর হতে আর্য্য ঋষিগণ, কত যোগী, কত তপস্বী ত্যাগের কঠোর সাধনায় উত্তীর্ণ হয়ে অসম্ভবকে সম্ভব, সম্ভবকে অসম্ভব ক'রে সাধনার চরম উৎকর্ষতা দেখিয়ে গেছেন। তাঁদের জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির প্রতিচ্ছবি বিজ্ঞানে, পুরাণে, নানাশাস্ত্রে বেদ-বেদান্তে, তন্ত্রে, মন্ত্রে রেখে গেছেন। ভারত মাতার গর্ভসম্ভূত মুনি, যোগী, ত্যাগী, সাধু, সন্ন্যাসী, বৈদান্তিক তান্ত্রিক, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক এমন কি স্বয়ং ভগবানও অবতাররূপে আবির্ভূত হয়ে মায়ের মাহাত্ম্য গুণগান ক'রে গেছেন। এখনও এই কলিযুগে হিমাদ্রি-শিখরে ক্ষুধা-তৃষ্ণাহীন, শীত-তাপ রহিত শীর্ণকায় যোগী সমাহিত। গভীর শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে হিংসা-দ্বেষহীন পরম বৈষ্ণব ব্যাঘ্র-গহ্বরে প্রেমের সাধনায় নিমগ্ন। পুণ্যতোয়া মন্দাকিনীর শীতল তটে জরা-ব্যাধিহীন সর্ব্বত্যাগী বসনহীন যোগী পুরুষ এখনও বিরল নয়।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

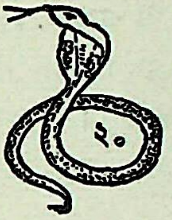

২০

"বাবা আপনার পায়ে পড়ি, বাঁচান"—কাতরস্বরে প্রার্থনা জানালো দিগম্বর। "এ-তো বেশ মজা, তো শালরা যত পাপ করবি, আর তার ফল ভোগ করবো আমি। ওরে বেদো শাল, ঐ মন্দিরে গিয়ে তারামাকে ডাক্, তাতে বরং কাজ হবে, আমি কি ওঝা যে সাপের বিষ থেকে বাঁচাবো"—বল্লেন ক্ষেপা বাবা দিগম্বরকে।

একপাশে বিমর্ষ হয়ে বসেছিলো দিগম্বরের বিধবা মা, বাবার কথা শুনে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলো। বিরক্ত হয়ে বাবা বল্লেন, "ওরে বেটি, তুই যে আবার মড়া-কান্না আরম্ভ করলি। যা—যা ঐ মন্দিরে গিয়ে প্রাণভরে কাঁদ্ আর ঝামেলা করিসনি, এখান থেকে বিদায় হয়ে যা।"

দিগম্বর নাছোড়বান্দা, বাবার পা দুখানি চেপে ধরে চোখের জলে পা ভাসিয়ে দিল, বাবা বড় মুস্কিলে প'ড়লেন, হ্যাঁও বলতে পারছেন না, নাও বলতে পারছেন না।

সূর্য্য প্রায় অস্তমিত, রাখাল বালকেরা মাঠের উপর দিয়ে গরু নিয়ে ঘরে ফিরছে, বকের দল সারি বেঁধে বাসায় ফিরলো, শিবার দল শ্মশানের চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটি আরম্ভ ক'রলো। শ্মশানের মর্ম্মস্থল ক্রমশঃ ঘোর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয়ে এলো। কিছুক্ষণ নীরব থেকে বাবা দিগম্বরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "বল্ শাল, তোর কি হয়েছে?"

"প্রায় এক সপ্তাহ পূর্ব্বে এক সন্ন্যাসী সহসা আমার মুখের দিকে চেয়ে বল্লেন, "বৎস। তোমার কাল পূর্ণ হয়ে এসেছে, পূর্ব্ব জন্মের পাপের ফলে আজ হ'তে সাত দিন পূর্ণ হ'লে কালসাপের দংশনে তোমায় ইহলোক ত্যাগ করতে হবে।" তাঁর কথায় আমার বিশ্বাস হ'ল, খণ্ডনের উপায় জানবার জন্যে কাতর ভাবে অনেক অনুনয় বিনয় ক'রলুম, তাতে তিনি আমায় বল্লেন, "কালসাপের বিষ হ'তে রক্ষা করি, সে শক্তি আমার নেই, তবে তারাপীঠে 'বামাক্ষেপা' নামে এক ক্ষমতাবান সাধু আছেন, একমাত্র তিনিই তোমার জীবন রক্ষা করতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারেন, তাঁর কৃপা প্রার্থী হও।” গদ্‌গদ কণ্ঠে সমস্ত বৃত্তান্ত দিগম্বর বাবার কাছে প্রকাশ করলো।

মুচকে হেসে আপন মনে বাবা বল্লেন, “বেটির আপ্তভাবে গুপ্তলীলা”। অন্ধকার ঘনীভূত হচ্ছে দেখে সজল নয়নে দিগম্বর বল্লে, “বাবা আজকে সেই দিন।” “হ্যাঁরে শাল তা জানি, কিন্তু আমি কি করবো, আমি কি ডাক্তার না বদ্যি যে তোকে বাঁচাব, তুই বরং সেপুড়ে ওঝার কাছে যা,” গম্ভীরভাবে বাবা বল্লেন।

বার বার কাকুতি মিনতিতে বীর সাধকের হৃদয় দ্রবীভূত হ'ল, তিনি কৃপা পরবশ হয়ে বল্লেন, “মরবার জন্যে এখনও ব'সে আছিস্ কেন রে শাল? একটু পরেই ত কালসাপ তোকে গিলতে আসবে। শীগ্‌গীর নদীতে স্নান ক'রে আয়। ওরে বেটি, তুই এখনও ওখানে বসে মড়া কান্না কাঁদছিস কেন? মন্দিরে গিয়ে তারামার কাছে ছেলের প্রাণ ভিক্ষা চাইগে যা।”

বাবার আদেশ মত পুত্র নদীতে স্নান ক'রতে এবং মাতা মন্দিরে গেল। “বেটির লীলা বোঝা শক্ত, যত ভাবি আত্মগোপন করে থাকবো কিন্তু, ঠিক বিপরীত হয়।” আপন মনে বিড় বিড় করে বল্লেন বাবা। কালু কুকুরটি বাবার কাছে বসেছিলো, শিবা দেখে গুমরে উঠলো, তাই বাবার মন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। তিনি কালুর গায়ে হাত বুলিয়ে আদর ক'রতে লাগলেন। দিগম্বর স্নান ক'রে ফিরে এসে একপাশে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে দেখছে কালুর আদর।

হঠাৎ দিগম্বরের দিকে লক্ষ্য যেতে বাবা বিরক্তভাবে বল্লেন, “ওরে শাল, তুই যে এখনো দাঁড়িয়ে আছিস্, এখনই মরবি, শীগ্‌গীর আমার সঙ্গে চল্।” শিমুল তলায় পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসিয়ে দিয়ে বাবা বল্লেন, “প্রাণভোরে ‘জয়তারা’ নাম কর্, এই আমি গণ্ডি দিয়ে যাচ্ছি, যেন গণ্ডি ছেড়ে যাস্‌নি, তাহলেই শাল ফট্। শুধু ‘তারা’ নাম কর্ তাহলেই হবে। ভয় করিস্-নি, আমি তোর কাছেই আছি।” গণ্ডি দিয়ে বাবা গভীর অরণ্যে প্রবেশ করলেন।

রাত্রি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মহাশ্মশান বীভৎস হয়ে উঠলো, বড় বড় শ্যাওড়া ও বুনো জামগাছগুলো দানব-দৈত্যের মত দেখাতে লাগলো। চারিদিকে বিক্ষিপ্ত নর-কঙ্কাল, কুকুরের আনন্দোৎসব, শকুনির ক্রন্দন ও বায়ুতাড়িত বৃক্ষরাজির নানারূপ গোঁ-গোঁ, সোঁ-সোঁ, খট্ খট্, পট্, পট্ শব্দে ঐ বীভৎস মহাশ্মশান কাল রাজ্যে পরিণত হল। যত ভয় বাড়ছে, দিগম্বরও তত জোরে ‘তারা’ নাম করছে। ‘তারা’ নাম ক্রমশঃ মৃদু হয়ে এলো, শ্মশানে বিভূতি আরম্ভ হলো। শিবা, কুকুর শ্মশান ছেড়ে চলে গেলো। সমস্ত শব্দ বন্ধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হল। শ্মশান এখন নিঝুম ও নিস্তব্ধ। শ্মশানের এই যে অবস্থা, ইহা অতি দারুণ ভীতি জনক ও রোমাঞ্চকর। যিনি যত বড় সাহসী হোন না কেন, এই অবস্থায় তিনি নিশ্চয়ই ভীত ও সন্ত্রস্ত হবেন। ঐ সময়ে এমন একটা বিহ্বলতা মনে আসে, যাতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়; হতাশায় মর্ম্মান্তিক ও ভীতি-জনক বেদনায় প্রাণ কণ্ঠাগত হয়, জিহ্বা নীরস হ'য়ে নিশ্চল হয়।

ঐ আসছে নদীর পর পার হতে ফোঁস ফোঁস শব্দ। চম্‌কে উঠলো দিগম্বর শব্দ শুনে। 'জয়তারা' বলে চীৎকার করে উঠলো দিগম্বর ভয় পেয়ে, কিন্তু সে শব্দ বাইরে প্রকাশ হল না, মিলিয়ে গেল নীরস ভীতিজনক কণ্ঠে। যত ফোঁস ফোঁস শব্দ কানে ভেসে আসে ততই দিগম্বরের মনে হয় সে যেন কালের মুখে এগিয়ে যাচ্ছে, সে চৈতন্য হারালো। এগিয়ে এল কাল সাপ গণ্ডীর কাছে, ফণা বিস্তার করে ঘুরতে লাগলো তার চতুর্দ্দিকে। কত দংশন করলে গণ্ডীর বাইরে। অনেকক্ষণ ধরে সুযোগ খুঁজলো ভিতরে প্রবেশ করবার জন্যে কিন্তু, সব চেষ্টাই তার বিফল হল। গর্জ্জন ক'রতে ক'রতে বিফল আক্রোশে কালসাপ ফিরে গেল নিজ আবাসে।

প্রত্যূষে শীতল বায়ুর স্পর্শে দিগম্বরের চৈতন্য ফিরে এল। গণ্ডীর বাইরে কালকূট পড়ে থাকতে দেখে চম্‌কে উঠলো কিন্তু, তখনও সে ভয়ে আসন ত্যাগ করলো না। বাবার ভক্তরা দিগম্বরকে মায়ের মন্দিরে নিয়ে এসে মায়ের চরণামৃত ও প্রসাদ খেতে দিলেন। দিগম্বর সুস্থ শরীরে শ্মশান থেকে ফিরে এল, কিন্তু বাবার কি অবস্থা হ'ল দেখবার জন্যে ভক্তরা গেলেন শ্মশানে তাঁর সন্ধানে।

আরক্তিম চক্ষুদ্বয় অর্দ্ধ নিমীলিত, অবয়ব ধীর, স্থির, নিশ্চল, সর্ব্বাঙ্গ নীল, যেন নীলকণ্ঠ সমাসীন। কালসাপের ঐ উগ্র বিষ বাবা গ্রহণ ক'রেছেন, তাই বাবা জড়বৎ বসে আছেন। সারা দিনরাত বাবা আসন ত্যাগ করেন নি, পরদিন প্রভাতে জীবিত কুণ্ডের জলে অবগাহন স্নান করবার পর বাবার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এল। দিগম্বর বাবার কৃপায় পুনর্জ্জীবন লাভ করে ফিরে গেল।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২১

শ্মশানের মর্ম্মস্থলে বাবা কুকুরগুলি দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে আপনভাবে উপবিষ্ট, এমন সময় জনকয়েক ভক্ত এক রোগীকে খাটিয়ায় বহন ক'রে নিয়ে এসে শ্মশানে প্রবেশ ক'রলো। খাটিয়ায় রোগীকে দেখে বাবা জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "কিরে, মড়া নিয়ে এলি? বেশ, বেশ, ও শাল অনেক পাপ ক'রেছে ভাল করে ঠেঙ্গিয়ে ঠেঙ্গিয়ে পোড়া।"

খাটিয়া নামিয়ে লোকগুলি বিনীতভাবে বাবার কাছে এসে ব'সলো।

"তোরা যে মড়া ফেলে চলে এলি ওযে এখনি দান পাবে। আরে ও শাল যে ড্যাব-ড্যাব করে চাইছে, ওকে কি জ্যান্ত পোড়াবি নাকি?"

বাবার কথা শুনে একজন ভক্ত বিনীত কণ্ঠে বল্লে, "বাবা, ও আমার নিকট আত্মীয়, আজ প্রায় এক বৎসর যক্ষ্মারোগে ভুগছে, নানা রকম চিকিৎসা করেও ফল হয়নি মায়ের একমাত্র সন্তান,আপনাকেই রক্ষা করতে হ'বে।"

"ওরে শাল, তোর আব্দার তো মন্দ নয়। আমি কি ডাক্তার না বদ্যি, আমি সামান্য লোক, আমি কি করতে পারি?" ভক্তদের জ্বালাতনে বাবা বিরক্ত হয়ে বল্লেন, "ও শাল অনেক পাপ করেছে, যখন শ্মশানে এনেছিস্ আর ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে কাজ নেই, ও শালকে কুকুর ঠেঙ্গান ঠেঙ্গিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে যা, তাতে বরং রোগ রোগী দুইই এক সঙ্গে আরাম হবে।"

ভক্তগণ রোগীর রোগ নিরাময়ের জন্যে বাবাকে—খুবই পীড়াপীড়ি করতে লাগলো। বাবার মেজাজ উগ্র হয়ে উঠলো তাদের জ্বালাতনে। রোগীর কাছে এসে সজোরে তার গলা চেপে ধরে চেঁচিয়ে বাবা বল্লেন, "বেদো শাল, আর কখনও পাপ করবি?" হাতের চাপে রোগীর মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল, চক্ষুদ্বয় কপালে উঠে গেল। রোগীকে অর্দ্ধমৃতপ্রায় সংজ্ঞাহীন দেখে আত্মীয়েরা কেঁদে উঠলো। অন্যান্য ভক্তগণ পাছে বাবা খুনের দায়ে পড়েন, সেই চিন্তায় প্রতিরোধ করবার জন্যে বলপূর্ব্বক তাঁর হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলো, কিন্তু সব চেষ্টাই বিফল হ'ল। সন্ত্রস্ত হয়ে এক ভক্ত বল্লে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"বাবা, শীগ্‌গীর ছেড়ে দিন, ও মরে গেলে শেষে খুনের দায়ে পড়বেন।" ভবি না শুনেন ভবের কথা। কিছুক্ষণ পর শয্যা হ'তে রোগীকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বাবা বল্লেন, "যা শাল, বেঁচে গেলি।"

কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে গম্ভীর ভাবে তিনি নিজের আসনে এসে ব'সলেন। নদীর জল এনে কেউ রোগীর কপালে, মুখে সিঞ্চন ক'রতে লাগলো, কেউ পাখার বাতাস ক'রতে লাগলো, কেউ বা ডাক্তার, কবিরাজের খোঁজে গেল মরে গেছে কিনা জানবার জন্যে। কিছুক্ষণ পরে রোগীর চৈতন্য ফিরলো, শুধু যে চৈতন্য ফিরলো তা নয়, যে রোগীর প্রায় ২।৩ মাস হ'ল উঠে বসবার ক্ষমতা ছিল না, সেই রোগী কি এক অদৃশ্য শক্তির বলে নিজে উঠে বসলো। তাকে সুস্থ দেখে সবাই অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে রইলো। বেশ আনন্দ সহকারে রোগী বল্লে, "আমার রোগ সেরে গেছে, বড় ক্ষিদে, আমায় কিছু খেতে দাও।"

একজন ভক্ত ছুটলো বাবার কাছে রোগীর সংবাদ জানাতে, আর কি পথ্য দেবে তাই জানতে। "ও শালকে আচ্ছা করে কুঁচকি কণ্ঠা ঠেসে মায়ের প্রসাদ খেতে দে, কিছুদিন এইখানে রাখ্‌ তাহলেই তারামায়ের দয়ায় ভাল হয়ে যাবে।" বাবার আদেশমত তারা একমাস কাল রোগীকে নিয়ে তারাপীঠে বাস করতে লাগলো। তারপর সুস্থ অবস্থায় তারা ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে গেল।

'অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্‌॥"

(গীতা ৯ অঃ ২২ শ্লোক)

যাঁরা আমা ভিন্ন অন্য কোন বিষয় চিন্তা না করে, আমাকে সর্ব্বতোভাবে উপাসনা করে, সেই সব আমার একনিষ্ঠ ভক্তগণের ঐহিক, পারত্রিক, সর্ব্ববিধ অপ্রাপ্ত প্রাপ্ত ও প্রাপ্তবস্তুর রক্ষণাবেক্ষণ আমি করি। তারামাই সব, তিনি ছাড়া বাবা আর কিছুই জানতেন না। আমি করি, আমিই সব, এ চিন্তা তাঁর কোন দিনই ছিল না, বা আসেনি। তিনি কত দুরারোগ্য ব্যাধি আরোগ্য ক'রেছেন, কত তাপিত হৃদয়ে সান্ত্বনা দিয়েছেন, কত পাপীকে পাপ মুক্ত ক'রেছেন, কিন্তু "আমি ক'রেছি বলে কোনদিন অহঙ্কার করেননি বরং সর্ব্বদাই ব'লতেন, "আমি কিছু নয়, তারামাই সব।" এইভাবে আমিত্ব নাশ ক'রে "তুমিই সব" মনে প্রাণে এই সাধনা ক'রতে না পারলে কি ঐ রকম অসম্ভবকে সম্ভব, সম্ভবকে অসম্ভব ক'রতে পারা যায়? যত আপদের হয়েছে এই "আমি," জীবকে এ রকম পথভ্রান্ত ক'রতে, বঞ্চনা ক'রতে এমন দ্বিতীয় শত্রু জীবদেহে আর দুটো নেই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার আমিত্ব ধূলিতে মিশাক্
আমি নাই-আমি নাই-আমি নাই।
সর্ব্বভূতে তুমি—তবু ভাবি আমি
আমার আমিত্ব এ বড় বালাই ॥
দেহ মন প্রাণ—ইন্দ্রিয় নিচয়,
রিপু বশে চলে অনিত্যে নিশ্চয়,
(ওগো) কর্ম্মফল তরে
(আমি) ঘুরি বারে বারে
আমার সন্ধান আমিত্বে হারাই।
কোথায় বল আমি, কেবা বল আমি,
কেন আমি-আমি, আমার-আমার
অহঙ্কারে শুধু ভুলিয়া তোমায়,
মত্ত হয়ে থাকি অনিত্যে সদাই ॥

বহু দুরারোগ্য ব্যাধি বাবা যোগশক্তিবলে আরাম করতেন। ভস্ম, মাতুলি, কবচ বা ঔষধি দিতেন না। মায়ের চরণামৃত, গালিগালাজ বা শ্মশানের মাটি দিয়ে রোগ আরাম ক'রতেন। তাঁর যে কত রকম ভাব প্রকাশ হতো তা ধারণাতীত, সময়ে সময়ে ছোট শিশুর মত "তারা-তারা" বলে হাত পা ছুঁড়ে কাঁদতেন কখন অতি উচ্চৈস্বরে তারা নাদে মহাশ্মশান কাঁপাতেন আবার কখন উন্মত্তের ন্যায় তারামায়ের পিতৃচ্ছন্ন মাতৃচ্ছন্ন করতেন। জাত বিচারও তাঁর ছিল না বা খাওয়ারও কখনো বাচ-বিচার ক'রতেন না। যখন কারণ পান ক'রতেন তখন তার কোন সীমা থাকতো না অথচ কোনরূপ বাহ্যিক শালীনতার অভাব হত না বা মাতলামির নাম গন্ধও থাকতো না। সাধারণ লোকে তাঁর জীবনী পাঠে তাঁকে পাগল বা মাতাল বলে মনে করতে পারেন কিন্তু তিনি যে আসল পাগল ছিলেন, সেবিষয়ে নিঃসন্দেহ। যাঁরা তাঁর সঙ্গ লাভ করতেন তাঁরা তাঁর শিশুর মত সরলতা সত্যবাদিতা উদারতা ও মহানুভবতা দেখে আশ্চর্য্যান্বিত হতেন এবং প্রাণের অপূর্ব্ব মাধুর্য অনুভব করে নিজেদের ধন্য বলে মনে করতেন।

তাঁর গুরুগম্ভীর নাদ মহাশ্মশানে নব চেতনায় স্বর্গীয় আনন্দের হিল্লোল বহাতো। ভক্তবৃন্দ শিলাময়ী তারা দেবীকে সজীব ও হাস্যময়ী দেখে ধন্য হতেন। অনেক ভাগ্যবান ভক্ত ও শিষ্য ক্ষেপা বাবাতেই কালী-তারা, কৃষ্ণ-রাধা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সীতা-রাম দেখে মায়ামুক্ত হ'য়েছেন। একভাবে তিনি পরম পুরুষ অন্যভাবে ভগবতী নারায়ণী। তাই তিনি ভক্ত ও শিষ্যদের কাছে মা ও বাবা দুইই।

অনাথের নাথ, কৃপাসিন্ধু, আত্মভোলা সাধককে কুণ্ডের চাতালে একাকী বসে থাকতে দেখে বামদেবপুর গ্রামের শ্রীবাস মণ্ডল অতি কষ্টে লাঠিটা রেখে "উঃ আঃ" শব্দ ক'রতে ক'রতে বসলো বাবার পদপ্রান্তে, উদ্দেশ্য একটু পদধূলি গ্রহণ করবে। আজ প্রায় ছয় মাস সে একাজ্বরি রোগে কষ্ট পাচ্ছে, ডাক্তার বদ্যি অনেক দেখিয়েছে গরীবের পক্ষে যতটা সম্ভব হয়, কিন্তু উপকার কিছুই হয়নি, সবাই জবাব দিয়েছেন। সে আর বাঁচবে না, এই ধারণা নিয়ে শেষ আকাঙ্খা মিটাবার জন্যে এসেছে, অতি কষ্টে ধুঁকতে ধুঁকতে একবার তারামাকে দর্শন আর বাবার একটু পদধূলি গ্রহণ করতে।

"আহা মোড়লবাবা, আপনার এ দশা কেন হ'ল বাবা ?" তার অবস্থা দেখে পরদুঃখে কাতর, করুণাময় বাবা জিজ্ঞাসা ক'রলেন মৃদুকণ্ঠে।

"আর বাঁচবো না বাবা, অনেকদিন ভুগ্ছি, তাই একবার শেষ দেখা দেখ্তে এসেছি ; একটু চরণের ধূলি আর প্রসাদ দেন", কাতর স্বরে প্রার্থনা জানালো শ্রীবাস।

বাবা শ্রীবাসের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বল্লেন, "ভয় নেই মোড়লবাবা, তারামা'র দয়ায় আপনার রোগ সেরে যাবে। মন্দিরে গিয়ে মায়ের চরণামৃত খান।" বাবার পদধূলি গ্রহণ ও তারামায়ের চরণামৃত পান করে শ্রীবাস ঘরে ফিরলো। বাক্‌সিদ্ধ সাধকের ইচ্ছায় ও করুণাময়ী তারামায়ের কৃপায় শ্রীবাস অচিরেই রোগমুক্ত হ'ল।

"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎ কৃপয়া তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্॥" (গীতা)

ভগবানের কৃপা হ'লে বোবার বোল ফোটে, পঙ্গুও পর্ব্বত ডিঙ্গোতে পারে। তাই আমাদের নররূপী নারায়ণ পরমানন্দময় ক্ষেপাবাবাকে বন্দনা করি এবং ভক্তিভরে প্রণাম করি। ১৩৫৪ সাল শ্রীবাসের সঙ্গে আমার দেখা হয়, তখন তার বয়স প্রায় ৭০ বৎসর। বয়স অনুযায়ী শ্রীবাস তখনও বেশ কার্য্যক্ষম ও সবল ছিল। কথা প্রসঙ্গে ক্ষেপা বাবার সম্বন্ধে তার মুখ থেকে অনেক কথাই শুনলাম, কিন্তু তার ক্ষেপা বাবার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি দেখে আমি তার প্রতি আকৃষ্ট হ'লাম। বৃদ্ধ যখন ক্ষেপা বাবার সম্বন্ধে কথা ব'লছিলো তখন তার দু'চক্ষু বেয়ে প্রেমাশ্রু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঝরে পড়ছিলো এবং গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে আসছিলো। বৃদ্ধের শ্রদ্ধা দেখে আমারও বৃদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা এল।

বাবার অন্যতম শিষ্য শান্তিপুর নিবাসী ৺সুশীল কুমার রায় মহাশয়ের মুখে শুনেছি যে এক ধনীপুত্র যৌবন বয়সে যক্ষা রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃতপ্রায় হয়েছিলো। কোন ভক্তের মুখে বাবার শক্তির পরিচয় পেয়ে সে রোগমুক্ত হ'বার আশায় বাবার শরণাপন্ন হয়। কৃপাবশতঃ বাবা তাকে প্রতিদিন কালু কুকুরের লালা সেবন করতে আদেশ করেন। সে প্রতিদিন প্রাতে কালুর লালা সেবন ক'রতো। প্রায় এক মাস কাল লালা সেবনে ঐ দুরন্ত ব্যাধি হ'তে সে রক্ষা পায় ও নীরোগ দেহে ফিরে যায়।

বরাহনগর নিবাসী ৺ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যখন ২২।২৩ বৎসর বয়সে যক্ষারোগাক্রান্ত হন সেই সময় কোন ভক্তের সঙ্গে তিনি তারাপীঠ যান ও বাবার কৃপা প্রার্থনা করেন। ললিতবাবুর কাতর প্রার্থনায় বাবা সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে শ্মশানের মাটি সেবন করতে বল্লেন। কিছুদিন মাটি সেবন ক'রে তিনি রোগমুক্ত হন এবং সংসারধর্ম্মে মনোনিবেশ করেন। সুস্থ দেহে চাকুরী ক'রে ৬৮ বৎসর বয়সে তিনি অন্য রোগে ইহলোক ত্যাগ করেন। তিনি বাবার পরম ভক্ত ছিলেন।

৺তারাপীঠের ৺যতীন্দ্রনাথ পাণ্ডা মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রের সাত বৎসর বয়সে কঠিন ব্যাধি হয়। যতীন্দ্রনাথ পাণ্ডা মহাশয় নিজেই একজন চিকিৎসক ও কবিরাজ নানা চিকিৎসায় বিফল হয়ে তিনি পুত্রকে বাবার পদতলে রেখে জীবন ভিক্ষা চাইলেন। বাবা শিশুটিকে পদতল হতে কোলে তুলে নিতে বল্লেন, সেইদিন হতে শিশুটির রোগ উপসম হয়। এই শিশুটি আজও সুস্থ দেহে জীবিত আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২২

"আমি কি ডাক্তার না বদ্যি, আমার দ্বারা কিছুই হবেনা। আর আমায় বিরক্ত করো না বাবা।" হাসনের জমিদার পূর্ণচন্দ্র সরকার মহাশয় যক্ষারোগে শয্যাশায়ী ; রোগীর শেষ অবস্থা দেখে তাঁর ভাই বাবাকে বাড়ীতে নিয়ে যাবার জন্যে অনুরোধ করায় বাবা ঐ কথা বল্লেন। বার বার অনুরোধ করায় বাবা বিরক্ত হয়ে মড়ার হাড় নিয়ে তাড়া ক'রলেন। বাবা সিদ্ধপুরুষ, একবার যদি মুখে বলেন রোগী বেঁচে যায়, তাহলেই তাঁর আশা পূর্ণ হয়। ৺নগেন্দ্রনাথ পাণ্ডা মহাশয় অধিকাংশ সময় বাবার সেবায় থাকতেন, বাবাও তাঁকে খুব ভালবাসতেন ও মান্য ক'রতেন এবং লগেনকাকা বলে ডাকতেন। সরকার মহাশয়ের ভাই বাবার মেজাজ দেখে ৺নগেন্দ্রনাথ পাণ্ডা ঠাকুরের শরণাপন্ন হন। উদ্দেশ্য বাবাকে রোগীর কাছে নিয়ে গিয়ে কোন রকমে বলাবেন, রোগ সেরে গেছে।

বাবাকে খুশী করবার জন্যে ভাল ভাল বিলাতী মদ এল। পাণ্ডা ঠাকুর বাবাকে ভাল কারণ খাইয়ে সন্তুষ্ট ক'রলেন। এ মদ কে দিয়েছেন ও কেন দিয়েছেন তাও বাবা জানতে পারলেন। পাল্কি তৈরী ছিল, পাণ্ডা ঠাকুর অনুরোধ ক'রতেই বাবা রাজী হ'লেন। কোন রকম দ্বিরুক্তি না ক'রে বাবা লগেন কাকাকে সঙ্গে নিয়ে পাল্কিতে উঠলেন, সঙ্গে চললো অনুচরেরা মাঠ, ঘাট ভেঙ্গে—কালু, ভুলু, শ্বেতফুলি, হরির মা ইত্যাদি কুকুরগুলি।

"বাবা! আপনি রোগীকে দেখে ব'লবেন—এই শাল! তোর্ কি হয়েছে শীগ্‌গীর ওঠ, তোর রোগ সেরে গেছে।" পাল্কিতে বসে এই মন্ত্র শেখাতে লাগলেন পাণ্ডা ঠাকুর। "হ্যাঁ, লগেনকাকা, মাঝে মাঝে শিখিয়ে দেবেন কি বলতে হবে"। দিল খোলসা ক'রে—বাবা বল্লেন।

যাচ্ছি-যাবো, পথে-পাব ব'লে পাল্কি থামলো জমিদার বাড়ীর সামনে। দুধারে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে আছে পল্লীবাসীরা "তারাপীঠ ভৈরব" ক্ষেপা বাবাকে একবার দেখবার জন্যে। নামবার আগেই পাণ্ডা ঠাকুর আর একবার মন্ত্রটা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঝালিয়ে দিলেন। সদানন্দ ভৈরব, "হ্যাঁ, আমায় শিখিয়ে দেবেন বাবা"—ব'লে নামলেন পাল্কি থেকে।

"এ শালোর ত মস্ত বড় দালান," ব'লে ঢুকলেন বাবা বাড়ীর ভিতর। বাবা আসছেন শুনে রোগী সজাগ হয়ে আছেন। ঐ বিরাট দিগম্বর স্থূল পুরুষকে দরজার সামনে আসতে দেখে রোগী ঘাড় বাঁকিয়ে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে দেখলেন। রোগীর চোখে চোখ পড়াতে বাবা বল্লেন, "ও লগেন কাকা, এ শাল যে ড্যাব ড্যাব ক'রে চেয়ে দেখছে। এ শাল ত এখনি ফট্।" এই বলে বাবা তুহাতে চাপড় দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে রোগীর চোখ কপালে উঠলো। আর দ্বিতীয় কথা না ব'লে তাড়াতাড়ি নেমে এসে পাল্কিতে উঠে বাবা বল্লেন, "লগেন কাকা এ আবার কোথায় নিয়ে এলেন, ও শাল ত এখনই ফট্।" পাণ্ডা ঠাকুর বাবার কথা শুনে ও রোগীর অবস্থা দেখে খুবই তুঃখিত ও লজ্জিত হলেন। অভিমানের সুরে বাবাকে বল্লেন, "ছি-ছি, এ রকম জানলে আমি সঙ্গে আসতুম না। ওরা কত তুঃখিত হল।" পাণ্ডা ঠাকুরকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বাবা কাতরস্বরে বল্লেন, "লগেন কাকা, আপনি রাগ করচেন বাবা, বিশ্বাস করুন বাবা, আমার কোন দোষ নেই, আমি ঐ কথাই ব'লতে যাচ্ছিলুম। তারা মা জিহ্বাগ্রে এসে বল্লে,—ক্ষেপা ওকথা বলিসনি, ফট্ বলে দে। তাই আমিও ফট্ বল্লুম। আমি কি ক'রে জানবো লগেন কাকা যে ফট্ বল্লে মড়াকান্না উঠবে!"

পাণ্ডা ঠাকুর আর কোন কথা না ব'লে বাবাকে নিয়ে শ্মশানে উপস্থিত হ'লেন। রোগীর মৃত্যুতে বাবা খুব তুঃখিত হয়েছিলেন, তাই আর কোন কথা না বলে নিজের আসনে গিয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইলেন। এইখানেই বেশ বোঝা যায়, কর্ম্মফল ভোগ ক'রতেই হবে। "নিয়তি কে ন বাধ্যতে।"

নন্দা হাড়ি বাবার পরম ভক্ত ছিল। তার তুই হস্ত কুষ্ঠে ভরা, ঐ হস্তে সে বাবার সেবা ক'রতো, পান করবার জন্য জল আনতো প্রতিদিন, অধিকাংশ সময় সে বাবার কাছেই থাকতো ও কুকুরগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ক'রতো। নানা দেশের রোগী এসে বাবার কৃপায় তুরন্ত ব্যাধি হ'তে মুক্তি পেতো, কিন্তু এই হতভাগ্য নন্দা দিন রাত্তির বাবার সেবা ক'রে একটুও কৃপা পেল না।

কুষ্ঠ হস্তে বাবাকে জল দিতে দেখে কয়েকজন ভক্ত আড়ালে নন্দাকে বারণ ক'রতো পাপের অজুহাত দেখিয়ে, কিন্তু ও বেচারা কি ক'রবে, ওর হাতে জল না খেলে এবং সেবা না পেলে বাবা অস্বস্তি বোধ ক'রতেন। তাই বাধ্য হ'য়ে নন্দা বাবার আদেশ পালন ক'রতো। একবার এক ভক্ত বাবাকে বল্লেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"আপনি ওর হাতে জল খান কেন? একেই জাতে হাড়ি, তার উপর ছ'হাতে দুরারোগ্য কুষ্ঠ ব্যাধি।" বাবা বিরক্ত ভাবে উত্তর দিলেন, "আমিতো ওর হাতে জল খাই, তো শালরা তো ওর পায়ের জল খাস্।"

ভক্তটি বাবার কথার ভাবার্থ বুঝতে পেরে ক্ষমা চাইলেন। সার কথা হ'ল এই নন্দা কুণ্ডের জলে পা ধোয়, সেই জল ঐ ক্ষুদ্র পল্লীর সবাই পান করে যখন নদীর জল ঘোলা থাকে। প্রায় ছ' বৎসর ধরে নন্দা ঐ কঠিন রোগ ভোগ করছে, কত কষ্ট পাচ্ছে, বাবা তাকে খুবই স্নেহ করেন, একদিন না এলে বার বার তার খবর নেন; তবু সে কোনদিন রোগমুক্ত হবার জন্য বাবার কৃপা প্রার্থনা করেনি বা বাবাও কৃপা করেননি—কারণ অজ্ঞাত।

পাঁচ ছয় দিন হল, নন্দার রোগ বেড়েছে, সে শয্যাশায়ী, যন্ত্রণায় ছট্ফট ক'রছে ও মৃত্যু কামনায় তারাম্মার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছে। "ভক্তের বোঝা ভগবান বয়।" পাঁচ ছয় দিন নন্দাকে না দেখে বাবার মন খুবই চঞ্চল হয়েছে, মেজাজও খারাপ হয়েছে। বার বার ভক্তদের কাছে বাবা জিজ্ঞাসা ক'রছেন, "নন্দা এলোনা কেন?" একজন ভক্ত নন্দার রোগ বৃদ্ধির কথা জানিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "বাবা, তাকে এখানে নিয়ে আসবো?" আগ্রহ সহকারে "বাবা বল্লেন, "আন্নুন তো বাবা।"

ভক্তরা নন্দাকে বাবার কাছে নিয়ে এলেন। "বাবা, নন্দাকে এনেছি, ওর ভয়ানক যন্ত্রণা হচ্ছে, ওর প্রতি একটু কৃপা করুন বাবা"—বল্লেন একজন ভক্ত।

সহসা নন্দাকে দেখে বাবার মেজাজ খুব উগ্র হ'য়ে উঠলো, ক্রুদ্ধ-স্বরে তিনি বল্লেন, "শাল, তুই মহাপাপী, তোর ঐ হাত একটু একটু ক'রে খসে পড়বে।" বাবা যে ভক্তের প্রতি এত কঠোর হবেন, তা নন্দা কোন দিন ধারণা করতে পারেনি, তাই প্রাণের আবেগে সে কেঁদে ফেল্লো। কিছুক্ষণ পরে বাবার মেজাজ নরম হ'ল, নন্দাকে ছোট শিশুর মত বক্ষে টেনে নিয়ে আদর ক'রে বল্লেন, "বাবা, আর যেন কখন পাপ করিস্নি। শ্মশানের মাটি ভাল ক'রে রোজ দু-হাতে মাখবি।" ১৫।২০ দিন মাটি মাখার পর নন্দা রোগমুক্ত হ'ল।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৩

বাবার এক ভক্তের সন্তান হয়ে বাঁচে না। হৃষ্ট-পুষ্ট সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় অথচ কে জানে, কি কর্ম্মফলে অল্প দিনের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অনেক ভেবে চিন্তে ভক্ত এসে বাবাকে ধ'রে পড়লেন—"একটি সন্তান আমার যে কোন উপায়ে বাঁচিয়ে দিতে হ'বে বাবা।"

ভক্তের চোখের জলে গলে গেলেন ভক্তবৎসল, বল্লেন. "হবে– হবে! কিন্তু ছেলেটিকে বাপু আমায় দান ক'রতে হবে—জন্মাবার ছ'মাসের মধ্যে তোরা স্বামী-স্ত্রী এসে দিয়ে যাবি কেমন?„

"সে আর এমন কি কথা। আমার ছেলে বাঁচবে, বাবা নিজে নেবেন এতো পরম সৌভাগ্য," ভক্ত বল্লেন, "আমার পরম সৌভাগ্য যে আমার ছেলেকে আপনি নেবেন,—আপনার দাস হবে।"

হাসি মুখে ফিরে এলেন ভক্ত, স্ত্রীকে বল্লেন, "ওগো, বাবার দয়া হয়েছে, আমাদের ছেলে বাঁচবে, বাবার দাস হবে।"

স্ত্রী আনন্দে আটখানা, সন্তান বিয়োগ-বিধুরা নারী বাবাকে কোটি কোটি প্রণাম জানালেন।

স্বামী বল্লেন, "কিন্তু বাবা বলেছেন, ছেলেটিকে তাঁকে দান করতে হবে—ছ'মাসের মধ্যে।

এতে আর কিন্তুর কি—বাবা তো ব্রহ্মচারী মানুষ—ছেলে নিয়ে করবেন কি—তুমি দেখো, ঠিক ফিরিয়ে দেবেন, তা ছাড়া আমার ছেলে বাঁচবে তো—না যদি ফিরিয়েই দেন আমরা না হয় তারাপুরে গিয়ে বাবার কাছে থাকবো—ছেলে আমার থাকবে চোখে চোখে।"

আজ সেই ভক্ত এসেছেন তাঁর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে তাঁদের আদরের দুলাল, ভালবাসার ধন, পাঁচটা হারিয়ে একটা পাওয়া রত্নকে বাবার হাতে তুলে দিতে। অদূর ভবিষ্যতে কি আছে তাঁরা জানেন না—বাবা কি সত্যই তাঁদের ছেলেকে নিয়ে নেবেন? আনন্দের আতিশয্যে একদিন যা তাঁরা চিন্তা করতে পারেননি,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আজ সেই সব চিন্তা এসে উদয় হল তাঁদের অন্তরে। পিতা মনকে যথেষ্ট শক্ত করে রাখবার চেষ্টা করতে লাগলেন কিন্তু, জননীর ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে যেতে লাগলো—তিনি ভাবতে লাগলেন যদি সত্যই বাবা ছেলেকে ফিরিয়ে না দেন—তা ছাড়া যদি তাঁদের কাছে থাকতে না দেন—তাঁদের আদরের তুলাল শ্মশানে, মশানে ঘুরে বেড়াবে—কত সাপ, কত ভুত-প্রেত, বিপদ-আপদ—ভাবতেও গা শিউরে উঠে। "ছেলে বেঁচে থাকবে অথচ থাকবে কাছছাড়া হয়ে তাঁর কাছে। নিতে পাবো না, চোখের দেখা দেখতে পাবো না—এর চেয়ে—না না, চলো ফিরে যাই." স্ত্রী বল্লেন স্বামীকে।

স্বামী বল্লেন, "বাবার কথা অমান্য করতে পারবো না, তাঁর দান তাঁকে দিতেই হবে।"

জননী সন্তানকে বুকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে, চোখের জল ফেলে বল্লেন, "তুমি কি নিষ্ঠুর—এ ছেলেকে আমি এক মুহূর্ত্তও কোল ছাড়া করতে পারবো না—চলো আমরা পালাই, এ দেশ ছেড়ে চলে যাই—বাবা নিশ্চয়ই এত দিনে ভুলে গেছেন।"

স্বামী অচল অটল– বাবা কি এত সহজ, বাবাকে যারা চেনে না—এমন কথা তারাই বলে থাকে—ভয় নেই. বাবার দান বাবার কাছে ফেলে দেবো—তারপর তিনি যা করেন।

তাঁরা এসে বাবাকে প্রণাম করে এক পাশে দাঁড়ালেন। বাবা হাসিমুখে আশীর্ব্বাদ জানিয়ে ভক্তটিকে বল্লেন. "কিরে ছেলে এনেছিস্—তা এক কাজ কর্ বাবা ওকে মার কোল থেকে নিয়ে শ্মশানের মাঝে শুইয়ে রেখে আয়-কেউ থাকবিনা কাছে—যা বল্লুম এখনি তাই কর্।"

জননীর কেশাগ্র থেকে নখাগ্র পর্য্যন্ত শিউরে উঠলো। শ্মশানের মাঝে থাকবে তুধের বাছা—এখনি তার তুলালকে শৃগাল, শকুনিতে ছিঁড়ে খাবে, সাপে কামড়াবে—ভুতে মেরে ফেলবে—শক্ত করে ছেলেকে ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন জননী—এ কঠোর আদেশ তিনি প্রতিপালন করবেন না—মা হয়ে সন্তানকে শ্মশানের মাঝে রেখে দিতে পারবেন না, না-না-না।

বাবা বল্লেন, "কিরে, দাঁড়িয়ে রইলি যে কাঠের মত—আমার ছেলে আমায় দে—এখন যা বলবো তা করবি না আমায় করতে হবে?"

বাবার কথায় জননী আরো ব্যথিতা হয়ে উঠলেন, ভয়ঙ্কর বীভৎস শ্মশান, দিনের বেলা মানুষ যেতে শিউরে ওঠে—চারিদিকে ক্ষুধার্ত্ত শিবা মাংসের লোভে ঘুরে বেড়াচ্ছে, শকুনির দল লুব্ধ চোখে লক্ষ্য করছে নরদেহ; কুকুর,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কুকুরী ভয়ানক চীৎকারে নর-অস্থি চর্ব্বণ করছে—জমাঠ বাঁধা অন্ধকার গাছে গাছে জমা হয়ে রয়েছে—"না, না, আমি ছেলে দেবো না"—বাবার মুখের উপর ভীতা-সন্ত্রস্তা সন্তান-বৎসলা জননী বল্লেন—"না, না, না, আমি ছেলে দেবো না আমার ছেলে—আমি দেবো না।"

বাবা আজ কঠোর কেন, ভক্ত তা জানেন না—অমঙ্গল দিয়ে যে নিয়ে আসতে হয় চিরমঙ্গল। এ তো সামান্য নারী বোঝে না—সেই বিপদ, সেই অমঙ্গল দূরে সরিয়ে দিতে চান বাবা, তাই আজ তিনি এত নির্ম্মম। হাতুড়ির ঘা না মারলে বাঁকা লোহা সোজা হবে কেন—বিদ্যুতের চমকানি না জাগলে মেঘের বুক থেকে ঝরে পড়বে কেন সুশীতল বারি-ধারা, তাই তিনি আজ কঠোর।

জননীর কথায় বাবা রুক্ষস্বরে বলে উঠলেন, "শীগ্‌গীর আমার ছেলে আমায় দে—যদি ভাল চাসতো, এখনি আমায় দিয়ে দে।"

ভক্তটি এতক্ষণ নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন, বারাব কথায় তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না—ছেলেকে জননীর কাছ থেকে জোর করে কেড়ে নিয়ে বাবার পায়ের কাছে ফেলে দিলেন।

জননী মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়লেন। কঠোর পরীক্ষা উত্তীর্ণ না হলে মানুষ কি কিছু পায়? ভগবান দেখেন হৃদয় এই হৃদয় তৈরী করা তাঁর কাজ—মনকে তিনি চারদিক থেকে সরিয়ে কোথায় নিয়ে যান—অমৃতের মাঝে যেখানে শাশ্বত শান্তি, চির আনন্দ—জগতের ভোগবাসনার সুখ যেখানে সিন্ধুর মাঝে বিন্দু। আমরা থাকতে চাই এই বিন্দু নিয়ে, কিন্তু ভগবানের গভীর ভালবাসা আমাদের এতটুকু মাঝে থাকতে দিতে চায় না—তাই আসে আঘাত—আমরা ভাবি, নিষ্ঠুর ভগবান; তিনি হাসেন, তারপর যে দিন অমঙ্গলের মধ্য দিয়ে ওঠে মঙ্গলের শঙ্খধ্বনি, সে দিন তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ি, বলি—আরো যদি দুঃখ থাকে ঠাকুর আমার মাথায় দাও—আমি সব সইব, শুধু সইবো না তোমার বিরহ, থাকবো না তোমায় ছেড়ে—এত সুখ, এত শান্তি যে তোমাতে, তা তো আমি জানতাম না ঠাকুর।

"যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥" (ষষ্ঠোহধ্যায় গীতা)

অন্য এক ভক্তকে আদেশ করলেন বাবা, শিশুটিকে শ্মশানের মাঝে শুইয়ে রেখে আসতে।

কিছুক্ষণ পরে জননী চৈতন্য ফিরে পেলেন। বাবার আদেশে স্বামী-স্ত্রী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছুজনকে মন্দিরে যেতে হল। বাবা বল্লেন, "আমার আদেশ ভিন্ন কেউ মন্দির ত্যাগ করবে না"—ক্রমশঃ সন্ধ্যা হয়ে এলো, মন্দিরে শাঁখ, ঘণ্টা বেজে উঠলো, মায়ের সন্ধ্যারতি শেষ হল।

কোন্ দ্বি-প্রহর থেকে সন্তান একা পড়ে আছে, সন্ধ্যা হয়ে এল অথচ বাবার কাছ থেকে কোন আদেশ এল না। স্নেহময়ী জননী শিশু শোকে একবার মন্দির আর একবার বাহিরে পাগলিনীর ন্যায় ছুটাছুটি করছেন। ''এতক্ষণ কি আর সে বেঁচে আছে, নিশ্চয় শিয়াল, কুকুরে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলেছে—আহা আমার বাছাধনকে নিয়ে আসি"। আপন মনে এই কথা বলে পাগলিনী জননী ছুটলেন শ্মশানের দিকে স্বামীর সকল বাধা অগ্রাহ্য করে। কিন্তু পথ আগলে বসে আছেন ভৈরব অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, কার সাধ্য এড়িয়ে যায় ঐ সুতীক্ষ্ণ চক্ষু। চলেছেন পাগলিনী আলুথালু কেশদাম পিঠে ছড়িয়ে মরা ছেলেকে বুকে তুলে নিতে। "আহা বাছা কি আমার বেঁচে আছে, আমার তুলালকে কি আর বুকে তুলে নিতে পারবো"—এই কথা বলে উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে উঠলেন জননী। "কে যায়, এই বেটি, খবরদার,'' মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় গুরু গম্ভীর নাদ শুনে থমকে দাঁড়ালেন শিশুর জননী। বাবার পায়ে লুটিয়ে পড়ে পাগলিনী জননী কেঁদে বল্লেন, "আপনার পায়ে পড়ি আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দিন।" এইবার বাবা অভয় দিলেন—"যা-মা, তোর কোন ভয় নেই তোর কোলের ছেলে ফিরে পাবি''—উৎফুল্ল হলেন মাতা শিশুকে ফিরে পাবেন শুনে। স্বামীর কাছে মন্দিরে তিনি ফিরে এলেন।

তিন চার ঘণ্টা কেটে গেল, সূচীভেদ্য রজনী, পেচক ডাকছে হু-তুম্-তুম্ "ঐ যে নদীর ধারে কে শব্দ করছে খট্ খট্, ঐ কাঁদচে ট্যাঁ ট্যাঁ, এ কার শিশু, এত করুণ স্বরে কাঁদছে না-না, এ আমার শিশু নয়, কি জানি কোন্ অভাগার আমারই মত কপাল পুড়েছে, তারা মা রক্ষে কর, বাঁচাও আর সহ্য করতে পাচ্ছি না"। কে বুঝবে সন্তানের প্রতি পিতার মমতা, মাতার স্নেহ কত গভীর-কত নিবিড়। যিনি আজন্মকাল বাল ব্রহ্মচারী, মায়ামুক্ত সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী তিনি কি করে বুঝবেন সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার এই নাড়ীর বন্ধন, প্রাণের টান, কত দৃঢ় এই মায়াবন্ধন, যা জীবকে করে অন্ধ, মোহগ্রস্ত। নাদেশ্বর ক্ষেপা বাবা তমসাচ্ছন্ন শ্মশানে একাকী বসে মনের আনন্দে গান ধরলেন--

"এ তালুকে রাণীর নাম গো তারাসুন্দরী,
উকিল মোক্তার আছে কত কুবের নামে ভাণ্ডারী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্মশানভূমি আলো ক'রে বুকের ছেলে কোলে নিয়ে
স্নেহময়ী শিলাময়ী প্রাণময়ী শঙ্করী তারাসুন্দরী ॥
পাগল বামা মা তোর নামে ভাসিয়ে দিল নায়।
শুধু তারা তারা বলে রাণীর নামই গায় ॥
আমরা মা তোর খাস তালুকে বসত করি মনের সুখে।
মা তোর চরণ চিহ্ন বুকে এঁকে কিনবো মা তোর জমিদারী" ॥

গান শেষ হল, বাবা আপন মনে শ্রীদুর্গা-শ্রীদুর্গা বলে নাম করতে লাগলেন।

সৎএ অবস্থিতি যাঁর তিনিই সতী।
যিনি সমর্থবতী তিনি ভগবতী।
জীবের দুর্গতি নাশ করেন বলে দুর্গা।
কালের ভয় হতে জীবকে রক্ষা করেন তাই কালী।
ত্রিতাপ নাশ করেন বলে তারা।
বিশ্ব-ভুবনকে রাত্রিতে ঘুম পাড়ান যিনি
তিনি ভুবনেশ্বরী।
ষোড়শ কলায় শ্রীদান করেন বলে ষোড়শী।
কান্তি ও শান্তি দান করেন তাই কমলা।
মদ নাশ করেন যিনি তিনি মাতঙ্গী।
বিশ্বকে নিজ বশে আনেন তাই বগলা।
মোহ নাশ করেন ব'লে ধূমাবতী।
মায়া ছিন্ন করে জীবকে মুক্ত করেন তাই ছিন্নমস্তা।
ভবের কারণ যিনি তিনি ভৈরবী।
বিদ্যা ও সুবুদ্ধি দান করেন তাই সরস্বতী।
জগৎকে ধারণ করেছেন বলে জগদ্ধাত্রী।
বিশ্বপ্রেমে বিগলিতা তাই বৈষ্ণবী।
বিশ্বকে শ্রীমণ্ডিত করেন বলে লক্ষ্মী।
পরমাত্মাকে জীবভাবে সংবদ্ধ করেন তাই পরমা।
মোহ মায়া হতে উদ্ধার করেন বলে মহামায়া।

"রাত্রি ত অনেক হল, এইবার ছেলেটাকে তুলে নিয়ে আয় বাবা," বল্লেন বাবা একজন ভক্তকে। অক্ষত শরীরে কোমল শিশুকে তুলে নিয়ে এলেন এক ভক্ত বাবার কাছে।

এতক্ষণ বাবার কালু কুকুরটি শিশুটিকে পাহারা দিচ্ছিল, শিশুটি যতক্ষণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

· Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্মশানে ছিল, সে সর্ব্বদাই তার উপর সজাগ দৃষ্টি রেখেছিল, কোন বিপদ কাছে আসতে সে দেয়নি বরং শিশুটি আনন্দে হাত-পা নেড়ে তার সঙ্গে খেলা করছিলো—তার ক্ষুধা তৃষ্ণাও ছিল না—একটুও কাঁদেনি।

বাবা শিশুটিকে নিয়ে মায়ের কোলে তুলে দিয়ে বল্লেন, "এই নে বেটি, তোর ছেলে, তারা নাম করতে করতে ঘরে ফিরে যা। আর কোন ভয় নেই।"

পিতা মাতা দুজনে বাবার পায়ে লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করলেন। ফিরে আসতে আসতে স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন স্বামীকে—"আচ্ছা, বাবা এত কষ্ট দিলেন কেন—ছেলেকে কি শ্মশানে না রাখলে চলতো না?"

স্বামী হাসি মুখে বল্লেন, "ও সব আমি কিছু বুঝি না। শুধু এইটুকু বুঝি —আমাদের পাপের আজ প্রায়শ্চিত্ত হল বাবার কৃপায়।"

রাজসাহীর অন্তর্ভূক্ত ইস্‌লামগাঁতীর জমিদার গোবিন্দ চন্দ্র রায় মহাশয়ের জন্মস্থান। মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত বহরমপুর সৈদবাদে তাঁর বিবাহ হয়, অর্দ্ধ বঙ্গেশ্বরী প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানী দেবীর গুরুবংশে। তাঁর পত্নী সরোজকুমারী দেবীর সময়ে কোন পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ না হওয়ায় বংশ রক্ষার্থে গোবিন্দবাবুর পিতা ও মাতা তাঁর পুনরায় বিবাহ দেবার মনস্থ করলেন। তখনকার দিনে কুলীন পুত্রের বহুবিবাহ দেওয়া কোনরূপ দোষনীয় বা আপত্তিকর ছিলনা। অতীত যুগে ষাট ভৈরব ইত্যাদি কুলশ্রেষ্ঠ কুলীন মনীষীগণ খুশী মত ৬০।৭০টি বিবাহ ক'রে কুলের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন; এ নজীর পুরাণ উপ-পুরাণে দেখা যায়। কন্যা সরজ-কুমারী দেবী অপুত্রক এবং অদৃষ্টের ফের বলে মাতা বিধুমুখী চুপ ক'রে বসে থাকতে পারলেন না। ডাক্তার বদ্যি অনেক কিছু দেখিয়ে যখন কন্যার কোন পুত্র সন্তান হল না তখন তিনি দৈবের উপর নির্ভর করে শক্তিমান সাধু সন্ন্যাসীর খোঁজে তৎপর হলেন। বীরভূম জেলার অন্তর্গত ৺তারাপীঠে শ্রীশ্রীবামাক্ষেপা বাবার অলৌকিক বিভূতির বিষয় লোক মুখে শুনে, তিনি কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে তারাপীঠ যাত্রার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তিনি মাসতুত ভাই শ্রীযুক্ত অন্নদা-প্রসাদ ভাদুড়ি মহাশয়ের সঙ্গে সুযোগমত কন্যাকে তারাপীঠ নিয়ে গেলেন। বাবার মেজাজ খুবই উগ্র কখন ইট পাটকেল ছুঁড়ে মারেন আবার কখন বা মড়ার হাড় নিয়ে তাড়া করেন। কি জানি সরোজকুমারীর ভাগ্যে এখন কি আছে, কে জানে? ১৩১৪ সালে অপরাহ্নকালে যখন তাঁরা তারাপীঠের বীভৎস শ্মশানে উপস্থিত হলেন সেই সময় বাবা, কুকুরের সঙ্গে এক পাতে মায়ের প্রসাদ সেবা করছেন। তাঁরা অনতিদূরে চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বাবার সেবা দেখতে লাগলেন। বাবার সেবা হ'য়ে গেল, সরোজকুমারীর দিকে করুণ দৃষ্টি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিক্ষেপ ক'রে কাছে আসবার জন্যে বাবা ডাকলেন। সন্ত্রস্ত হৃদয়ে সজল নয়নে সরোজকুমারী বাবার কাছে এগিয়ে গিয়ে বাবাকে ভক্তিভরে প্রণাম করলেন। কুকুরের উচ্ছিষ্ট অন্ন দেখিয়ে দিয়ে বাবা মিষ্টস্বরে বল্লেন, "ওরে বেটি! কোন ভয় নেই, এই প্রসাদ খা"। কোনরূপ দ্বিধা বা ঘৃণা না করে সরোজকুমারী বাবার আদেশ মত ঘৃণিত পশু, কুকুরের উচ্ছিষ্ট অন্ন ভক্তিভরে ভক্ষণ করলেন। বাবা আনন্দ সহকারে বল্লেন, "এইবার তারামায়ের চরণামৃত পান ক'রে বাড়ী ফিরে যা, তাহলেই তারামায়ের কৃপায় তোর ছেলে হবে।" তারামায়ের পূজা দিয়ে এবং চরণামৃত পান করে সরোজকুমারী বাবাকে ভক্তিভরে প্রণাম করে মা ও মাতুলের সঙ্গে বাড়ী ফিরে এলেন। সন ১৩১৫ সালে বাবার আশীর্ব্বাদে সরোজকুমারী এক পুত্র লাভ করেন তাঁর নাম শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র রায়। বর্ত্তমানে ইনি ৬৮।১, বেণী ব্যানার্জ্জি এভিনিউ, ঢাকুরিয়া, কলিকাতা-৩১ ঠিকানায় বাস করেন এবং অন্নদাবাবুর ঠিকানা ৯/২এ, সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৯।

LIBRARY
No..........
Shri Shri ... Ashram
BANARAS

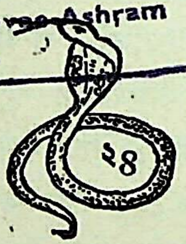

"লগেন কাকা, বিলিতি কারণ আর ফলের গন্ধ আমার নাকে লাগচে কেন"? নগেন্দ্রনাথ পাণ্ডা ও অন্যান্য ভক্তরা শ্মশানের চারিদিকে খুঁজলেন কিন্তু এর কারণ অনুসন্ধান করে পেলেন না বরং গলিত শবের দুর্গন্ধে নাকে চাপা দিয়ে তাঁরা বাবার কাছে ফিরে এসে বল্লেন, "কোথাও তো বাবা আমরা কিছু দেখতে পেলাম না, শুধু পচা শবের দুর্গন্ধ পেলুম।"

বাবা কিছুক্ষণ নীরব থেকে আবার বল্লেন, "না লগেন কাকা, আমার নাকে ভুর ভুর করে গন্ধ আসছে।" যেখানে কঙ্কাল, অস্থি ও গলিত শব ছাড়া আর কিছু নেই, সেখানে সুগন্ধ কি ভাবে আসতে পারে তা উপস্থিত ভক্তরা ঠিক করতে না পেরে পরস্পর পরস্পরের মুখ চাওয়া চায়ী করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরেই মন্দিরে হৈ চৈ শোনা গেল, দ্বারভাঙ্গার মহারাজাধিরাজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রামেশ্বর সিং বাহাদুর অনেক সিপাহী সান্ত্রী সমভিব্যহারে ক্ষেপা বাবাকে দর্শন করতে এসেছেন সন ১৩১৩ সালে। বাবাতো ভয়েই অস্থির। কিছুক্ষণ পরে জমকালো পোষাক পরা তক্‌মা আঁটা সান্ত্রীরা এসে হাজির হল শ্মশানে বাবার অন্বেষণে। তাদের এই জমকালো পোষাক পরিচ্ছদ ও তক্‌মা আঁটা পাগড়ি দেখে বাবা ভাবলেন, বুঝি পুলিশ এসেছে। পুলিশকে বাবা বরাবর ভয় ও অবিশ্বাস করতেন, তাই বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, "লগেন কাকা, ওরা কারা ?" "বাবা, আপনার ভয় নেই, দ্বারভাঙ্গার মহারাজা এসেছেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে, ওরা তাঁর সান্ত্রী পাহারাদার, তিনি খুব বড় রাজা কিনা, তাই সঙ্গে এসেছে।"

"সে কি লগেন কাকা, আমি সামান্য ভিক্ষু আমার কাছে আবার রাজা রাজ্‌ড়া কেন ? তাহলে আমায় তো পালাতে হয়।"

বাবার কথা শুনে নগেন্দ্রনাথ পাণ্ডা ও ভুপতিনাথ পাণ্ডা বাবাকে সাহস দিলেন, কিন্তু অত সান্ত্রী পাহারাদার দেখে বাবা খুবই অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। এই দেখে নগেন্দ্রনাথ পাণ্ডা তাদের মন্দিরে ফিরে যেতে ও মহারাজকে সাধারণ পোষাকে একাকী আসতে বল্লেন। বাবা এখন একেবারে সাধারণ মানুষ, কেবল সুযোগ খুঁজছেন একবার পালাতে পারলে হয়, তাহলেই সটাং কুণ্ডের গভীর জলে ডুবে আত্মগোপন করেন। ভুপতি পাণ্ডা ও ভক্তগণ বাবাকে এমন ভাবে ঘিরে বসে আছেন যে বাবা সে সুযোগ পাচ্ছেন না।

এক হাতে বিলাতী কারণ আর এক হাতে ফলপাকড় নিয়ে এলেন মহারাজ বাবার কাছে সাধারণ পোষাকে। মহারাজকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন বাবা, "ভুপু কাকা, এ আবার কে ?" ভুপতি পাণ্ডা বল্লেন, "বাবা ইনি খুব ভাল লোক দ্বারভাঙ্গার মহারাজা, আপনার ভক্ত।" "উনি রাজারাজড়া লোক, ওঁকে কি বলতে হবে শিখিয়ে দেবেন বাবা, আমি মুখ্যু সুখ্যু মানুষ, কি বলতে হয় তাতো জানি না বাবা।"

বাবার সরলতা মাখা কথা শুনে মহারাজ মৃদু হাস্যে বল্লেন, "আপনার কোন ভয় নেই বাবা, আমি আপনার একজন সামান্য ভক্ত। আপনার জন্যে ভাল কারণ আর ফল এনেছি, সেবা করুন বাবা।"

"বেশ বাবা, রাজাধিরাজ বাবা, বেঁচে থাক বাবা, তোমার দু দুটো ছেলে হোক্ বাবা।"

রাজা বাহাদুরকে আশীর্ব্বাদ করে বাবা কারণের বোতল নিয়ে বল্লেন, "লগেন কাকা বোতলটা খুলুন ত বাবা, একবার ফট্ করে দিই। আমাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাজা বাহাদুর খুব ভাল লোক বাবা।" রাজা বাহাদুর বাবার কথা শুনে করযোড়ে বল্লেন, "বাবা আমি অপুত্রক বলেই আপনার শরণাপন্ন হয়েছি। আশীর্বাদ করুন যেন বংশ রক্ষার্থে পুত্র-সন্তান পাই।" "নিশ্চয় হবে বাবা, তারামা বল্লে—একটা নয়, দুটো হবে বাবা, নিশ্চয় হবে বাবা।"

কারণের বোতল খুলে নগেন্দ্রনাথ পাণ্ডা বাবার হাতে দিলেন। একটা ভাঁড়ে একটু কারণ ঢেলে বাবা কালু কুকুরকে খেতে দিলেন, খাওয়া তো দূরের কথা, কালু ঘৃণাভরে মুখ বাঁকিয়ে নিলে। কালু খেল না দেখে বাবার মেজাজ হঠাৎ উগ্র হয়ে উঠলো, বাবা রুক্ষস্বরে বল্লেন, "যা কুকুরে খায় না তাই হবে দেবভোগ্য।" হঠাৎ মেজাজ উগ্র দেখে রাজা বাহাদুর একটু তফাতে গিয়ে বাবাকে অবাক হয়ে লক্ষ্য করতে লাগলেন। পাণ্ডা ও ভক্তগণ রাজা বাহাদুরকে মন্দিরে যেতে বল্লেন। তিনি সন্ত্রস্ত হয়ে মন্দিরে ফিরে গেলেন।

বাবার আশীর্বাদে কিছুকাল পরে মহারাজ যমজ পুত্র লাভ করেন। তিনি বাবাকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন এবং প্রণামী স্বরূপ ৪০৲ টাকা মাসহারা ব্যবস্থা করেছিলেন। বাবা ছিলেন বীর্য্যবান, নিষ্কাম ব্রহ্মচারী। নারিকেলের আবরণের ন্যায় বাহ্যিক কাঠিন্য থাকলেও অন্তর ছিল রসাল ও কোমল, ছোট শিশুর মত। জাত-বিচার, মান-অপমান, ছোট-বড় এ বিচার তাঁর ছিল না। চণ্ডাল ব'লে আমরা যাদের নিকৃষ্টভাবে ঘৃণা করি, তিনি তাদের বুকে টেনে নিতেন। কারোর যশোগানে তিনি তাকে মাথায় তুলে নিতেন বা অপযশ করেছে বলে কারোর প্রতি কোন ঈর্ষাভাব পোষণ করতেন না। তাঁর কাছে জীব-জন্তু সবাই সমান, সবাই শিব, কেউ ছোট বড় নয়। তাঁর কোন খাদ্যাখাদ্যের বিচার ছিল না। এক দুষ্ট লোক বসন্ত রোগীর পচা মাংস পাঁঠার মাংস বলে খেতে দিয়েছিল, ঘৃণা বা ভয় না করেই বাবা বেশ তৃপ্তির সঙ্গে সেই মাংস উদরস্থ করেন, তাতে তাঁর কোন শারীরিক ক্ষতি হয় নি।

বাবা এত সরল ছিলেন যে পুরুষ ও স্ত্রীলোকে কি প্রভেদ তাও তিনি জানতেন না। বরাবরই তাঁর ধারণা ছিল যে কাছা কোঁচা দিয়ে কাপড় পরলেই পুরুষ, আর কাছা না দিয়ে মাথায় ঘোমটা দিলেই মেয়েছেলে। এ ধারণা তাঁর মন থেকে কেউ কখন দূর করতে পারেনি। তাঁর পুরুষ অঙ্গ এত ক্ষুদ্র ছিল যে শিশুর অঙ্গ বলে মনে হতো। তিনি বলতেন, "মা বাবা সব এক, প্রভেদ কিছুই নেই, যেমন আমার তারা মা আর বাবা চন্দ্রচূড়"। প্রকৃতি পুরুষ, কাল, ব্রহ্মেরই রূপ। প্রকৃতি ব্রহ্ম-শক্তি, পুরুষ ও কাল তাঁর অবস্থা। প্রকৃতি, স্বভাব, কাল, ঈশ্বর, নিয়মিত মূলতঃ একই পর্য্যায়ভুক্ত। প্রকৃতি ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুরুষ সংযোজনে সৃষ্টি এবং বিয়োজনে প্রলয়। এই নিয়মের ব্যতিক্রম নেই। কালই ব্রহ্ম, কালই শক্তি, কালই প্রকৃতি। কাল বা রাত্রিই প্রলয়ের রূপ। ঋগ্‌বেদ এই রাত্রিকে বিশ্বজননী ভুবনেশ্বরী বলেছেন। রাত্রিই মহামায়ার রূপ, তিনিই বিশ্ব-জননী ভুবনেশ্বরী।

———

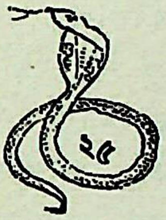

মায়ে ছেলে খেলা, কতই খেলা খেলছো। এ স্নেহের বাঁধন, নাড়ীর টান, কে বুঝবে এই মাতা-পুত্রের আনন্দ লীলা। মা উজাড় করে সব দেন ছেলেকে খেলতে, তারপর একদিন নিজের হাতে ভাঙ্গেন খেলা ঘর—আর নিজে খেলেন তার সঙ্গে।

আজ মা খেলতে এসেছেন পাগল ছেলের সঙ্গে, যিনি তাঁর সবটা প্রায় উজাড় করে মাকে ঢেলে দিয়েছেন, মা ছাড়া কিছু জানেন না—মা ধ্যান, মা জ্ঞান, মা তাঁর সর্ব্বস্ব।

টু-টু-দাঁড়া যাচ্ছি, দেখি এইবার ধরতে পারি কি না? লুকিয়েছিস, কোথায় লুকোবি, ঠিক তোকে খুঁজে বার করবো—গভীর তমসাচ্ছন্ন বিস্তৃত শ্মশানের এক প্রান্ত হতে ভেসে এল এক মধুর "টু" শব্দ পাগল ছেলের কাণে। কেউ যেন সহচরকে আহ্বান করছে ইঙ্গিতে লুকোচুরি খেলবার জন্যে। ইঙ্গিতের শব্দ শুনে ব্যাকুল হয়ে ছুটলেন ক্ষেপা শ্মশানের অভ্যন্তরে আত্মগোপন-কারিণীকে ধরবার জন্য।

এ বিশ্বজগতই একটা প্রকাণ্ড লুকোচুরির রাজত্ব, তপন উঠলো, বিধু লুকালো; আলো এলো আঁধার পালালো; নিয়তই চলেছে এই ধারা, তার আর ব্যতিক্রম নেই, এই আত্ম-গোপনই হল রহস্যময়ী প্রকৃতি দেবীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাকৃতিক লীলা। লৌকিক দৃষ্টিতে যেমন মায়াবদ্ধ জীব দিবা-রাত্র লুকোচুরি খেলছে মনে আর বিবেকে, তেমনি আবার পারমার্থিকে মায়ামুক্ত সাধকের মধ্যেও দেখা যায় এই লুকোচুরি খেলা আত্মায় আর পরমাত্মায়; আত্মায় আত্মগোপন, সূক্ষ্মে গমন। খেলা কিন্তু দুটোই এক।

পাগল ছেলে ছুটলেন মাকে ধরবার জন্যে। রহস্যময়ী একবার দেখা দেন—দিব্যদ্যুতি ফুটিয়ে—চোখে মুখে হাসির ঝলক্—আনন্দের হাতছানি দিয়ে ডাকেন—"আয়, আয়—কাছে আয়—ধর্ দেখি আমায়।"

পাগল ছেলে ছুটে যান—মা লুকিয়ে পড়েন বৃক্ষের আড়ালে—ক্ষেপা খুঁজে পান না—কিন্তু খোঁজার বিরাম নেই—ধরতে হবে—দুহাত দিয়ে মাকে বুকে টেনে নিতে হবে—পালাবে কোথা?

এত ছুটাছুটি করেও ক্লান্তি নেই, মড়ার মাথাগুলো পায়ে লেগে গড়াচ্ছে, লতা-গুল্ম পায়ে জড়িয়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে। কঙ্কাল, অস্থি পায়ের তলা বিদীর্ণ করেছে, রক্ত ঝরে পড়ছে, তবুও ছুটতে হবে শুধু ছোটা নয়—ধরতে হবে ঐ কেলে মেয়েটাকে, যার অপরূপ দিব্যদ্যুতি, গলে রুদ্রাক্ষ, ভালে সিন্দুর বিন্দু, পিঠে পিঙ্গল বর্ণের জটা, গৈরিক বসন আর মুখে দুষ্টুমির হাসি। এই ধরলুম, যা, পালিয়ে গেল—বলে ছুট্‌লেন ক্ষেপা ঊর্দ্ধশ্বাসে। একে গাঢ় অন্ধকার, তার উপর গভীর জঙ্গল—আলোর নাম মাত্র নেই। ভারি দেহ নিয়ে ঐ রকম ছুটাছুটি—আর কতক্ষণ চলতে পারে, হুড়মুড় করে পড়লেন ক্ষেপা এক গর্ত্তের মধ্যে। হাতে, পায়ে দারুণ আঘাত লাগলো, তাতে একটুও বেদনার অনুভূতি নেই—কিন্তু মাকে ধরা চাই, ধরা চাই ঐ লীলাময়ীকে।

দুঃখ কষ্ট ত সর্ব্বদাই আছে, থাকবে এবং চিরকাল ছিল, হতাশ হলে চলবে না, ভয় পেয়ে পালিয়ে এলে হবে না, ওর মধ্যেই খুঁজে বার করতে হবে প্রকৃত সুখ। গরলে—অমৃত, আঁধারে—আলোক, লয়ে—সৃষ্টি, এ চিরন্তন প্রথা—তাই চাই অধ্যবসায়, চিত্তের একাগ্রতা, মহানুভবতা, বিশ্বাস ও ভক্তি। পথ নেই, চতুর্দ্দিকে যেন মায়াজালে ঘেরা, ছোট ছোট বন হ'লে কি হবে, খুব ঘেঁস ঘেঁস—এ যেন মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া, যে ধারে ক্ষেপা এগিয়ে যান, সেই ধারেই পথ বন্ধ হয়ে যায়—তা হলে উপায়?

না, আর উপায় নেই,—অভিমানে রুদ্ধ হয়ে আসে ছেলের কণ্ঠ—মা না ধরা দিলে কি ধরা যায়—আদর করে বুকে টেনে না নিলে কি ছেলে পায় তার মাকে—ধরা দিয়েও দেয় না, ছোঁয়া দিয়েও পালিয়ে যায়।

ছোটা বন্ধ করে পাগল ছেলে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন হাত পা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছুঁড়ে—না, তিনি আর ছুটবেন না—তিনি আর ধরতে যাবেন না তাঁর মাকে—তিনি দেখতে চান, তাঁর মা আসেন কিনা—।

মাকে পাবার কান্না যখন জাগে, তখন কি মা না এসে থাকতে পারেন? মা এসে চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বল্লেন—"এই ত আমি এসেছি রে—আর কাঁদিস্ নি—।"

কিন্তু তাঁর চোখের জল বেড়েই গেল অভিমানে। ছেলের গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে মা বল্লেন, "বড় লেগেছে, না,—আহা—"

মাকে জড়িয়ে ধরে ক্ষেপা ছেলে কেবলই কাঁদেন—সব অভিমান ধুয়ে যায়—মাকে তিনি আর ছাড়বেন না।

যেখানে ভক্তি, সেখানেই মুক্তি। ভক্তি নেই, ভগবানও নেই। কর্ম্ম হতে জ্ঞান, জ্ঞান হতে ভক্তি, ভক্তি হতে প্রেম। এই প্রেমই হল সাধকের কাম্য। বস্তুতে প্রেম নেই, গুণেই প্রেম। চিদ্‌ঘন প্রেমাস্পদকে লাভের ঐকান্তিকতা থেকেই আসে প্রেম। ছেলের উপর মায়ের কি টান, হাত পা ছুঁড়ে একটু কাঁদতেই মা ছুটে এলেন। কিন্তু কাঁদার মত কাঁদতে হবে, সত্যই তাঁকে পাবার জন্যে কাঁদতে হবে-তবে ত মা ছুটে আসবেন। এ তো কারোর একলার মা নন, এ যে বিশ্বমাতা, সবার মন রেখে চলতে হয় অনন্ত বিশ্বে। সৃষ্টির প্রতিটি কণায় শুধু প্রেম, ভালবাসা—তাঁর অফুরন্ত দান—তাই অনন্ত হতে মাকে টেনে আনতে হয়। মনের অনন্ত লীলায় মাকে দেখতে হয়। আদুরে ছেলের হাত ধরে এলেন জননী বনানীর বাইরে। মায়ে ছেলেতে কাটলো সারারাত শ্মশানে। ভোরের আলোয় পাখী ডাকলো, ছোট ছোট কুঞ্জ হতে, পাপিয়ার তান, কোকিলের কুহু কুহু রব শ্মশানের ঘুম ভাঙ্গালো। পাগল ছেলে ঘুমিয়ে পড়লেন অব্যক্ত শান্তিতে শান্তিময়ীর কোলে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৬

বহু ভক্তের সমাগম হতে লাগলো তারাপীঠে। টাকা, আধুলি, সিকি যে যেমন পারতো বাবার চরণে দিয়ে প্রণাম করতো। কিন্তু বাবা নির্ব্বিকার, দু'এক-জন প্রধান ভক্ত যাঁরা বাবার কাছে থাকতেন, তাঁরা সেগুলো কুড়িয়ে বাবার ঘরে রেখে দিতেন। তা থেকে তারামায়ের ভোগ এবং প্রত্যহ ৩০০।৪০০ আতুর দরিদ্রের সেবা হতো। যত দিন বাবা ছিলেন, ততদিন ঐ মহাশ্মশানে নিত্য উৎসব হতো, কোন দিন ফাঁক যেতো না। দোকান পসারীতে ক্ষুদ্র পল্লী জম-জমাট হয়ে থাকতো।

ক্রমশঃ দর্শক ও ভক্তের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় কয়েকজন ভক্ত এক লোহার সিন্দুক কিনে এনে বসিয়ে দিলেন বাবার পর্ণ-কুটীরে। উদ্দেশ্য হল প্রণামীর টাকা প্রবঞ্চক ও চোরের কবল থেকে রক্ষা করা।

"ওটা আবার কি বাবা ?" জিজ্ঞাসা করলেন বাবা। একজন ভক্ত বল্লেন, "ওটা প্রণামীর টাকা রাখবার জন্যে লোহার সিন্দুক এনেছি বাবা।"

"ওতে টাকা আছে কি করে জানবো বাবা, কৈ আওয়াজ হচ্ছে না তো বাবা ?"

তখন একজন ভক্ত একখণ্ড পাথর সিন্দুকের মধ্যে রেখে ছিদ্র দিয়ে টাকা ফেলে বল্লেন, "এই আওয়াজ হচ্ছে বাবা, শুনুন্—টং ট ঃ টং।"

টাকার টং-টং শব্দ শুনে বাবা এমন ভাব দেখালেন যেন টাকার প্রতি তিনি আকৃষ্ট। কিছুক্ষণ নীরব থেকে তিনি মৃদু-হাস্যে বল্লেন, "আহা, কি মধুর শব্দ বাবা, যেন "ত্বং ত্বং তারা তারা বল্‌ছে।"

"লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।" এত সাবধান হওয়া সত্ত্বেও টাকা ঠিকই চুরি হতে লাগলো সুযোগ মত। এ কিন্তু বড় অদ্ভুত ব্যাপার চাবি থাকে হয় বাবার কোমরে, না হয়তো ভক্তদের কাছে, তাতেও চুরি যায় কি করে ভক্তরা ভেবে ঠিক করতে না পেরে গোপনে কারণ অনুসন্ধান করতে লাগলেন।

বাবার অন্যতম শিষ্য শাস্ত্রী হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় কোন এক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লোকের উপর সন্দেহ করে বাবাকে চুপি চুপি বল্লেন, "অমুককে চাবি দেবেন না, বাবা সে ভারি চোর। সে আপনার অনেক টাকা চুরি করেছে।" এই কথা শুনে বাবার খুব আনন্দ, "আমার পণ্ডিত ছেলে ঠিক বলেছে—ও শাল ভারি চোর, কিছুতেই আমি ওকে চাবি দোবনা।"

কিছুক্ষণ পরে সেই লোকটি এসে বাবাকে ভক্তিভরে প্রণাম করে বসলো। বাবার কোমরে চাবি দেখে একটু মুচ্‌কে হেসে সে বল্লে. "বাবা, বেশ গয়না পরেছেন।" "ও শাল, দেখছিস কি, আমার এই পণ্ডিত ছেলে বলেছে. তুই শাল ভারি চোর। আমি তোকে কিছুতেই চাবি দোব না।"

শাস্ত্রী মহাশয় এই কথা বলেছেন শুনে লোকটি খুব মর্ম্মাহত হয়ে তাঁকে বল্লেন, "ছি-ছি, আপনি এত বড় পণ্ডিত হয়ে শেষে এই কথা বল্লেন।" শাস্ত্রী মহাশয় লজ্জায় অবনত মস্তকে চুপ করে বসে রইলেন, কোন উত্তর দিলেন না। বাবা এত সরল ছিলেন যে, কোন কথা গোপন রাখতে পারতেন না। বিষয়বুদ্ধি ত একটুও ছিল না, তাছাড়া মান, অপমান, অভিমান, অহঙ্কার, লজ্জা এসব যেন ধূলির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিলেন।

"ন যস্য জন্ম কর্ম্মভ্যাং ন বর্ণাশ্রমজাতিভিঃ।
সজ্জতেঽস্মিন্নহংভাবো দেহে বৈ স হরেঃ প্রিয়॥"

জন্ম, কর্ম্ম, বর্ণ, আশ্রম ও জাতির অভিমান দ্বারা যাহার হৃদয়ে অহঙ্কার বা অহঙ্কারের উদ্ভব না হয়, তিনিই হরির প্রিয়।

সিন্দুকে প্রায় তিন চার হাজার টাকা জমেছে শিষ্য ভক্তদের জোর তদারকে। এরি মধ্যে এক অভাবী লোক লোভ সামলাতে না পেরে বেশ কিছু টাকা আত্মসাৎ করেছে। কিন্তু করলে কি হবে; বাবার এক উকিল শিষ্য লোকটিকে হাতে নাতে ধরে পুলিশে দিয়েছেন। সাজা হবে নিশ্চয়ই, সাক্ষীরও অভাব নেই, তারপর যাঁর তাঁর টাকা নয়, সিদ্ধ মহাপুরুষের প্রণামীর টাকা। লোকটি ধরা পড়াতে যারা শত্রুপক্ষ তাদের খুব আনন্দ হয়েছে, সাজা সুনিশ্চিত, দু' একদিন নয় অন্ততঃ দু' এক বৎসর ত জেল খাটতেই হবে।

বাবাকে শোনান হল, চোর ধরা পড়েছে, বাবার মহা আনন্দ। বাবাকে আদালতে হাজির হতে হবে।

সময় মত ভক্তরা পালকি প্রস্তুত রেখে বাবাকে নিয়ে যাবার জন্যে অনুনয় বিনয় করতে লাগলেন। বাবা শ্মশান ছেড়ে যেতে নারাজ, শেষে ভক্তদের কাতর প্রার্থনায় সম্মত হলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পালকি করে বাবাকে নিয়ে যাওয়া হল আদালতে। হাকিম তাঁকে যথেষ্ট সমাদর করে বাড়ীতে আদালত বসালেন।

আসামীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় হাজির করা হল। সে মাথা নিচু করে কাঁদতে লাগলো। তাকে কাঁদতে দেখে বাবা বল্লেন, "ওরে শাল তুই গয়না পরে আবার কাঁদচিস্ কেন?" হাকিম বল্লেন, "এই আসামী আপনার টাকা চুরি করেছে।"

বাবা বিস্মিত হয়ে বল্লেন, "কি বল্লেন বাবা, টাকা চুরি করেছে—কার টাকা কে চুরি করে? ওর অভাব, তাই নিয়েছে—বেশ করেছে।"

উকিল শিষ্য বাবাকে বল্লেন, "ও আপনার অনেক টাকা চুরি করেছে বাবা।"

"দেখ বাবা, যত টাকা টাকা করবে তত দূরে চলে যাবে। বেশ করেছে ওকে এখনি ছেড়ে দাও—তা না হলে আমি শালদের সব ফট্ করে দেবো।"

বাবার কথা মত আসামীকে ছেড়ে দেওয়া হল। একই পালকিতে আসামীকে সঙ্গে নিয়ে বাবা তারাপীঠে ফিরলেন। সেই দিন হতে আসামীর চরিত্র একেবারেই বদলে গেল। "বজ্র আটন ফস্কা গেরো"। ভক্তরা আট ঘাট বেঁধে যেমন অর্থ রক্ষা করবার চেষ্টা করতেন, তেমনি বাবার উদারতা ও বিষয়-বৈরাগ্যের জন্যে অর্থ থাকতো না। আমাদের প্রেমের ঠাকুর শ্রীশ্রীপরমহংসদেবও টাকার কোন মূল্য নেই বলতেন। তিনি বলতেন, "টাকা মাটি, মাটি টাকা।" সংসারীর অর্থের প্রয়োজন আছে। ত্যাগীর অর্থের প্রয়োজন সৎকার্য্য ও সেবার জন্যে। "অর্থ হলো বিশ্ব-জনের শক্তির ছাপ" অসদ্ব্যবহার বা অবহেলা করা উচিত নয়।" এই কথা বলেছেন মহামানব শ্রীঅরবিন্দ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৭

মাতৃ-ভক্ত সাধকদের চির-বাঞ্ছিত মায়ের শ্রীপাদ-পদ্ম, যার বলে সাধক পরমা গতি লাভ করে, সেই সতী দেবীর শ্রীপাদ-পদ্মের দুটি অঙ্গুলি পতিত-পাবনী আদি গঙ্গার পূর্ব্বতীরে বিরাজিতা। দেবী মহামায়া কালিকা, ভৈরব শ্রীশ্রীনকুলেশ্বর। কত ভক্ত, কত যোগী, কত ত্যাগী নিত্য আসেন এই মহাপীঠ কালীঘাটে।

কি জানি মায়ের কি আহ্বানে, ক্ষেপা বাবার মন চঞ্চল হল কালীমাকে একবার দেখবার জন্যে।

মহামানবের ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্যে ধর্ম্ম-প্রাণ মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর সুব্যবস্থার ভার নিলেন—সন ১৩০৫ সালে।

যাতে বাবার পথে কোন কষ্ট না হয় তাই রাজা বাহাদুর বিশেষভাবে গাড়ী ও লোক-জনের ব্যবস্থা করেছিলেন। বাবার সঙ্গে ছিলেন জনকয়েক ভক্ত বিপিন, নবীন ও নগেন্দ্রনাথ পাণ্ডা। গাড়ী পৌঁছলো হাওড়া ষ্টেশনে, মহারাজার কর্ম্মচারীরা এসে বাবাকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে গাড়ী হতে যত্ন করে নামালেন। একেই দিগম্বর, তাতে আবার ভাব-পাগল—ঠিক যেন ভোলানাথ, ভক্তরা আবার তাঁর কটিতে একটা চাবি বেঁধে দিয়েছেন। যদিও কর্ম্মচারীদের সুব্যবস্থায় বাবা নির্ব্বিঘ্নে নামলেন কিন্তু, অত্যাধিক ভিড়ের চাপে চাবিটা কটি হতে খসে পড়ে গেল।

লোকের পায়ে পায়ে চাবিটা অদৃশ্য হল। ভগবতী কালীমাকে দর্শন করবার বাসনায় বাবা আনন্দে আত্মহারা, তাই চাবিটার বিষয়ে খেয়াল নেই।

কিছুক্ষণ পরে এক ভক্ত কটিতে চাবি না দেখে, "বাবা আপনার চাবি কোথায় গেল?" জিজ্ঞাসা করলেন।

থমকে দাঁড়িয়ে উর্দ্ধ-অধঃ এদিক-ওদিক, চতুর্দ্দিকে হতাশভাবে তাকিয়ে বাবা বল্লেন, "তাইতো বাবা, আমার চাবি-কাটিটা কোথায় গেল, নেই তো, তা হলে কি হবে বাবা?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখন ভক্তরা বল্লেন, "আপনি এখানে একটু অপেক্ষা করুন, আমরা খুঁজে দেখি।" ভক্ত ও কর্ম্মচারীরা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও চাবি পেলেন না, তখন তাঁরা বিফল হয়ে এসে বল্লেন, "বাবা চাবি পাওয়া গেল না। আমরা ভাল চাবি তৈরী করে দেবো।"

হঠাৎ বাবার ভাবের পরিবর্ত্তন হল। অতি দীনভাবে কর্ম্মচারীদের অনুনয় করে বল্লেন, "নায়েব বাবারা দয়া করে আমার ঐ চাবি কাটিটা খুঁজে দিন্।"

বাবার বিনীতভাব দেখে কর্ম্মচারীরা পুনরায় ভালভাবে অনুসন্ধান করলেন, কিন্তু তবুও চাবি পাওয়া গেল না। তাঁরা ফিরে এসে দুঃখিতভাবে বাবাকে বল্লেন, "বাবা চাবি পাওয়া গেল না। আপনি ভাববেন না, রাজা বাহাদুরকে বলে আমরা আপনার চাবির ব্যবস্থা করে দেবো"।

বাবা কোন কথা শুনলেন না। হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত উত্তেজিত হয়ে কর্ম্মচারীদের গালি-গালাজ দিয়ে বাবা সেই স্থানে বসে পড়লেন।

এই সংবাদ মহারাজার কাছে গেল। মহারাজা স্বয়ং এসে বাবাকে সান্ত্বনা দিয়ে ঐ চাবিটার জন্যে পুরস্কার ঘোষণা করলেন। তখন বাবার মেজাজ শান্ত হ'ল।

তুচ্ছ একটা চাবির প্রতি মহাপুরুষের এরূপ মমতা দেখে সবাই আশ্চর্য্যান্বিত হল, কিন্তু মহাপুরুষের ভাববোঝা সাধারণের পক্ষে অতীব দুরূহ।

বাবাকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে ভক্তরা তাঁকে সিধে কালীঘাটে নিয়ে এলেন, সঙ্গে মহারাজও ছিলেন।

ক্ষীণা আদি-গঙ্গাকে দেখে বাবা উৎফুল্ল হয়ে সটান্ পুণ্যতোয়া গর্ভে নেমে পড়লেন। আনন্দের আতিশয্যে বাবা এক একটি দেবীর নাম করে অনর্গল ডুব দিতে লাগলেন। কে জানে আদ্যাশক্তি মহামায়ার দ্রবীভূত রূপে কি অমৃত নিহিত আছে? যাঁরা প্রকৃত ক্ষেপা বাবার ন্যায় মাতৃ-সাধক—একমাত্র তাঁরাই সেই তত্ত্ব অনুধাবন করতে পারেন।

"অনেকক্ষণ ত কেটে গেল, মায়ের ভোগ পূজাও শেষ হল, এইবার ত দরজা বন্ধ হয়ে যাবে কিন্তু, বাবার যে এখনো স্নান হল না, কি করা যায়?" —একজন ভক্ত আর একজনকে বল্লেন।

যাঁরা দেখছিলেন বিভোর হয়ে তীরে দাঁড়িয়ে পদ্ম-পলাশ-লোচন, জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মমণ্ডিত ক্ষেপা বাবাকে সবাই আকৃষ্ট হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দেখতে লাগলেন পবিত্র মায়ের কোলে ভক্তিমান সন্তানের রস-লীলা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাব পাগলের মত অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্রে, "শ্রীদুর্গা, জয়তারা" বলতে বলতে বাবা উঠে এলেন পবিত্র মায়ের কোল ছেড়ে। লৌকিক দৃষ্টির বিলুপ্তি দেখে নেমে এলেন ভক্তরা প্রেমিক ঠাকুরকে ধরবার জন্যে।

আতুর, দরিদ্র, সাধু, সন্ন্যাসী ও ধর্ম্মপ্রাণ যাত্রীদের ভিড়ে মায়ের আঙ্গিনা সমাকীর্ণ। মহারাজা কর্ম্মচারীদের নিয়ে শশব্যস্ত হলেন ভীড়ের মধ্য দিয়ে অতি আয়াসে বাবাকে মায়ের কাছে নিয়ে যাবার জন্যে।

মায়ের কি মহিমা, সন্তানের প্রতি কি আকর্ষণ, আদুরে ছেলে বিনা ক্লেশে নিজের খুসীমত মায়ের সামনে উপস্থিত হলেন।

সবাই দেখছে প্রাণভরে, দেখছে বাংলা মায়ের শ্রেষ্ঠ সন্তান ক্ষেপা বাবার অলৌকিক দিব্যকান্তি। শ্রদ্ধাসহ তাদের শির নত হল মাতৃ-সাধককে দেখে।

মায়ের সামনে দণ্ডায়মান আদুরে ছেলের ভাবের পরিবর্ত্তন হল। সহসা আজানুলম্বিত দুই বাহু প্রসারণ করে "মা—মা" বলে অভিমান স্বরে চিৎকার করে কেঁদে ফেল্লেন সাধক ছোট শিশুর মত। উচ্ছ্বসিত প্রেমবারিতে ঘূর্ণায়মান চক্ষু-দ্বয় স্থির দৃষ্টিতে নিবদ্ধ হল।

এইভাবে কেটে গেল অনেক সময়; কোমল অবয়ব, ধীর, স্থির, নিশ্চল, যেন সমাধিস্থ। ভক্তরা সতর্কে রক্ষা করতে লাগলেন প্রেমিক ঠাকুরের নিশ্চল দেহ। সৌদামিনীর ন্যায় চমকে ভেঙ্গে গেল ভাব সমাধি, সদ্য জাগ্রত শিশুর ন্যায় বল্লেন ক্ষেপা ছেলে, "এই যে আমার কালী মা। আহা রূপের কি ছটা, মাথায় আবার মোহিনী জটা, যেমনি লক্‌লকে জিভ, তেমনি টানা টানা চোখ যেন জ্বল্ জ্বল্ করে জ্বলছে, তুই কাদের মেয়ে রে? চল্‌না মা, তোকে তারামার কাছে কোলে করে নিয়ে যাই"।

"তুই যাবি ত, বেশ বেশ—তবে আমার কোলে আয়।"

সবাই নির্ব্বাক হয়ে দেখতে লাগলো মাতা পুত্রের ভাবের আদান প্রদান সত্যই যেন মায়ের মূর্ত্তি মাতৃ-ভক্ত সন্তানের ভক্তির পরাকাষ্ঠায় আজ সঞ্জীবিত। স্নেহময়ী জননীর কটাক্ষ দৃষ্টি আজ স্নেহ-বাৎসল্যে কমনীয় ভাব ধারণ করেছে। ভাবে উন্মত্ত সন্তান বলপূর্ব্বক মাকে কোলে তুলে নেবার প্রয়াস পেলেন।

দণ্ডায়মানা মায়ের মূর্ত্তি বলপূর্ব্বক স্থানচ্যুত করতে দেখে বাধা দিলেন পূজারীরা পাগল ছেলেকে এই কার্য্য হতে নিরস্ত করার জন্যে। ভাবের বিচ্ছেদ হওয়ায় পাগল ছেলে রুদ্র-মূর্ত্তি ধারণ করে বল্লেন, "চাই না তোদের রাক্ষুসে কালীকে, যেমন কেলে রূপ, তেমনি লক্‌লকে মস্ত জিভ, যেন গিলতে আসছে! আহা, আমার তারামা'র যেমন ছোট জিভ তেমনি রূপের ছটা, মাথায় জটা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পা দু খানি খুর-খুরে। চাইনা তোদের কেলে কালী—আমার আকাশ তারাই ভাল," এই কথা বলে বাবা মন্দির ত্যাগ করলেন।

মহারাজা ভক্তি সহকারে বাবাকে পাথুরিয়াঘাটায় নিজ বাটীতে নিয়ে এলেন। সেই সময় কুমার বাহাদুর শয্যাশায়ী। কুমারকে দেখে বাবা, "শ্রীদুর্গা—জয়দুর্গা" বলে আশীর্ব্বাদ করলেন। মহাপুরুষের কৃপায় কুমার বাহাদুর অচিরেই আরোগ্য লাভ করলেন।

বাবা মাত্র তিনদিন কলকাতায় ছিলেন, কিন্তু রাত্রে নিমতলার শ্মশানে এসে থাকতেন। একদিন ভক্তরা প্রাতঃকালে শ্মশানে বাবাকে না দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন—কোথায় গেলেন বাবা কলকাতা সহর—এখানে পথে হারালে খুঁজে বার করা দায়, এত বড় সহর, বাবা কোথায় গিয়ে পড়লেন? অনেক খোঁজা, খুঁজির পর বাবাকে শ্মশানেই পাওয়া গেল। স্তূপীকৃত বেওয়ারীশ মড়ার মধ্যে বাবা পরম সুখে নিদ্রা যাচ্ছেন।

কলকাতা থেকে ফেরবার আগেই বাবার হারানো চাবি পাওয়া গেল। এক দরিদ্র ঝাড়ুদার চাবি পেয়ে পুরস্কারের লোভে পাথুরিয়াঘাটার রাজবাড়ীতে চাবিটা পৌঁছে দিয়ে যায়। মহারাজা ঘোষণা অনুযায়ী ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার দিলেন। এই দুঃস্থ ঝাড়ুদারকে পুরস্কার দিতে দেখে বাবা খুবই আনন্দিত হলেন। এইখানে বেশ বোঝা যায় কেন তুচ্ছ দ্রব্যের প্রতি মহাপুরুষের আগ্রহ ও আকর্ষণ থাকে। এই তুচ্ছ চাবিটার অছিলায় এক নিঃস্ব সামান্য ঝাড়ুদার ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার লাভ করলো।

ফেরবার পথে বাবাকে মহারাজা যতীন্দ্র মোহন ঠাকুরের খুল্লতাত প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের মূলাজোড়ের কালীবাড়ীতে (শ্যামনগর) নিয়ে যাওয়া হয়। প্রসন্ন কুমার ঠাকুর কলকাতা মহানগরীর একজন শ্রেষ্ঠ ও স্বনামধন্য নাগরিক। তিনি দেওয়ানী আদালতের বড় উকিল ছিলেন এবং বহু অর্থ উপার্জ্জন করে বহু সম্পত্তির মালিক হন। তিনি শাসন কর্ত্তার ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হয়েছিলেন। আইন চর্চ্চার শ্রীবৃদ্ধির জন্যে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে এক লক্ষ টাকা দান করেন এবং সংস্কৃত ভাষার উন্নতির জন্য মূলাজোড়ে চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। মহারাজার ইচ্ছা, বাবা নিজে মায়ের পূজা করবেন, তাই পূজার আয়োজন হয়েছে বিপুল। বাবা নিজে পূজা করবেন শুনে গণ্য-মান্য বিদ্বান, পণ্ডিত, ও ভদ্র-মণ্ডলীর আগমন হয় মায়ের মন্দিরে। সবাই আগ্রহ সহকারে অপেক্ষা করছেন বাবার পূজা দেখবার জন্যে। মায়ের সামনে আসনের উপর বাবাকে বসিয়ে দেওয়া হল। চতুর্দ্দিকে পূজার উপচার নানারূপ পুষ্পে বৃহৎ পাত্রটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ণ রয়েছে কিন্তু, বাবার কোন দিকেই লক্ষ্য নেই। দেবীর আপাদ-মস্তক ভালভাবে নিরীক্ষণ করে বাবা পূজা আরম্ভ করলেন। আচমনের পরিবর্তে কোশার সমস্ত জল উদরস্থ করলেন।

এই পূজার বিধি দেখে অনেকেই বিদ্রূপের হাসি হাসলো যারা ছিল দর্শক। কেউ মনে মনে ভাবতে লাগলো—যেমনি সাধক তার তেমনি পূজা; পূজার প্রারম্ভেই জল পান করতে দেখে অনেকেই হতাশ হল যারা এসেছিল মহাপুরুষের পূজায় একটা কিছু বিভূতি দেখবার আশায়।

পূজায় নেই মন্ত্র, নেই তন্ত্র, নেই বিধি-নিষেধ মায়ের নামে সাধক অঞ্জলি পূর্ণ পুষ্প নিক্ষেপ করলেন নিজ শিরে ও দর্শকদের দেহে। পূজায় এই রীতি দেখে অবজ্ঞা ভরে মুচকে হাসলেন পণ্ডিত ও সুধীগণ। "ব্যাস্, পূজা হয়ে গেল, কই গো, কে কোথায় আছ, শাঁখ ঘণ্টা বাজাও না—" এই কথা বলে বাবা আবেগ ভরে "তারা—তারা" বলে আসন ত্যাগ করলেন। সবাই স্তম্ভিত হল নাদেশ্বরের গুরু গম্ভীর নাদ শুনে। আরো স্তম্ভিত হল যখন তারা দেখলে পাষাণময়ী মা শব্দের কম্পনে কম্পিতা হয়ে যেন সজীবত্ব লাভ করেছেন। ক্ষণিকের তরে মুখে ফুটে উঠলো বরাভয়দায়িনী পাষাণী মায়ের স্নেহ বাৎসল্যের নিদর্শন। মায়ের ভক্ত-সাধক অচিরেই নমিত করলেন তাঁদের শির যাঁরা ছিলেন দর্শক। সবাই শ্রদ্ধা সহকারে প্রণাম করে বলে উঠলেন—"ধন্য সাধক, তোমার অতুলনীয় মাতৃ-ভক্তি।"

সবাই মায়ের প্রসাদ পেয়ে নিজেদের ধন্য বলে মনে করতে লাগলো। কিছুক্ষণ কালীমায়ের কাছে থেকে সদল বলে ফিরলেন সাধক তারা মায়ের কাছে।

এই ঘটনাটি ৺নগেন্দ্র নাথ পাণ্ডার পুত্র ৺আদরগোপাল পাণ্ডার নিকট হ'তে সংগৃহীত হয়েছে।

———

LIBRARY
No.............
Shri Shri ... mayee Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৮

* "নিদেন একটু জল খেয়ে যাও", বল্লেন বাবা আদর করে রামপুর হাট নিবাসী ডাক্তার হরিতারণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। প্রায় দ্বি-প্রহর, প্রখর রৌদ্রের তাপে গাছের পাতা ঝল্‌সে যাচ্ছে, গরু-বাছুর মাঠ ছেড়ে বৃক্ষের সুশীতল·ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছে, এমন সময় হরিতারণ বাবু মায়ের মন্দিরে উপস্থিত হলেন মায়ের চরণামৃত নেবার জন্যে। মুখে দুর্ভাবনার চিহ্ন, চুলগুলি উস্ক-খুস্ক পরণে মলিন বসন দেখলেই মনে হয় লোকটি খুবই বিপদগ্রস্ত।

ফেরবার পথে শ্মশানে প্রবেশ করলেন বাবাকে দর্শন করবার জন্যে। তাঁর একটি কন্যা ডিপ্‌থেরিয়া রোগে শয্যাশায়ী, অবস্থা বিশেষ ভাল নয়। অন্তর্যামী ক্ষেপা বাবা হরিতারণ বাবুর কন্যার মৃত্যু নিশ্চিত জেনে তাঁকে মায়ের প্রসাদ খাওয়াবার জন্যে বারংবার পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। হরিতারণ বাবুর মানসিক অবস্থা খুবই খারাপ ছিল, তাই তিনি প্রসাদ গ্রহণে অস্বীকার করলেন, বাবা তাঁকে নিদেন একটু জলপান করতে বল্লেন। বাবার অনুরোধে হরিতারণ বাবু শুধু জলপান করে গৃহে ফিরলেন। এ রকমভাবে কাকেও কখন খাওয়াবার জন্যে বাবা পীড়া-পীড়ি করেন নি কিন্তু, আজ কেন তাঁকে এত পীড়া-পীড়ি করলেন। এই চিন্তা সারা রাস্তা তাঁর মনে উদয় হতে লাগলো। সমস্ত রৌদ্র মাথায় করে তিনি চরণামৃত নিয়ে বাড়ী ফিরলেন। বাড়ীর সামনে অমঙ্গলের চিহ্ন দেখে তাঁর আর বুঝতে বাকী রইল না, কেন বাবা এত পীড়া-পীড়ি করেছিলেন। প্রায় দু ঘণ্টা পুর্ব্বে তাঁর কন্যাটি ইহলোক ত্যাগ করেছে।

হরিতারণ বাবুর কন্যার মৃত্যু সংবাদ বাবার এক পরম ভক্ত এসে বাবাকে জানালেন। বাবা তাতে সমবেদনা বা দুঃখ কিছুই প্রকাশ করলেন না, তিনি নীরবে বসে রইলেন জড়ের মত।

কিছুক্ষণ পরে ভক্ত সাধুচরণ বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এই দেহ লয় হয়ে কোথায় যায়?" বাবা বল্লেন, "জগতের সব জিনিষই পঞ্চ-ভূতময়, ধ্বংসের

* এই ঘটনা ডাঃ হাউস, রামপুরহাট নিবাসী ডাঃ হরিতারণ বাবুর পুত্র শিক্ষক রমাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হ'তে সংগৃহীত হয়েছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পর পঞ্চ ভূতেই লয় হয়। পরে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ এই চারটে ব্যোমে লয় হয়ে মহাকাশ রূপে পরিণত হয়। মহাকাশের একটি সারভূত বীজ বা শক্তি আছে যা দেখা যায় না কিন্তু, কাজে প্রকাশমান হয় বাবা, ঐ সারভূত বীজই প্রকৃতি বা আদ্যাশক্তি।"

"পঞ্চভূত কোথা হতে এলো?" জিজ্ঞাসা করলেন ভক্ত। বাবা বল্লেন, "আদ্যাশক্তি বা প্রকৃতি হতে পঞ্চ-ভূতের সৃষ্টি হয়েছে। সব জিনিষই মহাকাশে লয় হয়, আবার মহাকাশ বীজে লয় হয় কিন্তু, বীজটির কখনও লয় হয় না। ঐ বীজটি যখন ভীষণ ওঁকার নাদে বিভক্ত হয়, তখন একটি ভাগের নাম পুরুষ আর একটি ভাগের নাম প্রকৃতি হয়। পুরুষ-প্রকৃতি হতে মহাকাশ, আর মহাকাশ হতে পঞ্চ-ভূতের সৃষ্টি হয়। আবার এই পঞ্চ ভূতই পৃথিবীর উৎপত্তির কারণ বাবা।"

ভক্ত—"সগুণ ব্রহ্ম হতেই ত সব সৃষ্টি হয়েছে?" "হ্যাঁ বাবা, সর্ব্বজগতের আদি কারণ মহাকাশ, সৃষ্টির আদি কারণ পুরুষ ও প্রকৃতি। সর্ব্বশক্তি স্বরূপিনী মহাবীজ হতে সমুদ্ভূতা ঐ বীজই হলেন ব্রহ্ম। তিনি কখন সাকার, আবার কখন নিরাকার; ওঁর শক্তি বা আত্মা হলেন আদ্যাকালী। দেখ বাবা যার উৎপত্তি আছে তার ক্ষয়ও আছে, কিন্তু ওঁর ক্ষয় নেই। আহা আমার তারামা ব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তি, আদ্যাশক্তি বা আত্মশক্তি, উনিই স্বয়ং ব্রহ্ম। কালী বা তারামা'র সত্ত্বঃ, রজঃ, তমঃ এই তিনটি গুণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর লীলা করেন। শক্তি সব সময়ই নিরাকারা, তাই ব্রহ্ম কখন নিরাকার, কখন সাকার। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হয়"।

"প্রলয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কোথায় যায়?" "প্রলয়ে সবই মহাকাল গর্ভে লয় হয় কিন্তু মহাকাল আমার তারামাতেই লয় হয়, তাই তারামার নাম কালী হয়েছে। সকলের আদি বলে তারামাকে আদ্যাকালী বলে। সৃষ্ঠি করবার ইচ্ছা হলে ব্রহ্ম হতে কাল নির্গত হন, কাল বা সময়ের কোন রূপ নেই কিন্তু, কালের অস্তিত্ব ও গতির বিষয় আমরা বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারি। বিলোড়ন, পরিবর্ত্তন কালের ধর্ম্ম। কালই সংক্ষোভের কর্ত্তা বা সংক্ষোভ হতে কালের উদ্ভব। প্রকৃতি গুণসাম্যে অব্যক্তা হয়ে ব্রহ্মে লীনা, কাল সংক্ষোভ ঘটালেন। গুণ-বৈষম্যে প্রকৃতি ব্যক্ত হলেন আর ত্রি-গুণময় জগৎ প্রকাশ ও চলমান হল। প্রকৃতি-সংক্ষোভে স্থূল সৃষ্টি এবং সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক ব্রহ্ম-সংক্ষোভে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর; সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, ভূত, ভবিষ্যত ও বর্ত্তমান হল। অক্ষোভে বা সঙ্কোচে ব্রহ্ম নিরুপাধি একমাত্র সত্তা, জ্ঞানগম্য পদার্থ।"

সৃষ্টি বাড়লো কি করে, ভক্ত জিজ্ঞাসা করায় বাবা বল্লেন, "রজোগুণ শক্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সৃষ্টি হয়ে সত্বগুণে পোষণ হতে লাগলো, তাই সৃষ্টি আর স্থিতিতে জীব বেড়ে গেল। নাশও দরকার কিন্তু, তমোগুণ তো উত্তেজিত হয় না, তাই তারামা একশো আটবার নাশ হয়ে তমোগুণের শক্তি বাড়িয়ে দিলেন। তমোরূপী শক্তিহীন শিবকে তারামা শক্তিমন্ত করলেন। তিনি নিরাকার, শক্তি সাকার রূপ ধারণ করলেন। তারামা কখন সাকারা কখন নিরাকারা।" ভক্তটি বাবার চরণ-ধূলি নেবার ইচ্ছায় হস্ত প্রসারণ করলেন কিন্তু বাধা দিয়ে বাবা বল্লেন, "এ আগুড়ে পায়ের ধূলি নিয়ে কি হবে বাবা বরং তারামায়ের খুর খুরে পায়ের ধূলি নাও, তাতে কাজ হবে।

"তাঁর চরণ পাওয়া কি সহজ কথা ?" বল্লেন ভক্ত বাবাকে।

"এ ত খুব সহজ বাবা, ছেলে মায়ের চরণ পাবে এ আর শক্ত কি ?"

"তাঁর কি দেখা পাওয়া যায় ?" "নিশ্চয় পাওয়া যায়, খুব সহজভাবেই পাওয়া যায়। খুব, হাত পা ছুঁড়ে কাঁদনা, বেটি নিশ্চয়ই দেখা দেবে, যা চাইবে তাই দেবে; আদর করবে, খেলবে, মারবে, খাওয়াবে; আর যখন শ্রান্ত হবে, তখন তার চিরশান্তিময় কোলে ঘুম পাড়াবে; তবে চাই শুদ্ধাভক্তি, বিশ্বাস ও নির্ভরতা।"

———

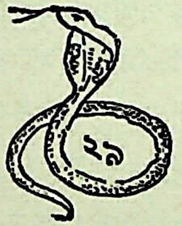

লাঠির খোঁজে বামদেব প্রায়ই যেতেন বিধুভূষণ পাল মহাশয়ের বাড়ী কুমারপাড়া, তারামায়ের মন্দিরের সন্নিকটে পূর্ব্বদিকে। পাল মহাশয় ছিলেন খুব অমায়িক ও ভদ্রলোক। আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসায় তাঁর বেশ সুনাম ছিল। তাঁর তিনটি পুত্র ৺হরিতারণ পাল, ৺ভবতারণ পাল, ও শ্রীবিপত্তারণ পাল। এঁদের ব্যবহার খুব সৌজন্যপূর্ণ ও উদার ভাব সম্পন্ন।

সাধকের কখন কি খেয়াল হয় বোঝা কঠিন, প্রায়ই বামদেব লাঠি আনতেন পাল মহাশয়ের বাড়ী হ'তে শ্মশানে। কেন এবং কি উদ্দেশ্য বলা কঠিন। বিধুবাবুও বামদেবের জন্যে ভাল লাঠি সংগ্রহ করে রাখতেন এবং বামদেব তাঁর গৃহে পদার্পণ করা মাত্রই লাঠি তাঁর হস্তে দিতেন ও মুড়ি-গুড় দিয়ে তাঁর সেবা ক'রতেন। বামদেব ব্যতীত বেদজ্ঞ মোক্ষদানন্দ, চক্রবর্ত্তীবাবা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাপিত গোঁসাই ইত্যাদি বহু মহাপুরুষ পদ-ধূলি দিয়েছেন ভক্ত পাল মহাশয়ের কুটীরে।

সন ১৩০৯ সাল, শ্রীক্ষেত্রে যাত্রা করবেন বলে পাল মহাশয় জিনিষপত্র গোছ-গাছ করে রেখেছেন। প্রভাতে বাষ্পীয়-যানে যাত্রা করতে হবে রামপুরহাট ষ্টেশন হ'তে। তারাপীঠ হ'তে রামপুরহাট ষ্টেশন গো-যানে যাত্রা করলে প্রায় চার ঘণ্টা সময় লাগে তাই তিনি মনস্থ করেছেন গভীর রাত্রে গো-যানে যাত্রা করবেন। রাত্র প্রায় ১২টা, পাল মহাশয় শ্মশানে এলেন ভৈরবের পদ-ধূলি ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করবার জন্যে। পদ-ধূলি পেলেন কিন্তু, আশীর্ব্বাদ পেলেন না, তার পরিবর্ত্তে ভৈরব বল্লেন, "ওরে বাবা, তোর যাওয়া হবে না।" ভৈরবের বাণী শুনে পাল মহাশয় বিনীত ভাবে জানালেন, "বাবা, সব বোঁচকা বুঁচকি বাঁধা হয়ে গেছে, আর খানিক পরেই যাত্রা ক'রবো।"

"বেশ বাবা, তা যাও বাবা, তারামা আমায় একথা বলতে বল্লে, তাই বল্লুম।" আর কোন কথা না ব'লে ভৈরব ভাবাবিষ্ট হয়ে চুপ করে বসে রইলেন। পাল মহাশয় বাড়ী ফিরে এসে যাত্রা করবার ব্যবস্থায় ব্যস্ত। গো-যান প্রস্তুত রয়েছে, শুধু উঠে বসলেই হয়; এমন সময় হঠাৎ পাল মহাশয়ের শরীর অসুস্থ হয়ে পড়লো, দারুণ কম্প দিয়ে পাল মহাশয়কে জ্বরে আক্রান্ত করলো, যাওয়া হল না। পৃথিবী রসাতলে যেতে পারে কিন্তু মহাপুরুষের বাণী কখন নড়-চড় হ'তে পারে না। এই ঘটনাটি বিধুভূষণ পাল মহাশয়ের পুত্রদের নিকট হতে সংগৃহীত হয়েছে।

এক জমিদার এসেছেন তারাপীঠে তারামাকে দর্শন করতে নূতন এসেছেন, বাবার সম্বন্ধে তিনি জানেন না কিছুই। দ্বারকা নদীর নির্ম্মল জলে স্নান সেরে নদীর জলে দাঁড়িয়েই তিনি জপ করছেন।

হঠাৎ একি, কোথা থেকে এক পাগল এসে তাঁর গায়ে জল ছিটিয়ে দিলেন। খিঁচিয়ে উঠলো জমিদার, তেড়ে মারেন আর কি।

খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলেন পাগল—"কেন বাবা, দোষ আমি করেছি কি? মায়ের নাম জপ করছো তাই কর না কেন—এর মধ্যে মুর কোম্পনীর জুতো কিনে লাভ কি? তাই একটু সাবধান করে দিলুম তোমায়—।"

বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে চেয়ে রইলেন জমিদার পাগলের দিকে। ওদিকে পাগল চকিতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তাড়াতাড়ি উঠে পড়লো জমিদার, এতো সামান্য পাগল নয়—এ যে মনের কথা জানতে পারে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জমিদার মন্দিরের পাণ্ডাদের জানালেন এই ঘটনা। তারা বল্লে, "এ নিশ্চয়ই ক্ষেপা বাবা, মার আদুরে ছেলে"। "সেকি, আপনি তাঁকে জানেন না ? তিনি যে মা'র সঙ্গে কথা কন, মার সঙ্গে খেলা করেন, উনি যে প্রেমের পাগল —উনি কি যে সে পাগল মশাই।"

খোঁজ, খোঁজ, চারিধারে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও বাবার সন্ধান পেলেন না। জমিদার হতাশ হয়ে কলকাতায় ফিরলেন।

কাঠ-ফাটা রোদ, একটা ভাঙ্গা ছাতি মাথায় দিয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে এসে শুয়ে পড়লেন বরিষার গুরু-মহাশয় মায়ের আঙ্গিনায়। একেই পথ শ্রান্ত, তার উপর কর্ণমূলের যন্ত্রণা। গ্রীষ্মের ছুটি উপলক্ষে পাঠশালাটি বন্ধ হয়েছে, বাড়ীতে থাকতে ভাল লাগলো না তাই ছুটে এসেছেন তারাপুরে বাবার সঙ্গলাভের জন্য। প্রখর রৌদ্রে মাঠ ঘাট তপ্ত হয়ে উঠেছে, গাছ পালা সব ঝল্‌সে যাচ্ছে, উত্তপ্ত বায়ুর স্পর্শে গা জ্বলে যাচ্ছে, সবাই ঘরে বিশ্রাম করছে, মন্দির জন-শূন্য, শুধু গুরুমহাশয় আঙ্গিনায় পড়ে ছট-ফট্ করছেন, যন্ত্রণায় তাঁর চোখে জল দেখা দিয়েছে।

নিঃশব্দে এসে বসলেন শ্রীভগবান ক্ষেপা বাবা ভক্তের পাশে। কোমল হস্তখানি বুলিয়ে দিলেন কর্ণমূলে ভক্তের যন্ত্রণা লাঘব করবার জন্যে। ধীর, স্থির, শান্তিময়, বিরাট পুরুষকে পাশে বসে সেবা করতে দেখে শশব্যস্ত হ'য়ে উঠে পড়লেন গুরু মহাশয়, নব চেতনার স্পন্দনে। শান্তিময়ের কোমল স্পর্শে যন্ত্রণার উপশম হল।

সশ্রদ্ধ প্রণাম করে তিনি বল্লেন, "বাড়ীতে চুপ করে বসে থাকতে ভাল লাগলো না, তাই এলুম একবার শ্রীচরণ দর্শন করতে।" "বিদ্যে শিখে তোরা শুধু টাকাই রোজগার করিস্ তাতে তোদের জড়-শক্তি বেড়েই যাচ্ছে চৈতন্য শক্তির বিকাশ হচ্ছে না। দেহ ঠিক না রাখলে কোন কাজ হয় না, শক্তিও বাড়ে না,"—বল্লেন বাবা ভক্তকে।

"তা ঠিক কিন্তু, দেহটাই ত প্রধান নয়, ওটা ক্ষণ ভঙ্গুর" বাবাকে উত্তর দিলেন গুরুমহাশয়।

"ওরে শাল, তুই হেলে ধরতে পারিস্ না, কেউটে ধরতে চাস্। দেখ বাবা, যারা সম-ভাবাপন্ন, যোগবলে দেহ থেকে আত্মাকে মুক্ত করতে পারে, তাদের ওকথা সাজে। দেহ হল মনের আধার, তা যদি খারাপ হয় তবে মনও খারাপ হবে, আগে দেহ তারপর ধর্ম্ম,"—বল্লেন বাবা।

ভক্ত—দেহের সঙ্গে প্রাণের কি সম্পর্ক ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাবা—খুব নিকট সম্পর্ক। সত্যযুগে মজ্জাগত, ত্রেতায় অস্থিগত, দ্বাপরে রুধিরাগত আর কলিযুগে অন্নাগত প্রাণ হয়েছে বাবা।

ভক্ত—তন্ত্র আগে না বেদ আগে ?

বাবা—বেদের কর্ম্মকাণ্ডই হল তন্ত্র। যিনি ব্রহ্মা, তিনি বিষ্ণু, তিনিই মহেশ্বর।

ভক্ত—অনেক দেব দেবী নিয়ে বড় গোলমাল হয়ে যায় ?

বাবা—বৈদিক যুগ হতে আধুনিক চৈতন্যবাদ পর্য্যন্ত দেববাদ—ব্রহ্মবাদ—ঈশ্বরবাদ—অবতারবাদ যা কিছু সনাতন ধর্ম্মে আছে, সবই ঐশীশক্তির বিভিন্ন প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। প্রাচীন ঋষিরা ইন্দ্র, অগ্নি, বিষ্ণু, বরুণ ইত্যাদি দেবগণের নিকট বেদ-মন্ত্রে যাগ যজ্ঞ করে প্রার্থনা জানাতেন। এই ধর্ম্ম হল কর্ম্ম-প্রধান, একেই দেববাদ বলে। যুগ পরিবর্ত্তনে ঐ একই ঐশী শক্তির বিভিন্ন বিকাশ এক-তত্ত্বে প্রাধান্য লাভ করলো। ঐ থেকে জ্ঞানমূলক ব্রহ্মবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হল।

ভক্ত—শ্রুতিতে কিন্তু নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মের কথা বলে।

বাবা—আমি অত শ্রুতি স্মৃতি জানি না বাবা, শুধু তারামাকে জানি। নির্গুণ ব্রহ্মে ভক্তির স্থান নেই। সগুণ ব্রহ্মে ভক্তির স্থান আছে বলে পর যুগে ভক্তিবাদ প্রতিষ্ঠিত হল। অব্যক্ত নির্গুণের জায়গায় যখন ব্যক্ত সগুণের উপাসনা চলতে লাগলো তখন বৈদিক দেবগণ পর-ব্রহ্মের জায়গায় অধিষ্ঠিত হলেন।

ভক্ত—পুরাণের উৎপত্তি কি ক'রে হল ?

বাবা—দেবতা অনেক, তাই পর-ব্রহ্মের স্থান নিয়ে ঐ যুগে ঋষিদের মধ্যে পরস্পর মতভেদ হয়ে নানা রকম পুরাণ, উপ পুরাণের উৎপত্তি হল। পুরাণের যুগ হতে বৈষ্ণব—শৈব—শাক্ত—গাণপত্য এই সব ধর্ম্ম-সম্প্রদায় গ'ড়ে উঠলো।

ভক্ত—বৈদিক দেবগণের মধ্যে কাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে ?

বাবা—ইন্দ্রেরই প্রাধান্য ছিল, তবে বিষ্ণুকেও ইন্দ্রের যোগ্য সখা বলে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। যুগ পরিবর্ত্তনে ইন্দ্রের প্রাধান্য খর্ব্ব হয়ে বিষ্ণুই পর-তত্ত্ব বলে পূজিত হন।

ভক্ত—ইন্দ্র আর বিষ্ণু কার দেবতা ?

বাবা—ইন্দ্র ছিলেন বৃষ্টির দেবতা আর বিষ্ণু হলেন সর্ব্বব্যাপীদেবতা। ব্রহ্মের লক্ষণ সর্ব্বব্যাপী বলে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু একই তত্ত্ব, তাই বিষ্ণু পর-তত্ত্ব।

ভক্ত—শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণু ত ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাবা—পুরাণে অনেক জায়গায় বিষ্ণু ও শ্রীকৃষ্ণকে পৃথক করা হয়েছে ; শ্রীকৃষ্ণকে বৈষ্ণবরা ত্র্যধীশ বলে বাবা।

ভক্ত—ত্র্যধীশ বলা হয় কেন ?

বাবা—তার মানে আর কিছু নয় বাবা ; ব্রহ্মা-বিষ্ণু মহেশ্বর এই তিনটি দেবতার অধীশ্বর হলেন শ্রীকৃষ্ণ। মূলে সবই এক বাবা, শুধু ভেদ বুদ্ধির জন্যে মেলাই পথ, আর মেলাই মত। দেবতার মধ্যে ছোট বড় কেউ নেই, আমি ওসব কিছুই বুঝি না ; ওসব কেউটে সাপ, ছোট কামড়ালেও যা আর বড় কামড়ালেও তা। সন্ধ্যা আগত প্রায় দেখে বাবা "শ্রীদুর্গা—শ্রীদুর্গা" বলে উঠে পড়লেন।

"ইচ্ছাদ্বেষ প্রযত্ন সুখ দুঃখ জ্ঞানান্যাত্মনো লিঙ্গম" ।—ন্যায়দর্শন

চিত্তকে একাগ্র করতে পারলে ইচ্ছাশক্তির সাধনা বলে জগতে অসম্ভবও সম্ভব হয়ে থাকে।

———

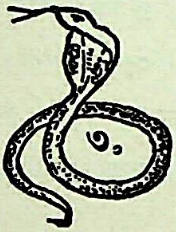

আজ শারদীয়া মহাষ্টমী—মহা ধুম ধামে তারামায়ের পূজা হচ্ছে। ভুপতি পাণ্ডা বাবার জন্যে প্রসাদ নিয়ে এলেন, ইচ্ছা নিজে বসে খাওয়াবেন। কুকুরগুলি বাবাকে জ্বালাতন করে, খেতে দেয় না। বাবাও তেমনি, কুকুরদের সঙ্গে না খেলে খাওয়াও হয় না। কত সাধু দেখেছেন ভুপতি পাণ্ডা কিন্তু এমন সাধু তিনি ভূ-ভারতে কখনো দেখেন নি।

লাঠি নিয়ে বসলেন পাণ্ডা ঠাকুর, বাবার কাছে যাতে কুকুরগুলো জ্বালাতন না করে। কিন্তু বাবা কি খেতে পারেন, একটু করে খান আর কুকুরদের দিকে করুণ নয়নে চেয়ে দেখেন—কুকুরগুলোও সামনের পা চাটছে আর মুখ চোকাচ্ছে খেতে পাচ্ছে না বলে।

বাবা পড়লেন মহা মুস্কিলে। ভুপতি পাণ্ডাকে অন্যমনস্ক করবার জন্যে বাবা গল্প আরম্ভ করলেন। এ কথা, সে কথা বলে, বল্লেন বাবা "আমার ভুপু কাকার মত এত ভাল লোক আর দুটি দেখিনি।" নিজের প্রশংসায় ভপতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাণ্ডা যেই একটু অন্যমনস্ক হয়েছেন, অমনি বাবা নিকটে উপবিষ্ট কালু কুকুরের মুখে একখণ্ড মাংস গুঁজে দিলেন।

কালুকে মাংস খেতে দেখে ভুপতি পাণ্ডা হৈ হৈ করে লাঠি নিয়ে তেড়ে গিয়ে বাবার চোখের সামনে আচ্ছা করে দু ঘা দিয়ে দিলেন। নিরীহ কুকুর মার খেয়ে মাটিতে আছাড় পিছাড় খেতে লাগলো।

বাবা রাগ করে খাওয়া বন্ধ করলেন, আর বল্লেন "বন্ধ্যা কি জানিবে বল প্রসব বেদনা।"

ভুপতি পাণ্ডা অপুত্রক ছিলেন, তাই বাবা এই কথা বল্লেন। ভুপতি পাণ্ডা বাবার রাগ দেখে আর আহারের জন্য অনুরোধ করতে সাহসী হলেন না, তিনি প্রস্থান করলেন।

নগেন্দ্র পাণ্ডা এই খবর পেয়ে পুনরায় বাবার জন্যে প্রসাদ নিয়ে এলেন, কুকুরগুলোকে আলাদা খেতে দিলেন এবং বাবাকে সেবার জন্যে অনুরোধ করলেন।

কুকুরগুলোকে পরম পরিতোষে আহার করতে দেখে বাবা পুনরায় প্রসাদ গ্রহণ করলেন। "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি"—শ্রুতি

অহিংসা শুধু প্রাণী পীড়ন বর্জ্জন করলেই হয় না প্রাণীদের প্রতি মৈত্রী ও সদ্ভাব পোষণ করা আবশ্যক।

বাহ্যবিষয়ক স্বার্থপরতা সর্ব্বদা ত্যাগ না ক'রলে অহিংস আচরণ সম্ভব হয় না।

বাবার সেবা হ'লে পাণ্ডা ঠাকুর মন্দিরে গেলেন। উগ্র তপস্বী ক্ষেপা বাবা শিমুল তলায় আসন করে বসলেন, কাছে রইল কালু, ভুলু, শ্বেতফুলি প্রভৃতি কুকুরগুলো।

মাঠ ঘাট ভেঙ্গে এক পা ধুলো নিয়ে এসে উপস্থিত হল এক বৈষ্ণব ভক্ত এবং বাবাকে একাকী দেখে প্রণাম করে কিছু অমৃতময় উপদেশ লাভ করবার জন্যে এক পাশে বসলো। ভক্তটিকে দেখে বাবা আনন্দ সহকারে বল্লেন, "এস বাবা।"

একটু বিশ্রাম করে ভক্তটি জিজ্ঞাসা করলেন, "তন্ত্র সাধনা বাহ্যিক ত ?"

বাবা—তন্ত্রের সাধনায় আন্তরিক কিছুই নেই সব বাহ্যিক। তবে নিয়ম মত বাহ্যিক অভ্যাস করলে আন্তরিক আপনি আসে।

ভক্ত—তান্ত্রিকদের যে পঞ্চ "ম" কার সাধনা (মদ্য, মাংস মৎস্য, মৈথুন ও মুদ্রা) তা ত সাধারণ লোকে ঘৃণা করে ?

বাবা—এই সাধনায় যাকে সবাই ঘৃণা করে তারামা তাকে কোলে তুলে নেয়। কর্ম্মকে কেউ ঘৃণা করে না বাবা, কর্ম্মের অপব্যবহারকে লোকে ঘৃণা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে। যে সাধনার দ্বারাই মাকে ডাকো তাতে লোকে ঘৃণা করে না, কর্ম্মের অপব্যবহার হলেই সকলে ঘৃণা করবে, এটা প্রকৃতির নিয়ম "মার" দিকে লক্ষ্য না রেখে শুধু পঞ্চ মকারের দিকে লক্ষ্য রাখলে কি সাধন ভজন হয়? শুধু প্রবৃত্তিকেই বাড়িয়ে যাওয়া হয়।

"ন মাংস ভক্ষণে দোষো ন চ মৈথুনে
প্রবৃত্তি রেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফল।"—তন্ত্রসার।

মাংস ভক্ষণ, মদ্যপান বা সহবাসে দোষ নেই। মানুষের এটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। প্রবৃত্তি হতে নিবৃত্তি এলে মহা ফল পাওয়া যায় অর্থাৎ জীব দুঃখময় সংসার হতে মুক্তি পায়।

ভক্ত—তন্ত্র কোন্ যুগে ছিল?

বাবা—সব যুগেই ছিল আর সব যুগেই থাকবে বাবা। তন্ত্র হলেন মা, আর গীতা হলেন বাবা। তন্ত্রশাস্ত্র গীতার মত অপৌরুষেয়—ভগবান মুখ-নিঃসৃত বেদের বাণী বাবা। বশিষ্ঠ, দুর্ব্বাসা রাজা, সুরথ, অবতার পরশুরাম, অবতার রামচন্দ্র সবাই তন্ত্রকে মেনে গেছেন।

ভক্ত—তন্ত্রের সাধনা ছাড়া অন্য সাধনাও ত আছে, তাতে কি কলির জীব উদ্ধার পায় না?

বাবা—কলির জীব অল্পায়ু, তাদের অন্নগত-প্রাণ ভোগা-ভোগ শেষ করে কখন সময় পাবে যে যোগা-যোগ করে নিবৃত্তির পথে আস্‌বে? কলির জীব অল্পায়ু বলে জীবের দুঃখে কাতর হয়ে জোটে ব্যাটা (মহাদেব) তন্ত্রকে প্রবল করেছেন। দেখ বাবা সাধনার দু'টি—পথ—প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তি। প্রবৃত্তি ভোগ আর নিবৃত্তি যোগ। যারা নিবৃত্তি নিয়ে জন্মেছে, তারা জন্ম-জন্মান্তর হতে ভোগ বাসনা চরিতার্থ করে এসেছেন। যারা জোর করে নিবৃত্তি আনে তাদের পতন হয়। কর্ম্ম ও ভোগ শেষ হয় না বলে নিবৃত্তি আসে না। তন্ত্র সাধনার সহজ উপায় হ'ল ভোগ যোগ এক সঙ্গে করা।

ভক্ত—অঘোরীদের কি সাধনা?

বাবা—অঘোরীদের একটা অবস্থা আছে, সাধারণ লোকের কাছে মৃত অবস্থা—কিন্তু সেটা ব্রহ্ম-জ্ঞানের অবস্থা। এ অবস্থায় সাধকের আমিত্ব থাকে না, আমি সেই নিরাকার ব্রহ্মের সাথে মিশে গিয়ে এক হয়ে 'তুমিই সব' জ্ঞান এসে যায়। ওকে তত্ত্বমসি জ্ঞান বলে। বেটীর যে কি ইচ্ছা, কখন কাকে কোন পথে নিয়ে যায়, সেই জানে।

ভক্ত—অঘোরীপন্থী ত বেশী দেখা যায় না?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাবা—খুবই কম আছে। এ ছাড়া ওরা লোকালয়ে বেশী আসে না। ওরা চতুর্থ আশ্রমী।

ভক্ত—চতুর্থ আশ্রম কি ?

বাবা—ওরা কোন আশ্রমে প্রবেশ করেনা, বেশীর ভাগ বনে জঙ্গলেই বাস করে—ওরা বসন-ভূষণ-হীন দিগম্বর, দিবা রাত্র আসব-সিদ্ধ মত্ত-পানে ব্যস্ত। ধর্ম্ম অন্তরের জিনিষ বাবা, বেশী বাড়াবাড়ি করলেই পণ্ড হয়ে যায়।

ভক্ত—এখানে বৈষ্ণবরাও সাধন ভজন করতে পারে ত ?

বাবা—নিশ্চয়ই পারে বাবা, তারামা'র কাছে ভেদাভেদ নেই—সবাই সমান। ব্রহ্ম এক, তাঁর শক্তি অসীম। আধার অনুযায়ী বিভিন্ন রূপে, বিভিন্ন ভাবে প্রকাশমান হয়। মূলে কিন্তু একই।

ভক্ত—সাধনার পথ তো অনেক কিন্তু সরল কোন্‌টি ?

বাবা—সাধনা তিন রকম—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। তামসিক সাধক বাহ্যিক পূজা ও বলিদান দেয়। যারা ভোগ শেষ করে ত্যাগের পথে এগিয়েছে, তারা সাত্ত্বিক। রাজসিক শাক্তদের সাধনা। প্রবৃত্তি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, সাত্ত্বিক ভাব এলেই হয়, এই অবস্থা হল রাজসিক। এর ফল কৈলাসে বাস, পতনের আর ভয় থাকে না।

ভক্ত—তান্ত্রিক আর বৈষ্ণব সাধকদের পতন হয় কেন ?

বাবা—কারণ আর কিছুই নয় বাবা। যারা ভোগে মজে গিয়ে আসল বস্তুকে ভুলে যায়, তাদের পতন হয়। সবই তারামা'র ইচ্ছা, জন্ম-জন্মান্তরের কর্ম্মফল বাবা।

ভক্ত -দীক্ষায় মানুষকে গুরু করতে হয় কেন ?

বাবা—গুরু না হলে মানুষকে পথ দেখাবে কে বাবা ? কে শক্তি দিয়ে মানুষকে অমৃতের পথে নিয়ে যাবে ? "মা-ই" গুরুরূপে আসেন। গুরু, মন্ত্র ও ভগবানে ভেদ দেখ্‌তে নেই। যাই কর বাবা, এই কলিযুগে শক্তি-সাধনা আর হরিনাম ছাড়া জীবের অন্য কোন গতি নেই।

"হরের্নাম, হরের্নাম, হরের্নামৈব কেবলম্।"

অন্তরে গাও জোর করে

কালীতারা—কালীতারা

রাধে কৃষ্ণ হরে বলে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবন্মুক্ত হবে কায়া
যাবে ঘুচে মোহ মায়া
দুখ শোক থাকবে নারে
নামের জোরে যাবে চলে ॥
দিবা-নিশি বল্‌না কালী
কলির মোক্ষ কৃষ্ণ বুলি
হরে-হর রাধে হরি
সীতা-রামে রাখ্‌না মূলে।
যাগ-যজ্ঞ জপের মালা
তন্ত্র বেদের কর্ম্ম মেলা
এ দাস বলে নাইকো জ্বালা
নামের জোরে যাবো চলে ॥

ভক্ত—মোক্ষ কোন সাধনায় পাওয়া যায় ?

বাবা—তারামা'র কৃপা হলেই হয়। তবে শাস্ত্রে বলে, "যম-নিয়ম আসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধ্যান-ধারণা ও সমাধি-যোগের এই অষ্ট অঙ্গের সাধন ফল মোক্ষ।"

ভক্ত—সন্ন্যাসী কাকে বলা হয় ?

বাবা—সর্ব্বত্যাগী যে সেই সন্ন্যাসী। সন্ন্যাস আবার চার রকম :—জ্ঞান সন্ন্যাস, বৈরাগ্য সন্ন্যাস, কর্ম্ম সন্ন্যাস ও জ্ঞান-বৈরাগ্য সন্ন্যাস। যিনি সর্ব্বত্যাগী, শীতোষ্ণ, সুখ-দুঃখ সমভাবাপন্ন, নির্ভীক ও আত্ম-প্রতিষ্ঠিত, তিনিই জ্ঞান-সন্ন্যাসী। সত্যবাদী, নির্ব্বিবাদী ও পরিগ্রহশূন্য হয়ে যিনি নিত্য বেদ অভ্যাস করেন তিনি জ্ঞান-বৈরাগ্য সন্ন্যাসী। অগ্নি, হোম ত্যাগ করে যিনি সমস্তই ব্রহ্মে অর্পণ করেন, সর্ব্বদা মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তিনি কর্ম্ম সন্ন্যাসী। জ্ঞান-সন্ন্যাসীই শ্রেষ্ঠ, তাঁর কর্ম্ম নেই, বাহ্য বেশ-ভূষাও নেই। সন্ন্যাসীর আবার ছয়টি পংক্তি :—কুটীচক্—বহূদক্—হংস—পরমহংস—তূরীয়াতীত—অবধূত।

কুটীচক্ প্রথম অবস্থা, শিখা-সূত্র ধারণ, গৃহেবাস, পিতা-মাতার সেবা ইত্যাদি। শিখা-সূত্রধারী, গৃহেবাস, মধ্যে মধ্যে তীর্থে ভ্রমণ বহূদক্। বহূদক অবস্থায় মায়া ক্ষীণ হয়ে এলে হংস, আরও উন্নত হলে পরম হংস, তখন শিখা-সূত্র ও দেবার্চ্চন, গৃহকর্ম্ম ত্যাগ। তূরীয়াতীত দিগম্বর, সর্ব্বত্যাগী, দেহমাত্রাবশিষ্ট। অবধূত চরম সন্ন্যাসী, তিনি বিধির কিঙ্কর নন। এবার বিদেয় হও বাবা, আর আমার ভাল লাগছে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্ত বাবাকে সশ্রদ্ধ প্রণাম করে ঘরে ফিরে গেল।

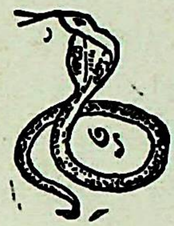

কত লীলা, কত খেলা, কত বিভূতি নিঃসাড়ে হয়ে যায় লোক-চক্ষুর অন্তরালে নির্জ্জন, নিস্তব্ধ শ্মশান-মশানে, যেখানে থাকে বিভিন্ন প্রকৃতির সাধু-অসাধু, সতী-অসতীর শেষ নিঃশ্বাস জাগরূক হয়ে চির শান্তিময়ীর কোলে। মায়ের এই পবিত্র লীলাভূমি সাধুর সাধন পীঠ, অসাধুর নরক, ডাকিনী, প্রেতিনীর বীভৎস তাণ্ডবলীলার নৃত্যমণ্ডপ এবং অসতীর নারকীয় ক্ষেত্র।

"কে মা এলি?" এই কথা বলে বাবা বারাঙ্গনার স্তন পান করতে লাগলেন। হাতের চাপে আর টানের জোরে স্তন দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল। "উঃ! গেলুম-গেলুম, কে কোথায় আছ রক্ষে কর" বলে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলো বারাঙ্গনা। ক্ষেপা ছাড়বার পাত্র নন, আরও জোরে টান দিলেন এ যেন পুতনা বধ হচ্ছে। অবলা নারীর করুণ কান্নার শব্দ শুনে ছুটে এল ভক্তরা শ্মশানে বিপদগ্রস্তাকে উদ্ধার করবার জন্যে। কিন্তু এই নিশীথে ভীতিসঙ্কুল নির্জ্জন শ্মশানে নিষ্কাম ব্রহ্মচারীর পাশে অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় নারীকে দেখে তারা বিস্মিত হ'ল। কেনই বা তার এ দুঃসাহস হ'ল? কার প্ররোচনায় এই কঠোর তপস্বীকে ভ্রষ্ট করবার প্রয়াস সে পেল?

এ বারাঙ্গনা সর্ব্বজন বিদিতা তারাসুন্দরী, অতীব ভয়ঙ্করী, অর্থের লালসায় এই অসাধ্য সাধনে প্রয়াস পেয়েছে। কাতরতা দেখে নিষ্কাম ব্রহ্মচারী স্তন ত্যাগ করে বল্লেন, "যা মা, সন্তানের সঙ্গে এ রকম ছলনা আর কখন করিস নি। আমি যে তোরই সন্তান, তুই যে আমার মা।"

ছলনাময়ী বারাঙ্গনা অধোবদনে যন্ত্রণায় ছট-ফট্ করতে করতে স্থান ত্যাগ করলো।

ওগো! প্রকৃতি সম্ভূতা নারী, তুমি অবলা সরলা আবার অতীব কুটিলা। কোথায় তোমার সেই চিরন্তন আদর্শ, সেই সতীত্বের রুদ্রতেজ—যে তেজে পিতৃমুখে পতিনিন্দা শুনে সতী করেছিলেন দেহত্যাগ আর পণ্ড হয়েছিল দক্ষ যজ্ঞ; যে তেজে সাবিত্রী সতী কালের নিয়মকে লঙ্ঘন করে মৃত পতির জীবন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দান করতে বাধ্য করেছিলেন যম রাজকে; যে তেজে মেদিনী বিভক্ত করে অভিমানিনী সীতাদেবী পাতালে প্রবেশ করেছিলেন, হায় কোথায় গেল সেই হিন্দু-নারীর সতীত্ববহ্নি। মা কোথায় তোমার সেই আরক্তিম সিন্দুর বিন্দু যার পবিত্র জ্যোতিঃতে চন্দ্র-সূর্য্যও ম্লান হত? তোমার পবিত্র সতীত্ব ধর্ম্ম এ বিশ্বের শ্রেষ্ঠতত্ত্ব, আদি তত্ত্বে তার স্থান। ধর্ম্মের মর্ম্ম তোমাতেই যে নিহিত মা! পাহাড়-পর্ব্বত, বন উপবন. শ্মশান-মশান, সাধনে ভজনে, মন্দিরে-গহ্বরে ধর্ম্ম নেই, আছে প্রতি গৃহে গৃহে হিন্দু নারীর হৃদয় কন্দরে, সতীত্ব আধারে। তুমি নারায়ণী ভক্তি-মুক্তি-প্রদায়িনী, তুমি কলাকাষ্ঠা, কালরূপে অবস্থিতা। তুমি শান্তিময়ী, প্রেমময়ী, স্নেহবাৎসল্যে করুণাময়ী। ত্রি-গুণ তোমায় আশ্রয় করে আছে, তাই তুমি ত্রি-গুণময়ী। কিন্তু আজ তোমার এ কি রূপ দেখছি মা— —কোন্ পথে পা বাড়িয়েছ তুমি—ভাবলেও যে গায়ে শিহরণ জাগে—ওগো মোক্ষ-দায়িনী সতী নারী তুমি জাগ মা—তুমি না জাগলে সন্তান যে ঘুমিয়ে পড়ে —তুমি জাগ মা—অভয়া তুমি অভয় দাও মা। তুমি যে আদ্যাশক্তির অংশ, ভক্তি-মুক্তি ধর্ম্মার্থকাম-প্রদায়িনী-মোক্ষদায়িনী নারায়ণী। তোমার ঔদার্য্যে, স্নেহ-বাৎসল্যে, মমতা, মধুরতায় প্রতি গৃহ উজ্জ্বল হোক্। তোমার ঐ পবিত্র সিন্দুর বিন্দু নিত্য সমুজ্জ্বল দীপ্তিময় থাকুক। তোমার মর্য্যাদা, তোমার গৌরব চির-স্মরণীয়, চির বাঞ্ছিত হোক্।

দুষ্ট নীলমাধবের প্ররোচনায় বারাঙ্গনা বেশ শাস্তি ভোগ করলো, শুধু যে শাস্তি ভোগ করলো তা নয়; লজ্জাহীনা কুলটা নারীর লজ্জা ফিরে এল, মনে এল অনুশোচনা ও বৈরাগ্য। নিষ্কাম সাধকের স্পর্শে এসে কুলটার মাতৃত্ব জেগে উঠলো, নারকীয় পথ ত্যাগ করে ত্যাগের পথে সে এগিয়ে গেল।

কপঠ নীলমাধব আগুনকে পরীক্ষা করতে গিয়ে নিজেই অগ্নিদগ্ধ হ'ল। নাটোর সরকারের নায়েবী চাকুরীতে তঞ্চকতা করে সে যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করতো, কিন্তু শেষে ধরা পড়ে তার চাকুরী গেল এবং কারাবাস হল। ক্ষেপা বাবার দুর্নাম রটাতে গিয়ে সে যথেষ্ট শাস্তি পেল, সর্ব্বস্ব হারাল। তার শেষ অবস্থা অতি শোচনীয় হয়েছিল, আশ্রয়হীন অবস্থায় রোগে-শোকে সে জর্জ্জরিত হয়ে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হল।

এই বারাঙ্গনার নাম তারাসুন্দরী, রূপেও সে সুন্দরী ছিল। শেষ অবস্থায় সে "তারা" নামে মন-প্রাণ উৎসর্গ করে।

প্রসঙ্গক্রমে এই স্থানে উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করছি যে এইরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একজন নিষ্কাম বালব্রহ্মচারীকেও কোন পুস্তকে ভৈরবী নিয়ে সিদ্ধ বলে প্রকাশ করা হয়েছে। ঐ পুস্তকে ৺নগেন্দ্রনাথ পাণ্ডার নাম উল্লেখ আছে। তিনি সর্ব্বদাই ক্ষেপা বাবার সঙ্গে থাকতেন এবং ক্ষেপা বাবার জীবনী যা লিপিবদ্ধ করেছেন, তাতে ক্ষেপা বাবার নির্ম্মল চরিত্রের উপর কোথাও এতটুকু কলঙ্কের দাগ দেন নি। তাঁর অপ্রকাশিত পুস্তকে ক্ষেপা বাবা ভৈরবী গ্রহণ করেছিলেন একথা কোথাও লিপিবদ্ধ নেই তবে এই কথা লেখা আছে, ক্ষেপা বাবা তারা দেবীকে উদ্দেশ্য করে প্রায় বলতেন, "তারামা আমার আশ্চর্য্য ভৈরবী।"

প্রবীণ লোক যাঁরা ক্ষেপা বাবার সঙ্গ-লাভে নিজেদের ভাগ্যবান বলে মনে করেন, তাঁরা এবং যে সমস্ত দীক্ষিত শিষ্য এখনও জীবিত আছেন, তাঁরা এই কথা শুনে খুবই মর্ম্মাহত হয়েছেন। এছাড়া ক্ষেপা বাবার জীবনী যে সব পুস্তকে প্রকাশিত হয়েছে, তাতে ভৈরবীর কথা কোথাও উল্লেখ নেই। যেমন বামলীলা, বামাক্ষ্যাপা, বাংলার ধর্ম্মগুরু, সচিত্র নবযুগের কর্ম্মবীর, তারাপীঠ মাহাত্ম্য ও তারা নামীয় পুস্তক। প্রথমতঃ যাঁরা ক্ষেপা বাবার সঙ্গে সর্ব্বদা থাকতেন এবং যাঁরা এখনও জীবিত আছেন, তাঁরা বলেন, "ক্ষেপা বাবার পুরুষাঙ্গ ঠিক একটি শিশুর পুরুষাঙ্গের মত ক্ষুদ্র ছিল।" তাঁরা আরও বলেন, "পুরুষাঙ্গ ছিল না বল্‌লেই হয়।" ক্ষেপা বাবা সর্ব্বদাই দিগম্বর থাকতেন। ভালভাবে অনুসন্ধান না করে নিষ্কাম বাল-ব্রহ্মচারীর নির্ম্মল চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করা উচিত নয়, তাতে ভক্তজনের অন্তরে আঘাত দেওয়া হয়। তিনি যে কলির ভীষ্মদেব ছিলেন সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ ও সর্ব্বজনবিদিত। শ্রীশ্রীঠাকুর হরনাথের কয়েকখানি প্রকাশিত পত্র এই স্থানে উল্লেখ করা হল।

পাগল হরনাথ—পৃঃ ১৩৭, শ্রীশ্রীহরনাথের অপূর্ব্ব পত্রাবলী—৮২শ পত্র স্নেহের বাবা, (ব্রহ্মচারী বামাচরণ চট্টোপাধ্যায়)—পুরী।

আমার শরীর নিতান্ত জীর্ণ হইয়েছিল, প্রায় যায় যায় হয়েছিল তবে আজকাল জানি না প্রভুর কি কর্ম্ম করিবার জন্য থাকে থাকে মনে হইতেছে, তাঁর ইচ্ছা তিনিই জানেন। দুর্ব্বলতা এখনও খুব বেশী। বাবা, আমার জন্য কোন রকম চিন্তা করিবেন না, দয়াময় দয়া করে যখন যেমন রাখবেন তাতেই সন্তুষ্ট থাকবো। তাঁর হুকুমে আসিয়াছি, তাঁর হুকুমেই যাইব, তবে আর চিন্তা কেন? আসা যাওয়ার হুকুম যাঁর, বন্দোবস্তও তাঁর, আমার ভাবিবার কোন কথা নাই। এখানে এনেছেন, সময়ে খেতে দিতেছেন, আবার যেখানে নিয়ে যাবেন, খেতে দিবেন, পথের খরচ দিবেন, তাই বলি বাবা কোন চিন্তা করিবেন না। প্রভু দয়া করিলে অবশ্যই দেখা করিব। বাবা, প্রভুকে যেন কখন না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভুলি এই করিবেন। তিনি বই আর আমাদের কেহই নাই তাঁকে মনে রেখে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করাও পূর্ণানন্দ, এতে কোন সন্দেহ নেই।

আপনার স্নেহের—হর।

পৃঃ ১৩৮ :— ৮৩শ পত্র

প্রেমময় বাবা আমার (ব্রহ্মচারী বামাচরণ চট্টোপাধ্যায়)

আপনার পত্র দুখানি কাশ্মীরে পৌছিয়াই পাই। আপনার কন্যা স্বরূপা ভাইঝিটি বড়ই উন্নত। বাবা, তাকে আর বিধির মধ্যে রাখিয়া আসা যাওয়া চক্রে ফিরাইবেন না, উল্টা পেঁচ মধুর কৃষ্ণ-মন্ত্রে তাকে জনমের মত শান্তি দান করিবেন। আহা, বড়ই উন্নত, বড়ই সরলা। বাবা সুফল ফলিবে, তবে অন্যের উপর বিশ্বাস করে ছাড়িয়া দিলে বোধ হয় ফসল তেমন সুন্দর হবে না, চাষ নিজেই করিতে হইবে, আমার এই অভিপ্রায় নিবেদন করিলাম। আপনার দিকে ক্রমেই এত জোরে আকৃষ্ট হইতেছি যে, টানের বিপরীত দিকে থাকা এর পর বড়ই কষ্টকর মনে হইতেছে, আর না দেখে থাকিতে পারিতেছি না। একেই দুঃসহ টান, তার উপর আবার আমার ক্ষেপী টানের সহায় হয়ে আরও অস্থির করেছে। তাঁর বড় ইচ্ছা একবার আপনাদের দর্শন জন্য শিমলা শৈলে যান। তারা ইচ্ছাময়ী. অবশ্যই এর পর আমাকেও যেতে হবে, তবে সে শুভদিনের আর কত বাকি আছে তা সেই ইচ্ছাময়ই জানেন। যাই হোক বাবা, যেখানেই থাকি যেন স্নেহ ও দয়া না হারাই। ইচ্ছা, একবার বর্ম্মা ও কাছাড় বেড়াইয়া আসিব, তখন বাবা আপনাকেও যাইতে হইবে। আসামের অনেকেই বড় ব্যস্ত হয়েছেন তাঁরা বড়ই sincere ও মহা-ভক্ত তা না হলে কি গৌরাঙ্গ স্বয়ং ঐ দেশের ভার লইতেন? বাবা, কবে আমরা গৌরের দেশে যাইয়া পবিত্র হইব? ঐ প্রদেশে হবিগঞ্জ হইতে "প্রজাশক্তি" বলে একখানি কাগজে আপনাদের কেতাবের বড়ই চর্চ্চা করিতেছে, তাঁরা দয়া করে এই মাস হতে আমাকে পাঠাইতেছেন। বাবা, আপনি যখন পুস্তকের উপর এরকম নজর রাখিয়াছেন তখন এটি যে জগতের আদরের হবে তাতে সন্দেহ নাই। এই কেতাব হতে একটি বৃহৎ charity চলিতেছে যাহাতে প্রত্যহ শতাধিক লোক খাইতেছে, কোন কোন সাধু পথ খরচও পাইতেছেন। দেখিয়া মনে হয় দয়াময় কৃষ্ণ তুমি শূন্য হতে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছ। বাবা, আপনার জোরেই দরিদ্র যাত্রীগণের জন্য পুরীক্ষেত্রে একটি আশ্রম নিশ্চয়ই হবে তাতে আর কোন সন্দেহ নাই। আপনারা মহা-পুরুষ, আপনাদের ইচ্ছা কখনই অপূর্ণ থাকে না।

আপনাদের—হর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৃঃ ১৪০ :— ৮৪শ পত্র।

স্নেহের বাবা (ব্রহ্মচারী বামাচরণ চট্টোপাধ্যায়)

এ জগতে জীব মাত্রেরই একটি মা একটি বাপ তাতেই তাদের কোন অভাব থাকে না, কোন রকম আদর যত্নের ত্রুটি হয় না ; আমার কি সৌভাগ্য বিধির বিধান উল্টাইয়া দিয়াছি, এজগতে অনন্ত মা বাপের স্নেহে প্রতিপালিত হইতেছি, আমার মত সৌভাগ্য কার হতে পারে ? মা বাপ নামের জন্য নয়, কেশাগ্র হতে নখাগ্র পর্যন্ত কেবলই স্নেহ কেবলই ভালবাসা, তাহা আমার মত সৌভাগ্যবান সবাই কেন হোক্ না তা হলে এই মর-জগতই গোলক হয়ে উঠে। গোলকের এই ভাল, সেখানে কেবল স্নেহ, কেবলই ভালবাসা। বাবা একবার এই জগৎকে সেই পূর্ণানন্দ ধাম করে তুলুন, সবাই কেবল ভালবাসা শিক্ষা ক'রে তাঁরই লেনা দেনা করুক, শোক-তাপ এখান হতে একেবারে নির্ব্বাসিত হোক্। কেন তা হয় না বাবা ? বোধ হয় প্রভু পৃথক পৃথক ভাবে সকলকে রাখিয়া যোগ-বিয়োগ, মিল-অমিল দেখিয়া মজা লুটিতে চান। একরঙ্গী অপেক্ষা রং বেরং যা দেখিতে মোহন বলিয়াই প্রভু সাজাইয়া রাখিয়াছেন। পাছে নকলের ভিতর পড়িয়া আসল ভুলে যায় সেই ভয়েই নিজে অন্তরঙ্গ জন আপনাদিগকে আদর্শ করিয়া এখানে পাঠাইয়া দেন, তাঁদিগকে আমরা নেতা বলিয়া স্বীকার করি। বাবা আপনারা এই মর জগতে আসিয়া যদিও আমাদের ভুল ভ্রান্তি ও কষ্ট দেখিয়া দুঃখ পান তবু হুকুম মানিয়া আসিতেই হয়। তাই আপনারা আসিয়া অবধি কান্দেন আর অল্পদিনের মধ্যেই চলে যান। সেই আনন্দ ধাম ছাড়িয়া কার ইচ্ছা হয় যে এই ভয়ানক পরীক্ষা স্থলে থাকে—তাই আপনারা থাকেন আর কাতর হয়ে ত্রাহি ত্রাহি ডাকেন। আজ বুঝিলাম প্রভুর নিজ জন হইয়াও কেন আপনারা সময়ে সময়ে কাতর হন, কেন নিতান্ত কাঙ্গালের মত বেড়ান। বাবা, সে রাজ্যের একটি ধূলিকণা এখানকার ইন্দ্রত্ব অপেক্ষা বেশী সুন্দর। তাই বুঝি আপনারা ঘৃণা করে এখানকার সকল ছাড়িয়া কাঙ্গাল সাজেন ? আমরা মদোন্মত্ত, তাই সময়ে সময়ে হরিনাম শুনে কানে আঙ্গুল দিই, পাছে আমারাও আপনাদের মত লক্ষ্মী ছাড়া হই, পাছে সে রাজ্য দেখিয়া ঐ রকম ঘৃণা উৎপন্ন হয়, পাছে আমরাও আপনাদের ন্যায় কাঙ্গাল হইয়া কান্দি। কেমন মজাতে এই গোলক ধাঁধাটি প্রস্তুত, একবার ভেবে দেখুন দেখি বাবা। জীবকে দ্বীপান্তরিত করিয়া আর হাতে পায়ে বেড়ি দিতে হয় না, কোন রকম পাহারাও রাখিতে হয় না, যারা আসে তারাই গুটি পোকার মত নিজের বন্ধন নিজেই করে। আহা ধন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভু, তোমার বিচিত্র রচনা। মজা সর্ব্বত্রই তবে কোথাও আসল ও কোথাও নকল, যেমন প্রকৃত রাম রাজা, আসল হরিশ্চন্দ্র আর নাটকের রাম, যাত্রাদলের হরিশ্চন্দ্র, মজা সকলেতেই আছে, তবে একটি প্রকৃত, অন্যটি নকল মাত্র। কেমন বাবা সত্য কিনা? তাই বলি বাবা এ দৃশ্যমান জগৎ প্রভুর রঙ্গ-ভূমি, সেই আনন্দময় ভূমির এক একটু সামান্য অংশ লইয়া এখানটিও বড় মজার সাজে সাজাইয়া রেখেছেন। নাটকের রামচন্দ্র যেমন বানরগণের উপর হুকুম রাক্ষসগণের উপর তুষ্ট বাক্য ইত্যাদি অভিনয় দেখাইবার সময় নিজের হীনতা ইত্যাদি ভুলে যায় তা কতক্ষণের জন্য যতক্ষণ অভিনয় থাকে, তেমনি বাবা আমরাও সময়ে সময়ে এই মহা নাটকে বৃহৎ part অভিনয় করতে করতে নিজেকে প্রকৃত সেই মনে করে আসলকে ভুলে য্যাই, আবার একটু খেলা শেষ হলেই যখন গর্ভে যাই তখন ভুলেছি বলে হাপুস নয়নে কাঁদি আর ক্ষমা প্রার্থনা করি। কোন জীব সামান্য একটু পার্থিব উন্নতি পেলে ঈশ্বরকে পর্য্যন্ত ভুলে যায়, সে তখন চায় তাকেই লোকে ঈশ্বর বলে পূজা করুক, সে একবারও ভাবে না যে, আজ সে রাম সেজেছে, কাল তাকে বানর সাজতে হবে। কোন সাজই যে তার নিজের নয় এটি কেবল আপনারা ছাড়া, জীবগণ কখনই বুঝতে পারে না তাই তারা সামান্যেই নিতান্ত কাতর হয়ে পড়ে। আপনারা নিজ সাজের কথা ঠিক জেনে, না রাম সেজে উন্মত্ত হন, না চণ্ডাল সেজে কাতর হন—ইহাকে গীতা "সমদুঃখসুখক্ষমী" বলে গেছেন। এই চল জগতে সেই নিত্য স্থির প্রভুর নিজ জনও দাস বলেই আপনারা ঠিক থাকতে পারেন। এই গীতা বলেছেন "মামেব প্রপদ্যন্তে"। বাবা একবার আমাকে কোলে নিয়ে এই নাটক দেখান। বাবার কোলে চেপে দেখলে রাজা দেখলে, দেবতা দেখলেও যেমন নির্ভয়ে আনন্দ অনুভব করিব, ভুত দেখলেও তেমনি ভয় শূন্য হইব। তখন আমার কিছুতেই ভয় হবে না, তাই একবার বাবার কোলে চেপে দেখতে চাই এই নাটকটি প্রভু কত আনন্দের করেছেন। বাবা এখানে সকলেই আনন্দের জন্য হয়েছে তবে যে আমরা ভয় পাই তাঁর মানে আমরা বাবার নৈকট্য ভুলে যাই, তাই শিব দেখে সুখ পাই আর শিবের সঙ্গী ভুত প্রেত দেখে ভয় পাই। বাবাকে মনে রাখলে এখানে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ বই নিরানন্দের ছায়া পর্যন্ত নাই বেশ বুঝতে পারা যায়। নিরানন্দের জন্য নাটক হয় না, আনন্দ পাবার ও দিবার জন্যই নাটকের অভিনয় হয়ে থাকে। কৃষ্ণের রাজত্ব মধ্যে নিরানন্দ মনে করাও পাপ, একেবারে অসম্ভব। আমার স্নেহের ভাইকে আমার স্নেহ ভালবাসা জানাবেন, কৃষ্ণ তার মঙ্গল করুন, দিন দিন পার্থিব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উন্নতির সঙ্গে ধর্ম্ম জগতেও উন্নতি লাভ করুক। সতিশ বাবাকে পত্রটুকু দিবেন, ভোলানাথ দাদা কেমন আছেন লিখিবেন।

আপনার স্নেহের হর।

পৃঃ ১৪৩ :— ৮৫শ পত্র

পূজনীয় স্নেহের বাবা (ব্রহ্মচারী বামাচরণ চট্টোপাধ্যায়)

আপনার পত্রখানি পাঠে পরমানন্দিত হইলাম। বাবা এত স্নেহ না হ'লে কি ক্ষেপেছি? আমার মত যেন জগতে সবাই ক্ষেপে, ইহাই দয়াময় কৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা। ভাই কাশি বেতন পেলে সেই অর্থ দ্বারা পুরীতে গৃহনির্ম্মাণের জন্য কিছু দিবেন ইহাই সদ্ব্যয়। কাপড়েজামাতে অন্যায় খরচই অর্থনাশ, অর্থের অসদ্ব্যবহার। বাবা, আমার স্নেহের ভগিনীটিকে লিখতে ভুলবেন না সে যেন কোন রকম দুঃখ না করে। কৃষ্ণ তার মনের বাসনা যেন পূর্ণ করেন। কেবল নাম করতে বলবেন, স্ত্রী লোককে অন্য কিছু শিক্ষা দিলে বড়ই জ্যাঠা হয়ে পড়ে। সেটি কোন রকমে যুক্তি সঙ্গত নয়। আমার সতিশ বাবাকে বলবেন W .S. Ezra বর্ত্তমান নাম হরিদাস আমাদের হয়েছে। তিনি একখানা magazine বাহির করছেন August হতে চলবে। লোকটি ভারি সুন্দর, সর্ব্বদাই হাতে হরিনামের মালা আর নাম করছেন। রাধাবল্লভ প্রভৃতি অনেকেই মিলেছেন, আমি পরে মিলিয়াছি আর তাঁদের স্ত্রী-পুরুষের photo পাইয়াছি, দেখলে সত্যই ভক্তি হয়, নিতান্ত অল্প বয়স। ধন্য প্রভু নিতাই তুমিই ধন্য। তোমার জোরে যেন জগতের সকলকেই নাম লওয়াইতে পারি। আপনাদের ইচ্ছা পূর্ণ হোক চেষ্টা সফল হোক। বরং একবার সকলে মিলে বেড়াতে পাইলে আনন্দ হয়। বর্ম্মা হতে মুকুন্দলাল গোস্বামী M. A. B. L. আজও পত্রে জিজ্ঞাসা করিতেছেন কবে আমরা যাব। তিনি এই অল্পদিন যাইয়াই প্রায় তিন শত টাকা পাইতেছেন বড় আনন্দের কথা। এ পথে এসে এতকাল পরে আবার তাঁর স্ত্রী গর্ভবতী হয়েছেন। প্রভু সকলেরই মনের সাধ পূর্ণ করিতেছেন দেখে আনন্দ রাখবার স্থান নাই। তিনি মঙ্গলময় সকলেরই মঙ্গল করতেছেন। বাবা যতদিন দিন এ ভবে আছি যেন কৃষ্ণের ও আপনাদের হয়ে থাকতে পারি।

আপনার স্নেহের—হর।

শ্রীশ্রীঠাকুর হরনাথ (পাগল হরনাথ)

বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত সোনামুখী গ্রামে সন ১২৭২ সালে শুভ ১৮ই আষাঢ় ইং ১লা জুলাই ১৮৫৬খৃ ঠাকুর হরনাথের জন্ম হয়। পিতার নাম জয়রাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা ভগবতী দেবী। ঠাকুরের যখন মাত্র তের বৎসর বয়স সেই সময় কন্দর্পনারায়ণ ভট্টাচার্য মহাশয়ের কন্যা কুসুম কুমারী দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। জীবে দয়া, পর দুঃখে কাতর, দেব-দ্বিজ ও পিতা মাতার প্রতি তীব্র ভক্তি ছিল তাঁর জীবনের বৈশিষ্ট্য। শৈশব হতে তিনি হরিনাম প্রিয় ছিলেন এবং কীর্ত্তন শ্রবণে আত্মহারা হতেন। হরিনামে তিনি উন্মত্তপ্রায় হতেন বলে লোকে তাঁকে কৃষ্ণ-পাগল বলতো। সন ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কুচিয়াকোল ইনষ্টিটিউট হতে এনট্রান্স পাশ করে বর্দ্ধমান রাজ-কলেজে এফ-এ. পড়েন। এফ-এ পাশ করে কলিকাতায় মেট্রোপলিটন কলেজে (অধুনা বিদ্যাসাগর কলেজ) বি. এ. পড়েন। আধ্যাত্মিক চিন্তা প্রবল হওয়ায় তাঁর পড়ায় গাফিলতি আসে। উপর্য্যুপরি তিনবার বি. এ. পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হন। কিছুকাল অযোধ্যার বিদ্যালয়ে তিনি গণিত শিক্ষকরূপে শিক্ষকতা করেন। তাঁর দুটি পুত্র ও একটি কন্যা ছিল। তিনি সংসারী হলেও দিবা-রাত্র হরিনাম নিয়ে দিনাতিপাত করতেন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীরে "ধর্ম্মার্থ" অফিসের ভার গ্রহণ করেন। সন ১৩০৩ সালে ২১শে বৈশাখ জম্মু হতে শ্রীনগরের পথে ঠাকুর হরনাথের মহা-সমাধি হয়। পুরাতন দেহ নবযৌবন প্রাপ্ত হয় এবং দেহের বর্ণ তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় দীপ্তিযুক্ত হয়। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে সর্ব্ব-কর্ম্ম ত্যাগ করে তিনি সাধন ভজনে মন-প্রাণ ঢেলে দেন। তিনি সিদ্ধপুরুষ ও অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ছিলেন কিন্তু, কখনও বিভূতি প্রকাশে প্রয়াস পাননি। অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে ও পরবর্ত্তী সংখ্যায় Hindu Spiritual Magazineএ ঠাকুর হরনাথের অলৌকিক বিভূতির বিষয় আলোচনা করেছিলেন। একবার স্বর্গীয় মহারাজা যতীন্দ্র-মোহন ঠাকুর অলৌকিক বিভূতি দর্শন করবার আকাঙ্ক্ষায় ঠাকুর হরনাথকে নিজের গৃহে এনেছিলেন। মহারাজার বাসনা জানতে পেরে তিনি বল্লেন, "আমি হুসেন সাহেবের মত যাদুকর নই, আপনি আমায় ভুল বুঝেছেন।" ঠাকুর হরনাথ প্রেম ও ভক্তির সাধক ছিলেন। তিনি বলতেন, "নামই মন্ত্র, নামই তন্ত্র, নামই গীতা, নাম হ'তে বড় কিছু জগতে নেই। কৃষ্ণ হতে কৃষ্ণ নামই বড় ও গুরুবস্তু। নাম ভুলে ইন্দ্রত্ব ভোগ নরক সমান। কৃষ্ণনাম ভুললেই মায়ার দাস, আর কৃষ্ণনাম স্মরণে জীব মুক্ত হয়। কৃষ্ণনাম ভুলে ব্রহ্মত্ব, শিবত্ব লাভও কিছু নয়। সুখ দুঃখ ক্ষণস্থায়ী, এতে মজে কৃষ্ণনাম ভুলে যাওয়া অঞ্জলি অঞ্জলি বিষপানের সমান।" ১২ই জ্যৈষ্ঠ সন ১৩৩৪ সালে ঠাকুর হরনাথ দেহরক্ষা করেন।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩২

হিন্দু কুলনারীর বৈধব্য যন্ত্রণা যে নিয়তির কি নির্ম্মম পরিহাস তা কল্পনাতীত। অধিকাংশ সংসারে দেখা যায় অভাগিনী নারী দুঃসহ যন্ত্রণা অন্তরে চেপে রেখে চারটি অন্নের জন্য আত্মীয় স্বজনের গলগ্রহ হয়ে পাঁচজনের পরিতোষে ম্লান মুখে জীবনপাত করে। মুখে হাসি ফুটে উঠলেও সে হাসি রাহুগ্রস্থ চন্দ্রের ন্যায় মলিন। যারা বাল-বিধবা তাদের জীবন আরও দুঃসহ, আরও করুণ, আত্মীয় স্বজনের বোঝা স্বরূপ। তাদের অভিশপ্ত জীবনের মুখাবয়ব অমঙ্গল সূচনা করে বিবাহাদি শুভকার্য্যে, তাই তারা বর্জ্জিত হয় আনন্দোৎসব হতে। সভ্যসমাজের এই রীতি "স্ত্রী-আচার" বলে বিখ্যাত। মাথায় যাদের সিন্দুর জ্বল্ জ্বল্ করে জ্বলে, তারাও মুখ বাঁকিয়ে নেয় তাদের দেখে ঘৃণাভরে "ক'ড়ে রাঁড়ি" বলে। অদৃষ্টের কি পরিহাস—তাদের পোষাক, পরিচ্ছদ, আহার, বিহারেও বাধা আছে কু-সংস্কার জড়িত সমাজের বিচারে; যাদের মুছে গেছে সিন্দুর বিন্দু চিরতরে। কু-সংস্কারে গড়া সমাজকে নূতন করে গড়তে প্রয়াস পেয়েছিলেন ভারতের বিখ্যাত পণ্ডিত বিদ্যাসাগর মহাশয়, অসংখ্য অভাগিনী কুলনারীর মর্ম্মান্তিক কাতর বেদনা উপলব্ধি করে। সমগ্র হিন্দু-শাস্ত্র মন্থন করে তিনি সমাজকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন, ধর্ম্মের নামে কু-সংস্কার সভ্য সমাজের প্রতি স্তরে মায় মর্ম্মস্থল অবধি কি ভাবে মজ্জাগত হয়ে রয়েছে। তবুও তাঁর সাধু প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। অনাথিনী, অভাগিনী পতি-হীনাদের মর্ম্মবেদনায় কু-সংস্কার জড়িত সভ্য সমাজ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো না, উপেক্ষা করলো আর্য্য-ঋষিদের শাস্ত্রবাণী। পারিপার্শ্বিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও ভোগের মাঝে সর্ব্বত্যাগিনী সন্ন্যাসিনীর ন্যায় কঠোরতার মধ্য দিয়ে জীবন নির্ব্বাহ করবে তারা যাদের সিন্দুর মুছে গেছে অদৃষ্টের পরিহাসে। কিছু সান্ত্বনা পাবার আশায় পিতা সহ এসেছে অভাগিনী হিন্দুকুল-নারী বাল-বিধবা, ক্ষেপা বাবার কাছে রামপুরহাট হতে। দক্ষিণা-স্বরূপ এনেছে কিছু ক্ষীরের খাবার শ্রদ্ধাভরে নিজে তৈরী করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"হ্যাঁ মা। এ খাবার কি তোর নিজের হাতে তৈরী?" জিজ্ঞাসা করলেন বাবা, পিতার পাশে দণ্ডায়মানা বাল-বিধবাকে।

"হ্যাঁ বাবা, আমি নিজে করেছি", মৃদু-কণ্ঠে কন্যাটি উত্তর দিলে। ঘরে তৈরী ক্ষীরের খাবার বাবার বেশ ভাল লেগেছে, তাই কন্যাটির উপর প্রসন্ন হ'য়ে বাবা আশীর্ব্বাদ করলেন, "তুই বেঁচে থাক্ মা, তোর ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হোক।"

বাবার এই আশীর্ব্বাদে পিতা ও কন্যার চোখে জল দেখা দিল। ভক্ত যাঁরা আশে পাশে বসেছিলেন তাঁরাও বাবার আশীর্ব্বাদ শুনে পরস্পর মুখ চাওয়া-চায়ী করতে লাগলেন। চোখে আঁচল ঢাকা দিয়ে কন্যাটি অবনত মস্তকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। বাবা সবারই মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চাইছেন, সবাই নির্ব্বাক। কেন কন্যাটি কাঁদছে? এ রহস্য ভেদ করতে না পেরে বাবা কন্যাটিকে বল্লেন, "মা, আমি ত কিছু অন্যায় বলিনি, তুই কাঁদচিস্ কেন মা? কোন ভয় নেই মা, তারা মা আমায় বল্লে, তোর নিশ্চয়ই ধনে-পুত্রে লক্ষ্মী লাভ হবে।"

এ কথাটা আবার শুনে কন্যাটির কান্না আরও বেড়ে গেল। কন্যার কান্না দেখে পিতাও যোগ দিলেন। বাবা প'ড়ে গেলেন মহা সমস্যায়, একবার কন্যাটির মুখের দিকে চান, আর ভক্তদের দিকে তাকান, কেন মেয়েটি কাঁদছে তা ঠিক করতে না পেরে চঞ্চল হয়ে ভক্তদের জিজ্ঞাসা করলেন, "ওরে তোরা বল্ না, মেয়েটা কাঁদছে কেন?"

মৃদু কণ্ঠে নগেন্দ্রনাথ পাণ্ডা বল্লেন, "ওকে যে আপনি ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হোক ব'লে আশীর্ব্বাদ করলেন—ও যে বিধবা, ওর ছেলে হবে কি করে?"

"নিশ্চয়ই হবে, তারামা বলেছে—কেন হবে না! মা, তুই কাঁদিস্নি, তারামা যখন বলেছে তখন একটি ছেলে নয় মা, অনেকগুলো হবে?"

বাবার কথা শুনে নগেন্দ্রনাথ পাণ্ডা বুঝিয়ে বল্লেন, "বাবা, বাল-বিধবার ছেলে হয় না, তা আশীর্ব্বাদ করলে কি হবে?" নগেন্দ্রনাথ পাণ্ডাকে বাবা খুব স্নেহ ও বিশ্বাস করতেন, তাই তাঁর কথা শুনে বাবা নির্ব্বাক হয়ে বসে ভাবতে লাগলেন। পিতা ও কন্যার ক্রন্দন শুনে বাবার মনে দুঃখ হল, আশীর্ব্বাদ করাটা অন্যায় হয়েছে ভেবে কাতর কণ্ঠে বাবা বল্লেন, "মা তুই আমায় ক্ষমা কর্, আমি জানতুম না, যে বিধবার ছেলে হয় না, তারা-বেটি জিহ্বাগ্রে এসে আমায় বল্লে, "ক্ষেপা ধনে, পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হোক বলে আশীর্ব্বাদ কর্", আমি তাই বল্লুম, আমায় বিশ্বাস কর্ মা। আর তুই কাঁদিস্নি মা, আমার দেখে কষ্ট হচ্ছে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাবার এরূপ শিশু-ভাব ও কাতরতা দেখে, পাণ্ডা ও ভক্তেরা পিতা ও কন্যাকে বাবার কাছ হতে সরিয়ে দিলেন। ভগ্নোৎসাহে পিতা ও কন্যা রামপুরহাটে ফিরলেন।

এই কন্যাটি এক বণিকের সংস্পর্শে এসে বহু সম্পত্তি ও অনেকগুলি সন্তানের মাতা হয়েছে।

তন্ত্র সাধনের দুই কুল, কালীকুল ও শ্রীকুল, নীলক্রম ও চীনক্রম। নীলক্রমে শুষ্ক-পন্থা, চীনক্রমে আর্দ্র-পন্থা। শুষ্ক-পন্থীর অন্তর্মৈথুন আর আর্দ্র-পন্থীর প্রাকৃত মৈথুন। ক্ষেপা বাবা ছিলেন পরম যোগী, তাই সহস্রারে কুণ্ডলিনীর মিলনে পরম মৈথুনানন্দ অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মা সম্মিলনে সাম্যরস জনিত ব্রহ্মানন্দ অনুভব করতেন।

"পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা পতিতো ধরণীতলে।
উত্থায় চ পুনঃ পীত্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে"—তন্ত্র

বার বার কুল-কুণ্ডলিনী শক্তিকে সহস্রারে পরম শিবের সঙ্গে যুক্ত ও পুনরায় স্বস্থানে আনয়ন করে, বারে-বার সংযোজন ও বিয়োজন করলে, তা হতে শ্বেত ও রক্তবর্ণ সত্ত্ব এবং রজোময় তেজ নিঃসৃত হয়। কুণ্ডলিনী শক্তি ঐ সুধারসে পরিপ্লুত হয়ে মূলাধারে পুনঃ পুনঃ আসে যায়। আত্ম-তত্ত্বজ্ঞ সাধক ঐ সুধারস পান করেন, ঐ সুধা পান করলে তার পুনর্জ্জন্ম হয় না। ডাবুকের কৈলাসপতি বাবা আর্দ্র-পন্থী ছিলেন বলে ক্ষেপা বাবা তাঁকে কৈলাসপতি রাজা গোঁসাই বলে সম্বোধন করতেন। ক্ষেপা বাবা ছিলেন অন্তর্মৈথুনশীল, তাই প্রায়ই বলতেন তারামাই আমার আশ্চর্য্য ভৈরবী। বহু কুলটা নারী ভৈরবীর বেশে বাবাকে প্রলুব্ধ করতে চেষ্টা করতো, কিন্তু অন্তর্যামী দেবতা তাদের কু-অভিসন্ধি বুঝতে পেরে হয় চিমটে না হয় ত মড়ার হাড় নিয়ে তাড়া করতেন। একবার এক ভৈরবী নাছোড়বান্দা হয়ে বাবার পদ সেবা করতে এসেছিল। বাবা তাকে মাতৃসম্বোধনে চলে যেতে বল্লেন, তাতেও সে প্রতিহত না হওয়ায় বাবা উগ্র মেজাজে চেঁচিয়ে বল্লেন, "দাঁড়া বেটি, চিমটেটা আনি, তারপর মজা দেখাচ্ছি।" ভৈরবী হতাশ হয়ে চলে গেল।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩৩

ঘোর অন্ধকারময়ী রজনী, বেলে-গ্রাম যখন ঘুমে অচেতন, সেই সময়ে পর্ণ কুটীর সংলগ্ন দালানে ছেঁড়া একখানি মাত্রের উপর হার্ণিয়া রোগাক্রান্ত নিমাই যন্ত্রণায় ছটফট্ করছে আর দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলছে। বেচারা একেই রুগ্ন তার উপর অর্থাভাবে কোনদিন এক বেলা জুটে আবার কোনদিন উপবাসে কেটে যায়।

পৈতৃক ভিটা যা একটু ছিল, তাও চিকিৎসার জন্যে নষ্ট হয়ে গেছে। ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করা ব্যতীত আর কোন উপায় তার নেই কিন্তু, অসুস্থ দেহ নিয়ে দ্বারে দ্বারেই বা সে কি করে ঘোরে। স্ত্রী, পুত্র তারাও দিন কাটাচ্ছে কোন দিন অর্দ্ধাহারে, কোন দিন বা উপবাসে। একেই রোগের যন্ত্রণা, তার উপর অন্নের চিন্তায় নিমাই হতাশ হয়ে পড়েছে। এখন মৃত্যু ছাড়া তার মনে আর অন্য কোন চিন্তা নেই। অস্থি-চর্ম্মসার স্ত্রী পুত্রেরা অসারে ঘুমোচ্ছে কুটীরাভ্যন্তরে, যেন জীবন্মৃত।

এই সুযোগ, কেউ বাধা দেবেনা, নিস্তব্ধ নিষুতি রাত, এ সুযোগ ত্যাগ করলে চোখের সামনে দেখতে হবে অস্থি-চর্ম্মসার স্ত্রী-পুত্রের শেষ নিঃশ্বাস।

"না—না আর বেঁচে থেকে লাভ নেই, কাছেই দড়ি রয়েছে, আজকেই সব দুঃখ, সব যন্ত্রণা শেষ হয়ে যাক্"—ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লো নিমাই।

চালে বাঁধা দড়ি হাতে নিয়ে নিঃসাড়ে বেরিয়ে পড়লো সে কুটীরের বাহিরে। জমাট বাঁধা অন্ধকার ভেদ করে এসে উপস্থিত হল সে এক বিভীষিকাময় মহা-শ্মশানে। দানব দৈত্যের ন্যায় বড় বড় শ্যাওড়া ও বুনো জাম-গাছের কাছে সে থমকে দাঁড়ালো এক ভয়াল মূর্ত্তি দেখে। মনে জেগে উঠলো মায়ায় গড়া সংসারের প্রতিচ্ছবি। নিমেষে লীন হল হতাশার ঘাত-প্রতিঘাতে।

অদৃষ্টের কি পরিহাস, তীব্র আসক্তিতে ঝ'রে পড়লো জলবিন্দু নিমাইয়ের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুটি কোঠরাগত চক্ষু হতে। "কিন্তু উপায়ই বা কি? আমি ত তাদের কোন কাজেই লাগবো না, এই অসুস্থ দেহে তাদের দুঃখকষ্টের একটুও লাঘব করতে পারবো না, আমার পক্ষে মৃত্যুই ভাল।

ঐ যে, কে দড়ি হাতে নিয়ে সাদরে ডাকছে, "দেরী কেন, এই গাছে বেঁধে গলায় দে।"

"ঠিক বলেছে, আর দেরী নয়, এই শুভ মুহূর্ত্ত, নিমেষে মিটে যাবে সব দুঃখ, যন্ত্রণা, মায়া, মোহ"।

হাতছানি দিয়ে কে ডাকছে; "হ্যাঁ যাই।" হাতে দড়ি নিয়ে নিমাই বৃক্ষে আরোহণ করলো। আহ্বান জানালো শেষ পথের যাত্রীকে ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাসে, অসংখ্য বিক্ষিপ্ত নর করোটী। করুণ বামা কণ্ঠে কেঁদে উঠলো গৃধিনীর দল বৃক্ষের অন্তরালে নাকিস্বরে। ক্ষণিকের তরে স্তব্ধ হল ভয়াল শ্মশানের বেদনাদায়ক ভীতিপ্রদ শব্দ পেচকের হুঙ্কারে। পর-মুহূর্ত্তেই মুখরিত হ'ল অস্থি চর্ব্বণের খট্ খট্ শব্দ, শিবা ও কুকুরের আনন্দোৎসবে।

ভবিষ্যৎ জীবন অন্ধকারাচ্ছন্ন ভেবে নিমাই প্রস্তুত হ'ল উদ্বন্ধনে মৃত্যুর জন্যে। শাখে দড়ি বন্ধন করে নিমাই গলে ফাঁসি দেবে, এমন সময় ভেসে এলো এক গুরু-গম্ভীর হৃদয়-বিদারক নাদ "তারা তারা", কেঁপে উঠলো বনানী নাদের গাম্ভীর্য্যে, মাংস লোলুপা শিবা ও কুকুরের দল ছুটে পালালো দূরে, বহু দূরে নদীর পর-পারে। কেঁপে উঠলো নিমাইয়ের দুর্ব্বল বুক ভয়ে। দড়ি খসে গেল হাত হতে, কে যেন বল্লে, "আত্মঘাতী হওয়া মহাপাপ, শীগ্‌গীর পালা।"

ভীত সন্ত্রস্ত নিমাই বৃক্ষ হতে নেমে ছুটে পালালো মন্দিরে। আত্মঘাতী হতে সে পারলো না; কিন্তু গৃহেও ফিরলো না। নানা যাত্রী আসে দেশ-দেশান্তর হতে ভৈরবকে দর্শন করতে, তাদের কাছে ভিক্ষা নিয়ে দিন অতিবাহিত হয় নিমাইয়ের কোন রকমে।

কোন একদিন সন্ধ্যার সময় ভৈরবের ধূনি জ্বলছে, শ্মশানে জন-প্রাণী সেখানে নেই. সেই অবসরে নিমাই এসে ধূনি হতে অঙ্গার তুলে নিল গাঁজা খাবার জন্যে।

কি জানি, কোথায় ছিলেন ভৈরব ঝোপ ঝাপের আড়ালে, সহসা উগ্র মেজাজে উপস্থিত হলেন নিমাইয়ের সামনে। অত্যুজ্জ্বল আরক্তিম চক্ষুদ্বয় দেখে নিমাই অঙ্গার ফেলে দিয়ে করজোড়ে ভয়ে কাঁপতে লাগলো। তার করুণ ছলছল চক্ষুদ্বয় কৃপা চাইলো কিন্তু, ভৈরব কোন রকম কৃপা না দেখিয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তার হার্ণিয়ার উপর সজোরে পদাঘাত করে তাকে ধরাশায়ী করলেন। বেদানাদায়ক শব্দ করে নিমাই অচৈতন্য অবস্থায় বহুক্ষণ শ্মশানে পড়ে রইলো।

চৈতন্য ফিরে আসতে সে অতি কষ্টে মন্দিরে ফিরে এলো। কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে ভৈরব নিজের আসনে গিয়ে উপবিষ্ট হলেন।

ধন্য উগ্র তপস্বীর পদাঘাত, ধন্য তাঁর সাধনা ; অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই নিমাই রোগ-মুক্ত হয়ে সুস্থ শরীরে গৃহে ফিরে গেল এবং পূর্ব্বের মত কর্ম্মঠ হয়ে সংসার চালাতে লাগলো।

মহাপুরুষেরা কখন্ কিভাবে কাকে কৃপা করেন, তা সাধারণের পক্ষে বলা কঠিন।

মানুষের অন্তরে দ্বাদশ বৃত্তি এমন ভাবে গোপন থাকে, যা প্রকাশ হয় উত্তেজনায়। কারো একটি, কারো দুটি বা ততোধিক বৃত্তি যখন অতীব প্রবল হয়, তখন তার ভাব প্রকাশ পায় চলনে, বলনে, মুখাবয়বে ও আঁখিপুটে। বৃত্তি প্রকাশ না হলে সাধারণে জ্ঞাত হতে পারে না।

যাঁরা রিপুকে জয় করে বৃত্তি দমন করেছেন, সেই সব মহাপুরুষেরা জানতে পারেন কার গভীরতম অন্তর্দ্দেশে কোন্ বৃত্তি প্রবল। রিপু হতে বৃত্তির উৎপত্তি তাই রিপু জয় না হলে বৃত্তি দমন হয় না। দ্বাদশ বৃত্তিই জীবাত্মাকে বদ্ধ রাখে হৃদয়াভ্যন্তরে এবং বার বার জন্ম-মৃত্যু ঘটায়। বৃত্তিগুলি শিথিলতায় জীব হয় মুক্ত এবং লোপে পায় মোক্ষ।

একদিন অপরাহ্নে জীবন্মুক্ত মাতৃ-সাধক ক্ষেপাবাবা মায়ের আঙ্গিনায় বসে কতকগুলি শিক্ষিত লোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইছেন, আর পাশে স্থাপিত একখানি ছেঁড়া ন্যাকড়ায় মায়ের অন্ন-প্রসাদ কুকুরের সঙ্গে একত্রে খাচ্ছেন। "অথাতঃ শৌব উদ্গীথঃ, তদ্ধ বকো দাল্ভ্যো গ্লাবো বা মৈত্রেয়ঃ স্বাধ্যায় মুদ্বব্রাজ" ॥৯৫॥১

অতঃপর অন্ন লাভার্থ শৌব উদ্গীথ বর্ণিত হইতেছে। তদ্বিষয়ে দল্ভের পুত্র বক ও মিত্রা পুত্র গ্লাব উদ্গীথ অধ্যয়নার্থ নির্জ্জন স্থানে গমন করিয়াছেন।

"তস্মৈ শ্বা শ্বেতঃ প্রাদুর্ব্বভূব, তমন্যে শ্বান উপসমেত্যোচুরন্নং নো ভগবানাগায়তু অশনায়াম বা ইতি" ॥৯৬॥২

তাঁহার প্রতি অনুগ্রহার্থ শ্বেতবর্ণ কুকুর (বামদেবের শ্বেতফুলি কুকুর) আবির্ভূত হইলেন। অপর কুকুর সমূহ আসিয়া তাঁহাকে বলিল, আমরা বুভুক্ষিত —ভোজন করিতে ইচ্ছা করি ; আপনি আমাদের জন্য সাম গান করুন॥

(ছান্দোগ্যোপনিষৎ প্রথম অধ্যায় : দ্বাদশখণ্ড)

এমন সময় চারিজন শিক্ষিত যুবক সাঁইথিয়া হ'তে এসে ক্ষেপা বাবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্মুখে উপস্থিত হলেন। ঘৃণিত পশু বিষ্ঠাখাদক কুকুরদের সঙ্গে একত্রে আহার করতে দেখে তাঁরা ক্ষেপা বাবার প্রতি ঘৃণাভাব পোষণ করলেন। অন্তর্যামী সাধক মৃদু-হাস্যে বল্লেন, "কি দেখছেন বাবা আপনারা আমার কাছে আসুন।" কি জানি, কি আকর্ষণী শক্তির বলে শিক্ষিত যুবকগণ অবনত মস্তকে ক্ষেপা বাবার পাশে গিয়ে বসলেন। আজানুলম্বিত দীর্ঘ হস্ত তাঁদের পিঠে রেখে বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, "এখন আপনারা কি দেখছেন বাবা" মহাপুরুষের করস্পর্শে তাঁরা দেখলেন "ক্ষেপা বাবা মহামানব এবং কুকুরগুলি প্রকৃত মানব, এ ছাড়া শিক্ষিত, অশিক্ষিত উপবিষ্ট লোকগুলি কেহ ব্যাঘ্র, বিড়াল, ছাগল, কুকুর ইত্যাদি। যার যে বৃত্তি প্রবল, মহাপুরুষের অলৌকিক ক্ষমতায় তাই প্রকট হয়ে বাহ্যরূপে প্রকাশ পেল। তাঁরা লজ্জিত হয়ে সে স্থান ত্যাগ করলেন। এই ঘটনাটি সাঁইথিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ দত্ত মহাশয়ের নিকট হতে সংগৃহীত হয়েছে; তাঁরই এক প্রত্যক্ষদর্শী বন্ধুর এই বিবরণ।

নদীয়া জেলার অন্তর্গত বীরনগর নিবাসী হরিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ঐ স্থানের বিখ্যাত জমিদার বামনদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এক বংশধর। ধর্ম্মপ্রাণ ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায় সিদ্ধ মহাপুরুষ ডাবুকের কৈলাসপতি বাবা এই পবিত্র বংশের অন্যতম। হরিভূষণ বাবু ময়ূরভঞ্জ বারিপাদায় ওকালতি করতেন। পুত্র-সন্তান বিনষ্ট হওয়ায় তিনি শোকে মুহ্যমান হন। বারিপাদায় বামদেবের এক ভক্ত নাম হরিপদ মৈত্রের কাছে বামদেবের অলৌকিক শক্তির কথা শুনে তিনি সন ১৩১২ সাল জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রাতঃকালে তারাপীঠে উপস্থিত হন। স্নান পূজাদি সমাপন করে তিনি মহা শ্মশানে যখন এলেন তখন বেলা প্রায় ৩টা। একখানি বড় কলাপাতায় শ্রীবামের জন্য মায়ের প্রসাদ এল, বামদেব সেবায় বসলেন কালু ভুলু ইত্যাদি কুকুরগুলির সঙ্গে।

পুত্র লাভের বাসনায় হরিভূষণ বাবু স্থির করলেন যে বাবার পাতের প্রসাদ খাবেন, তাহলেই তাঁর পুত্র হবে। এই সঙ্কল্প নিয়ে তিনি তারাপীঠে এসেছিলেন। ভক্ত বাবার কাছে এসে হাত পেতে প্রসাদ চাইলেন।

ভক্তের মনের কথা অন্তর্যামী বুঝতে পেরে হাসিমুখে বল্লেন, "অত খাই খাই করা ভাল নয়, আমরা অত খাই খাই করি না।"

বাবার কথা শুনে হরিভূষণ বাবু এক পাশে চুপ করে বসে রইলেন—ইচ্ছা আহার শেষ হলে পাতে যদি কণিকা পড়ে থাকে, তা হলেই যথেষ্ট—তাতেই কাজ হবে। কিন্তু আহার শেষে দেখা গেল কণামাত্র নেই—ভক্ত হতাশ হয়ে চেয়ে রইলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"প্রসাদ খাবি—প্রসাদ খাবিত শীগ্ গীর আয়," বলে বাবা আদর করে ভক্তকে ডাকলেন। উল্লাসভরে তিনি বাবার সামনে এসে দুটি হাত পেতে দিলেন। কোন রকম দ্বিরুক্তি না করে বাবা ভক্তের হাতে এক খাব্‌লা কফ তুলে দিলেন। কোনরূপ দ্বিধা বা ঘৃণা না করে তিনি গলাধঃকরণ করলেন। হরিভূষণ বাবুকে কফ খেতে দেখে উপহাস ছলে বাবা নগেন্দ্রনাথ পাণ্ডাকে বল্লেন, "লগেন কাকা, এ শাল ত খুব বুজরুগ আছে।" বাবা সহজে কাকেও পা স্পর্শ করতে দিতেন না কিন্তু, হরিভূষণ বাবুর উপর এত প্রসন্ন হয়েছেন যে নিজেই তাঁর মাথার উপর পা তুলে দিলেন।

এক বৎসরের মধ্যে ভক্তের এক পুত্র-সন্তান হল এবং বাবার আদেশে সন ১৩১৩ সালে তিনি পুত্র ও পত্নীসহ তারাপীঠে আসেন ও মায়ের আঙ্গিনায় অন্নপ্রাশন খুব সমারোহে সম্পন্ন করেন। তাঁর আর্থিক অবস্থা খুবই সচ্ছল ছিল ও অনেক জমি-জমাও ছিল। বাবার কৃপায় সু-সন্তান লাভ করে তিনি খুবই আনন্দিত হলেন। বাবা যে কখন্ কাকে কি ভাবে পরীক্ষা করতেন তা ধারণা করা কঠিন। ভক্তটি মহাপুরুষের সঙ্গলাভের জন্য ঘন ঘন তারাপীঠে আসতেন ও কিছুকাল বাসও করতেন। এই ভক্ত পত্নীসহ বাবার কাছে তারা মন্ত্রে দীক্ষিত হন।

যে যার কাজ শেষ করে ঘরে গেল, শুধু রইলেন সর্ব্ব-ত্যাগী ক্ষেপা বাবা নিজের আসনে বসে আপন মনে বিভোর হয়ে। নেত্র অর্দ্ধনিমীলিত, জাগরিত কি নিদ্রিত বোঝা শক্ত। অবয়ব ধীর, স্থির; নড়েও না, চড়েও না,—দেখলে মনে হয় যেন কৈলাসপতি ধ্যানস্থ হয়েছেন।

"কেমন অছেন বাবা ?" ভক্তিভরে প্রণাম করলেন ভক্ত, নাম কার্ত্তিক চন্দ্র গোঁসাই, বাড়ী ফরেসডাঙ্গা। ভক্তের বাণী শুনে বাবা চমকে উঠলেন যেন হঠাৎ অন্য রাজ্যে নেমে এলেন। কিছুক্ষণ নীরব থেকে একবার ভক্তের দিকে লক্ষ্য করে বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, "ভাল আছ বাবা" ?

কুশল সংবাদ দিয়ে ভক্ত জিজ্ঞাসা করলেন, "মানুষের অভাব অভিযোগ, দুঃখ-কষ্ট হয় কেন ?"

"আত্মা ব্রহ্মের অংশ বা প্রতিবিম্ব। বিবর্ত্তন হয়ে যখন জীব-দেহে প্রবিষ্ট হন, তখন মায়া তাকে ব্রহ্ম হতে বিচ্ছিন্ন করে রাখে। আত্মা ব্রহ্মের সাথে মিশতে পারে না বলেই ব্রহ্মের অভাব আত্মায় পরিস্ফুট হয়, তাই জীব মাত্রেই অভাব অনুভব করে। ঐ অভাব মায়াযুক্ত হয়ে শোক-তাপ, দুঃখ-কষ্টে প্রকাশ পায়। দেখ বাবা, জীবাত্মা যতক্ষণ না পরমাত্মা বা ব্রহ্মের সাথে লীন হচ্ছে, ততক্ষণ জীবের দুঃখ কষ্ট, অভাব-অভিযোগ কিছুই মিটে না। একটা অভাব মিটলেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর একটা অভাব এসে হাজির হয়। যত অভাব বাড়ে আশাও তত বাড়ে। দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অভিযোগ মেটাবার জন্যেই ত সাধন ভজন করা। সবই তারামায়ের লীলা বুঝলে বাবা?"

"লীলা কি বাবা?" জিজ্ঞাসা করলেন ভক্ত।

"আত্মানুসন্ধান, আত্মবিস্মৃতি আর স্বরূপ উপলব্ধি এই মিলন বিরহ এবং পূর্ণ মিলনই হল তাঁর লীলা," উত্তর দিলেন বাবা।

গোঁসাই—পরমাত্ম জগৎ কোথায়?

বাবা—আমরা যে স্থূল জগৎ দেখতে পাই, ওর পিছনে মানসিক জগৎ তারপর আত্মিক জগৎ আর সকলের পিছনে পরমাত্ম জগৎ, এটাই মূল। আত্মোপলব্ধি হলেই সাধনার মূল-তত্ত্ব জানা যায়।

গোঁসাই—তত্ত্ব সাধনা বড় কঠিন?

বাবা—সবই তাঁর ইচ্ছে বাবা। সব পদার্থেই সব তত্ত্বগুলি আছে। উন্নত যাঁরা তাঁর কৃপায় চারটি স্তর দেখতে পান। শাস্ত্রে তাকে পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী বলে। স্থূল ও সুক্ষ্মের মধ্যে বৈখরী তত্ত্ব, সূক্ষ্ম ও কারণের মধ্যে মধ্যমা, কারণ ও জীবাত্মার মধ্যে পশ্যন্তী আর জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে আছে পরা আবরণ। ঐ পরা আবরণ যুক্ত হয়ে ব্রহ্মবীজ জগৎরূপে সর্ব্বব্যাপী আত্মায় পরিণত বা বিবর্ত্তিত হয়েছেন। যোগীরা ঐ আবরণ ভেদ করে ব্রহ্ম-তত্ত্বে পৌছবার জন্যে যোগ সাধনা করেন। ওখানে পৌছতে পারলেই মোক্ষ হয়। তখন জীবের আর দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অভিযোগ কিছুই থাকে না। তাঁকে আস্বাদন করার জন্যেই নানারকম সাধনার উৎপত্তি হয়েছে।

গোঁসাই—পরমাত্মাই ত প্রধান, স্ত্রী না পুরুষ?

বাবা—সাধনার চরম সীমায় পৌছলে তখন আর ভেদাভেদ থাকে না, সংশয়ও থাকে না। ভগবানের আবার স্ত্রী পুরুষ কি বাবা? তাঁকে যে ভাবে ইচ্ছে, সেই ভাবে উপাসনা করতে পার। সাধক যখন চরম সীমায় যায়, তখন কোনটি বিষয়, কোনটি আশ্রয়, কে পুরুষ, কে নারী, কালী-তারা, শিব-হরি, কৃষ্ণ-রাধা, এ সব প্রভেদ করে বলা তার পক্ষে খুবই কঠিন হয়। এই ভেদ বুদ্ধি সাধকের কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। ব্রহ্ম, ভগবান, আত্মা, এসব একই তত্ত্ব বাবা।

গোঁসাই—ব্রহ্মসিদ্ধি আর কৈবল্যতে কি প্রভেদ?

বাবা—ব্রহ্মবাদী জ্ঞানযোগীর সিদ্ধাবস্থাকে ব্রহ্মসিদ্ধি বা ব্রহ্মিস্থিতি বলে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্ম-সংস্থা ধ্যান যোগীর সিদ্ধাবস্থাকে কৈবল্যসিদ্ধি বলে। ভক্তেরা ব্রহ্মনির্ব্বাণ বা কৈবল্য চান না, তাই তাঁদের সিদ্ধাবস্থাকে ভগবৎ জীবন বলে।

গোঁসাই—নির্গুণ ব্রহ্ম উপাসনায় কি ভাব ভক্তির কোন স্থান নেই?

বাবা—হ্যাঁ বাবা, তীব্র ভক্তি হতে প্রেমের উৎপত্তি। সাধন করতে করতে সাধক যখন দেহের মধ্য হতে বিভূতির সঙ্গে আত্মাকে পাবার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় চেষ্টা করে তাই হল প্রেম বাবা।

গোঁসাই—জগতে মূল কি?

বাবা—আমার তারামাই মূল। একের বহু নিয়ে সৃষ্টি-তত্ত্ব। এক অখণ্ড অদ্বয়তত্ত্ব হল জগতের মূল রহস্য. সেটা সম রস মহানন্দ স্বরূপ পূর্ণ মিলিত অবস্থা। মূলে তিনি এক, তবু নিজেকে ও জীবকে ঐ সম রস আস্বাদন করাবার জন্যে পুরুষ-প্রকৃতি রূপে দ্বিধা বিভক্ত হয়েছেন। মূলে এক বলে পরস্পর মিলনের একটা স্বাভাবিক তীব্র প্রবৃত্তি থাকে ঐ টাই হল চিৎশক্তি। এই পুরুষ-প্রকৃতি হতেই জীব সৃষ্টি হয়েছে, আর পুরুষ-প্রকৃতির অংশ বা প্রতিবিম্ব বলে পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে পরস্পর মিলনের তীব্র ইচ্ছা বিদ্যমান। এই পুরুষ স্ত্রী মিলন ইচ্ছাটাই হল কাম প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তিকে প্রেমে পরিণত করবার জন্যেই যত সাধন ভজনের উৎপত্তি হয়েছে। দেখ বাবা, ভগবান প্রকৃতির দ্বারা জীব-জগৎ সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টির সব পদার্থই ত্রি-গুণময়।

গোঁসাই—বাবা, সত্য জ্ঞানের মূল কোথায়?

বাবা—সত্ত্বগুণ হতে জ্ঞান, রজোগুণ হতে কর্ম্ম আর তমোগুণ হতে অজ্ঞান, অলসতা, জড়তা আসে বাবা। এই তিনটে গুণ প্রত্যেক মানুষেই আছে। প্রাক্তন কর্ম্মানুযায়ী কম আর বেশী হয়। সবার মধ্যে সমান ভাবে নেই বলে পরস্পরের ধর্ম্ম ও কর্ম্ম প্রভেদ হয়ে যায়।

গোঁসাই—জাতি বিভাগ হল কেন?

বাবা—মানুষের মধ্যে এই ত্রি-গুণের তারতম্য দেখে মনু কর্ম্মানুযায়ী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র হিসাবে গুণ বিভাগ করলেন; যেমন ব্রাহ্মণের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের তেজ, বৈশ্যের অর্থ ও শূদ্রের সেবা। এখন গুণ হিসাবে নেই বাবা, গুণ থাকুক আর নাই থাকুক, জাত বেজাত ঠিক আছে।

গোঁসাই—আপনি সিদ্ধ মহাপুরুষ, আপনার আর জাত বিচার কি বলুন?

বাবা—জাত বেজাতে কাজ নেই বাবা, আমার কাছে সবাই তারামায়ের জাত। তাঁর কাছে ব্রাহ্মণের যা অধিকার চণ্ডালেরও তাই। যে তাঁকে প্রাণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভরে ডাকে তিনি তাকেই কোলে তুলে নেন। আমার তারামায়ের এই উদারতা দেখে তবেত জোটে ব্যাটা বুক পেতে দিয়েছে।

গোঁসাই—যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে হয় কেন?

বাবা—মরা সোনা আর পাকা সোনা। একটায় খাদ আছে, আর একটায় নেই—খাঁটি।

গোঁসাই—পূজো, জপে কি ভগবান পাওয়া যায়?

বাবা—নিজেকে দেব ভাবাপন্ন না করলে পূজো-জপে কি হবে? এইজন্যে জোটে ব্যাটা তন্ত্রে 'সোহহংজ্ঞানের' উপর জোর দিয়ে গেছেন। ঐটেই সাধনের মূল বাবা।

গোঁসাই—অদ্বৈত আর দ্বৈত এই তুটোয় বড় গোলমাল হয়ে যায়।

বাবা—কেন বাবা? ও খুব সহজ। অদ্বৈত তাঁর স্বরূপ আর দ্বৈত তাঁর লীলা। দেখ বাবা, আমরা যে পূজো, ধ্যান-ধারণা করি, ওর মধ্যেও গূঢ় রহস্য আছে, বাবা। সাধ্যের মিলনই হল পূজো। যখন আত্মা পরমাত্মায় মিশে যায় তখন তাকে যোগ বলে। অন্তঃকরণ হতে বৃত্তি ও বিষয় বুদ্ধি নাশ হলেই ধ্যান করা হয়। মন যে বিষয়ে গমন করুক, সেই বিষয়ে ব্রহ্ম-রূপ দর্শন করে যে মন স্থাপন করা হয়, তাকেই ধারণা বলে। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সব ব্রহ্মময়। এ অনুভূতি যার প্রাণে জেগেছে তার আর পূজো, ধ্যান কিছুই দরকার নেই। এ অবস্থায় ধর্ম্মাধর্ম্ম, স্বর্গ-নরক, পাপ-পুণ্য, জন্ম-মৃত্যু, সুখ-তুঃখ, অভাব-অভিযোগ কিছুই থাকেনা বাবা।

গোঁসাই—শূন্যতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু বলুন বাবা।

বাবা—শূন্যতত্ত্ব বড় কঠিন বাবা। বাহ্যিক ভাব ছেড়ে ভগবৎ ভাবে মন অনুপ্রাণিত হলে তবে শূন্য তত্ত্ব জানতে পারা যায়। ভগবানকে পূর্ণভাবে লাভ করাই হল সাধনার শেষ, তাই সাধককে সাধনায় পূর্ণতা লাভ করতে হয়। সাধনার পরাবস্থায় সাধক এমন ভাবে ইষ্টময় হয়ে যায় যে তখন তাদের পরস্পরের মধ্যে কোন প্রভেদ থাকে না। মায়া বা যোগমায়া ভগবানে যুক্ত থেকে লীলা বিলাসের রস উৎপাদন করেন তখন অদ্বৈত অবস্থায় থেকে সাধক লীলারস আস্বাদন করে বিভোর হয়?

গোঁসাই—ইষ্ট কি?

বাবা—যা পেলে পাওয়ার আর কিছু বাকী থাকে না, তাই হল ইষ্ট। বিশুদ্ধ আনন্দই হল ইষ্ট বাবা।

গোঁসাই—ধর্ম্ম কাকে বলা যায়?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাবা—ধর্ম্ম মুক্তির সন্ধান দেয়। ধর্ম্ম জীব-জগতকে ধারণ ক'রে ধ্বংস হ'তে রক্ষা করছে। ধর্ম্ম না থাকলে জীব বাঁচতো না বাবা ?

গোঁসাই—কি করলে মুক্তি হয় বাবা ?

বাবা—মুক্তি পেতে হলে ইষ্টকে দেখা চাই। সৃষ্টি রহস্যের গূঢ় তত্ত্ব জানবার জন্যে জ্ঞান লাভ করতে হবে, তবে মুক্তি পাবে। জ্ঞান আর মুক্তি পেলেই সাধক প্রেম আস্বাদন করে বিভোর হয়।

গোঁসাই—তাহলে প্রেমই সাধকের চরম লক্ষ্য ?

বাবা—প্রেম স্বর্গের অমৃত, ওর আর তুলনা নেই বাবা। আবার এই প্রেমই কু-প্রবৃত্তির মধ্য দিয়ে কামরূপে প্রকাশ পায়।

গোঁসাই—তারামা'র রূপ কি ?

বাবা—বিশ্বজগতের বিশ্ব-তত্ত্বের ঘনীভূত মূর্ত্তিই আমার তারামা'র রূপ। তিনি বিশ্বরূপে বিরাজ করছেন। তুমি আমিও ঐ বিশ্বরূপের মধ্যে নিহিত। আমাদের দেহের মধ্যে তিনি যেমন আত্মারূপে বিরাজিতা, তেমনি আবার বাহিরেও প্রকাশমানা। অন্তরে তিনি অনুভূতিরূপে, বাহিরে জগৎভাবে বিরাজিতা। সাধারণ জীব মনে করে আগে বাহ্য, তার পর অন্তর ; তাই তারা বাহিরে খুঁজে মরে। ও বেটি লুকোচুরি খেলায় খুব ওস্তাদ। বাবা আর কোন কথা না বলে আসন ত্যাগ করে নদীর তীরে চলে গেলেন। ভক্তটি কিছুক্ষণ বসে থেকে মন্দিরে এলেন। সন্ধ্যারতির ঢাক, ঢোল, মৃদঙ্গের শব্দে ক্ষুদ্র পল্লী ভক্তির আবেগে ঝঙ্কৃত হল।

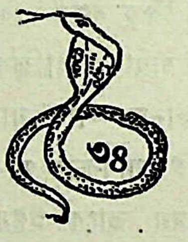

একি, কার এ অলৌকিক ছায়া মূর্ত্তি। অমি কি ভুল দেখলুম। "বামা বীরভূম" কার এই গুরু গম্ভীর নাদ, এ কি দৈববাণী ? অমরনাথের মনোরম পর্ব্বত চূড়ায় নিশীথে দণ্ডায়মান নির্ভীক সাধক আপন মনে বল্লেন। আকাশ গাত্রে বামদেবের জ্যোতির্ম্ময় দিব্য মূর্ত্তি দর্শন করে এবং দৈববাণী শ্রবণ ক'রে বাল ব্রহ্মচারী সর্ব্বত্যাগী বীর সাধক আশ্চর্য্যন্বিত হ'লেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি কখন বামদেবকে দেখেননি বা তাঁর অলৌকিক বিভূতি সম্বন্ধে পরিচিত ছিলেননা। তিনি ব্রহ্মানন্দ ভারতীর কাছে হটযোগ ও আসন শিক্ষা করেছিলেন কিন্তু, তাতে সন্তুষ্ট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হ'তে না পেরে কাশ্মীর গুহায় নির্জ্জন বনবাস ও অমরনাথের পূজায় ব্রতী হলেন। এইভাবে কিছুকাল অতিবাহিত হ'লে তিনি ঐস্থান হ'তে ফেরবার পথে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হন। আর এক অদ্ভুত ছায়ামূর্ত্তি দর্শনে সাধক অতিশয় বিস্মিত হলেন, তিনি স্বর্গীয়া মাতা মহীর দিব্য মূর্ত্তির দর্শন পেলেন। বীর্য্যবান বলিষ্ঠ সাধক অতিশয় সাহসী ছিলেন ভয় কাকে বলে তা তিনি কখনও জানতেন না।

পাহড়ের নীচে তিনি নেমে সহসা গুরু গম্ভীর দৈববাণী শুনলেন, "বামা বীরভূম"। এই বাণী শ্রবণ করে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে হল যেন সমস্ত পর্ব্বত কম্পমান। শূন্যে তিনি এক বিরাট পুরুষকে উপবিষ্ট দেখতে পান। তিনি পদ্মাসনে উপবিষ্ট, তাঁর দীর্ঘ হস্তদ্বয় জানুর উপর বিষয়ী মুদ্রায় স্থাপিত ছিল। বক্ষ স্ফীত ও রুদ্রাক্ষ মাল্যে ভূষিত। মুখ মণ্ডল জ্ঞান দীপ্তে দীপ্তিমান, আয়ত ও অর্দ্ধ নিলীলিত সুতীক্ষ্ণ নেত্র হ'তে তেজ নির্গত হচ্ছে। দোতুল্যমান বিবর্ণ কেশ জাল বিরাট মস্তকে শোভা পাচ্ছে। প্রশস্ত উন্নত কপাল. অলৌকিক মূর্ত্তির ধীরতা ও স্থিরতার পরিচয় দিচ্ছে। অবয়বের কোমলতায় শিশুভাব পরিস্ফুট। অলৌকিক মূর্ত্তি শূন্যে লীন হল। বীর সাধকের সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হল এবং তিনি দেহাভ্যন্তরে তড়িৎ প্রবাহ অনুভব করলেন, তবুও সাধক দৈববাণী ও দৃষ্টি শক্তি সম্বন্ধে সন্দিহান রইলেন।

কাশ্মীর সরকারের ঠিকাদার গগন বিশ্বাস মহাশয়ের কাছে তারাপীঠের সিদ্ধ সাধক ভৈরব বামাক্ষেপা বাবার অলৌকিক ক্ষমতার বিষয় জ্ঞাত হয়ে, দৈববাণী ও দৈবমূর্ত্তি দর্শন সম্বন্ধে সাধকের সন্দেহ দূর হল। পথে নানা বিঘ্ন উপস্থিত হওয়ায় বীরভূম যাত্রায় তাঁর প্রায় ছয় মাস দেরী হল। সন ১৮৮৭ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জুবিলী উৎসবে দিল্লীতে যোগদান করবার জন্যে তিনি ডাঃ হেমচন্দ্র সেন মহাশয়ের কাছ হতে আমন্ত্রণ পত্র পান। যখন তিনি উৎসবে যোগদান করেন, সেই সময় তাঁর কর্ণে এক দৈববাণী প্রবেশ করে, "তোমাকে বড় দরবারে প্রয়োজন, দেরী করো না, শীঘ্র চ'লে এসো।" এই দৈববাণী শুনে তিনি তৎক্ষণাৎ উৎসব ত্যাগ ক'রে গন্তব্যস্থলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। বহু পথ অতিক্রম ক'রে বহুদিন পরে তারাপীঠে পৌঁছে বামদেবকে দেখে তিনি বিস্মিত হলেন। অমরনাথে দৃষ্ট আকৃতির সঙ্গে এই মহামানবের আকৃতির কল্পনাতীত সাদৃশ রয়েছে। মাত্র একদিনের সংসর্গে তিনি বামদেবের ব্যক্তিত্বের মহিমা অনুভব ক'রলেন। গুরুর ঐশ্বরিক শক্তি অজ্ঞাতসারে তাঁর মধ্যে কাজ করতে লাগলো। শিষ্য গুরুসেবায় মনোনিবেশ করলেন।

এক অন্ধকারময়ী রাত্রিতে শিমূল তলায় গুরু যখন যোগ নিদ্রায় রত—সেই সময় প্রিয় শিষ্য গুরুপাশে নিদ্রিত ছিলেন, সহসা সহস্র সহস্র বন্য হস্তীর বৃংহনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁর নিদ্রা ভঙ্গ হল। নির্ভীক শিষ্য ভীত হলেন। সন্তানকে ভীত দেখে জগৎ পিতা প্রশান্ত বক্ষে টেনে নিয়ে সাহস দিলেন। কিছুক্ষণ পরে শিষ্যকে নিয়ে তিনি শ্মশানস্থিত পর্ণকুটীরে এলেন। শুভদিনে শুভক্ষণে অভিষেক দিবসে গুরু শিষ্যকে নিকটস্থ অরণ্য হতে শুষ্ক কাষ্ঠ আনতে আদেশ করলেন। ফেরবার পথে শিষ্য এক বিষধর সর্পকে তাঁর প্রতি কটাক্ষ করতে দেখলেন। তিনি ভীত না হ'য়ে গুরুর আদেশ পালন করবার জন্যে সর্পের পাশ দিয়ে নির্ভীক ভাবে ফিরে এলেন। সর্পেরকথা গুরুর নিকট শিষ্য প্রকাশ ক'রলেন। অন্তর্য্যামী গুরু বল্লেন "তোমায় নাগের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে সাধনার পথ পরিষ্কার করে নিতে হবে।" ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে শ্রীগুরু, প্রিয় শিষ্যকে তারামন্ত্রে দীক্ষিত করলেন এবং কঠোর সাধনা ত্যাগ করে তারা নাম করতে বল্লেন। কিন্তু তিনি নিজে শিষ্যকে কঠোরভাবে পরীক্ষা ক'রতে লাগলেন। গুরুর আদেশে তিনি প্রজ্জ্বলিত অগ্নি মধ্যে প্রায় উনিশ দিন অবধি তাপ সহ্য ক'রে বসে ছিলেন। ঐতিহাসিক বিখ্যাত জনশূন্য পলাশীর অরণ্যময় ময়দানে তিনি একাকী বহুকাল শব-সাধনা করেন। কিছুকাল পরে তিনি জুরনপুর কালী বাড়ীর নিকট শ্মশানে একাকী সাধনা ক'রতেন। গুরু-কৃপা ও আশীর্ব্বাদে অল্পকাল মধ্যে তিনি সনাতনী মায়ের জ্যোতির্ম্ময়ী রূপ দর্শন করেন। গুরুর আদেশে তিনি নির্জ্জন স্থানে সাধনা ও শাস্ত্র অধ্যয়ন ক'রতেন। মদ্য, মাংস, মৎস্য, লবণ, মশলা বা তৈল তিনি স্পর্শ করতেন না। তিনি নিষ্কাম বাল-ব্রহ্মচারী ও পরম যোগী ছিলেন, তাঁর প্রধান খাদ্য দুগ্ধ, মধু ও ফল। তিনি পর-দুঃখে কাতর হ'তেন এবং ভারত মাতার শৃঙ্খল মোচনের জন্য ব্যাকুল হ'তেন। এই বাল-ব্রহ্মচারী বামদেবের প্রধানতম ও প্রিয় শিষ্য, ওরফে তারাক্ষেপা নামে পরিচিত। ব্রহ্মচারী তারানাথ অতিশয় গুপ্ত সাধক ছিলেন এবং সংসার ত্যাগের পর পূর্ব্ব পরিচয় এমন কি গর্ভ-ধারিণী মাতা বা জন্ম-দাতা পিতার নাম বা বংশ পরিচয়, কখন কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নি। তিনি ছিলেন শিশুর মত সরল, সত্যবাদী ও ভক্তিমান। বামদেব তাঁকে 'মিয়াজী তস্‌লিমাৎ' ব'লে মধ্যে মধ্যে আদর করে ডাকতেন ও কোরাণের সারমর্ম্ম ব্যক্ত করতেন।

ব্রহ্মচারী তারানাথ বরেন্দ্র শ্রেণীর বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ। পিতা গাড়োয়ালের রাজ দপ্তরের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি পিতার বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র সন্তান। প্রৌঢ় বয়সে কোন পুত্র সন্তান না হওয়ায় পিতা বংশ রক্ষার্থে পুত্র কামনায় বাবা অমরনাথের পূজা ও সাধনা করেন। ভক্তের সাধনায় প্রীত ভগবান স্বপ্নাদেশ করলেন, "তুমি পুত্রলাভ ক'রবে কিন্তু, অল্প বয়সে সে সন্ন্যাস গ্রহণ করে গৃহত্যাগী হবে।" কালে স্বপ্নাদেশ কার্য্যে পরিণত হল। ১২৫৩ সাল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুভ ৮ই কার্ত্তিক শুক্রবার শুক্লা ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ায় তারানাথ পিতার পবিত্র বংশ আলোকিত করেন। বাল্যকাল হতেই তারানাথ অতিশয় মেধাবী ও বুদ্ধিমান ছিলেন। পিতার অতুল ঐশ্বর্য্য তাঁকে কোনদিন সংসার বন্ধনে বন্ধন করতে পারেনি। পর-দুঃখে কাতর ও নিঃস্বার্থভাবে আতুর দরিদ্রের সেবাই ছিল তাঁর জীবনের বৈশিষ্ট্য। বংশের মর্য্যাদা, ঐশ্বর্য্যের গর্ব্ব বা পোষাক পরিচ্ছদের জাঁক-জমক তাঁর মনে কোনদিন স্থান পায়নি। তিনি ছিলেন সর্ব্বত্যাগী, ভোগ-বাসনার বিরাগী। অল্প বয়সে বিভিন্ন শাস্ত্রে তিনি ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

অল্প দিনের মধ্যে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য জন-সাধারণকে মুগ্ধ করে। ১২৯৪ সালে তিনি গুরুর সন্ধানে বাহির হন। তিনি অতিশয় স্বদেশ প্রেমিক ছিলেন। দেশের কার্য্যে উদ্বুদ্ধ হওয়ায় ১৯২০ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ সরকার কর্ত্তৃক হাতীয়া ছাগল নাইয়ায় অন্তরীণ হন। এই স্থানে নানারূপ অলৌকিক-ঘটনা ঘটায় তিনি মুক্তি লাভ করেন। নিজেকে উন্নত করে অন্তরের মধ্য দিয়ে শ্রীগুরুর মহিমা তিনি প্রকাশ করতে বলতেন। প্রচার পত্রে গুরুর নাম প্রচার করা তিনি পছন্দ ক'রতেন না। তিনি ভক্তদের উপদেশ দিতেন, "বাসনা ত্যাগ কর, মাকে ডাক, দার পরিগ্রহ কর, তার সঙ্গে যুক্ত ভাবে ধর্ম্ম কর্ম্ম কর। তুমি তোমার ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা নিশ্চয়ই জান, অহঙ্কার দূর কর এবং ঈশ্বরের সম্মুখীন হয়ে তাঁকে দর্শন কর।" তিনি বলতেন, "রাষ্ট্র ছাড়া ধর্ম্ম চলতে পারে না।" তাই হিন্দুশাস্ত্র বলে "শাস্ত্রার্থ ভাজাচলতোনুশাস্ত্র বর্ণনা প্রতিষ্ঠা পয়তা স্বধর্ম্মে" শাস্ত্র শাসন হইতে বিচলিত বর্ণ সমূহকে [জাতি] স্ব স্ব শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়েছে। রাজা সমাজকে পরিচালিত করেন এবং ধর্ম্মকে গন্তব্য পথে নিয়োজিত করেন। যাদের রাষ্ট্র নেই—পরাধীন জাতি যারা মনের সন্ধান রাখে না তাদের আবার ধর্ম্ম কিসে। যুবক ছাত্রদের তিনি বলতেন, মাটি মা, যে মাটি হতে তোমার আমার সর্ব্ব জীবের দেহ পুষ্ট হয় সেই "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" মায়ের বন্ধন ঘুচাবার জন্যে লেখাপড়া শিক্ষা বা জ্ঞান অর্জ্জন করা একান্ত আবশ্যক। আর কর্ত্তব্য হ'ল পিতা মাতাকে ভক্তি করা। সদাচার পালন এবং নিত্য সন্ধ্যা উপাসনা অবশ্য কর্ত্তব্য। এতে আয়ু, বল, স্মৃতি মেধা ও মানসিক তেজ বৃদ্ধি পায়। পবিত্র ভারতকে যজমান মূর্ত্তিতে শির তুলে দাঁড়াতে হবে। যজমান না হলে জ্ঞানী, কর্ম্ম ও উপাসনায় শ্রী, ঐশ্বর্য্যও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ হয় না। জ্ঞান, কর্ম্ম ও উপাসনা এই তিন ভারতের সাধনা। লোভ ও কামকে সর্ব্বপ্রথম দমন করা কর্ত্তব্য। এই কামনার জন্যেই বার বার আসা যাওয়া।

'মা আমার রক্তবীজবিনাশিনী—রক্ত+বীজ+বিনাশিনী। রক্ত মাতৃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রজঃ, বীজ অর্থাৎ পিতৃ-বীর্য্য বা চিৎ—এই তুইয়ের মিলনেই জীবের উৎপত্তি হয়। মা আমার এই পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি বা জন্মের বিনাশিনী। এই পবিত্র ভারতই বেদকে আশ্রয় করে জ্ঞান, কর্ম্ম ও উপাসনা সহায়ে জড়ত্বের বাহিরে সূক্ষ্ম শক্তির আশ্রয়ে সূক্ষ্মতর হ'তে সূক্ষ্মতমে পৌছেছিল। জড় শক্তির পশ্চাতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির আশ্রয় স্বরূপ সূক্ষ্ম শক্তিগুলিকে অবধারণ করে ভারত পেয়েছে ভূমাকে। তাই ভূমা; মহেশ্বরের মন্ত্রে—"সর্ব্বায় ক্ষিতি মূর্ত্তয়ে নমঃ। ভবায় জল মূর্ত্তয়ে নমঃ। পশুপতয়ে যজমান মূর্ত্তয়ে নমঃ" বলা হয়। শব্দই ব্রহ্ম—৫৬টি অক্ষরে আর্য্য সন্তানরা যে মায়ের রূপ দিতে পারলেন না তাই বিজাতীয় অনার্য্য ২৬টি অক্ষরে দেবে রূপ? যে ধর্ম্মকে রক্ষা করে চলে—ধর্ম্মও তাকে রক্ষা করে। ভারতের ঐতিহ্য রক্ষাই ধর্ম্ম রক্ষা।

শ্রেষ্ঠ ভারত পুণ্যভূমি
শীর্ষ তব স্থান।
ত্রিভুবনের স্বর্গ তুমি
সত্য ধর্ম্ম প্রাণ॥

মস্তকেতে কৈলাস পুরী
উচ্চতম শির।
দীপ্ত রবি তৃপ্ত সেথায়
বেঁধেছে তার নীড়॥

পা-তুখানি জলে ভরা
ভারত মহাসাগর।
শ্রীরামের কীর্ত্তি গাঁথা
জলেও ভাসে পাথর॥

তপ্ত বালির মরুভূমি
পশ্চিমেতে বাঁকা।
আরব সাগর তীর্থ পানি
কোরাণেতে লেখা॥

পূর্ব্বদিকে ব্রহ্মদেশ
মহাসাগর তীরে।
বুদ্ধদেবের কীর্ত্তি গাঁথা
আজও ঘরে ঘরে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমার বক্ষে শস্য-শ্যামল
ফলে ফুলে ধরা।
অতল জলে রত্ন রাজি
স্বর্ণ খনি ভরা॥
ধর্ম্মরাজ্যে শ্রেষ্ঠ তুমি
কলির হরিনাম।
মুখরিত হ'লে ভারত
নাইক পরিণাম॥
শ্রীকৃষ্ণের ঐ বাঁশি বাজে
প্রেমে গাঁথা গান।
ঋতুর সাথে পাখী মাথে
দেয় মধুর তান॥
ধন্য ভারত বীরের মাতা
সতীর তুমি প্রাণ।
তোমার মত নাইক দাতা
এত স্নেহের টান॥

ব্রহ্মচারী তারানাথ বলতেন—কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই তিন মার্গ। আগুন জ্বালাও আহুতি দাও। কর্ম্ম ভিন্ন চিত্ত শুদ্ধি হয় না, চিত্ত শুদ্ধি না হ'লে ভক্তি স্ফুটতর হয় না, এই ভক্তি ভিন্ন ভগবদ্ জ্ঞান পূর্ণ হয় না, বিনা ভগবদ্ জ্ঞানে ভগবদ্ প্রাপ্তি হয় না। একের গ্রহণ অপরের বর্জ্জন চলে না। কর্ম্মই হউক, জ্ঞানই হউক, ভক্তিই হউক এই সকলের মূলে সদাচার। সদাচার পালিত হ'লে ছন্দমত জীবন যাপিত হয়। শাস্ত্রের ছন্দে জীবন যাপন কর। সদ্ গৃহস্থ হও এবং দৃঢ় ইচ্ছা থাকলেই ভগবৎ কৃপা লাভ হবেই হবে। সদ্ গৃহস্থ হও এবং দৃঢ় ইচ্ছা থাকলেই ভগবৎ কৃপা লাভ হবেই হবে। সদ্ গৃহেই ভগবান একদিন না একদিন আসেন। সদ্ গৃহস্থই সাধু। সাধ+উ, যাহার স্ত্রী থাকবে, যাহারা সস্ত্রীক ধর্ম্ম আচরণ করেন তাঁরাই সাধু।

মুর্শিদাবাদ বহরমপুরে "উমাবনম্" নামে তিনি এক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন এবং ঐ আশ্রমে ২০শে অগ্রহায়ণ ১৩৫২ সালে তিনি নির্ব্বিকল্প সমাধিতে দেহত্যাগ করেন। ১।১।১এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রিট, কলিকাতা ১২; "ক্ষ্যাপাজি তারানাথ আশ্রম সমিতি" তাঁর ভক্তরা প্রতিষ্ঠা করেছেন। ডাক্তার অভয় পদ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত সমিতির সভাপতি। বামদেবের প্রধান শিষ্য ব্রহ্মচারী তারানাথ সাধারণে "তারাক্ষ্যাপা" নামে পরিচিত।

সুদূর পল্লী বীরভূমের এক প্রান্তে দ্বারকার তীরে বীভৎস মহাশ্মশানে যখন বাংলা মায়ের বীর সন্তান ব্রহ্মচারী ক্ষেপা বাবার অলৌকিক বিভূতি প্রকাশ পেল, নানা দেশ দেশান্তর হতে ছুটে এল শত শত আর্ত্ত, ত্রিতাপক্লিষ্ট, ব্যাধিগ্রস্থ নিপীড়িত জনগণ তারাপীঠে। ঠিক সেই সময়ে বাংলামায়ের কোলে পতিত-পাবনীর তীরে পুণ্যশীলা দয়াবতী রাণী রাসমণির দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে প্রেমিক ঠাকুর শ্রীশ্রী৺রামকৃষ্ণদেবের প্রেম আলিঙ্গনে ছুটে এল শত শত পাপী-তাপী অমৃতময় উপদেশ বাণী শোনবার জন্যে। সংসার জ্বালায় দগ্ধ হয়ে নিপীড়িত জীব চায় একটু শান্তি, সেই আশায় সে ছুটে যায় শান্তিময়ের কাছে ক্ষণিক শান্তির আশায়।

ইংরাজী ১৯০৭ খৃঃ এক ছুটির দিনে হুগলী কোর্টের উকিল রজনীকান্ত সেনগুপ্ত ও হৃষিকেশ মজুমদার মহাশয়েরা তারাপীঠ ভৈরব বামাক্ষেপা বাবাকে একবার দর্শন করবার বাসনায় তারাপীঠ যাত্রার সঙ্কল্প করলেন। এই কথা শুনে তাঁদের প্রিয় বন্ধু হুগলী গভর্ণমেণ্ট ট্রেণিং স্কুলের শিক্ষক (কলিকাতা হাইকোর্টের এড্‌ভোকেট) রায়বাজারের নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁদের সঙ্গী হবার খুবই ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু বৃদ্ধ পিতা বহুদিন যাবৎ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের শিথিলতার দরুণ মূত্রাশয়ের পীড়ায় শয্যাশায়ী এবং ঠিক ঐ সময় তাঁর রোগও বৃদ্ধি পেয়েছে, তাই রুগ্ন পিতাকে ত্যাগ করে পিতৃ-ভক্ত সন্তান মহাপুরুষকে দর্শন করবার তীব্র ইচ্ছা হতে নিবৃত্তি হলেন। পিতাকে সুস্থ করবার বাসনায় তিনি হুগলীর সিভিল সার্জ্জেন মেজর থারষ্টন্ সাহেবকে দেখান, তাতে তিনি উত্তর দিলেন, "আমি অস্ত্র চিকিৎসায় এই রকম বহু রোগী আরাম করেছি—কিন্তু, এরূপ বৃদ্ধ যাঁর বয়স প্রায় ৭২ বৎসর হবে তাঁকে অস্ত্রোপাচার করতে সাহস পাই না, তাই রোগীকে শান্তিতে যেতে দিন।" অস্ত্র চিকিৎসা করলেও যে রোগের উপশম হবে তারও নিশ্চয়তা নেই। নন্দবাবুর এক বিশিষ্ট বন্ধু খ্যাতনামা ডাক্তার প্রসাদ দাস মল্লিক মহাশয় ঐ রোগে আক্রান্ত হন এবং বহু রকম চিকিৎসা করেও তিনি কোন সুফল না পেয়ে বাধ্য হয়ে অস্ত্র চিকিৎসায় আত্মসমর্পণ করেন। অস্ত্র চিকিৎসা বেশ ভালই হল কিন্তু, রোগ নিরাময় হল না। অস্ত্র চিকিৎসা করলেই যে নন্দবাবুর পিতা আরাম হবেন তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। নন্দবাবুর বন্ধুদ্বয় তারাপীঠ যাত্রার দিন স্থির করে ফেলেছেন কিন্তু, নন্দবাবু পিতার রোগ বৃদ্ধির জন্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁদের সঙ্গে যেতে পারবেন না শুনে তাঁরা দুঃখিত হলেন। এই কথা নন্দবাবুর অসুস্থ পিতার কাণে এল, তিনি প্রিয় পুত্রকে ডেকে বল্লেন, "আমি এ ব্যাধি দীর্ঘকাল ভোগ করছি, যখন সাধু দর্শন করবার বাসনা হয়েছে, সঙ্গীও পেয়েছ, তখন তাঁকে দর্শন করে এসো, মাত্র দু'চার দিনের ব্যাপার, মহাপুরুষের কৃপায় এর মধ্যে আমার কিছু হবে না বরং তুমি তাঁকে দর্শন করে এলে আমি সন্তুষ্ট হবো।" পিতৃ-আদেশ শিরোধার্য্য করে মহাপুরুষ দর্শন অভিপ্রায়ে তাঁদের সঙ্গে তিনি তারাপীঠ যাত্রা করলেন। বাবার প্রধানতম সন্ন্যাসী শিষ্য ব্রহ্মচারী তারানাথ (তারাক্ষেপা) ইতিপূর্ব্বে হুগলী রায়বাজারে প্রায়ই আসতেন এবং নন্দবাবুর সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় ছিল। নন্দবাবু তাঁর মুখে বাবার বহু অলৌকিক বিভূতির কথা শুনেছিলেন এবং ব্রহ্মচারী তারানাথও নন্দবাবুকে একবার তারাপীঠ ভৈরবকে দর্শনের কথা বলেন। এই জন্য ক্ষেপা বাবাকে একবার দর্শন করবার তীব্র ইচ্ছা নন্দবাবুর মনে উদিত হয়।

তিন বন্ধু মোল্লারপুর ষ্টেশনে পৌঁছলেন, প্রায় আড়াই ক্রোশ পথ হাঁটা ছাড়া আর কোন সুবিধে নেই। গো-শকট পাওয়া যায় কিন্তু, রাস্তার দুরবস্থায় গো-শকটে নিরীহ পশু ও যাত্রীদের দুর্ভোগের সীমা থাকে না বরং পদব্রজেই আয়াস-সাধ্য হয়। পথে নন্দবাবুর মন খুব চঞ্চল হল শয্যাশায়ী পিতার চিন্তায়। একটানা আড়াই ক্রোশ পথ অতিক্রম করে তাঁরা তাঁরাপীঠ ভৈরবের কাছে উপস্থিত হলেন। বেলা প্রায় মধ্যাহ্নকালে, ক্ষেপা বাবা শিমুলতলায় শুয়ে আছেন, এক পাশে বসে বাবার এক প্রিয় শিষ্য ময়ুরভঞ্জ নিবাসী অবিনাশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অনবরত "শ্রীদুর্গা, জয় তারা" এই নাম উচ্চারণ করছেন, বাবাও মাঝে মাঝে একটু উঠে তাঁর দিকে চেয়ে হাঁসছেন, আবার কখন গুরু গম্ভীর "জয়তারা" নাদে শ্মশানের মর্ম্মস্থল কাঁপাচ্ছেন। শ্রান্ত বন্ধুত্রয় পদ-ধূলি নেবার জন্যে ভৈরবের কাছে এগিয়ে গেলেন কিন্তু, তাঁর উগ্রভাব দেখে তাঁরা ভয়ে সরে এসে চুপ করে এক পাশে দাঁড়িয়ে ভৈরবকে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। এইভাবে কিছুক্ষণ কেটে গেল, মধ্যাহ্ন রবি প্রায় অস্তমিত, শিবার দল শ্মশানের চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত শব অস্থি মুখে নিয়ে ছুটা-ছুটি করছে, কুকুরগুলি গর্জ্জন করছে বা আক্রমণ করছে। তাঁদের একপাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একজন তারামা'র পুরোহিত এসে ভৈরবের কাছে চুপ করে বসে থাকবার জন্যে আহ্বান জানালেন। পুরোহিতের আহ্বানে তাঁরা ক্ষেপা বাবার সম্মুখে এসে চুপ করে বসে রইলেন। বাবা মাঝে মাঝে তাঁদের দিকে লক্ষ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে "দুর্গা তারা" বলতে লাগলেন। সন্ধ্যা দেবীর আগমনে শ্মশান অন্ধকারে আচ্ছন্ন প্রায়। বাবা উঠে বসে পুরোহিতকে বল্লেন, "তুই শাল অতি বদ, তোর তারামাও বদ, এদের কিছু দয়া করেনা, এদের খেতে দে।" বাবার আদেশে সেই রাত্রে তাঁরা তারামার প্রসাদ পেলেন এবং এক পাণ্ডার ঘরে আশ্রয় নিলেন।

রাত্রি প্রায় দ্বিতীয় প্রহর, তারামা'র ভোগ আরতি সমাপণ করে পুরোহিত একখণ্ড বৃহৎ কদলী পত্রে রাশিকৃত অন্ন-ব্যঞ্জন পরিবেশন করে বাবাকে বল্লেন, "বাবা, তারামায়ের প্রসাদ দিয়েছি, সেবা করুন।" বাবা আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করলেন, "ছেলেরা সব কোথায়? তাদের ডেকে দে?" পুরোহিত উচ্চৈঃস্বরে "কালী কালী" বলে চীৎকার করে উঠলেন। চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে এসে জুটলো অগণিত শৃগাল, কুকুর ও কতকগুলি ছোট ছোট বন্য জন্তু। তারাও একই পাত্রে খেতে লাগলো তারামায়ের প্রসাদ সমজ্ঞানী সাধকের সঙ্গে। এক পাশে ব'সে 'তারানাম' করছিলেন অবিনাশবাবু, তিনিও বাবার আহ্বানে প্রসাদের অংশ গ্রহণ করলেন। অষ্ট-পাশ মুক্ত সমজ্ঞানী সাধককে শৃগাল, কুকুরের সঙ্গে একই পাত্রে আহার করতে দেখে বন্ধুত্রয় একপাশে বসে বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইলেন। আহার শেষ হল, বন্য জন্তুরা স্ব স্ব স্থানে চলে গেল, কাছে রইল শুধু প্রিয় কুকুরগুলি—কালু, ভুলু, জামভোলা ও শ্বেতফুলি। রাত্রি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা পুরোহিতের গৃহে ফিরে এলেন। বাবা শিমুল তলায় যোগ-নিদ্রায় নিদ্রিত হলেন। পরদিন প্রভাতে জীবিত কুণ্ডে স্নানের সময় অবিনাশ বাবুর সঙ্গে তাঁদের বাবার বিভূতি সম্বন্ধে অনেক কিছু আলাপ আলোচনা হয়। তিনি বল্লেন, "মাত্র কয়েক ঘণ্টা বাবার কাছে থেকে তাঁর সম্বন্ধে আপনারা কিছুই জানতে পারবেন না, সুযোগ পেলেই বাবার কাছে আসবেন, ক্রমাগত এলে যদি তাঁর কৃপা হয় তাহলে আপনাদের পরম সৌভাগ্য। আমি সুযোগ পেলেই বাবার কাছে আসি। আপনারা একটি বিষয় পরীক্ষা করতে পারেন, মনে মনে কিছু চিন্তা করে বাবাকে স্মরণ করবেন, তাহলেই বাবার মুখ থেকে তার সঠিক উত্তর পাবেন।" নন্দবাবু ব্যতীত অন্যান্য বন্ধুরা এই কথায় বিশেষ মনোযোগ দিলেন না। পরীক্ষার ছলে নন্দবাবু পিতার রোগ নিরাময়ের বিষয় বাবাকে স্মরণ করে মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন। এই পরীক্ষার কথা নন্দবাবু কাকেও প্রকাশ করেননি। কিছু জলযোগ করে তাঁরা শিমুল তলায় এসে বাবার সামনে চুপ করে বসে রইলেন কিন্তু, নন্দবাবু মনে মনে পিতার বিষয় চিন্তা করতে লাগলেন।

বাবা শিমুল তলায় অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় তারামা'র চিন্তায় নিমগ্ন, কোন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিকেই লক্ষ্য নেই, দেহ যেন শবে পরিণত হয়েছে। নিস্তব্ধ নিরিবিলি শ্মশানের প্রশান্ত পরিবেশে কেটে গেল প্রায় দু ঘণ্টা। সহসা অস্ফুট 'তারা' নাম করে উঠে এসে নন্দবাবুর পিঠে মৃদু পদাঘাত করে সহাস্যে বাবা বল্লেন, "এখনও ১৫ বৎসর।" তাঁর এই কথার অলৌকিকত্ব বা তাৎপর্য্য নন্দবাবু অনুধাবন করতে পারেননি। বাবা নিজের আসনে বসে তাঁদের দিকে চেয়ে সহাস্যে বল্লেন, "তোদের বন্ধু 'তারা' আসছে।" রাত্রি প্রায় ১২টার সময় নির্জ্জন নিশীথে বাবার প্রধানতম প্রিয় শিষ্য "তারানাথ" মাদ্রাজ হতে ফিরতি পথে তথায় উপস্থিত হলেন। তাঁদের বাবার কাছে বসে থাকতে দেখে ব্রহ্মচারী তারানাথ জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা এখানে আসবার আগে আমায় জানালে না কেন? বাবার সঙ্গে তোমাদের কি কিছু কথাবার্ত্তা হয়েছে"? নন্দবাবু উত্তর দিলেন, "না"। বাবার সঙ্গে ব্রহ্মচারী তারানাথের ঠারে ঠোরে অনেক কথাই হল কিন্তু, তাঁরা কিছুই বুঝতে পারলেন না। কিছুক্ষণ পরে ব্রহ্মচারী নন্দবাবুকে বল্লেন, "তোর বাবা ত ভাল হয়ে গেছেন, এখনও ১৫ বৎসর বাঁচবেন। এই কথা বাবা বল্লেন"। এই কথা শুনে নন্দবাবু খুবই আনন্দিত হলেন। দুই তিন দিন তারাপীঠ ভৈরবের সঙ্গ লাভ করে তাঁরা ফিরলেন স্ব স্ব স্থানে।

কি অদ্ভুত ব্যাপার, গৃহে ফিরে এসে নন্দবাবু দেখলেন তাঁর পিতা রোগ মুক্ত অবস্থায় সুস্থ শরীরে শয্যায় উপবিষ্ট। নন্দবাবু সংগ্রহ করে এনেছিলেন একখানি বাবার পট। তিনি নিত্য শ্রদ্ধার সঙ্গে সেই পটখানিতে ভক্তির অর্ঘ্য প্রদান করতেন এবং প্রার্থনা জানাতেন। এই পট হতে তিনি অলৌকিক ইঙ্গিত লাভ করেছিলেন। বাক্-সিদ্ধ মহাপুরুষের বাণী অনুযায়ী নন্দবাবুর পিতা সুদীর্ঘ পনের বৎসর সুস্থ শরীরে জীবিত ছিলেন। ১৯২২ খৃঃ ১৯শে ডিসেম্বর তিনি পরলোক গমন করেন। এই ঘটনা সম্বন্ধে নন্দবাবু নিজ হস্তে আমায় লিখে জানিয়েছিলেন। নন্দবাবুর পিতা ৺অধরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি মাননীয় মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়মহাশয়ের মাতুল হন।

খুব দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি সন ১৩৬৯ সাল ২৪শে শ্রাবণ বুধবার কলিকাতা শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাঁসপাতালে নন্দবাবু ইহলোক ত্যাগ করেছেন।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩৫

একটি বালক দ্রুত তারাপীঠ অভিমুখে চলেছে--সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে পথ ঘাট চেনা নেই। মেঠোপথে আসতে আসতে হঠাৎ সে এমন স্থানে এসে পড়লো, সেখানে কেবলই জঙ্গল একটু এগিয়েই বালক চমকে উঠলো—খালি মড়ার মাথা আর হাড়—সেকি, শেষকালে কোন শ্মশানে উপস্থিত হলাম না কি? তাইত, শৃগাল কুকুরে মড়া নিয়ে ছেঁড়া-ছিঁড়ি করছে—গাছে গাছে পেচক ডাকছে, শকুনিরা ডানা ঝাড়ছে আর নাকি সুরে কাঁদছে। বালক ভয়ানক ভীত হয়ে উঠলো। আজ নিশ্চয়ই ভুতের হাতে তার প্রাণ যাবে।

সন্ত্রস্ত বালক দ্রুত বহিরে যাবার পথ খুঁজতে লাগলো। হঠাৎ তার নজরে পড়লো ছোট এক চালা-ঘর। এবার বালক যেন প্রাণ ফিরে পেল, অন্ধকারে দেখলো কে একজন ঘরে বসে, যেই হোক্ মানুষ ত?

কার্ত্তিক মাস, সামান্য শীত বোধ হচ্ছে; বালক কোন দ্বিরুক্তি না করে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলো—এখানেও মড়ার মাথা। বালকের মাথা ঘুরে গেল। এ লোকটা কে? যেন কেমন কেমন মনে হচ্ছে—চুপ-চাপ বসে আছে—এখানে লোকটা মড়ার মাথা নিয়ে করে কি? নরবলি দেয় না তো? কি ভুল করেই সে এখানে এসেছে। আজ প্রাণ থাকলে কাল সকালেই আবার নলহাটীতে সে চলে যাবে। ঘরে একটা কোণে সে জড়-সড় হয়ে বসলো। শ্মশান থেকে ঘরটা—তবু একটা ভাল আশ্রয় ত?

বালকের বুক দুর-দুর করতে লাগলো। বাইরে শ্মশানের চতুর্দ্দিকে শৃগাল কুকুরের বীভৎস চীৎকার, শকুন শিশুর কান্নার স্বর, বায়ু তাড়িত বৃক্ষ-পল্লবের শোঁ শোঁ রব শ্মশানকে ভয়াবহ করে তুললো। বালকের মনে হতে লাগলো, যেন হাজার হাজার পিশাচ, দৈত্য ও দানব তাণ্ডব নৃত্য সুরু করে দিয়েছে—কারা যেন খলখল্ করে হাসছে, দুম-দাম্, দুড়-দাড়্ করে ছুটো-ছুটি করছে, নিজেদের মধ্যে মড়া নিয়ে মারামারি সুরু করে দিয়েছে। ঐ কারা আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলছে—কারা প্রাণ ভয়ে কাঁদছে—যেন কে কার গলা টিপে মেরে ফেল্‌লো। কি কুক্ষণেই সে আজ নলহাটী ছেড়ে এসেছিল। যার আশ্রয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সে এসেছে,—তার সম্বন্ধে সে এখন কিছুই জানে না—সে কি তারাপীঠেই এসেছে, না পথ ভুলে অন্য কোথায় চলে এসেছে ? ভয়ে সে কাঁপতে লাগলো, গায়ে একখানা চাদর ছিল, সেটাকে সে ভাল করে জড়িয়ে ঘরের কোণ ঠেঁসে বসে রইলো।

পচা মড়ার গন্ধ ভেসে আসছে—কারা যেন ঘরের পাশে দাঁড়িয়ে ফিস্ ফিস্ করে কথা বলছে—ঘরের সামনে তারা ঘোরা-ঘুরি করছে। বালক ভাবতে লাগলো—এই শ্মশান কি ভয়াল, কি ভয়ঙ্কর—তার মত কত ছেলে ত এসেছে এখানে, হয়ত তারও শেষ হবে আজ এখানে, জীবনের এই শেষ—তবে মানুষগুলো কিসের মোহে এত ছুটো ছুটি করে, কত যত্নে লালিত পালিত এই দেহ—তার শেষ পরিণাম খানিকটা ভস্ম, না হয় শৃশাল, কুকুর আর শকুনের খাদ্য। দেহের এই ত শেষ পরিণাম !

সে মাঝে মাঝে ভয়ে চমকে উঠছে—ঐ পিশাচরা ভয়ানক অট্টহাস্যে শ্মশান মুখরিত করলো। ঐ তো ভূত-প্রেতরা ছুটে আসছে এই ঘরের দিকেই —তাদের পায়ের আঘাতে মড়ার মাথাগুলো ঠক-ঠক্ ঝন-ঝন্ করে উঠছে। আবার গভীর দীর্ঘশ্বাস, নাকি সুরের কান্না—কে যেন বুক চাপড়ে কাঁদছে—কে যেন তার হারিয়ে যাওয়া শিশুকে খুঁজে খুঁজে ফিরছে—কি করুণ, কি হৃদয় বিদারক।

এই মহাশ্মশান, কেউ ভয়ে ত্রিসীমানায় আসে না, শিউরে উঠে ছুটে পালিয়ে যায়, আবার কেউ হাসে কালী কপালিনীর অট্টহাস্য উপভোগ ক'রে। জ্যান্ত ছেলে ফেলে রেখে বেটি মরা ছেলে তুলে নেয় বুকে। অতীতের স্মৃতি বিজড়িত এই মহাশ্মশান বশিষ্টের সিদ্ধ আসন, মহা মানবের তপোবন। কখন জাগ্রত, কখন সুপ্ত, কখন ভয়ঙ্কর, আবার কখন মনোরম।

হঠাৎ ঘরে উপবিষ্ট লোকটি বালককে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি ওখানে কে চুপ করে বসে আছেন বাবা, আপনি কি আজ এখানে থাকবেন ? বাবার কথা শুনে বালক উত্তর দিলে, "আমার নাম নগেন্দ্রনাথ বাগ্‌চি।"

কিছুক্ষণ পরে বাবা আবার জিজ্ঞাসা করলেন,—"লগেন বাবা, আপনি কি এখানে থাকবেন বাবা ?" ভীত বালক যেন একটু বিরক্ত হয়েই উত্তর দিলে, "আমি ছেলে মানুষ এই অন্ধকারে কোথায় যাব, কাল সকাল বেলায় চলে যবো।" বাবা আর কোন কথা না বলে চুপ করে বসে রইলেন। বালক যেন একটু সাহস পেল—না, লোকটা খারাপ বলে মনে হয় না তো, তবু বিশ্বাস নেই মনের মধ্যে কি আছে, কে জানে—যত রাত বাড়ে, ততই সে বাবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাছে ঘেঁসে আসে।

কেন মরতে এখানে এলাম, যদি বুড়োটা ঘর থেকে তাড়িয়ে দেয়, তাহলে, নিশ্চয়ই ভুতে ঘাড় ভেঙ্গে রক্ত খাবে। পিশাচরা দেহটা নিয়ে ছিঁড়া-ছিঁড়ি করবে, এই সব চিন্তা করে সে কেঁদে ফেললো। আবার বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, "লগেন বাবা, আপনি এখানে কি থাকবেন বাবা ?"

ভীত বালক নম্র সুরে উত্তর দিলে, "হ্যাঁ"।

"থাকবেন, থাকুন কিন্তু বড় মশা,—আমায় সেদিন জীবিত কুণ্ডের পাড়ে তুলে নিয়ে গিয়েছিলো।"

"তা হোক্", বাবার কথায় বালক উত্তর দিলে। কিছুক্ষণ নীরব থেকে বাবা বল্লেন, "এ ঘরে ভুতে ভয়ানক মারা মারি করে।" এই শুনে শিউরে উঠে বালক আপাদ-মস্তক ভাল করে চাপা দিয়ে আরো ঘেঁসে বসলো। বালক যত ভীত হয়, বাবাও তত রহস্য করে ভয় দেখান। তিনি দাঁড়িয়ে উঠে বল্লেন, "লগেন বাবা, বড় মশা—ঘরে আমি আর থাকবো না, কম্বলটা নিয়ে আসুন, জীবিত কুণ্ডের পাড়ে শোব।"

শাঁ শাঁ করছে রাত্রি, অন্ধকার—গাঢ়অন্ধকার। বড় বড় গাছগুলোর ডালপালা নড়চে যেন দানব, দৈত্যেরা নর রক্ত পান করবার জন্যে বাহু বিস্তার করে হাতছানি দিচ্ছে। ভয়াবহ কৃষ্ণ-বর্ণ বিরাট দানব-দৈত্য রুধির লালসায় চঞ্চল হয়েছে, ঐ দেখ রুধির লোলুপা লম্বা রক্ত-বর্ণ জিহ্বা লক্ লক্ করছে। ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসছে দীপ্তিমান চক্ষু দু'টি, কিন্তু কি করি, ঐতো বুড়োটা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। উপায়ান্তর না দেখে দিশেহারা ভীত বালক কম্বল নিয়ে এসে দাঁড়াল বাবার পাশে। সঙ্গে সঙ্গে গা ঘেঁসে সে চলতে লাগলো—বাবা জীবিত কুণ্ডের ধারে এসে কোন কথা না বলে শুয়ে পড়লেন। বালক পদ-প্রান্তে চাদর মুড়ি দিয়ে চুপ করে চোখ বুজিয়ে বসে রইলো।

আরো কিছুক্ষণ কেটে গেল এইভাবে, হঠাৎ ধড়-মড়িয়ে উঠে বাবা বল্লেন, "লগেন বাবা, আমার এখানে ভাল লাগছে না, কম্বলটা নিয়ে চলুন ত বাবা শ্মশানে শিমুল তলায় শোব।"

দ্বিরুক্তি না করে বালকও উঠে পড়লো—আবার কোথায় নিয়ে যাবে ? না, তার প্রাণের আর আশা নেই, কাছে এমন একটা বাড়ী বা ঘর নেই যে ছুটে সেখানে পালিয়ে যায়। নির্ব্বিকার চিত্তে শ্মশানের অভ্যন্তরে এসে শিমুল তলায় বাবা শুয়ে পড়লেন। বালক মুড়ি-শুড়ি দিয়ে ঘাড় গুঁজে বাবার কোল ঘেঁসে ভয়ে কাঁদতে লাগলো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইবার বালক একেবারে শ্মশানের মাঝে। ঘর থেকে সে যা শুনছিল এবার চোখের সামনে সে দেখতে লাগলো। সত্যিই তো কারা দাঁড়িয়ে আছে ওখানে—হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঐ যে তাকেই ডাকছে হাতছানি দিয়ে—ঐ যে দপ দপ করে আগুন জ্বলে উঠছে শ্মশানের পাশে, নদীর ধারে হঠাৎ ও কি। সহস্র সিংহ যেন গর্জ্জন করে উঠলো, না আর রক্ষে নেই—ঐ কারা ছুটে আসছে এদিকে—বালক বুক-ফাটা চীৎকার করে কেঁদে উঠলো।

বাবা তাকে বুকে টেনে নিলেন আদর করে। সহস্র সিংহের গর্জ্জন, বীভৎস চীৎকার নিমেষে যেন কোথায় মিলিয়ে গেল। মধুর কণ্ঠে তার গায়ে হাত বুলিয়ে বাবা বল্লেন, "ভয় কি লগেন বাবা, এ যে তারামায়ের কোল, যমের বাবারও সাধ্যি নেই এখানে আসে। আপনি ছেলে-মানুষ, আপনাকে কি আমি একা ফেলে যেতে পারি। কোন ভয় নেই বাবা—আপনি আমার বুকে মাথা রেখে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ুন।"

ভীত সন্তানকে মা যেমন বুকে তুলে নিয়ে তার সকল ভয় নিবারণ করে, সন্তান যেমন মায়ের কোল ছাড়া আর দ্বিতীয় নিরাপদ স্থান খুঁজে পায় না, বাবাও তেমনি মায়ের মত তাকে বুকে তুলে নিলেন, ছেলেও তেমনি নিরাপদ স্থান পেয়ে সকল ভয় ভুলে গেল। বাবার বুক, যে প্রশান্ত বুকে কাল-ভয় নিবারণী কালী সদা জাগ্রতা, ত্রিতাপ-নাশিনী তারা চির আবদ্ধা—সেই চির-শান্তিময় বুকে স্থান পেয়ে বালক অচিরেই গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন হল। শান্তিময় পিতা তাকে সকল অশান্তি ভুলিয়ে দিয়ে গভীর প্রশান্তিতে ডুবিয়ে দিলেন। তার চোখে মুখে শান্তি বিরাজ করতে লাগলো। এত আদর, এত যত্ন, এত শান্তি, এত আনন্দ সে কখনো পায়নি। প্রভাত হল, পাখী ডেকে উঠলো, রবির কনক-রশ্মি গাছের ফাঁকে ফাঁকে লুকোচুরি খেলতে লাগলো, বালক তখনও গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত।

বাবা শয্যা ত্যাগ করে আসনে বসলেন। ভক্তরা এসে বালককে জাগিয়ে দিল। স্নেহময়ের স্নেহে আকৃষ্ট ও সাহসী হয়ে বালক দিনের পর দিন বাবার কাছে থেকে গেল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩৬

নিরিবিলির শান্ত পরিবেশে ব'সে আছেন ভৈরব মহাশ্মশানের প্রবেশ দ্বারে কেলি কদম্ব-মূলে, তারই অনতিদূরে বিরাজ করছে শ্রী-ফল বৃক্ষ, যার পবিত্রতা ও উপকারিতা সম্বন্ধে শত মুখে মহিমা গান ক'রে গেছেন সনাতন আর্য্য ঋষিরা তন্ত্র, পুরাণ ও আয়ুর্ব্বেদে। পত্র-পুষ্প-ফল-বাকল-মূল ও কাষ্ঠ উপকারিতা ও পবিত্রতার জন্যে ব্যবহৃত হয় প্রতি হিন্দুর ঘরে পূজা-পার্ব্বণে ও স্বাস্থ্যোন্নতির কারণে।

গোলকে লক্ষ্মী ও নারায়ণ অবস্থান করছেন। সহসা নারায়ণকে চিন্তিত ও চঞ্চল হ'তে দেখে জিজ্ঞাসা ক'রলেন লক্ষ্মী নারায়ণকে, "প্রভু! বোধ হয়, দেবাদিদেব মহাদেবের জন্যে চঞ্চল হচ্ছেন? আপনি বোধ হয় দেবাদিদেবকেই অধিক ভালবাসেন?" "তুমি ঠিকই বলেছো লক্ষ্মী", উত্তর দিলেন নারায়ণ। "আমাকে বোধ হয় অত ভালবাসেন না?"—জিজ্ঞাসা করলেন লক্ষ্মী নারায়ণকে। মৃত্হাস্যে নারায়ণ বল্লেন, "সমতায় অসমতায় বিশুদ্ধ প্রেমের আদান প্রদান কখনও পরিস্ফুট হয় না, তাই দেবাদিদেবকেই বেশী ভালবাসি।" নারায়ণ মদন-মোহন এবং দেবাদিদেব মদনারি বিশুদ্ধ প্রেমের মূর্ত্ত প্রতীক ও চরম ত্যাগের যুগল মূর্ত্তি, প্রেমাস্পদ হরি এবং হর। এই কথা শুনে বল্লেন লক্ষ্মী, "আমি যদি নিত্য দেবাদিদেবের পূজা করি তাহলে আপনি নিশ্চয়ই খুব সন্তুষ্ট হবেন?" "তাহলে প্রিয়া, তোমার স্থান হবে আমার বক্ষে",—বল্লেন নারায়ণ লক্ষ্মীকে। দেবাদিদেবের আরাধনার সরল পূজা-পদ্ধতি বলে দিলেন নারায়ণ, লক্ষ্মী দেবীকে। সরোবর হ'তে তুলে আনেন দেবী ১০৮টি শ্বেত কমল, অর্ঘ্য দেন প্রীতি কুসুম শিবলিঙ্গে প্রেমাশ্রুতে সিক্ত করে দিনের পর দিন ভক্তিভরে। দৈব দুর্ব্বিপাকে নারায়ণের কুটিল-চক্রে ঘটে গেল এক অঘটন, পূজায় উপবিষ্টা লক্ষ্মীদেবী দেখলেন ১০৮টি কমলের মধ্যে দুটি নাই। "তবে তো আমি ভক্তিহীনা, কি করেই বা আসন ত্যাগ করি," আপন মনে এই কথা বলে দেবী ব্যাকুল হ'য়ে অশ্রু বর্ষণ করতে লাগলেন। সহসা তাঁর মনে উদয় হল, আমার স্তন যুগলকে প্রভু কমল আখ্যা দিয়েছেন তবে এই কমলই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবাদিদেবের অর্ঘ্যে প্রদান করবো। একটি স্তনকমলকে কর্ত্তন করে দেবী যেই শিব-লিঙ্গে অর্ঘ্য দিলেন, অনতি-বিলম্বে কৈলাস ত্যাগ করে ভক্তিমতী লক্ষ্মীদেবীর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে দেবাদিদেব বল্লেন, "মা ক্ষান্ত হও, আমি খুবই প্রীত হয়েছি আর কমল অর্ঘ্য দিতে হবে না। মা, যে স্তনকমল ছিন্ন করেছো তাহা পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হোক্ এবং ঐ ছিন্ন স্তনকমল ত্রিভুবনে পবিত্র শ্রী-ফল বৃক্ষরূপে বিরাজ করুক। তার যুক্ত ত্রি-পত্রে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর সর্ব্বদা বিরাজ করবেন এবং তার মূলে স্বর্গের সমগ্র দেব-দেবী আশ্রয় গ্রহণ করবেন। এই পবিত্র ত্রি-পত্রে শিব-লিঙ্গে যে আমার আরাধনা ও অর্ঘ্য প্রদান করবে, সে শিবত্ব প্রাপ্ত হবে। বর প্রার্থনা কর মা।" আনন্দে উদ্বেলিত হ'য়ে শ্রদ্ধায় গদ-গদ কণ্ঠে প্রার্থনা জানালেন দেবী, "অন্য কিছুই চাইনা, যখনই ইচ্ছা হবে তখনই আপনার দর্শন পাবো এই আমার প্রার্থনা।" তথাস্তু ব'লে দেবাদিদেব অদৃশ্য হ'লেন। ত্রি-পত্র ব্যতীত ছিন্ন পত্রে দেবাদিদেবের পূজা করা উচিত নয়। অভাবে পত্র গুঁড়া করে পূজা করা যায়। সন ১৩০২ সাল অপরাহ্ন সময়ে, এক হাঁটু ধূলা মেখে উপস্থিত হ'লেন তারাপীঠে ভাগলপুর চম্পানগরের এক বিশিষ্ট ধনী ও মানী ব্যক্তি, তারক নাথ ঘোষ মহাশয় পুত্র কামনায় ভৈরবের কাছে। দয়াল বাম ভক্তের মনোবাসনা জানতে পেরে বল্লেন—"ওরে বাবা, তারামার কৃপায় তোর ছেলে হবে, তার নাম রাখবি অমর নাথ। সন ১৩০৮ সাল আষাঢ় মাস, স্বয়ং শঙ্করের কৃপা লব্ধ পঞ্চম বর্ষীয় পুত্র অমর নাথকে আনলেন ভক্ত তারাপীঠে ভৈরবের শ্রীপাদপদ্মে নিবেদন ক'রতে। সঙ্গে এসেছেন ভক্তের মাতাঠাকুরাণী ভৈরবকে দর্শন ক'রতে। খুব জাঁক-জমকে তাঁরা তারামায়ের পূজা দিলেন, ভৈরবকে সেবা করালেন ও বহু ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত এবং দরিদ্রনারায়ণকে প্রসাদ দিলেন। ভক্তের মাতাঠাকুরাণী প্রার্থনা জানালেন ভৈরবের কাছে যাতে তাঁর কাশীধামে মৃত্যু হয়। ভৈরবের আশীর্ব্বাদে তিনি শেষ জীবনে কাশী-বাসী হন ও ঐ পবিত্র ধামেই দেহত্যাগ করেন। এই ভক্ত তারাপীঠে তারামার পুরোহিত নবীন পাণ্ডার যজমান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

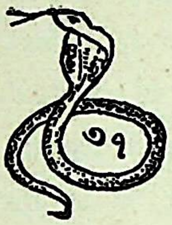

গুণ গরিমায় শ্রেষ্ঠ, উজ্জ্বলতায় দীপ্ত, মনোময় অমূল্য রত্নরাজি আছে নিহিত সমুদ্রের অতল জলে, লোক চক্ষুর অন্তরালে কিন্তু, তবুও তাদের নিস্তার নেই ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের কাছে। অগম্য স্থানেও সে যেতে প্রয়াস পায় বুদ্ধি, সাহস ও বাসনার প্রাচুর্য্যে।

বাঙ্গলা মায়ের এক প্রান্তে অবহেলিত, অবাঞ্ছিত, পতিত, জঙ্গলাকীর্ণ ও বীভৎস মহা-শ্মশানের মর্ম্মস্থলে নির্জ্জনে বসে আছেন শ্মশানবাসিনী মায়ের কোলে মায়ের আদুরে ছেলে শ্রীবাম, সেখানেও নেই তাঁর নিস্তার আসে যায় কত শত দর্শক, আর্ত্ত ও ভক্ত দিবা-রাত্র।

সহসা এসে উপস্থিত হ'লেন হুগলী ফৌজদারী আদালতের বিখ্যাত উকিল-দ্বয়, ধর্ম্ম-পিপাসু বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়েরা ভৈরবের শ্রীচরণ দর্শন করবার জন্যে। তাঁরা উভয়েই সিদ্ধ মহাপুরুষ কালীদাস গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে কালী মন্ত্রে দীক্ষিত। তাঁদের দেখে সানন্দে ভৈরব বল্লেন, "আমার কালীমার ব্যাটারা এসেছে।" তাঁরা খুবই উন্নত ও ভাগ্যবান, তাই প্রথম দর্শনে ভৈরবের আশীর্ব্বাদ লাভ ক'রলেন। এক মহা-নিশায় কৃপা পরবশ হয়ে ভৈরব তাঁদের বশিষ্ঠদেবের সিদ্ধ আসনে বসিয়ে দিলেন, অল্পকাল মধ্যে তাঁরা পরলোকগত শ্রীগুরুর ও ইষ্টদেবীর দর্শন লাভ করেন। শ্রীবামের কৃপায় তাঁরা মায়ের দর্শন পেয়ে পরমানন্দ লাভ করেন এবং শ্রীবামকে তাঁরা গুরুর মত শ্রদ্ধা ক'রতেন। কয়েকদিন মহা-পুরুষের সঙ্গ লাভের পর তাঁরা হুগলী ফিরে আসেন এবং উন্নত জীবন লাভ করেন।

প্রসন্ন কুমার মুখোপাধ্যায়, বাড়ী হাওড়া জেলার অন্তর্গত ব্যাঁটরায়, বার্ণ কোম্পানীর একজন উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী। কর্ম্মক্ষেত্রে হিসাব নিকাশে গোলযোগ হওয়ায় বৃদ্ধ-বয়সে মামলায় জড়িত হন। পাছে সম্ভ্রমের হানি হয় এই চিন্তায় তিনি খুবই ব্যাকুল হ'য়ে পড়লেন। লোকমুখে শুনেছেন, শ্রীবামের ঐশ্বরিক শক্তি আছে কিন্তু, ভয়ানক উগ্র, কারও খাতির রাখেন না, হয় চিমটা না হয় ত মড়ার হাড় নিয়ে তাড়া করেন বা মারেন; তিনি একেবারেই ক্ষেপা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একেই বৃদ্ধ বয়স তার উপর মামলায় জড়িত হয়ে ভাবনা চিন্তায় শরীর ও মন দুর্ব্বল হয়ে গেছে, এ অবস্থায় ঐ সুদূর পল্লী তারাপীঠে শ্রীবামের কাছে শরণাপন্ন হওয়া প্রসন্ন বাবুর পক্ষে সম্ভবপর নয়—তাই তিনি তাঁর পুত্র মন্মথ নাথকে তারাপীঠে পাঠালেন বাবার কৃপা পাবার আশায়। মন্মথ নাথ ভক্তিমান পুরুষ, পিতৃ আদেশ শিরোধার্য্য ক'রে তারাপীঠ যাত্রা ক'রলেন। মন্মথ নাথের ভাগ্য সু-প্রসন্ন তাই শ্রীবামের কৃপা লাভ করলেন এবং অচিরকাল মধ্যেই সব গোলমাল মিটে গেল। মহাপুরুষের কৃপায় প্রসন্ন বাবুর সম্ভ্রম রক্ষা পেল এবং শেষ বয়সে তিনি শান্তি লাভ করলেন। পিতা এবং পুত্র উভয়েই বামদেবকে গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা করতেন।

বর্ষাকাল আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, ক্ষুদ্র নদী দ্বারকা খর-স্রোতে প্রবাহিতা, মাঠ-ঘাট ও মেঠো পথ কর্দ্দমাক্ত, ধেনো জমি জলে পূর্ণ; সাক্ষি-স্বরূপ শুধু আইল জেগে আছে, কোথাও বা মগ্ন হয়েছে। জল কাদা ভেঙ্গে শ্রান্ত পথ অতিক্রম ক'রে ভৈরবের শরণাপন্ন হলেন কলিকাতা বটকৃষ্ণ পাল এভিনিউ নিবাসী প্রভাত চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিপাকে এক মামলায় পড়ে। ভৈরবের উগ্র মেজাজ দেখে শ্মশান হতে সরে এলেন প্রভাতবাবু তারাপীঠে আশ্রয়স্থলে। এইভাবে কেটে গেল দুই তিন দিন কিন্তু কিছুতেই তিনি সাহস করতে পারলেন না ভৈরবের কাছে অগ্রসর হতে। মেঘ কেটে গেল, তপনের হাসি দেখা গেল, মাঠ ঘাটও ক্রমশঃ শুষ্ক হতে লাগলো। সাহসে ভর করে এগিয়ে গেলেন প্রভাতবাবু ভৈরবের কাছে। কৃপা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ভৈরব তাঁকে বল্লেন মৃদুহাস্যে, "যাক্ তোর মেঘ কেটে গেল, আর ভয় নেই, বাড়ী ফিরে যা।" মহা-মানবের বাণী বেদের বাণী, অকাট্য ফলদায়ক। মামলায় তিনি জয়লাভ করলেন শ্রীবামের আশীর্ব্বাদে। সেই অবধি প্রভাতবাবু বামদেবকে ভৈরবরূপে শ্রদ্ধা করতেন। শ্রীবাম এই গানখানি গাইতেন।

গান

"কে তুমি কি ভাবে, ভ্রমিছ এ ভবে
ভুবন ব্যাপিয়া বলনা।
তুমি জগৎ প্রাণ, তোমা বিনা প্রাণ
ধরিতে কভু যে পারিনা॥
শোন্ শোন্ করি কেন বা ডাকিছ
শুনিতে চাহিলে কথা না কহিছ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হংস রবে আসিছ যাইছ
এ প্রাণ রেখেছ ধরা দিতেছ না ॥
প্রবল প্রতাপ কে সহে তোমার
ভূচর খেচর উদ্ভিদ ভূধর।
সমীরণ নামে খ্যাত চরাচর
গুণের সাগর কি দিব তুলনা ॥
চরণ বিহীনে ভুবন ভ্রমিছ
করহীন অঙ্গে হস্ত বুলাইছ !
আঁখি নাই কিন্তু সবই হেরিছ
স্পর্শেতে মাত্র যে যায় তোমা জানা ॥
ভুবনে যে করে তোমার সাধন
হয় যে তাহার সুদীর্ঘ জীবন।
তুমি যে অকাল মৃত্যু নিবারণ
সেবকে কেন হে করিছ ছলনা ॥
করযোড়ে সদা মিনতি তোমারে
যে দিন ত্যজিবে এ দীন বামেরে।
নবদ্বার ত্যজি ব্রহ্ম রন্ধ্র ভেদি
করিও গমন আছহে বাসনা" ॥

গানখানির শেষ কলি "নবদ্বার ত্যজি ব্রহ্ম রন্ধ্র ভেদি" শ্রীবামের এই বাসনা তারামা পূর্ণ করেছিলেন। স্বয়ং চন্দ্রচূড় শ্রীবাম ব্রহ্ম রন্ধ্র ভেদ করেই দেহ রক্ষা করেন। ঠিক এই অবস্থাই ঘটেছিল বাংলা মায়ের আর এক আদুরে ছেলের ভাগ্যে, হালিসহরের সিদ্ধ মহাপুরুষ মাতৃ-সাধক অমর কবি শ্রীশ্রীরামপ্রসাদ সেন। বাংলা মায়ের সন্তানদের প্রতি ঘরে ঘরে ও প্রতি অন্তরে পবিত্র ঐ নাম চির জাজ্বল্যমান!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩৮

শনিবার অমাবস্যা। তান্ত্রিক ক্রিয়ার প্রশস্ত দিন—ফরেসডাঙ্গা নিবাসী কার্ত্তিক চন্দ্র গোঁসাই যিনি বাবার কাছে তারা-মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন, কিছু ফল-পাকড় নিয়ে তারাপীঠে উপস্থিত হ'লেন। উদ্দেশ্য মহা-নিশায় বাবার সঙ্গে শ্মশানে তান্ত্রিক ক্রিয়া ক'রবেন। এই প্রিয় শিষ্যটি বাবার অন্যান্য ভক্ত ও শিষ্যদের কাছে "কার্ত্তিকদা" ব'লে পরিচিত।

অন্ধকারময়ী গভীর নিশীথে গুরু ও শিষ্য শ্মশানের মর্ম্ম-স্থলে মায়ের ক্রিয়ায় রত। বালক নগেন্দ্রনাথ শ্মশানস্থিত পর্ণ কুটীরে একাকী রয়েছে। মহা-পুরুষের কৃপায় বালক শান্তিময়ীর কোলে নির্ভয়ে নিদ্রিত। কালু, ভুলু, শ্বেতফুল কুকুর তিনটি বাবার সঙ্গে, অন্যান্য কুকুরগুলি বালকের পাহারায় কুটীর দ্বারে নিযুক্ত রয়েছে। কারো এমন সাধ্য নেই যে ঐ দুর্দ্ধর্ষ কুকুরগুলিকে অতিক্রম করে কুটীরে প্রবেশ করে। প্রভাতের আলো দেখা দিলে গুরু ও শিষ্য শ্মশান ত্যাগ করেন। বাবা জীবিত কুণ্ডের জলে নামলেন, গোঁসাই ঠাকুর কুটীরে প্রবেশ করলেন। বালকেরও ঘুম ভেঙ্গে গেল, শয্যা ত্যাগ করে হাত মুখ ধুয়ে এল। গোঁসাই ঠাকুর মায়ের প্রসাদ একটি আম ও কিছু জাম বালককে দিয়ে তারাপীঠ ত্যাগ ক'রলেন। নগেন্দ্রনাথ জামের ঠোঙ্গাটি মাচায় রেখে আমটি খেতে লাগলো। বাবা কুণ্ডে স্নান ক'রে কুটিরে এলেন। বালককে আম খেতে দেখে বাবা জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "লগেন বাবা! এ আবার আপনাকে কে দিল?"

"কাল যে সাধুটি আপনার কাছে এসেছিলেন, তিনি দিয়েছেন।"

"তা হোক, বাবা," খান বাবা। বালককে আম খেতে দেখে বাবার খুব আনন্দ হয়েছে, তাই এক পাশে বসে বাবা বালকের আম খাওয়া দেখছেন, আর আনন্দ উপভোগ ক'রছেন। মাঝে মাঝে বাবার অনেকগুলি ভাব প্রকাশ পেতো, কখন জড়, কখন পিশাচ, কখন উগ্র, কখন উন্মত্ত, আবার কখন প্রেমভাব। কখন্ যে কোন্ ভাব প্রকাশ পায়, যাঁরা দিবা-রাত্র সঙ্গে থাকতেন, তাঁরাও ব'লতে পারতেন না। তিনি ছিলেন অষ্ট-পাশ-মুক্ত অধি-মাত্রতম সাধক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"চতুর্ধা সাধকো জ্ঞেয় মৃদুমধ্যামি মাত্রকঃ।
অধিমাত্রতমঃ শ্রেষ্ঠো ভাবাব্ধৌ লঙ্ঘনক্ষমঃ।" (শিব সংহিতা)

সাধক চার রকম। মৃদু সাধক, মধ্য সাধক, অধিমাত্র এবং অধি-মাত্রতম সাধক। এই সাধক চতুষ্টয় মধ্যে অধি-মাত্রতম সাধকই সর্ব্ব-প্রধান, এই সাধকই ভব-সাগর লঙ্ঘনে সমর্থ হন।

আম খাওয়া শেষ হলে জামের ঠোঙ্গাটি সামনে রেখে বালক একটি একটি ক'রে জাম খেতে লাগলো।

"ও আবার কি খাচ্ছেন, লগেন বাবা ?"

"জাম খাচ্ছি বাবা," উত্তর দিলেন বালক মৃদুকণ্ঠে।

"বেশ বাবা, খান বাবা।" এই কথা ব'লে বাবা ছোট শিশুর মত মধুর স্বরে "আমায় দুটো দেবেন বাবা" ব'লে জাম চাইলেন।

বালক জামের ঠোঙ্গাটি বাবার সম্মুখে ধ'রে দিল, কোন রকম সঙ্কোচ না করে "আপনিও খান বাবা" বলে বালকের সঙ্গে বাবা জাম খেতে লাগলেন। জাম খাওয়া শেষ হ'লে বাবা নিজের আসনে গিয়ে বসলেন।

বালক মন্দিরে গেল। এক পা ধূলা মেখে পথ-শ্রান্ত হয়ে এলেন বাবার এক পরম ভক্ত চাদরে ঢাকা একটি বোতল নিয়ে বাবার কাছে। ভক্তটিকে দেখে বাবা আনন্দ সহকারে বল্লেন "এস বাবা।" ভক্তটি ভক্তি সহকারে প্রণাম ক'রে এক পাশে বসলেন, ভক্তটির নাম ব্রজভূষণ। কিছুক্ষণ পরে বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, "আমার জন্যে কিছু এনেছ ত বাবা ?

"হ্যাঁ বাবা", ব'লে ভক্তটি বাবার হাতে বোতলটি খুলে দিলেন। "জয়তারা" বলে বাবা বোতলটি শেষ করলেন। সময় সময়ে বাবা কপাল পাত্রে কারণ ঢেলে তার সঙ্গে আফিং গুলে খেতেন। আফিং-এর মাত্রারও কিছু ঠিক থাকতো না, কখন এক ভরি, কখন ২।৩ ভরি যা সাধারণ মানুষে খেলে সঙ্গে সঙ্গেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হবে। বাবাকে কপাল পাত্রে ঐ ভাবে কারণ খেতে দেখে এক যাত্রী অশ্রদ্ধাভাবে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলো, "আপনি এত মদ খান কেন ?"

বিরক্তভাবে বাবা উত্তর দিলেন, "দূর শাল, মদ খাব কেন, এই দেখ্ কি খাচ্ছি।" কপাল পাত্রটি যাত্রীটির সামনে ধরে দিয়ে বাবা বল্লেন, "নে শাল, খেয়ে দেখ্।"

মহা-পুরুষের কি অদ্ভুত শক্তি! মদের পরিবর্ত্তে কপাল পাত্রটি দুগ্ধে পরিণত হল। মহা-পুরুষের আদেশ যাত্রীটি লঙ্ঘন করতে পারলো না,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শেষে গলাধঃকরণ করলো। তাকে পান করতে দেখে বাবা মৃদু-হাস্যে ব'ল্লেন, "দেখ্‌লিরে শাল, আমরা কি খাই, মদ না, তারামা'র প্রসাদ খাই।"

যারা বাবার শক্তির বিষয় জানতো তারা কখনও নেশার কথা বলতো না। যাঁরা দিবা-রাত্র ভগবানের নাম আস্বাদনে মাতোয়ারা হ'য়ে আছেন, যে যোগী ভগবানের নাম আস্বাদন ব্যতীত অন্য কিছুর আস্বাদন পান না, তাঁর কাছে খাদ্যা-খাদ্য, মদ, গাঁজা কিছুই কিছু নয়। স্বর্গ-তীর্থ কাশীধামের চলন্ত শিব শ্রীমৎ তৈলঙ্গ স্বামীকে এক হাঁড়ি পানে খাবার চুণ কোন দুষ্ট লোক দই বলে খেতে দিয়েছিল। কোন রকম দ্বিধা না করে অম্লান বদনে তিনি তাহা গলাধঃকরণ করলেন, তাতে তাঁর কোন ক্ষতি হল না। মূত্র-ত্যাগের সঙ্গে সমস্ত চুণ দেহ হ'তে বেরিয়ে গেল। আর একবার তিনি বিষ্ঠা খেয়েছিলেন। তাই মহাপুরুষদের অলৌকিক জীবনী বা কাহিনী নিয়ে কোন সমালোচনা করা সাধারণ জীবের পক্ষে সম্ভব নয় বা করাও উচিত নয় তাতে নিজের সর্ব্বনাশ নিজেই ডেকে আনা হয়। যাঁরা দেহ হ'তে আত্মাকে মুক্ত করতে পেরেছেন বা করেছেন তাঁদের পক্ষে এ জগতে অসম্ভব কিছু নেই, সবই সম্ভব। আমরা মোহ-গ্রস্থ বদ্ধ জীব বলে সম্ভব কথাটি অভিধানে রেখে অসম্ভবটাই আঁকড়ে ধরে আছি, এর মূলকারণ হ'ল মায়া।

ভক্ত জিজ্ঞাসা করলেন বাবাকে, "বামা", কথার অর্থ কি?

তাতে বাবা বল্লেন, "বামা তাঁর চরণ দিয়েছেন ব'লে তাই ক্ষেপা হয়েছি।" শবের উপরে যাঁর বাম-পদ প্রসারিতা তিনিই বামা অর্থাৎ তারা দেবী। বাবা প্রায়ই ব'লতেন, "বামা বামে, দক্ষিণা দক্ষিণে।" এখানে তারা ও কালীমাকে উদ্দেশ্য ক'রে বলা হয়েছে। কালীকা দেবীর দক্ষিণ চরণ শবের উপর প্রসারিতা তাই কালীমা দক্ষিণা। বাবা তারামার বাম পদের অধিকারী অর্থাৎ উনিই যে স্বয়ং ভৈরব তা ঐ কথায় প্রকাশ পায়। তাঁর উর্দ্ধাঙ্গ প্রবীণ জ্ঞানীর মত এবং নিম্নাঙ্গ ছিল শিশুর মত কোমল ও হৃষ্ট পুষ্ট। কিছুক্ষণ পরে ভক্ত জিজ্ঞাসা করলেন, ইথার কারণ সমুদ্র ত"?

"আমি ও বুজরুগী ইংরাজী ভাষা জানি না বাবা, তবে বিজ্ঞানীরা বলে ঐ সাগরে অনেক বুদ্‌ বুদ্‌ ভেসে উঠলো, সেটা আর কিছু নয়, নির্ব্বিশেষ সবিশেষ হল। এই বিন্দুগুলোকে বিজ্ঞানীরা তড়িতাণু বলে ; ও আবার পুরুষ মেয়েতে ভেদাভেদ হয়েছে। ঐ পুরুষ মেয়ে নানা ভাবে মিলিত হয়ে নানারকম পরমাণুর সৃষ্টি ক'রেছে। ও থেকে সোনা, রূপা ও তামা ইত্যাদি অনেক রকম বাষ্পের উৎপত্তি হয়েছে।"

ভক্ত—যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি কি করে হোল?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাবা—মূল পরমাণুর জড় শক্তির প্রভাবে রসায়নিক প্রক্রিয়ায় হয়েছে। এই ভাবে স্থাবর জগতের উৎপত্তি হয়েছে।

ভক্ত—কিন্তু বিজ্ঞানীরা ত এই সৃষ্টিকে নিষ্প্রাণ বলে বাবা ?

বাবা—তা হবে বাবা। এর পর জঙ্গম, এর মূলে আছে কোষাণু, এই কোষাণুতে এক অদ্ভুত শক্তি প্রকাশ পায়, তাকে প্রাণশক্তি বলে বাবা। দেখ বাবা, একটা মূল জড় পরমাণুর যখন অত শক্তি তখন একটা সজীব মানুষের কত শক্তি রয়েছে যা তার তুলনা হয় না। শুধু একবার খোলসটা খুলে গেলেই কেবলই শক্তি, যে শক্তির বলে এ অনন্ত আধার শক্তি-মন্ত হ'য়ে যায়।

ভক্ত—বিজ্ঞানীরা পদার্থকে সচেতন ও অচেতনে প্রভেদ করেছেন কিন্তু, প্রাণশক্তি কোথা হতে এলো ?

বাবা—আমাদের মুনি ঋষিরা সচেতন ও অচেতন কোন প্রভেদ করেননি। তাঁরা বলেন সবই চিন্ময়, সবার মধ্যে সেই একই বস্তু আছেন, যিনি সৎ-চি-আনন্দ স্বরূপ। আধার অনুযায়ী, উপাধি ভেদে প্রকাশের পার্থক্য হয়, কোথাও কম, কোথাও বেশী, কোথাও একেবারেই অপ্রকাশ। সর্ব্বভূতেই তিনি বিরাজিত বাবা, তিনি ছাড়া কিছুই নেই।

ভক্ত- উদ্ভিদে ?

বাবা—উদ্ভিদ স্থাবর হলেও জীব। মাটি, পাথরে তাঁর সত্ত্বা মাত্রের আবির্ভাব, উদ্ভিদে আরও বেশী প্রকাশ, পশুতে আরও বেশী, সবচেয়ে বেশী হল মানুষে, তাই মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব বাবা।

ভক্ত—কি ক'রে মানুষ সৃষ্টি হল বাবা ?

বাবা - ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গ হ'তে ক্রম বিবর্ত্তনে মানুষের সৃষ্টি হ'য়েছে।

ভক্ত—আমাদের শাস্ত্রে যে বলে ৮৪ লক্ষ যোনি ভ্রমণ করে তবে মানুষের সৃষ্টি হয়, এটা কি সত্য বাবা ?

বাবা—সত্য না হ'লে যে তারামার শাস্ত্র মিথ্যে হ'য়ে যায় বাবা। মানুষের পরবর্ত্তী সোপান ব্রহ্মত্ব লাভ, তাই মনুষ্য জন্ম দুর্ল্লভ বাবা।

ভক্ত—বাবা আদিতে আমরা কি ছিলাম ?

বাবা—প্রথম স্থাবর জন্ম ২২ লক্ষ যোনি, জলচর ৯ লক্ষ যোনি, উভচর (কূর্ম্ম) ৯ লক্ষ যোনি, পক্ষী ১০ লক্ষ যোনি, পশু ৩০ লক্ষ যোনি, শেষে বানর ৪ লক্ষ যোনি।

ভক্ত—মানুষ্য জন্মের পুর্ব্বে তাহ'লে বানর ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাবা—হাঁ বাবা, আমাদের শাস্ত্র থেকে নিয়ে তাই বুজরুগ সাহেব বাবারা বানর আমাদের পূর্ব্ব পুরুষ ছিল ব'লে লাফালাফি করে। মুনি ঋষিরা অনেক আগেই এ কথা ব'লে গেছেন।

ভক্ত—মৎস্য, কুর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ এসব রূপে ভগবান অবতীর্ণ হয়েছিলেন কেন?

বাবা—ও সব যুগে মৎস্য, কুর্ম্ম ছাড়া অন্য কোন জীবের সৃষ্টি হয়নি, তাই ভগবান ঐসব রূপেই অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন। মৎস্য, কুর্ম্ম, পশু, তারপর অর্দ্ধ পশু, অর্দ্ধ মানবাকার এইটাই হোল দৈত্য দানবের যুগ।

ভক্ত—এই যে সব অবতার, এঁরা সবাই ভগবান ত?

বাবা—নিশ্চয়ই বাবা, মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রামচন্দ্র, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, কল্‌কী এই মূল দশ অবতার, তাছাড়া আরও আছে বাবা—অর্দ্ধ অবতার ও আংশিক অবতার. এঁরা সবাই ভগবান, বড় ছোট কেউ নয় বাবা।

ভক্ত—বিদ্যার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি?

বাবা—তারা বিদ্যাই মহা বিদ্যা, এর উপর আর কোন বিদ্যা নেই।

ভক্ত—আপনার দীক্ষা কত বৎসর বয়সে হয় বাবা?

বাবা—তের বৎসর বয়সে আমার উপনয়ন হয়, এই উপনয়নই সাবিত্রী দীক্ষা। বিদ্যা দুরকম, অপরা ও পরা। অপরা সংসার ভোগাত্মিকা, এতে বিষয় চিন্তা ও মানসিক নীচতা আসে এবং দুঃখ কষ্ট ভোগ হয়। পরা বিদ্যায় সম-জ্ঞান বিশ্ব-জ্ঞান নিত্যানন্দ আসে এবং দুঃখ কষ্ট থাকে না। সাবিত্রী দীক্ষা পরা বিদ্যার প্রথম সোপান। যাঁরা পরা বিদ্যার অধিকারী তাঁরাই দ্বিজ।

ভক্ত—বাবা, বেদের উৎপত্তি কি করে হল?

বাবা—ব্রহ্মা যখন যোগাসনে স্থির চিত্তে পরমাত্মা চিন্তায় নিমগ্ন, সেই সময় তাঁর হৃদয় কন্দরে এক অস্ফুট শব্দ প্রকাশ হল, পরে বেদের বীজরূপী প্রণব ওঁকার, স্বর ও ব্যঞ্জনময় বর্ণ সকল একে একে ব্যক্ত হতে লাগলো। ব্রহ্মা তখন সেই সব বর্ণের সাহায্যে যে শব্দ চারি মুখে উচ্চারণ করলেন, তাই বেদ-বিদ্যা ব'লে জগতে বিখ্যাত হল। এই বেদ-বিদ্যা জীবের কল্যানে প্রচার করবার জন্য মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা ইত্যাদি এই সব ঋষিদের ভগবান শিক্ষা দিলেন।

ভক্ত—ঋষির নাম বেদব্যাস হ'ল কেন বাবা?

বাবা—বেদ প্রচারের জন্য ভগবান নারায়ণ পরাশরের ঔরষে সত্যবতীর গর্ভে অবতীর্ণ হলেন, তখন তাঁর নাম ছিল কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন। মন্ত্রগুলোকে ঋক,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাম, যজু ও অথর্ব্ব এই চারি ভাগে তিনি ভাগ করেন, তাই তাঁর নাম হ'ল বেদব্যাস। ইনি অমর বাবা।

ভক্ত—বেদব্যাসের পর কে বেদ প্রচার ক'রলেন বাবা? বেদব্যাসের চারি শিষ্য—পৈল, বৈশম্পায়ন, জৈমিনি ও সমন্ত। এই চারি শিষ্যকে তিনি এক একটি সংহিতা শিক্ষা দিলেন। এই ভাবে ভগবানের বাণী বেদ প্রচার হ'ল।

ভক্ত—বাবা, কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ ও তৈত্তিরিয় শাখা নামে বিখ্যাত হ'ল কেন?

বাবা—সে এক অদ্ভুত ব্যাপার বাবা। একবার সুমেরু পাহাড়ে ঋষি মণ্ডলীর এক সভা হয়। সেই সভায় এক আদেশ প্রচার হল, এই সভায় যে ঋষি যোগ না দিবেন, তিনি ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হবেন। কি কারণে বৈশম্পায়ন ঐ সভায় যেতে পারেননি। দৈব-চক্রে ঐ পাপে তিনি লিপ্ত হন। পাপ হ'তে মুক্তি পাবার জন্যে তিনি প্রতিনিধি স্বরূপ শিষ্যদের তপস্যা করবার আদেশ দেন, তাঁর প্রধান শিষ্য যাজ্ঞবল্ক তাদের তপস্যা দেখে হতাশ হ'য়ে বল্লেন, "গুরুদেব! আপনার শিষ্যরা অপদার্থ, দীর্ঘকাল তপস্যা ক'রলেও তারা আপনাকে পাপ হতে মুক্ত ক'রতে পারবে না আপনি আমায় আদেশ করুন, কঠোর তপস্যা ক'রে আপনাকে পাপ মুক্ত করি।" এই অহঙ্কারের কথা শুনে বৈশম্পায়ন রেগে বল্লেন, "তুমি এখান হতে এখনি বিদেয় হও, আর আমার কাছে যা কিছু বেদ শিক্ষা ক'রেছো তা ফেরৎ দাও।" গুরুর আদেশ শুনে অভিমানী শিষ্য যা কিছু বেদ শিক্ষা ক'রেছিলেন তা উদগীরণ ক'রে ফেল্লেন। বেদের এই দুর্দ্দশা দেখে জন-কয়েক ঋষি এই উদগীরণ বেদ-রাশি তিতির পাখীর রূপ ধরে গ্রহণ ক'রলেন এবং নিজ নিজ সম্প্রদায়ে প্রচার ক'রলেন। সেই থেকে বেদ-ভাগ কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ ও তৈত্তিরিয় শাখা ব'লে বিখ্যাত হল।

ভক্ত—যাজ্ঞবল্কের শেষ কি হ'ল বাবা?

বাবা—ভালই হ'ল বাবা। বেদ-বিজ্ঞানহীন জীবন পশু সম, এই চিন্তায় যাজ্ঞবল্ক ব্যাকুল হ'লেন। শেষে জানতে পারলেন সূর্য্যদেব পূর্ব্বাহ্নে ঋক্ বেদের সঙ্গে উদিত হন, মধ্যাহ্নে যজুর্ব্বেদে অনুষ্ঠান করেন এবং সায়ং সময়ে সামবেদে অস্তমিত হন। বেদ শিক্ষার জন্যে যাজ্ঞবল্ক সূর্য্যদেবের কঠোর তপস্যা করেন। তাঁর সাধনায় সন্তুষ্ট হ'য়ে সূর্য্যদেব বাজীরূপ ধারণ করে তাঁকে বেদ শিক্ষা দিলেন। এই বেদ-ভাগকে শুক্ল যজুর্ব্বেদ বলে বাবা। পরে তাঁর কাছ হ'তে শিক্ষা ক'রে প্রচার করেন।

ভক্ত—বেদের আরও ভাগ আছে ত বাবা?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাবা—হ্যাঁ বাবা, আরও দুটো সাধারণ ভাগ আছে, মন্ত্র ভাগ ও ব্রাহ্মণ ভাগ। মন্ত্র-ভাগ সংহিতা, যাগ, যজ্ঞ ইত্যাদি। আর ব্রাহ্মণ ভাগে স্তোত্র উপাসনা ও ব্রহ্ম-বিদ্যা বিষয়ে ব্যক্ত। ব্রহ্ম বিদ্যাই বেদের সার বস্তু ব'লে আর এক নাম বেদান্ত হ'য়েছে। অজ্ঞান নাশ ও ব্রহ্ম প্রাপ্তির উপায় আছে ব'লে অপর নাম উপনিষদ হ'য়েছে। উপনিষদ বেশীর ভাগ ব্রাহ্মণ ভাগের মধ্যে। সংহিতা ভাবে উপনিষদের সংখ্যা খুবই কম।

ভক্ত—বেদ শিক্ষা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় ?

বাবা—সবই সম্ভব বাবা, তাঁকে জানলে সবই জানা যায়, জানার আর কিছু বাকি থাকে না, আর তাঁকে জানতে না পারলে সবই অসম্ভব, সবই অজানা থেকে যায়। তাঁর স্বরূপ ও শক্তি জানতে হ'লে বাহিরে খুঁজে জানা যায় না বা বেদ মুখস্থ ক'রে পাওয়া যায় না। তিনি আমাদের ভিতরেই আছেন বাবা।

ভক্ত—শক্তির বিকাশ হয় কি করে বাবা ?

বাবা—চেষ্টায় কর্ম্মশক্তি বাড়ে, জ্ঞানশক্তি বাড়ে চিন্তায়, আর ইচ্ছাশক্তি বাড়ে কামনায় বাবা। জীবের ত্রিবিধ শক্তি সচ্চিদানন্দের ত্রিবিধ শক্তির অনুরূপ কিন্তু জীবের শক্তি অস্ফুট ও অপবিত্র। জীব ব্রহ্মের অংশ বা কণা। যেমন ব্রহ্ম অগ্নি, জীব তাঁর স্ফুলিঙ্গ। স্ফুলিঙ্গে ব্রহ্মের লক্ষণ আছে কিন্তু তা অস্ফুট।

ভক্ত—সাধনের সুগম পথ কি বাবা ?

বাবা—সৎ-চিৎ-আনন্দ জীবে অস্ফুট হলেও এই তিনটি হতে সাধনের তিনটি পথ পাওয়া যায়। সৎ হ'তে কর্ম্মযোগ, চিৎ হ'তে জ্ঞানযোগ আর আনন্দ হ'তে ভক্তি যোগ। বিশুদ্ধ কর্ম্ম নিষ্কাম ও ঈশ্বর মুখী হলে কর্ম্মযোগ। জ্ঞান বিশুদ্ধ ও ঈশ্বর মুখী হলে জ্ঞানযোগ আর বিশুদ্ধ কামনা নিঃস্বার্থ ও ঈশ্বরমুখী হলে প্রেম-ভক্তিযোগ হয়। সৎ-চিৎ-আনন্দকে চিচ্ছক্তি বলে।

ভক্ত—বাবা, শুদ্ধ সত্ব কি ?

বাবা—যে গুণের দ্বারা ভগবান প্রকাশিত হন, তাকেই শুদ্ধ সত্ব বলে বাবা। সত্ত্বঃ-রজঃ-তমঃ—এই তিনটে গুণ ঈশ্বরে নেই, প্রকৃতি বা মায়া জড়িত। মায়া বা প্রকৃতি বহিরঙ্গা শক্তি আর যোগমায়া অন্তরঙ্গা শক্তি।

ভক্ত—মুক্তি কিসে পাওয়া যায় ?

বাবা—পাপপুণ্যের সংস্কার সম্পূর্ণভাবে ক্ষয় না হ'লে জীব মুক্তি পায় না। ওদের ফলভোগের জন্যে জীবের পুনর্জ্জন্ম হয়।

ভক্ত—পাপ পুণ্য কিসে ক্ষয় হয়, বাবা ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাবা—ধ্যানযোগে ইষ্ট-চিন্তা কর'লে পাপ পুণ্য দুটোই ক্ষয় হ'য়ে যায়, তখন জীব মুক্তি পায়।

ভক্ত—ব্রহ্মকে অদ্বৈতবাদ বলা হয় কেন?

বাবা—জীব আর ব্রহ্ম অভেদ ব'লে অদ্বৈতবাদ বলা হয়।

ভক্ত—তবে জীবে ব্রহ্মে পৃথক মনে হয় কেন?

বাবা—জীবে ব্রহ্মে অভেদ সত্ত্বেও যে ভেদ বোধ হয়, জগৎ মিথ্যা সত্ত্বেও যে সত্য বলে বিশ্বাস হয় এর একমাত্র কারণ মায়া।

ভক্ত—মায়া কে বাবা?

বাবা—মায়াই অজ্ঞান বাবা। অজ্ঞান দূর হলে ব্রহ্ম-জ্ঞান আসে, তখন জ্ঞাতা জ্ঞেয় ভেদ থাকে না। এই মায়া বা অজ্ঞানই কর্ম্ম বাবা।

ভক্ত—তা'হলে মায়া শেষ না হলে মোক্ষ হয় না?

বাবা—হ্যাঁ বাবা, শেষ হোলেই জীব ব্রহ্ম হয়।

ভক্ত—মোক্ষ কি?

বাবা—মোক্ষ যা, জ্ঞানও তাই বাবা। জীবের কর্ম্ম শেষ হলেই মোক্ষ। দেখ বাবা, জ্ঞানবাদীরা সবাই সন্ন্যাস-বাদী. তাঁরা বলেন স্থিতি ও গতি, আলোক ও অন্ধকার যেমন একসঙ্গে হ'তে পারে না তেমনি কর্ম্ম ও জ্ঞান একসঙ্গে সম্ভব হয় না।

ভক্ত—কিন্তু শাস্ত্রে ত কর্ম্ম ক'রতে ব'লেছে বাবা?

বাবা—ধর্ম্মের দুটি পথ—একটি কর্ম্ম বা প্রবৃত্তি অপরটি জ্ঞান বা নিবৃত্তি পথ। কর্ম্ম কর এবং ত্যাগ কর, এ দুটোই বেদের আদেশ।

ভক্ত—প্রভেদ কি, ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিন বাবা?

বাবা—কর্ম্ম দ্বারা জীব বদ্ধ হয় এবং জ্ঞানের দ্বারা মুক্ত হয় তাই অহঙ্কার ত্যাগ ক'রে কর্ম্ম করা উচিত, তাতে জীব বদ্ধ হয় না। গীতাও ঐ কথা বলেছেন বাবা। ঈশোপনিষদও ব'লে গেছেন কর্ম্মেও মোক্ষ হয়। কর্ম্ম ত্যাগ করার দরকার নেই, শুধু ফলত্যাগ করলেই মোক্ষ হয়। কর্ম্ম মানে হাতে কাজ করা নয় বাবা, যাগ, যজ্ঞকেই কর্ম্ম বলে। এটা বৈদিক কর্ম্ম যোগ কিন্তু গীতা সাধারণ কর্ম্মের কথা ব'লেছেন। সংসারের কর্ম্মকে শাস্ত্রে ঋণ বলে, যেমন যজ্ঞ দ্বারা দেব-ঋণ, অধ্যয়ন দ্বারা ঋষি-ঋণ, বংশ রক্ষা দ্বারা পিতৃ-ঋণ, অতিথি সৎকার ও অন্নদানে নর ঋণ ও ভূত-ঋণ শোধ হয়।

ভক্ত—বেদান্তের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ কি?

বাবা—পুরুষ ও প্রকৃতিকে বলে, ওরা অনাদি বাবা। প্রলয়ে প্রকৃতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(কর্ম্মবীজ) পর-ব্রহ্মে মিশে যায়, পরে সৃষ্টিতে আবার প্রকাশ হয় ; তারামাই আমার যা কিছু বাবা। "জয়-তারা, জয় তারা" বলে বাবা স্থানত্যাগ করলেন। ভক্ত বাড়ী গেলেন !

বালক নগেন্দ্রনাথ বাবার কাছে কিছুদিন বেশ আনন্দে দিন অতিবাহিত করলেন কিন্তু শেষে বাবার আদেশে বাড়ী ফিরে গেলেন। বালকের পিতার নাম ৺বিধুমৌলি বাগ্‌চি, নিবাস নদীয়া জেলার অন্তর্গত কালীগঞ্জ গ্রামে। বালক পিতার একমাত্র সন্তান। পাঠ্যাবস্থায় গৃহত্যাগ করে সে পালিয়ে আসে। পিতা একজন সঙ্গতি সম্পন্ন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। পুত্রকে ঠিক ভাবে শাসনাধীনে রাখতে পারেননি বলে পুত্র এইভাবে বাল্য হতেই নিজের খুসীমত স্থানান্তরে আত্মগোপন করে বেড়াচ্ছে। বহু দেশ বিদেশ ভ্রমণ করে বালক নলহাটীতে উপস্থিত হয়। হাতে নেই অর্থ, তাই চারটি অন্নের জন্য বালককে খুব কষ্ট পেতে হয়েছে। নলহাটীতে এক বৃদ্ধ পাণ্ডা দয়াপরবশ হয়ে বালককে কিছুকাল মায়ের প্রসাদ দিত কিন্তু তাতে বালকের উদর পূর্ণ হত না এবং শেষে পাণ্ডাটি অপারগ হয়ে বালককে তারাপীঠে যেতে বলে। সেই কারণে বালক তারাপীঠে উপস্থিত হয়। পিতা পুত্রের যথেষ্ট অনুসন্ধান করেছিলেন, কিন্তু শেষে হতাশ হয়ে তার আশা ত্যাগ করেন। হারানো ছেলেকে ফিরে পেয়ে পিতা-মাতার আনন্দের সীমা রইল না।

———

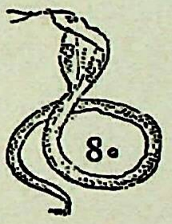

"আমার কাছে কেন এসেছ বাবা ?"—সস্নেহে শুভ্র-কান্তি তরুণ যুবকের হস্ত ধারণ করে বাবা জিজ্ঞাসা করলেন।

অস্তমিত তপনের রক্তিম আভায় শ্মশান রাঙা হয়ে উঠেছে। বিস্তৃত শ্মশান যেন সিন্দুরে রঞ্জিত। যুবক নীরব, নিশ্চল, তাঁর সুতীক্ষ্ণ প্রেমাশ্রু পূর্ণ চক্ষু-দ্বয় বাবার হৃদয়কে আকৃষ্ট করলো। বাবা আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি চাও বাবা ?"

সস্নেহ আহ্বানে যুবক কেঁদে ফেললেন। কিছুক্ষণ নীরব থেকে বাবার চরণ-যুগল স্পর্শ করে গদগদ কণ্ঠে তিনি বল্লেন, "জগৎ রহস্য জানবার আগ্রহে আমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যাকুল হই, কিছুকাল পূর্ব্বে স্বপ্নে মন্ত্রলাভ করি কিন্তু, সত্যলাভে বঞ্চিত হয়ে এই বৃথা জীবন অনাহারে ত্যাগ করবার সঙ্কল্প করি। কিন্তু. কি অদ্ভুত ব্যাপার, পুনরায় স্বপ্নাদেশ হল যে তারাপীঠে আপনার শরণ নিলে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। তাই আমি আপনার কাছে এসেছি। আপনি আমার গুরু, আমায় রক্ষা করুন, নতুবা আপনার চরণ তলে এই তুচ্ছ জীবন ত্যাগ করবো।" আবেগ-ভরে যুবক মুক্ত-কণ্ঠে সত্য ঘটনা ব্যক্ত করলেন।

আনন্দে যুবককে বুকে টেনে নিয়ে আদর করে বাবা বল্লেন, "ওরে কে তুই ভাগ্যবান! স্বপ্নে যে তুই তারা মন্ত্র পেয়েছিস্ বাবা। তোর উপর মায়ের অসীম দয়া।"

"মন্ত্রে বা দেবতায় আমার বিশ্বাস নেই, অলৌকিক শক্তি লাভ বা দৈব-মূর্ত্তি দর্শনে আমার একটুও ইচ্ছা নেই। আমি কে, কোথা হতে এখানে এসেছি, পরে কোথায় যাব, আমি নিত্য না অনিত্য, মুক্তি কি, ভগবান কে, তাঁর সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি, আমি নিত্য হলে আমার নিত্য কেউ আছে কি না? এই সব তত্ত্ব আমায় বুঝিয়ে দিন্।"

"ধৈর্য্য ধর, বুঝিয়ে কেন, আমি তোমায় দেখিয়ে দেব কিন্তু, বাবা তুই তোর প্রাণের ইচ্ছা ঠিকমত ব্যক্ত করতে পারিসনি।"

যুবক নতজানু হয়ে সজল নয়নে বল্লেন, "আমি জ্ঞান চাই।"

"তাঁর দর্শন পেলেই তোমার জ্ঞান লাভ সম্পূর্ণ হবে", বাবা বল্লেন।

"তাঁর দর্শন কি পাওয়া যায়?"—জিজ্ঞাসা করলেন যুবক।

"নিশ্চয়ই পাবে বাবা, গুরু-মন্ত্রে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে ভক্তিভরে তাঁকে ডাকলেই তিনি অন্তর হতে বাহিরে আসেন, তখন তাঁকে দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, ও আস্বাদন করা যায়। তাঁকে দেখলেই তোমার কামনা পূর্ণ হবে।"

কথার উত্তরে যুবক বাবার পদ-যুগল স্পর্শ করে বল্লেন, "আমি ভক্তিহীন, কি করেই বা প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবো গুরুদেব, আপনার পায়ে পড়ি, আমায় রক্ষা করুন।"

"তোমার ভক্তির অভাব নেই বাবা। সত্যলাভ বা হৃদয়স্থ পুরুষের দর্শনের জন্য তোমার যে ব্যাকুলতা আছে, তাকেই ভক্তি বলে? আমি নিজেই তোমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে দোব, যা বলবো তা বিনা বিচারে পালন করে যাও, অচিরেই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

বাবার কথা শুনে যুবক জিজ্ঞাসা করলেন, "মায়ের কি রূপে দর্শন পাবো?" যুবকের কথায় বাবা হেসে বল্লেন, 'মায়ের মূর্ত্তি বা রূপের কি সীমা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আছে। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডই তাঁর মূর্ত্তি। যে যেরূপে, যে নামে ডাকে, তিনি সেই রূপে সাধককে দেখা দিয়ে তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। তোমার স্বপ্নলব্ধ মন্ত্রের প্রতিপাদ্য মায়ের রূপ ও ধ্যান আমি বলে দোব।"

যুবক জিজ্ঞাসা করলেন, "মা কে গুরুদেব ?"

এই কথা শুনে বাবার মুখ-মণ্ডল গম্ভীর হয়ে উঠলো ; ধীর, স্থির, অর্দ্ধ-নিমীলিত, সুতীক্ষ্ণ নেত্রদ্বয় হতে দীপ্তি বেরিয়ে এলো; গম্ভীর স্বরে বাবা বল্লেন, "মায়ের সাক্ষাতের পথ দেখিয়ে দেওয়া ছাড়া তোমার একটা কথারও উত্তর দোব না। যখন তাঁর দেখা পাবে, তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করো তিনি কে ?"

যুবক আর কোন কথা না বলে বাবার পদতলে লুটিয়ে পড়লেন। শুভ দিনে শুভ লগ্নে বীরাচারে যুবকের অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করে বাবা তাঁকে জপে নিযুক্ত করলেন। তিন সপ্তাহ মধ্যে শিষ্যের কর্ম্মে সন্তুষ্ট হয়ে মহাশ্মশানাধিপতি ক্ষেপা বাবা কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী শনিবার সার্দ্ধ প্রহর রাত্রি গত হলে প্রিয় শিষ্যকে চিতার উপর বীরাসনে উপবেশন করালেন। সাক্ষীস্বরূপ একটি প্রদীপ জ্বলতে লাগলো। শিষ্যকে রেখে বাবা মন্দিরে চলে এলেন। বাবার উপদেশ মত শিষ্য একাগ্র চিত্তে সাধনায় রত হলেন।

কৃষ্ণা-চতুর্দ্দশীর অন্ধকারময়ী রাত্রিতে অর্দ্ধক্রোশব্যাপী ভয়াবহ মহা-শ্মশানে সাধক দু-তিনবার বিভীষিকা দর্শন করে ভীত হয়ে উঠলেন। নাদ সিদ্ধ ভৈরবের "তারা তারা" নাদে ভয়াবহ মহাশ্মশান ঝঙ্কৃত হল, সেই শব্দে সাধক নির্ভয়ে চিত্ত স্থির করলেন। কাল্ রাত্রির প্রায় তৃতীয় প্রহর, বাবার তারা নাদ মৃদুতর হয়ে সাধকের কর্ণে প্রবেশ করতে লাগলো। সাধক ক্ষণকালের জন্য নিজ অস্তিত্ব ভুলে গিয়ে আপন সত্ত্বায় বিভোর হলেন।

অকস্মাৎ এক অলৌকিক দৃশ্যে সাধকের পূর্ণ জ্ঞান ফিরে এলো। তিনি দেখলেন তাঁর প্রতি লোমকূপ হতে বাষ্পের মত তরল জ্যোতিঃ নির্গত হয়ে জগৎ আচ্ছন্ন করছে, ঐ জ্যোতিঃ বাহিরে পুঞ্জীভূত হয়ে বিদ্যুতের মত আভাশালী ও কোটি সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিযুক্ত এবং কোটি চন্দ্রের ন্যায় স্নিগ্ধ। এই স্নিগ্ধ পরম তেজোরাশি আদি অন্ত রহিত। সাধকের নেত্র তেজোরশ্মির প্রভায় প্রতিহত হয়ে নিমীলিত হল। কিছুক্ষণ পরে জ্যোতির দিকে দৃষ্টিপাত করে তিনি সর্ব্বশৃঙ্গারবেশধারিণী, সর্ব্বকাল-প্রদায়িনী, নিখিল জগজ্জননী, ভুবন মোহিনী ব্রহ্ম-জ্ঞান বিনোদিনী, স্মেরাননী এক জ্যোতির্ম্ময়ী দিব্য রমণী মূর্ত্তির দর্শন পেলেন। করুণাময়ী মূর্ত্তিতে দেবীকে সম্মুখে দণ্ডায়মানা দেখে সাধক আনন্দ বিহ্বল চিত্তে সশ্রদ্ধ প্রণাম করলেন।

২৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবাবেগে সাধক কিছুই বলতে পারলেন না। কিছুক্ষণ পরে প্রেমাশ্রুপূর্ণ নয়নে গদ-গদ কণ্ঠে সাধক জিজ্ঞাসা করলেন, "কে মা আপনি?" মৃদু হাস্যে আনন্দময়ী মধুর কণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'তুমি যার উপাসনা করছো, আমি সেই; বর প্রার্থনা কর।"

"মা, আপনার মূর্ত্তি আমার গুরু উপবিষ্ট ধ্যেয় মূর্ত্তির সঙ্গে অসাদৃশ্য রয়েছে।" ভক্তি সহকারে বল্লেন সাধক।

স্নেহময়ী জননীর ন্যায়, করুণ নয়নে চেয়ে দেবী বল্লেন, "বৎস! সে মূর্ত্তি দেখলে তুমি ভীত হবে, তাই আমি তত্ত্বময়ী না হয়ে ভাবময়ী মূর্ত্তিতে দেখা দিয়েছি। সে মুর্ত্তি পরে দেখাব।"

বিস্ময় বিহ্বল নেত্রে সাধক দেখছেন "দেবী রমণী মূর্ত্তিতে মনোরমাঙ্গী, নবযৌবনা কুমারী। দেহকান্তি স্ফটিকের ন্যায় শুভ্র, পরিধানে রক্তবস্ত্র, পদযুগল অলক্তকরাগ রঞ্জিত, স্বর্ণ নূপুরের মৃদু-মন্দ মধুর ধ্বনি ভক্তের চিত্ত আকর্ষণ করলো। তাঁর কটিতটে শব্দায়মানা কিঙ্কিনী, কণ্ঠে মুক্তাহার, বাহুতে কেয়ুর, করে কনক বলয়, হস্তে বরাভয়, মুখমণ্ডল সুগন্ধি তাম্বুল পরিপূর্ণ। দেবীর ললাটদেশ অর্দ্ধ চন্দ্রে সুশোভিত, ওষ্ঠদ্বয় অতি মনোরম, কর্ণে চন্দ্ররেখার ন্যায় কর্ণ ভুষণ, নাসিকা উন্নত, ভ্রূ-যুগল ধনুকাকারে বিস্তৃত, ললাটে সিন্দুর বিন্দু, নিবিড় কৃষ্ণ বর্ণ কুঞ্চিত কেশ-জাল, মল্লিকা মালতী মালায় সুসজ্জিত এবং মণিখোচিত মুকুট শিরোপরি সুশোভিত।

দেবীর চরণে জপ সমর্পণ করে অবনত মস্তকে ভক্ত বল্লেন, "মা এই দীন সন্তানের মস্তকে চরণ স্থাপন করুন। দেবী হংসীর মত গ্রীবা বক্র করলেন, কর্ণ-ভূষণ মৃদু মৃদু দুলতে লাগলো, তিনি ঈষৎ হেসে বাম চরণ উত্তোলন করে ভক্তের শিরে ধীরে ধীরে স্থাপন করলেন। ভক্ত ও ভগবানের এ মিলন, মধুর দৃশ্য অলক্ষ্যে দেবতারাও দর্শন করলেন। ধীরে চরণ নামিয়ে দেবী বল্লেন, "বৎস, আমি সর্ব্বদাই ভক্তবাঞ্ছা কল্প-তরু ও বরদাত্রী, তোমার বাঞ্ছা নিশ্চয়ই পূর্ণ হবে। আমি সর্ব্বদাই তোমাতে বিদ্যমান আছি। এখন সাধনার ফল স্বরূপ বর প্রার্থনা কর।" ভক্তি সহকারে সাধক বল্লেন, "মা কৃপা করে বলুন, আপনি কে? তত্ত্ব-জ্ঞান লাভই আমার একমাত্র প্রার্থনা, এ ছাড়া আমি আর কোন বর চাই না।"

ভক্তের প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হয়ে পরমেশ্বরী বল্লেন, "বৎস, সৃষ্টির পূর্ব্বে আত্ম-স্বরূপে একমাত্র আমিই বিদ্যমান ছিলাম। আমার আত্মস্বরূপকে ব্রহ্ম-আত্মা ও ভগবান বলে জানবে। সর্ব্ববেদ প্রতিপাদ্য আত্ম-স্বরূপ শ্রুতিগোচর পদার্থ, তা অনুমানাদি প্রমাণের অ-বিষয়। শ্রুতির আত্ম পদার্থকে জাতি, গুণ, ক্রিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও সংজ্ঞাদি দ্বারা নির্দ্দেশে সমর্থ নন, তাই আত্ম-তত্ব অনির্দ্দেশ্য এবং তৎসদৃশ দ্বিতীয় বস্তুর অভাব বশতঃ উপমা রহিত ও জন্ম-মরণাদি, ষড়-ভাব-বিকার শূন্য পদার্থ। এই আত্মার এক স্বতঃ সিদ্ধ শক্তি আছে, তিনি মায়া নামে পরিচিতা। সেই মায়া ব্রহ্মের মত কাল-ত্রয়বর্ত্তিনী নয়, কারণ আত্ম-জ্ঞান হলেই এর বিলয় হয়। যেমন অগ্নির উষ্ণতা, সূর্য্যের মরীচি এবং চন্দ্রের জ্যোৎস্না তত্ব সহজাত, তেমনি মায়াও আত্ম সহজাত এবং মোক্ষ পর্যন্ত স্থায়ী। বৎস, এই অখিল জগৎ ওত-প্রোতভাবে আমাতেই অবস্থিত। আমিই কারণ দেহাভিমানী বিরাট নামে অভিহিতা। আমিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, আমিই ঈশ্বর আমিই ব্রাহ্মী ও রৌদ্রী শক্তি। আমিই সূর্য্য, আমিই চন্দ্র ও তারকা। আমিই পশু-পক্ষী, কীট, আমিই পুরুষ, স্ত্রী এবং নপুংসক। আমিই সাধু, আমিই অসাধু, তাই আমিই তুমি। এই বিশ্ব চরা-চরে আমি ছাড়া কোন বস্তুরই অস্তিত্ব নেই।"

ভক্ত ও ভগবানের মিলনে, ভক্ত সৃষ্টি তত্ত্বের গূঢ় রহস্য জেনে, ধ্যেয় মূর্ত্তি দর্শন আকাঙ্খায় প্রার্থনা জানালেন। ভক্ত-বাঞ্ছা-পূর্ণকারিণী তারিণী-দেবী মধুর-হাস্যে ভক্তের শিরে কর-পদ্ম স্পর্শ করলেন। প্রণাম করে ভক্ত দেখলেন, দেবী-মূর্ত্তি পূর্ব্বের মত তরল জ্যোতিরাকারে পরিণত হয়ে চরাচর উদ্ভাসিত করেছেন। দেবীর পরাৎপর বিরাট রূপ ভক্ত ভীতিবিহ্বল চিত্তে অবাক হয়ে দেখতে লাগলেন। সত্যলোক এই বিরাট রূপিনীর মস্তক, চন্দ্র ও সূর্য্য দুই চক্ষু, দিক্ সকল শোত্র, বেদ সকল বাক্য, বায়ু প্রাণ, বিশ্ব তাঁর হৃদর, পৃথিবী জঘনদেশ, নভঃস্থল নাভিদেশ, জ্যোতিষ্ক মণ্ডল উরুস্থল, মহর্লোক গ্রীবাদেশ, জনলোক মুখমণ্ডল, তপলোক ললাট ফলক, ইন্দ্রাদি তাঁর বাহু, শব্দ শ্রবণেন্দ্রিয় স্বরূপ, অশ্বিনী কুমার-দ্বয় তাঁর নাসিকা, গন্ধ ঘ্রাণেন্দ্রিয় স্বরূপ, অগ্নি মুখাভ্যন্তর, দিবা ও রাত্রি তাঁর নয়ন পক্ষ-দ্বয় স্বরূপ, ব্রহ্ম স্থান তাঁর ভ্রূ-বিকাশস্বরূপ, জল তালু, তদ্গত রস তাঁর রসনা, যমরাজ দংষ্ট্রা, স্নেহ বিলাসই দন্ত, মায়াই তাঁর হাস্য, ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি, কটাক্ষ লজ্জা, উর্দ্ধ ওষ্ঠ লোভ, অধর এবং অধর্ম্ম তাঁর পৃষ্ঠভাগ। জগতের সৃষ্টি-কর্ত্তা প্রজাপতি তাঁর মেঢ্রদেশ, সমুদ্র সকল তাঁর উদর, পর্ব্বত সকল অস্থি, সমস্ত নদী তাঁর নাড়ী এবং বৃক্ষরাজি তাঁর রোম স্বরূপ। কৌমার্য্য, যৌবন ও জরাই তাঁর উত্তমাগতি, মেঘসমূহ কেশজাল, উভয় সন্ধ্যাব্যাপিকা দেবীর বসন, চন্দ্রমা মহেশ্বরীর মন, হরি বিজ্ঞান শক্তি এবং রুদ্র সংহার শক্তি। বিভু-জগদম্বীকার শ্রোণিদেশে অশ্বাদি জাতি এবং অতলাদি পাতাল পর্য্যন্ত সমস্ত লোক কটিদেশের অধোভাগে বিরাজিত। জগন্মাতার বিরাট মূর্ত্তি হতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহস্র অগ্নি-শিখা নির্গত হতে লাগলো। সেই বিরাট মূর্ত্তি লোল জিহ্বা দ্বারা অনন্ত জগতের আস্বাদ গ্রহণ করছেন। অক্ষসমূহ অগ্ন্যুদগীরণ করছে। সেই আকৃতি নানাবিধ আয়ুধধারী ও অতীব বলসম্পন্ন। ঐ আকৃতির সহস্র মস্তক, সহস্র নয়ন, সহস্র বাহু, সহস্র চরণ কোটি সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন অতীব ভয়ঙ্কর, মন ও নয়নের ত্রাসজনক। এই বিরাট মূর্ত্তি দর্শন করে ভক্ত ভীত হলেন, হৃদয় বিকম্পিত হতে লাগলো। তিনি দেবী স্তোত্র পাঠ করতে করতে মূর্চ্ছিত হলেন। অন্তর্যামী দেবতা ক্ষেপা বাবা, শিষ্য চৈতন্য হারিয়েছে জানতে পেরে ঘটনাস্থলে এসে স্পন্দনহীন ভক্তের দেহ নিজ কোলে তুলে নিয়ে কপালে হাত বুলাতে লাগলেন। সাক্ষাৎ ভগবানের করতল স্পর্শে অচিরেই চৈতন্য ফিরে এল কিন্তু শিষ্য বাক্ রহিত হয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ গত হলে তিনি উপবেশনের চেষ্টা করলেন কিন্তু, মাতালের মত পতিত হলেন। দেবী তখন অন্তর্হিতা হয়েছেন। শিষ্যকে সজল নয়নে বাবার মুখের দিকে চাইতে দেখে বাবা উল্লাসভরে বল্লেন, "বৎস! ধন্য তুই, তোর গুরু হয়ে আমিও ধন্য হয়েছি। ধৈর্য্য অবলম্বন করে ভাগ্যবান শিষ্য বাবার পদতলে পড়ে পদ-যুগল বক্ষে স্থাপন করে গদ-গদ কণ্ঠে গুরুর ধ্যান করতে লাগলেন।

"নিত্যং শুদ্ধং নিরাভাসং নিরাকারং নিরঞ্জনম্।
নিত্যবোধং চিদানন্দং গুরুব্রহ্ম নমাম্যহম্" ॥

সাদরে শিষ্যকে বুকে তুলে নিয়ে মস্তক স্পর্শ করে বাবা আশীর্ব্বাদ করলেন। এই ভাগ্যবান যুবকই ক্ষেপা বাবার দ্বিতীয় শিষ্য নিগমানন্দ সরস্বতী পরমহংসদেব।

চুয়াডাঙ্গার রেল ষ্টেশন থেকে ৮ ক্রোশ দূরে কুতবপুর গ্রামে শ্রীমৎ পরমহংস সরস্বতী নিগমানন্দ পূর্ব্বনামে নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্ম হয়। তিনি সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের দূরসম্পর্কীয় জ্ঞাতি। নলিনীকান্তের পিতার নাম ভুবন মোহন চট্টোপাধ্যায়। নলিনীকান্তের স্ত্রীর নাম সুধাংশুবালা। ওভারসিয়ারী পাশ করে নলিনীকান্ত প্রথম দিনাজপুর ডিষ্ট্রীক বোর্ডে কিছুকাল চাকুরী করেন। ১৩০৭ সালে চাকুরী ত্যাগ করে নারায়ণপুর জমিদারের কাছারীতে চাকুরী করেন। পরে পুণ্যশীলা রাণী রাসমণির দিনাজপুর কাছারীতে সুপারভাইজারী কাজে নিযুক্ত হন। কাজের চাপে তাঁকে অনেক রাত্র অবধি কাজ করতে হত। দুই তিন দিন রাত্রে স্ত্রীর ছায়া-মূর্ত্তির দর্শন পেয়ে তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হন ও তাঁর মন মেজাজ খারাপ হয়ে যায়, পরে জানতে পারলেন স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে। ঐ সময় হতে পরলোক তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর জানবার আগ্রহ বেড়ে যায়। দিনাজপুর কাছারী হতে তিনি খুলনার কাছারীতে বদলী হন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং খুলনার পথে কলিকাতায় এসে থিওসফিকেল সোসাইটীর সঙ্গে পরিচিত হয়ে তিনি জানতে পারলেন যে প্রেত তত্ত্ব সম্বন্ধে ভালভাবে জানতে হলে মাদ্রাজ আডেয়ারে রেভারেণ্ড লেড্ বিটার সাহেবের কাছে শিক্ষা করতে হবে। পত্নী শোকে কাতর নলিনীকান্ত মৃতা স্ত্রীকে দেখবার মানসে মাদ্রাজে উপস্থিত হলেন। মিডিয়াম সাহায্যে প্রেত-যোনি আনয়নেয় কৌশল শিক্ষা করে তিঁনি তাঁর কর্ম্মস্থল কুমিরায় ফিরে এলেন। কাজে মন নেই, সর্ব্বদা উদাসী এবং মৃতা স্ত্রীকে ফিরে পাবার জন্যে তিনি ব্যাকুল হলেন। তাঁর মনে হল একমাত্র যোগ বলে মৃতাকে আনা যায়, তাই তিনি কলিকাতার ডাফ্ কলেজের অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় পূর্ণ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের, যিনি পরমযোগী হয়ে স্বামী পূর্ণানন্দ নাম গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর শরণাপন্ন হলেন। স্বামী পূর্ণানন্দ সমস্ত ঘটনা শুনে বল্লেন, "মৃতাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা অসম্ভব, যে যায় সে কি আর আসে? মাকে ডাক তিনি উপদেশ দিলেন, মাকে পেলেই তোমার সব পাওয়া হবে।" সদ্-গুরুর সন্ধানে নলিনীকান্ত মনোনিবেশ করলেন। এক জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে তিনি স্বপ্নে দেখলেন জটা-জুট এক কান্তিময় সন্ন্যাসী চন্দনে বীজ-মন্ত্র লেখা একখানি বিল্ব-পত্র তাঁর হাতে দিয়ে বিলীন হলেন। সাধনোপায় জানতে না পেরে তিনি উন্মত্তের ন্যায় এই দুঃসহ জীবন ত্যাগ করবার সঙ্কল্প করলেন। দৈবমাহাত্ম্যে এক নিশীথে তিনি স্বপ্নে দেখলেন, এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বলছেন, "আত্মহত্যা মহাপাপ। তুমি তারাপীঠে সিদ্ধ-সাধক বামাক্ষেপার কাছে যাও, তিনি তোমার মনোবাসনা পূর্ণ করবেন।" নলিনীকান্ত প্রথমে স্ত্রীর ছায়া-মূর্ত্তির দর্শন পান কিন্তু, তাতে আনন্দ না পেয়ে মাতৃভাবে সাধনায় রত হন। এই মহাত্মাই আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠাধিষ্টাতা। গঙ্গার তীরে হালিসহরে এই মহাত্মার মনোরম মঠ স্থাপিত হয়েছে, উপযুক্ত শিষ্য ও ভক্তবৃন্দের আন্তরিক চেষ্টা ও তাঁর কৃপায় দিন দিন মঠের শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে।

———

L... Y
No. ... ...
Sh... ...yee Ashram
B... ...S

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪১

মধ্যাহ্ন আহার সমাপন করে সবাই যখন বিশ্রাম ক'রছে, সেই সময় আমাদের ক্ষেপা ঠাকুর দ্বারকার তীরে এক বৃক্ষ মূলে চুপ. ক'রে ব'সে আছেন। এ স্থানটি ঘন ঘন বৃক্ষে আচ্ছাদিত, অতি নির্জ্জন ও ভয়াবহ। শিবার দল ছিঁড়ে খাচ্ছে অর্দ্ধ-দগ্ধ শব, শকুনি হানা দিচ্ছে পক্ষ বিস্তার করে ছিনিয়ে নেবার জন্যে শব-মাংস শিবার মুখ হ'তে। এই বীভৎস দৃশ্য দেখছেন ঠাকুর এক পাশে বসে নিবিষ্ট চিত্তে। পর-পার হতে সামান্য জল ঠেলে এসে উপস্থিত হোলেন এক গৈরিক বসন পরিহিত জটাজুট সন্ন্যাসী; কপালে তাঁর সিন্দুর বিন্দু, গলে রুদ্রাক্ষ ও কাঁধে এক ঝুলি। বেশ ভক্তি ভরে প্রণাম করে বাবার পাশে এসে বসলেন। "এসো বাবা, কিছু আছে নাকি?" বলে বাবা তাঁকে সম্বোধন করলেন। "আজ্ঞে হাঁ," বলে সাধুটি ঝুলি থেকে গাঁজা ও কলকে বার করে গাঁজা সাজলেন, বেশ মৌজ ক'রে গাঁজা সেবন করা হোল। অসাবধানতাবশতঃ কলকের আগুন সাধুটি বাবার কাছে ফেলে রেখে মন্দিরে চলে গেলেন। যে ধারে আগুন পড়ে ছিল, বাবা সেই দিককার পা তুলে বসে ছিলেন, পাশে যে আগুন পড়ে আছে সে হুঁস বাবার নেই, দৃষ্টি যেন সদা সর্ব্বদাই একে নিবিষ্ট। কখন যে আগুনের উপর উরু চেপে ব'সেছেন বা রোম ছাল পুড়ে গেছে সে খেয়ালও তাঁর নেই। বসে আছেন তিনি বেশ স্বাভাবিক ভাবে, যন্ত্রণা কষ্ট কিছুই নেই; বিশেষ কি প্রয়োজনে অনেক অনুসন্ধান করে এসে উপস্থিত হোলেন দুর্গাদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয়—বাবার এক প্রিয় ভক্ত। তাঁকে দেখে বাবার খুব আনন্দ হল, নিজের পাশে বসাবার জন্যে বাবা পা তুলে বসলেন। বাবার উরুতে অঙ্গার মাখা দেখে চক্রবর্ত্তী মহাশয় পরিষ্কার করে দেন, ক্ষত দেখে বিস্মিত হয়ে তিনি বল্লেন, "বাবা, আপনার উরুটা পুড়ে গিয়ে যে ঘা হয়ে গেছে!"

বাবা যেন ছোট শিশুর মত চমকে উঠে বল্লেন, "হ্যাঁ, বলেন কি বাবা। তাহ'লে কি হবে বাবা?" "ভয় নেই বাবা, ঔষধ দিলেই সেরে যাবে—তাহ'লে বাবা, এখনি দিন ত বাবা।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চক্রবর্ত্তী মহাশয় পাণ্ডাদের ঘর থেকে ঔষধ আনতে গেলেন, কিছু পরে একখানা কচুপাতায় খানিকটা রেড়ির তেল নিয়ে তিনি ফিরলেন। বাবার ঘায়ে লাগিয়ে দিয়ে তিনি বল্লেন, "এইবার বাবা সেরে যাবে।"

"সেরে যাবে ত বাবা, বেশ বাবা বেঁচে থাকো বাবা।" এই কথা বলে বাবা মায়ের চিন্তায় মগ্ন হলেন। এদিকে আর কোন ভ্রূক্ষেপ তাঁর রইল না।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে চক্রবর্ত্তী মহাশর জিজ্ঞাসা করলেন, "কাম রিপু কোন গুণের মধ্যে।"

বাবা—ভোগের পথে তমোভাবাপন্ন, তা না হলে রজোগুণাত্মক। নিবৃত্তির পথে রজঃ সম ভাবাপন্ন। তন্ত্র মতে কাম শিবত্ব-মারক, জীবত্ব-বিধায়ক।

চক্রবর্ত্তী—কাম রিপুকে নষ্ট করা যায় কি করে?

বাবা—নষ্ট করবি কি রে শাল? জয় করবি বল।

চক্রবর্ত্তী—হ্যাঁ বাবা।

বাবা—কাম দমন হলে ক্রোধরূপে প্রকাশ পায়। ঈশ্বর কামের বশ নয়। জীব কামের বশ, কাম কখনও নাশ হয় না বাবা, জয় করা যায়। কামের অধিষ্ঠান ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি। প্রবৃত্তি দমনই কাম জয়ের একমাত্র উপায়। মহাদেব মদন ভস্ম করেছিলেন কিন্তু, রতির কঠোর সাধনায় প্রীত হয়ে মদনকে পুনর্জ্জীবিত করলেন।

চক্রবর্ত্তী—বাবা, মন্ত্র নেয় কেন?

বাবা—মন নিয়েই যা কিছু। মনকে বশে রাখবার জন্যেই মন্ত্র তন্ত্রের সৃষ্টি হয়েছে।

চক্রবর্ত্তী—সাধকের চরম লক্ষ্য কি?

বাবা—সর্ব্বভুতে ভগবান দর্শন এবং ভগবানের মধ্যে সর্ব্বভূত দর্শনই সাধকের চরম লক্ষ্য বাবা।

চক্রবর্ত্তী—হিন্দুধর্ম্ম বড় জটিল বাবা।

বাবা—জটিল হবে কেন রে শাল! এ-রকম উদার ও সরল ধর্ম্ম আর কিছু নেই বাবা। সর্ব্ব-জীবের হিত সাধনই হ'ল হিন্দু ধর্ম্মের প্রধান সাধন।

চক্রবর্ত্তী—চরম তত্ত্ব কি?

বাবা—শিব চরম তত্ত্ব আর শক্তি তার বাহ্যিক প্রকাশ। এই বাহ্যিক থেকে শিবত্ব পাওয়াই হ'ল চরম তত্ত্ব।

চক্রবর্ত্তী—পরমাগতি কাকে বলে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাবা—পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় মনের সঙ্গে যখন অন্তর্মু'খ হয়ে অবস্থান করে, আর বুদ্ধি কোন কাজে প্রবৃত্ত হয় না, যোগীরা সেই অবস্থাকে পরমাগতি বলে।

চক্রবর্ত্তী—সংসার মিথ্যে ত ?

বাবা—সে কি বাবা, এ সংসার মিথ্যে হলে ভগবানের লীলাও যে মিথ্যে হ'য়ে যাবে। ও রকম জ্ঞানকে জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা বলে।

চক্রবর্ত্তী—বৈরাগ্যই পরম বস্তু না বাবা ?

বাবা—তা ঠিক, কিন্তু ও পথ বড় কঠিন বাবা। মনে মনে ইন্দ্রিয় বিষয় কামনা করে বাইরে ত্যাগ দেখালে বৈরাগী হয় না। বৈরাগ্য হতে বৈরাগী হয়েছে। যে ত্যাগী সেই বৈরাগী। বিষয় কামনা যে ত্যাগ করতে পেরেছে সেই বৈরাগী।

চক্রবর্ত্তী--তাহ'লে ভোগ ত্যাগ করা উচিত ?

বাবা—দূর শাল, ভোগ ত্যাগ করবি কি ? ভোগে মোজে যেয়ো না, তাহলেই কাজ হবে। ভোগ যোগ এক সঙ্গে করবে।

চক্রবর্ত্তী – ব্রাহ্মণ হলেই কি পৈতা ধারণ করতে পারে ?

বাবা—উপনয়ন কর্ম্মগত বা জাতিগত নয়, ব্রহ্ম-যজ্ঞে যে পূর্ণ জ্ঞানী, একমাত্র সেই যজ্ঞ-সূত্র ধারণ করতে পারে। শুধু পৈতা ধারণ করলেই ব্রাহ্মণ হয় না। আবার ব্রাহ্মণ যখন তত্ত্ববিদ্ হয় (ব্রহ্ম-ভাবাপন্ন) তখন আর তার পৈতার দরকার হয় না।

চক্রবর্ত্তী—আপনি পৈতা ফেলেন নি কেন বাবা ?

বাবা—বাহ্যিকটা কিছু নয় বাবা, শুধু ভড়ং। আন্তরিকতা আসল। আমি ওসব জাত ফাত কিছু বুঝি না বাধা। এ বিশ্বই তারামার, জীবমাত্রেই তারামার জাত, এ ছাড়া আমি আর কিছু জানি না।

উভয়েই নীরব হয়ে বসে আছেন এমন সময় ভাটপাড়া নিবাসী এক পরম ভক্ত নাম অমূল্যধন ভট্টাচার্য্য বাবাকে ভক্তিভরে প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করলেন, "কেমন আছেন বাবা ?" "ভালই আছি বাবা, তারামা আমায় কোন কষ্ট দেননি।"

যিনি জীবন্মুক্ত পুরুষ তাঁর আর ভাল মন্দ, সুখ দুঃখ কি, তিনি এ সবের অতীত। কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব সুখ দুঃখ এগুলি চিত্তের ধর্ম্ম। যিনি এগুলি নিরোধ করেছেন তিনি জীবন্মুক্ত। যিনি সমস্ত চেষ্টা ও বাসনা মনে মনে ত্যাগ করেছেন তিনিই মুক্ত। বাসনা বৃদ্ধিতে জীব বদ্ধ হয়, আর ত্যাগে মোক্ষ লাভ করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"জন্মৈশ্বর্য্য শ্রুত শ্রীভিরেধ মদঃ পুমান
নৈবাহত্যভিধাতুং বৈ ত্বাম্ কিঞ্চন গোচারম্ ॥ (ভাঃ)

উচ্চ কুলে জন্ম, ঐশ্বর্য্য বিদ্যা প্রভৃতির অভিমানে যারা স্ফীত, ভগবান দর্শন করা তো দূরের কথা, তারা নাম করারও উপযোগী নয়। যাঁরা অকিঞ্চন, তাঁরাই তাঁকে লাভ করেন। ভক্ত অমূল্যধন জিজ্ঞাসা করলেন, "বেদ কি ?" উত্তরে বাবা বল্লেন, "প্রতি নিয়ত আমাদের অন্তরে যে সৎ অসৎ। সুখ দুঃখ নানা রকমের যে বেদনা বা অনুভূতি ফুটে উঠে, তাই বেদ।

অমূল্যধন—বেদ মানে জ্ঞান ত ?

বাবা—হ্যাঁ বাবা জ্ঞান, কর্ম্ম, উপাসনা এই তিন নিয়ে সাধনা। বেদের আশ্রয় জ্ঞান। বেদ বর্ণিত কর্ম্ম করাই হল কর্ম্ম। উপাসনা জড়ত্বের বাহিরে সূক্ষশক্তির আশ্রয়ে সূক্ষতমে পৌঁছে দেয়।

ভক্ত—কর্ম্ম কি কি ?

বাবা—ধ্যান, ধারণা, নিদিধ্যাসন, সদ্ আচরণ, সন্ধ্যা-বন্দনাদি, পিতৃ-মাতৃ সেবা, গুরুসেবা, দেব-দ্বিজে ভক্তি এবং জিহ্বা ও লিঙ্গ সংযত রাখাই হল কর্ম্ম।

ভক্ত—বাবা, কামনা বাসনা আসে কেন ?

বাবা—যারা অবুঝ তারা এই নশ্বর দেহটাকে "আমি" বলে ভাবে কিন্তু, এটা মিথ্যা জ্ঞান। এই মিথ্যা জ্ঞান থেকে ভীষণ রজোগুণের উৎপত্তি হয়। রজোযুক্ত মনে নানারকব সঙ্কল্প বিকল্প জন্মায়। এই সঙ্কল্প থেকে বিষয় চিন্তা আসে, আর নানা রকম কামনা বাসনার উৎপত্তি হয়।

ভক্ত—আচ্ছা বাবা জীব যখন ত্রি-গুণের অধীনে, কামনা বাসনায় অভিভূত, তাতে সে কি করে ভগবদ্ স্বরূপতা লাভ করে ?

বাবা—ভক্তির জোরে জীব কামনা মুক্ত হয়ে বিশুদ্ধ হয়। যেমন স্যাকরারা সোনা পুড়িয়ে খাঁটি করে, আর ময়লা থাকে না—এও তাই।

ভক্ত—ভক্তি কি করে আসে ?

বাবা—শ্রদ্ধার পর নিষ্ঠা হয়, তবে ভক্তি আসে। ভক্তি আবার আট রকম—জ্ঞান-ভক্তি, প্রেম-ভক্তি, বা রাগ-ভক্তি, বৈধী-ভক্তি, বিজ্ঞান-ভক্তি শুদ্ধাভক্তি, অহৈতুকী-ভক্তি, উর্জ্জিতা ভক্তি ও মধুর ভক্তি।

ভক্ত—ব্রহ্ম আর পরমাত্মায় তফাৎ কি ?

বাবা—সবই এক বাবা, জ্ঞানীর কাছে ব্রহ্ম, যোগীর পরমাত্মা, ভক্তের ভগবান এ সবই সচ্চিদানন্দ।

ভক্ত—সগুণ ব্রহ্মের উপাসনার প্রবর্ত্তক কে ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাবা—সাণ্ডিল্য মুনিই সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা বা ভক্তিমার্গেয় প্রবর্ত্তক। নির্গুণ ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ ও নিষ্ক্রিয়, তাঁকে সৃষ্টি কর্ত্তা, ঈশ্বর বা ভগবান কিছুই বলা চলে না। তত্ত্বে যিনি নির্গুণ, লীলায় তিনি সগুণ। তিনি নির্গুণ হয়েও সগুণ। নিরাকার হয়েও সাকার। এই হল তাঁর মায়া বা যোগ।

"মায়ৈব বিশ্ব জননী নান্য তত্ত্ব ধীয়া পরা।
যদানাশং সমায়তি বিশ্বং নাস্তি তদা খলু॥" (শিব-সংহিতা)

মায়াই বিশ্বজননী, মায়া ব্যতিরেকে বিশ্বের উৎপত্তি হয় না, মায়ার বিনাশ হলেই তত্ত্ব-জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। তখন আর মনে বিশ্ব-ভ্রান্তি থাকে না।

ভক্ত—যারা সংসারী তাদের পক্ষে তাঁর স্বরূপতা লাভ করা বড় দুরূহ ব্যাপার।

বাবা—সে কি বাবা ? তাদের সুবিধার জন্যে জোটে ব্যাটা ত খুব সহজ পথ দেখিয়ে দিয়ে গেছে, তাতে বনে না গিয়ে ঘরে বসে মনের আনন্দে সংসারীরা সাধন ভজন করে ড্যাং ডেঙ্গিয়ে চলে যেতে পারে।

ভক্ত—কি ভাবে বলুন না বাবা ?

বাবা—ও ত খুব সহজ সাধনা বাবা, পত্নী সব সময়ে পতিকে অন্তর বাহিরে সুখে দুঃখে মহাদেব জ্ঞানে ধ্যান করবে। এই ভাবে মন স্থির হলে পতিতে সব তত্ত্ব ও ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়ে সে মহাদেবের প্রকাশ অনুভব করবে তারপর যখন তন্ময়তা বেশ গাঢ় হবে তখন তত্ত্বের চরম সার্থকতা প্রকাশ হবে। পত্নী যেমন পতিকে মহাদেব বলে ধ্যান করবে তেমনি পতিও পত্নীকে শক্তিভাবে ধ্যান করবে। সংসারে থেকে এইভাবে যদি পরস্পর পরস্পরকে ধ্যান ধারণা ক'রে যায়, পরে যখন ভগবৎ উপলব্ধি আসবে তখন এই দু'জনের মিলনের মধ্যে প্রেমতত্ত্বের বিকাশ হবে, তখন তারা দুজনেই প্রেম উপভোগ করবে। প্রেম পরম বিদ্যা, পরম বস্তু বাবা। বিষয় বুদ্ধি ছেড়ে দিয়ে কর্ম্মী হও। তাঁর প্রেমে পাগল হও, তাতে কাজ হবে. শুধু আমাকে বাজে বকালে কিছু হবে না।

ভক্তটি আর কোন কথা না বলে চুপ করে বসে রইলেন। বাবা কুকুরগুলিকে আদর করতে লাগলেন। বাবা যেভাবে কুকুরগুলিকে আদর করতেন ও এক সঙ্গে খেতেন তা সাধারণ লোকের চক্ষে খুবই কটু লাগতো। কুকুর অনেকগুলি ছিল এবং ঐ বিরাট শ্মশানে এখনও অনেক কুকুর দেখতে পাওয়া যায়। কাল ভয় নিবারিণী ত্রিতাপ নাশিনী তারামা আদুরে ছেলেকে বীভৎস মহা-শ্মশানের ভীতি হ'তে রক্ষা করবার জন্যে একাদশ রুদ্রকে কুকুররূপে পাঠিয়েছিলেন। এই কুকুররূপী ধর্ম্মই ধর্ম্ম-রাজ যুধিষ্ঠিরকে স্বর্গের পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবান যে কতরূপে কিভাবে বিরাজ করছেন তা আমরা ক্ষুদ্র অজ্ঞ জীব হয়ে কি করেই বা ধারণা করতে পারি। যাঁরা ত্রিকালজ্ঞ, মুক্ত-পুরুষ একমাত্র তাঁরাই জ্ঞাত মহাপুরুষের আদর্শ জীবন কূট তর্ক বা সমালোচনায় পর্য্যবসিত না করে তাঁদের উপদেশ বাণী অনুসরণ করাই শ্রেয়।

LIBRARY
No.............
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

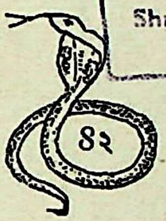

বাবা জীবিত কুণ্ডের ঘাটের রোয়াকের উপর বসেছিলেন এক ভদ্রলোক এসে পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন। তিনি সম্পূর্ণ অপরিচিত তাই বাবা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কে বাবা?" বাবার পাশে বসেছিলেন কনকপুর বিদ্যালয়ের পণ্ডিত মহাশয়। তিনি ভদ্রলোককে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে বল্লেন, "উনি বাবা একজন পাশ করা ভাল মাষ্টার এবং অতি সজ্জন লোক।

বাবা···বেশ ভাল বাবা, পাশ করা মাষ্টার বাবা, আমি মুখ্য মানুষ, পাশ টাস্ কিছু নয়। আমি ওসব হতে মুক্ত বাবা। যে যটা পাশ তার তটা ফাঁস্।

পণ্ডিত—তা কি করে হয় বাবা?

বাবা—তা কেন হবে না বাবা, নিশ্চয়ই হয় বাবা। এই ডাক্তার যদি সর্ব্বদা মনে ভাবে আমি ডাক্তারী পাশ, উকিল মনে করে আমি ওকালতি পাশ, রাজা মনে ভাবে রাজত্ব চালনায় পাশ, সর্ব্বদা যদি পাশ পাশই মনে হয়, তা হলে ভগবানের দাস এটা কি করে মনে হবে। পাশ করাটা দাস করায় বাধা দেয় বলেই এটা একটা ফাঁস্।

মাষ্টার—আপনি যে অষ্ট-পাশ মুক্ত বাবা, এ তুচ্ছ পাশে আপনার দরকার কি?

বাবা—ঠিক বলেছ বাবা, বিদ্যে শেখা ছোট হবার জন্যে।

পণ্ডিত—"বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্"।

বাবা—"ঠিক বাবা, লোকে সদাই নিজেকে বড় দ্যাখে। এটা স্বাভাবিক নিয়ম। তার উপর পাশ টাস্ করলে আরও অহঙ্কার বাড়ে, তাতে অবিদ্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেড়ে যায়। বিদ্যে শেখা অবিদ্যে নাশ করার জন্যে। তা যদি না হয় ওরকম বিদ্যে শিখে লাভ কি বাবা।

পণ্ডিত—মায়াই ত যত নষ্টের মূল, ওটা ত্যাগ করতে না পারিলে সাধন ভজন সবাই বৃথা।

বাবা—ওরে বেদো শাল, মায়া ত্যাগ করবি কি? মায়াই ত মা। যার মায়া নেই, সে ত নিষ্ঠুর। মায়া না থাকলে জগৎ থাকে না বাবা, মায়া থাকলে তবে ত মহামায়ার কাজ ভাল হবে। মায়া থাকবে কিন্তু. তাকে মা করে রাখতে হবে।

আজ শারদীয়া সপ্তমী তিথি, দ্বিভুজা তারিণী দেবীর শিলাময়ী মূর্ত্তিতে মহামায়া মায়ের পূজা হচ্ছে। প্রকৃতি দেবী আনন্দ-মুখরা, দরিদ্র-ধনী সবাই মেতেছে আনন্দময়ী মায়ের পূজোৎসবে।

"প্রথমে পূজিতা স চ কৃষ্ণেণ
মধুকৈটভ ভীতেন ব্রহ্মণা দ্বিতীয়ত,
ত্রিপুর প্রোষিতেনৈব তৃতীয়া স ত্রিপুরারিণা
ভ্রষ্টাশ্রিয়া মহেন্দ্রেন চতুর্থে পূজিতা দেবী।"
(দেবী ভাগবতে ৩০।৩০।২১)

প্রথমে বিষ্ণু, দ্বিতীয়বারে মহাদেব, তৃতীয়বারে ব্রহ্মা ও চতুর্থবারে ইন্দ্র দুর্গা পূজা করেন।

"যদেয়ং ভ্রাম্যতে বিশ্বং যোগিভির্যা বিচিন্ত্যতে।
যদ্ভাসা ভাসতে বিশ্বং সৈকা দুর্গা জগন্ময়ী" (সামবেদ)

এই বিশ্ব যাঁর দ্বারা ভ্রম-বিলসিত হইতেছে, যিনি যোগীগণের চিন্তনীয়, যাঁহার তেজঃপ্রভাবে সমস্ত জগৎ প্রকাশ পাইতেছে, জগন্ময়ী সেই দুর্গাই পরম তত্ত্ব।

রাজা সুরথ, বৈশ্য সমাধি, অবতার শ্রীরামচন্দ্র, (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ) কাত্যায়ন, মেধস, বিশ্বামিত্র, ভৃগু, বশিষ্ঠ ও কশ্যপ ঋষি দশভুজা মায়ের পূজা করে বিপদ হতে উদ্ধার পেয়েছিলেন (দেবীভাগবতে ৩।৩০।২।৫)। দুর্গম সংসার তারিণী তরণী বলে মায়ের নাম দুর্গা। সামান্য সাগর তারিণী তরণী কর্ণধার সাপেক্ষা আর অজ বলে অসঙ্গা, অদ্বিতীয়া, দুর্জ্ঞেয়; তুমি নারায়ণী, স্বর্গ মুক্তি প্রদায়িনী। কালরূপে অবস্থিতা তাই কলাকাষ্ঠা। ত্রি-গুণ তোমায় আশ্রয় করে আছে বলে তুমি ত্রি-গুণময়ী। বৈপ্রচিত্ত দানব বধ করে হলে রক্ত দন্তিকা। অনাবৃষ্টিতে বৃষ্টি দাও বলে তুমি শতাক্ষী। তোমার দেহে শাক উৎপন্ন হয়েছিল তাই শাকম্ভরী। হিমাচলে রাক্ষস হতে মুনিগণকে রক্ষা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেছিলে বলে ভীমা দেবী। ভ্রমর রূপে অরুণাক্ষ বধ করে হলে ভ্রামরী। দুর্গম অসুর বধ করেছিলে তাই তুমি হলে দুর্গা। ব্রহ্মা-বিষ্ণু ও অন্যান্য দেববৃন্দের দেহ হতে নির্গত তেজের সঙ্গে মিলিত হয়ে এক অপরূপ জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর আবির্ভাব হয়। শম্ভুর তেজে মুখ-মণ্ডল, যাম্য তেজে কেশ-গুচ্ছ, বৈষ্ণব তেজে বাহু। চন্দ্র, ইন্দ্র, বরুণ ও পৃথিবীর তেজে স্তন-যুগল, মধ্যভাগ, জঙ্ঘা, উরুদেশ এবং নিতম্ব। ব্রহ্মা, সূর্য্য, অষ্ট বসু ও কুবেরের তেজে চরণ-দ্বয়, অঙ্গুলি সমূহ এবং নাসিকা। প্রজাপতি দক্ষাদির তেজে দেবীর দন্ত, আগ্নেয় তেজে ত্রি-নয়ন, সন্ধ্যার তেজে ভ্রূ-দ্বয়, বায়ুর তেজে কর্ণ-দ্বয় এবং অন্যান্য দেবগণের তেজ-পুঞ্জ হতে অন্যান্য অবয়ব প্রকাশ হল। মহাদেব দিলেন শূল, বিষ্ণু চক্র, বরুণ শঙ্খ, হুতাশন শক্তি, বায়ু ধনুর্ব্বাণ, ইন্দ্র বজ্র ও ঐরাবত হস্তির ঘণ্টা, যম কাল-দণ্ড, বরুণ পাশ, প্রজাপতি ব্রহ্মা অক্ষ-মালা ও কমণ্ডলু, দিবাকর কিরণ, যম খড়্গ ও চর্ম্ম-ফলক, ক্ষীরোদসমুদ্র কিরণশালী হার, অবিনশ্বর বস্ত্র যুগল, মনোরম শিরোরত্ন কুন্তল বলয়, শুভ্র অর্দ্ধ-চন্দ্র, বাহু-ভূষণ, কেয়ুর, নির্ম্মল নূপুর, গ্রীবা-ভরণ সমস্ত অঙ্গুলিতে শ্রেষ্ঠ অঙ্গুরীয়ক, বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মল কুঠার, অন্যান্য অস্ত্র, অভ্রভেদ কবচ, জলনিধি মস্তকে এবং বক্ষোস্থলে অম্লান পদ্মের মালা এবং সুন্দর ক্রীড়া কমল, হিমালয় সিংহ বিবিধ রত্ন, ধনপতি কুবের সুরাপূর্ণ পান পাত্র, সর্ব্ব-নাগাধিপতি অনন্তদেব নাগহার প্রদান করলেন। তুমি ভাগ্যবানের গৃহে লক্ষ্মী, হতভাগ্যের অ-লক্ষ্মী, সৎ ব্যক্তির হৃদয়ে বুদ্ধি ও অসতের অজ্ঞান, সাধুর বিদ্যা এবং অসাধুর হৃদয়ে অবিদ্যারূপে বিরাজিতা। তুমিই সাধুগণের শ্রদ্ধা, সৎকুল সমুৎপন্ন ব্যক্তির লজ্জা-স্বরূপিনী। তুমি কৈটভহারী হরির হৃদয়বাসিনী, লক্ষ্মীরূপে বিরাজমানা, আবার পার্ব্বতীর কোষ হতে শিবারূপে আবির্ভূতা, তাই তুমি কৌষিকী। তোমার আবির্ভাবে পার্ব্বতী কৃষ্ণবর্ণা হলেন তাই তিনি কালিকা। চণ্ড-মুণ্ড বধ করে হলে চামুণ্ডা নামে পরিচিতা।

যাং প্রপশ্যন্তি দেবেশীং ভক্ত্যানুগ্রাহিণো জনাঃ
তামাহুঃ পরমং ব্রহ্ম দুর্গাং ভগবতীং মুনে॥ (অথর্ব্ববেদ)

যাঁহার অনুগ্রহাশ্রিত ভক্তরা ভক্তির দ্বারা যাঁহাকে বিশ্বেশ্বরী স্বরূপে দেখিতে পান, যাঁহাকে ভগবতী দুর্গা বলে, তিনিই ব্রহ্ম-তত্ত্ব।

ক্ষুদ্র তারাপুর ঢাক, ঢোল ও মৃদঙ্গের শব্দে মুখরিত। এই কয়দিন পল্লী বালক বালিকারা আনন্দে আত্মহারা। ধনী-দরিদ্র সকলেই মায়ের আগমনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উৎফুল্ল পূজা উপলক্ষে বিদ্যালয় ও পাঠশালা বন্ধ হয়েছে, তাই কনকপুরের পণ্ডিতমশাই সাধুসঙ্গ লাভের জন্যে বাবার কাছে এসেছেন।

"মাকে বিসর্জ্জন দেয় কেন? জিজ্ঞাসা করলেন পণ্ডিত মহাশয়।

বাবা—মায়ের আবার বিসর্জ্জন কি বাবা? ভক্ত মাকে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে তিন দিন পূজা আরাধনায় আনন্দ উপভোগ করে মাকে মানস সরোবরে ডুবিয়ে রাখে, এই হল বিসর্জ্জন বাবা। মা আমার ত্রিভুবন-জোড়া, তাঁকে কি নদী নালায় বিসর্জ্জন দেওয়া যায়? ভক্তের কাছে তিনি আবার এত ছোট যে তার হৃদয়-জলে মা আপনিই হাবুডুবু খান। "মাগীর আপ্তভাবে গুপ্তলীলা, তুই বেটী ভারি বদ্"—এই বলে বাবা আপন মনে বিড় বিড় করে বকতে লাগলেন। যেন কোন অদৃশ্য দেবীর সঙ্গে কথা বল্‌ছেন। ভাব ভঙ্গ করে পণ্ডিত মশাই জিজ্ঞাসা করলেন, জীব বারবার জন্মায় কেন?

বাবা—প্রবৃত্তিই জন্মের কারণ।

পণ্ডিত—জন্ম নাশ কি করে হয়?

বাবা—প্রবৃত্তি নিবৃত্তি হলেই জন্ম নাশ হয়?

পণ্ডিত—জ্ঞানের উদয় কি করে হয়?

বাবা—বিশ্বাস আর ভক্তিতে তত্ত্ব জ্ঞানের উদয় হয়! ভক্তিভরে মাকে ডাকো তাহলে সবই বুঝতে পারবে। মন নিয়ে যা কিছু বাবা, মনকে জয় করলেই তত্ত্ব জ্ঞানের উদয় হয়। তত্ত্ব-জ্ঞান না হলে জটা, ভস্ম, গেরুয়াতে কি হবে বাবা।

"মুড়মুড়ায়ে জটা রাখয়ে মস্তফিরে য্যায়সা ভৈঁষা
খলরি উপর খাখ, লাগায়ে মন য্যায়সা তো ত্যায়সা"

—কবীর।

পণ্ডিত—পূর্ব্ব কর্ম্মার্জ্জিত পাপ ক্ষয় না হলে ভগবানকে কি পাওয়া যায়?

বাবা—কিসের পাপ? আমরা অত পাপ পাপ বলি না; কর্ম্মী হও, তাঁর নাম কর, তাতে সব পাপ নষ্ট হয়ে যাবে। যে দিবা-রাত্র কালী, তারা বা কৃষ্ণ-রাধার নাম করে তার কোন পাপ থাকে না। অত পাপ পাপ করা ভাল নয়। মা—মা বলে ডেকে যাও বাবা, পিছন দিকে তাকাও না।

পণ্ডিত—বাবা, মায়ের চরণ কি মহাদেব ছাড়া আর কারও অধিকার নেই?

বাবা—ওসব জানি না বাবা। আমরা মায়ের সন্তান, হাত পা ছুঁড়ে যখনি কাঁদি তখনি মা কোলে তুলে নেয়। কাজ কি বাবা পা নিয়ে মহাদেবের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঙ্গে ঝগড়া করে, পা না হয় নাই পেলে, মায়ের পবিত্র কোল রয়েছে, সেটা ত কেউ কেড়ে নেয়নি, সেটার জন্যেই না হয় হাত পা ছুঁড়ে কাঁদনা, তাতে ত আর বাধা সেই।

পণ্ডিত—বাবা, ধ্যান আর ধারণায় তফাৎ কি ?

বাবা—হৃদয়ে বিষয় বৈরাগ্য এলেই ধ্যান, আর মন যেখানেই যাক্ সেখানেই ব্রহ্ম স্বরূপ দর্শন করে মন স্থাপন করাই হল ধারনা।

পণ্ডিত—বাবা, গঙ্গা স্নানে কি জীবের মুক্তি হয় ?

বাবা—মা আমার সদ্য-পাতক-হন্ত্রী, গঙ্গা তাঁর দ্রবময়ী রূপ। তাঁর নাম ও ধ্যানে সর্ব্বপাপ ক্ষয় হয়।

পণ্ডিত—মা কে বাবা ?

বাবা—তিনি জগতের কারণ ভূত, তিনিই মণি পাষাণাদি স্থাবরে জ্যোতিস্বরূপ। তৃণ, বৃক্ষে ঔষধিরূপে রস-স্বরূপ, জীবের অন্তরে চেতনা ও জলে দ্রবময়ীরূপে বিরাজিতা।

পণ্ডিত—নির্ব্বাণ মুক্তি হয় কিসে ?

বাবা—আমি অত তত্ত্ব কথা জানি না, আর জানতেও চাই না। শুধু 'তারা' বলে আত্মহারা হতে চাই ; এতে যা সুখ পাই, তোদের নির্ব্বাণের বাবাও সে সুখ দিতে পারবে না। মা বলে হেসে খেলে যেখানে ইচ্ছে চলে যাও, যমের বাবাও ছুঁতে পারবে না।

পণ্ডিত—বাবা আপনি জপ করেন না কেন ?

বাবা—আমি সব 'আত্ম তত্ত্বায় স্বাহা' করে দিয়েছি বাবা, তাই তারামা বলেছে "ক্ষেপা তোকে ও সব করতে হবে না, শুধু মা-মা বলে ডাকবি।" আর আমায় বকিয়ো না বাবা। ভক্তগণ ভক্তিভরে প্রণাম করে যে যার ঘরে ফিরলেন, বাবা চুপ করে বসে গান গাইতে লাগলেন।

"কিছুই নাই সংসারের মাঝে
কেবল তারা নাম সাররে।
এ তনু ধারণে এত দিন ভূবনে
যাতনা নাহি কাররে॥
হেরিলে ও-মুখ দূরে যায় দুখ
এই গুণ তারা মা'রে।
সেও সংসারে এসেছে বড় সুখে আছে
পেয়েছে রাজ্য ভাররে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার দরিদ্রের ধন (শিমূলতলায়) তারার দুখানি চরণ
হৃদয়ে পেয়েছি হাররে।
কমলা কান্ত নিতান্ত ভ্রান্ত আসে যায় বারে বাররে
আমি অভয় চরণ করিয়ে ধারণ অনায়াসে হব পাররে।"

———

সন ১২৯৫ সাল, শুক্লপক্ষ কোজাগরের লক্ষ্মী মায়ের পূজার পূর্ব্বে চতুর্দ্দশীর দিন বৃহৎ মেলা বসেছে তারাপীঠে—তারামায়ের-মন্দিরের আশে-পাশে সদর রাস্তার ধারে ও মহাশ্মশান প্রান্তে। দোকান পসারী ও বহু যাত্রীর সমাগমে ক্ষুদ্র পল্লী তারাপীঠ আনন্দে মুখরিত। মহামায়ের শিলাময়ী মূর্ত্তিতেই অনুষ্ঠিত হয় চতুর্দ্দশীর পূজা ক্রমান্বয়ে দশ বারোদিন। এই শুভ চতুর্দ্দশীর দিন বশিষ্ঠদেব তারামায়ের দর্শন লাভ করেন ব'লে সেই উপলক্ষে তারামায়ের বিশেষভাবে পূজা হয়। মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর থানার অন্তর্গত চাঁদাইপুর হতে কুমারানন্দ নামে এক যুবক বৃদ্ধা মাতা ও পত্নীকে ত্যাগ করে তারাপীঠে এলেন, উদ্দেশ্য শ্রীবামের কাছে তারা-বিদ্যা শিক্ষা করে সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন। পাঁচ ছয় দিন মহাপুরুষের সঙ্গ-লাভের পর একদিন তিনি শ্রীবামের পদ-যুগল ধারণ করে আবেদন জানালেন। অন্তর্যামী দেবতা বিরক্তভাবে বল্লেন, "পা ছেড়ে দে, আমার দ্বারায় কিছু হবে না। তোর বৃদ্ধা মা ও পরিবার চোখের জল ফেলছে, তা আমি কি করবো।" এই কথা শুনে অতি বিনীতভাবে গদ গদ কণ্ঠে নিবেদন জানালেন ভক্ত, "আমি আপনার ছেলে হব।" নম্রভাব দেখে বল্লেন ভৈরব, "তবে থাক বাবা"। প্রায় সাত আট মাস ক্রমান্বয়ে সেবা করছেন ভক্ত শ্রীবামের কিন্তু, তবুও তাঁর ভাগ্যে তারা-বিদ্যা লাভ হল না, শুধু তারা নাম করেন শ্রীবামের আদেশে। তারা-মন্ত্রে দীক্ষিত হবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ভক্ত শ্রীবামের পদ-যুগল স্পর্শ করে একদিন কাতর প্রার্থনা জানালেন, তাতে শ্রীবাম বল্লেন, "বাবা, আমি তোমার গুরু নয়, তোমার ভাবি গুরু কৈলাসপতি রাজাগোঁসাই বাবা, তাঁর কাছে যাও বাবা, তিনি তোমায় দীক্ষা দেবেন।" শ্রীবামের আদেশ মত তিনি ডাবুকের কৈলাসপতি বাবার কাছে পত্নী ত্রিপুরানন্দ-ময়ীসহ দীক্ষিত হন। ত্রিপুরানন্দময়ী পতির ধর্ম্ম-কার্য্যে সহধর্ম্মিনী হবার জন্যে ভৈরবীর বেশ ধারণ করে উত্তর সাধিকা হন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন ১২৯৯ সাল, কুমারানন্দ ভৈরবী ত্রিপুরানন্দময়ী সহ বামদেবকে দর্শন করতে আসেন। শ্রীবামের সেবার জন্যে ভৈরবী এনেছেন ক্ষীরের নাড়ু নিজ হস্তে তৈরী করে। বিকারহীন শিশুর মত সরল এবং জ্ঞানীর মত বিজ্ঞ, বসন ভূষণহীন ভৈরবকে দর্শন করে ভৈরবীর যশোদার ন্যায় বাৎসল্য ভাব জেগে উঠলো। স্নেহধারা ঝরে পড়লো বুক বেয়ে। ক্ষীরের নাড়ু মুখে তুলে ধরে সস্নেহে বল্লেন ভৈরবী, "আমার ক্ষীরখেকো গোপাল"। প্রেমময় ঠাকুরের ক্ষীর খাওয়া শেষ হ'ল। খুব আনন্দ হয়েছে ভৈরবী মায়ের হাতে ক্ষীর খেয়ে, তাই আনন্দে বল্লেন বাবা মৃদু হাস্যে কুমারানন্দকে, "সাধুবাবা, আশ্চর্য্য বুজরুগী করেছেন তো বাবা, আমার ভৈরবী মাকেও এনেছেন, তা বেশ করেছেন বাবা। উনি ঘরের মা, না পরের মা ?" কুমারানন্দ এই কথা শুনে চুপ করে বসে হাঁসতে লাগলেন। ভৈরবীর দিকে লক্ষ্য করে আপন মনে ভৈরব বল্লেন, "না ঘরেরই মা, আমার তারামাই বটে"। তাঁরা বামদেবকে গুরুর মত ভক্তি করতেন এবং সুযোগ মত বামদেবের শ্রীপাদ-পদ্ম দর্শন করতে আসতেন।

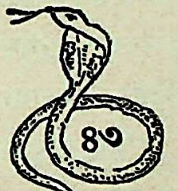

ভৈরবকে সমাদরে নিয়ে এলেন রামপুরহাটের প্রসিদ্ধ উকিল অনন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে, তাঁর মুহুরী শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এক ছুটির অবকাশে। সবাই জানতো অনন্ত বাবু ব্রাহ্ম, তাই ব্রাহ্মদের সঙ্গে বেশী মেলামেশা করেন। তাঁর কন্যার বিবাহে স্থানীয় হিন্দু সমাজে কিছু গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়, শেষে স্থানীয় প্রতিপত্তিশালী শ্যামলানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টায় সব গোলমাল মিটে যায়। ভৈরবের পাদ-স্পর্শে অনন্তবাবু খুবই আনন্দিত হন এবং সমাদরে ভৈরবের সেবা করেন। তিনি ভৈরবের মুখে হিন্দু সনাতন ধর্ম্মের গুহ্য তত্ত্ব শ্রবণ করে হিন্দু ধর্ম্মে আস্থাবান হন। প্রাতস্মরণীয় বাগ্মী, স্বদেশ-ভক্ত ৺জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অনন্ত বাবুর কনিষ্ঠ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুত্র। রামপুরহাট হতে তারাপীঠ পর্য্যন্ত সদর রাস্তা, নদীর পুল, শাঁকো ইত্যাদি প্রাতঃস্মরণীয় জিতেন্দ্র বাবুরই অক্লান্ত চেষ্টায় প্রস্তুত হয়েছিল।

বামদেবের প্রিয় শিষ্য রসিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় জীবনের শেষভাগে অনন্ত বাবুর গৃহেই দিন অতিবাহিত করেন। তারাপীঠ হ'তে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দূরে খরুন গ্রামে তিনি বাস করতেন। সন ১২৬০ সালে তাঁর জন্ম হয়। উপাধি-বিহীন হলেও তিনি নিজ গ্রামে চিকিৎসা ব্যবসায় যথেষ্ট সুনাম ও অর্থ উপার্জ্জন করেন। সহসা এক রাত্রে তারাপীঠ মহাশ্মশান হতে বামদেবের জলদ গম্ভীর তারা-নাদ তাঁর কর্ণে ভেসে আসে। এই নাদ শ্রবণে তাঁর তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হয়, তিনি স্ত্রী পুত্র ত্যাগ করে মহাশ্মশানে উপস্থিত হয়ে শ্রীবামের সেবায় মন-প্রাণ উৎসর্গ করেন। তাঁকে সংসারে ফিরিয়ে আনবার জন্যে আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু বান্ধবেরা যথেষ্ট চেষ্টা করলেন কিন্তু, তীব্র বৈরাগ্য আসায় তিনি সংসার মায়ায় আর জড়িত হতে চাইলেন না।

প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ ঝড়-বৃষ্টি, ঋতুর পরিবর্ত্তনে "সম সুখ-দুঃখভোগী" বি-বস্ত্র ভৈরবের পক্ষে বৃক্ষ-মূলই শান্তিময় আশ্রয় স্থল কিন্তু, সাধারণ সন্ন্যাসী বা ত্যাগীর পক্ষে তাহা কষ্টদায়ক, তাই রসিক মহাশয়ের চেষ্টায় মহাশ্মশান প্রান্তে একখানি পর্ণ কুটীর প্রস্তুত হয়। প্রাকৃতিক দুর্য্যোগে রসিক মহাশয় এই কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করতেন এবং ভক্তের একান্ত প্রার্থনায় ভক্ত-বৎসল শ্রীবামও মধ্যে মধ্যে পদার্পণ করতেন। ভক্ত রসিক চন্দ্র বহুকাল যাবৎ শ্রীগুরুর সঙ্গলাভ করেন এবং সেবা করবারও সৌভাগ্য লাভ করেন। বামদেবের দেহ-ত্যাগের পর কয়েক বৎসর পরে তিনি দেহ-ত্যাগ করেন। বামদেবের নিকট তাঁর পবিত্র দেহকে সমাধি দেওয়া হয়।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪৪

পবিত্র এই ভারতবর্ষে বহু পীঠ ও উপ-পীঠ বিদ্যমান কিন্তু সর্ব্ব-ধর্ম্ম সমন্বয়ে তারাপীঠ আদর্শ স্থানীয়। শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, গাণপত্য ও যোগীর সম অধিকার বিদ্যমান এই পবিত্র পীঠে। এখানে নেই হিংসা-দ্বেষ, হেয় বা শ্রেয় জ্ঞান, পাথেয়ের হিসাব নিকাশ, আচার বিচারে ভেদ বুদ্ধির কোলাহল। উপযুক্ত যিনি তাতে তাঁর যে পথই হউক, তিনি দেব-কুলগুরু বশিষ্টদেবের এই পবিত্র আসনে উপবেশন করবার অধিকারী।

ফলে-ফুলে পূর্ণ কেলি কদম্ব বৃক্ষ, সাধককে স্মরণ করিয়ে দেয় বাঁকাঠামে বাঁশী হাতে প্রেমময় কৃষ্ণের মোহন মূর্ত্তি ও অনুরাধার বিশুদ্ধ প্রেমলীলা। সম্মুখেই দণ্ডায়মান্ শ্রীফল বৃক্ষ শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে, হরি ও হরের যুগল প্রতীক—একত্র সমাবেশের পরিচায়ক, এই পবিত্র মহাশ্মশানের প্রবেশ দ্বারে।

পবিত্র তুলসী তুলসীমঞ্চে মঞ্জুরীত, সতীর সতীত্বে দীপ্ত শ্মশান আঙ্গিনা। পরাক্রমশালী দৈত্যরাজ শঙ্খচূড় কঠোর সাধনায় আত্মভোলা ভোলানাথকে সন্তুষ্ট করে বর পেয়েছিল—অমরত্ব লাভ। অমরত্ব লাভের মধ্যেও একটি সর্ত্ত ছিল—স্থায়ী হবে অমরত্ব ততদিন, যতদিন দৈত্যরাজের সতীসাধ্বী পত্নী তুলসী-দেবীর সতীত্ব বজায় থাকবে।

দেবতারা পরাজিত হলেন দৈত্যরাজের পরাক্রমে। ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব গেল। বাধা পেলেন পরমার্থ চিন্তায় মুনি, ঋষিরা। জীব-জন্তু সবাই ত্রস্ত হল পরাক্রমশালী শঙ্খচূড়ের অত্যাচারে। ত্রি-ভুবন বিপর্য্যয়ে গেল, ত্রি-দেব হলেন চিন্তাগ্রস্থ। অত্যাধিক অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে স্থিতি কর্ত্তা নারায়ণ শঙ্খচূড়ের ছদ্মবেশে নাশ করলেন তুলসী দেবীর সতীত্ব অবলীলা ক্রমে। অচিরেই বধ হল শঙ্খচূড়। দেবতারা পেলেন রক্ষা ও শান্তি এবং তুলসী পেলেন সর্ব্বোচ্চ স্থান সর্ব্বস্ব জলাঞ্জলী দিয়ে নারায়ণের শিরে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমার মহিমা বুঝা দায়।
কূটবুদ্ধি তুমি ধর কত
তুলনা নাহি তায়॥
ব্যধিতে রাবণ ধরি ধনুর্ব্বাণ
এলে এ ধরায় ওগো ভগবান
নারায়ণ রূপে ধর চক্র করে
নাহিক অন্তরায়।
ব্যধিতে অরি দৈত্য শঙ্খচূড়ে
নাশিলে সতীত্ব পতিরূপ ধরে
তুলসী সতীর নাশিলে ধর্ম্ম
ভুলালে-ছলনায়।
কলঙ্কিনী পাছে হন তুলসী
দিলে তাঁরে স্থান শিরে অহর্নিশি
শ্রেষ্ঠ সম্মানে করিলে ভূষিত
পবিত্র পত্রিকায়॥

বাঙ্গলাদেশের এক বৈষ্ণব মহাপুরুষের অন্যতম শিষ্য নাম রাই মোহন বৈরাগী এলেন তাঁরাপীঠে সন ১৩১২ সালে ভৈরবের কাছে ভাগবৎ জীবন লাভের আশায়। কঠোর সাধক ছিলেন রাই মোহন কিন্তু, যে কোন কারণেই হোক তিনি গুরু অভিসম্পাতে পাপ ভারাক্রান্ত হন, তাই তাঁর ছিল সাধন পথ রুদ্ধ। পাপ হতে মুক্ত হবার জন্যে কাতর প্রার্থনা জানালেন ভৈরবের শ্রীপাদ-পদ্ম স্পর্শ করে। দয়াল বাম মুক্ত করলেন ভক্তকে পাপ হতে এবং কিছুকাল নিজ আশ্রয়ে রেখে তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন।

ভৈরবের আদেশে তিনি বীরভূমের অন্তর্গত বৈষ্ণব শিরোমনি ভক্ত কবি জয়দেবের পবিত্র কেঁদুলি গ্রামে আসন স্থাপন করেন। সিউড়ী নিবাসী ৺মহেন্দ্র নাথ রুজ মহাশয় বৈষ্ণব রাই মোহনের বিশেষ ভক্ত ছিলেন এবং দায়ে বিপদে তাঁর সাহায্য পেতেন। অসৎ লোকের চক্রান্তে রুজ মহাশয়ের মিষ্টি ও মোরব্বার দোকান নষ্ট হ'য়ে যায় এবং তিনি এক মিথ্যা ফৌজদারী মামলায় জড়িত হ'য়ে খুবই বিপদগ্রস্থ হন। এই বিপদ হ'তে উদ্ধার পাবার জন্যে রুজ মহাশয় সিউড়ি ত্যাগ করে রামপুরহাটে চলে আসেন এবং বৈষ্ণব সাধক রাই মোহনের কৃপাপ্রার্থী হন। ভক্তের দুঃখে কাতর হয়ে বৈষ্ণব সাধক রুজ মহাশয়কে ভৈরবের কাছে পাঠান। অন্তর্যামী ভৈরব রুজ মহাশয়কে নির্দ্দোষী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও সৎ লোক জেনে সমূহ বিপদ হতে রক্ষা করেন। বিপদ হতে উদ্ধার পেয়ে রুদ্র মহাশয় রামপুরহাটে দেওয়ানী আদালতের সম্মুখে মিষ্টি খাবারের কারবার খুললেন। ভৈরবের আশীর্ব্বাদ ও কৃপায় তিনি অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই কারবারে বহু অর্থ উপায় করেন ও কয়েক খানি বাড়ীর মালিক হন। তিনি ভৈরবকে গুরুর মত ভক্তি করতেন এবং বামদেব ও তাঁর বাড়ীতে বহুবার পদধূলি দিয়েছেন। যোগাবস্থায় আসীন যে ফটোটি পুস্তকে দেওয়া হয়েছে, ঐটি বামদেবের আদি ফটো। উহা রুদ্র মহাশয় তোলান এবং তাঁর নিকট হ'তে ফটোটি সংগৃহীত হয়েছে, তার জন্যে লেখক চির কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ। বামদেবের দেহ রক্ষার পর প্রিয় কুকুর কালুকে অতিশয় মর্ম্মাহত দেখে রুদ্র মহাশয় কালুকে নিজের কাছে রাখেন। রুদ্র মহাশয় অতিশয় সৎ ব্যক্তি ও ভৈরবের পরম ভক্ত ছিলেন।

———

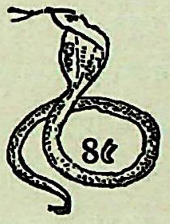

কলকাতা মহানগরী, যান-বাহন ও লোক চলাচলে, কর্ম্ম ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে কেটে গেল দিন গোলমালে। আলোক-মালায় দোকান পসারী ঝল্-মল্ করছে চওড়া রাস্তার দুধারে। রাস্তার ধারে সারি সারি গ্যাসের আলো চন্দ্র কিরণের ন্যায় আলোক দান করছে কলকাতা পৌর সভার ব্যবস্থায়। জোড়া-সাঁকোর সদর রাস্তা ঝক্ ঝক্ করছে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতায়, রাত্রি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই দোকানগুলি বন্ধ হয়ে গেল ; লোক চলাচলও কমে গেল। সারা দিনের হিসাব নিকাশ করে শ্রান্ত দোকানীরা ফিরলো নিজ নিজ গৃহে।

জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত মুখুজ্জ্যে বংশের দৌহিত্র জগচ্চন্দ্র, নিশীথিনীর কোলে নির্জ্জন কক্ষে বসে প্রস্তুত হচ্ছেন আত্মঘাতী হবার জন্যে। হস্তেই রয়েছে শাণিত ক্ষুর—এই সুযোগ, কেউ বাধা দেবে না, সব জ্বালা যন্ত্রণা হতে উদ্ধার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাওয়া যাবে। ক্ষুরখানি যখন তিনি টুঁটির কাছে নিয়ে এলেন দ্বি-খণ্ড করবার জন্যে, সেই সময় ঘটলো এক অদ্ভুত ঘটনা ; সহসা এক বিরাট ছায়া-মূর্ত্তি তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হ'ল। তাঁর মুখমণ্ডল গাম্ভীর্য্যপূর্ণ আয়ত লোচনদ্বয় রক্ত-বর্ণ, পীনোন্নত বক্ষ, আজানুলম্বিত সবল হস্ত-দ্বয়, দোদুল্যমান কেশ-গুচ্ছ মস্তকপূর্ণ, স্থূল উদর সমন্বিত, দীর্ঘাকৃতি যেন কোন দৈব-মূর্ত্তি দণ্ডায়মান। জগচ্চন্দ্রের দক্ষিণ হস্ত বলপূর্ব্বক ধারণ করে বল্লেন ছায়া-মূর্ত্তি "আত্মহত্যা মহাপাপ"। হস্ত হ'তে ক্ষুর খসে পড়লো, ভয়ে জগচ্চন্দ্র কাঁপতে লাগলেন। "তারাপীঠে দেখা হবে'', এই কথা বলে ছায়া-মূর্ত্তি লীন হ'লেনা।

বাল্য হতেই প্রতিপালিত হয়েছিলেন জগচ্চন্দ্র মাতামহের গৃহে জোড়া-সাঁকো। মাতামহ ও মাতামহীর মৃত্যু হ'লে ওয়ারিশন সুত্রে তিনি তাঁদের সমস্ত বিষয় সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। বয়সের দোষে ও কুসঙ্গে পড়ে তাঁর সমস্ত বিষয় সম্পত্তি নষ্ট হয়ে গেল এবং তিনি ব্যাধিগ্রস্থ হয়ে পড়লেন। অর্থাভাব ও ব্যাধির যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে তিনি আত্মঘাতী হবার প্রয়াস পান। "রাখেন হরি মারে কে'' ? পরদিন ব্যাকুল হয়ে তিনি ছুটলেন তারাপীঠে। যখন তিনি তারাপীঠে মহাশ্মশানে উপস্থিত হলেন, তখন সেই ছায়া-মূর্ত্তি সদৃশ বামদেবের আকৃতি দেখে তিনি স্তম্ভিত হ'লেন। অতি সঙ্কোচে ভৈরবের নিকটে উপস্থিত হয়ে ছোট শিশুর ন্যায় রোদন করতে করতে তিনি ভৈরবের পদ-প্রান্তে গড়িয়ে পড়লেন। কিছুকাল ভৈরব তাঁকে নিজের কাছে রাখলেন, পরে আবার বাড়ী ফিরে যেতে আদেশ করলেন। ভৈরবের আদেশ শিরোধার্য্য করে তিনি পুনরায় সংসারে ফিরে এলেন। ভীষণ সংসার বৈরাগ্য আসায় কয়েক বৎসর পর তিনি আবার ভৈরবের কাছে ফিরে এলেন। সেই সময় ভৈরব কৃপাপরবশ হ'য়ে তাঁকে কৌল সন্ন্যাস পদে অভিষিক্ত ক'রে দিলেন। তিনি জনসাধারণের কাছে জগৎ ক্ষ্যাপা নামে পরিচিত। জীবনের শেষ ভাগে তিনি দক্ষিণেশ্বর আঁড়িয়াদহ দে মণ্ডলদের গঙ্গার ঘাটে আসন স্থাপন করেন। সংসারের দুঃখ, কষ্ট, শোকতাপকে তিনি মায়ের খড়্গাঘাত বলতেন।

সন ১৩৩০ সাল, গঙ্গামায়ের পশ্চিমকূল যখন অস্তমিত তপনের রক্তিম আভায় রঞ্জিত হয়েছে, সেই সময় তিনি গান ধরলেন—

"এমন দিন কি হবে মা তারা
যবে তারা তারা তারা বলে
তারা বেয়ে ঝরবে ধারা''

(সাধক রামপ্রসাদ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশে-পাশে ব'সে গান শুনছিলেন স্থানীয় জনকয়েক ভক্ত। গানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরও নয়নধারা ঝরছিলো, গান শেষ হ'ল, রক্তবর্ণ তপন প্রায় অস্তমিত। উত্তাল তরঙ্গময়ী গঙ্গামায়ের বুকে দেখা গেল একটা বাঁশের খাটিয়া ভাসতে। ঢেউয়ের ঘায়ে খাটিয়াটি ভাসতে ভাসতে এসে ঠেকলো ঘাটে, খাটিয়াটি দেখে জগৎ ক্ষ্যাপার কি আনন্দ, চীৎকার করে বল্লেন, "ওরে মা আমায় নেবার জন্যে খাটিয়া পাঠিয়েছে, তোরা কাল সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে এসে আমায় অন্তর্জ্জলি দিস্"। ছুটে গিয়ে তিনি খাটিয়া তুলে নিয়ে এলেন, তারই উপর কম্বল বিছিয়ে শেষ শয্যা প্রস্তুত করলেন। সৎকারের জন্যে কম্বলের তলায় একখানি পাঁচ টাকার নোট রেখে ভক্তদের তিনি বল্লেন, "তোরা এই টাকা দিয়ে আমার সৎকার করিস্"। ক্রমশ: অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে এল, ভক্তরা চলে গেলেন; জগৎ ক্ষ্যাপা শয্যা গ্রহণ করলেন। পরদিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে জন কয়েক ভক্ত এলেন, ক্ষ্যাপার ক্ষ্যাপামি দেখবার জন্য, তাঁরা দেখলেন ক্ষ্যাপার কণ্ঠশ্বাস দেখা দিয়েছে। তাঁরা বিলম্ব না করে খাটিয়াটি ধরাধরি করে গঙ্গার তীরে ক্ষ্যাপাকে আনলেন; মুখে চোখে পবিত্র নীর সিঞ্চন করলেন। ক্ষ্যাপা "তারা তারা" বলে দেহ ত্যাগ করলেন।

———

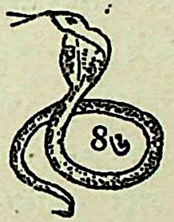

সন ১৩১৬ সালে শ্রাবণের ক্রমাগত ধারায় যখন মাঠ-ঘাট ভেসে যাচ্ছে, ক্ষুদ্র দ্বারকা খরস্রোতে প্রবাহিতা সেই সময় বাঙ্গলা মায়ের অমর ছেলে মহা-শ্মশানের এক প্রান্তে শবের ছেঁড়া মাদুর ও কাঁথায় প্রস্তুত এক ঝুব্‌ড়ি ঘরে বসে লক্ষ্য করছেন তারামায়ের তাণ্ডব লীলা, প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ। কাছে আছে প্রিয় কুকুরগুলি আসে-পাশে উপবিষ্ট, আর সেবায় রত শচীন্দ্র নাথ পাণ্ডা। এই শচীন্দ্র পাণ্ডা বাবার পূজার জন্যে প্রতিদিন পুষ্প চয়ন করতেন, তাই বাবা তাঁকে "ফুলচাঁদ বাবা" বলে আদর করে ডাকতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৺নগেন্দ্র নাথ পাণ্ডার পুত্র বালক আদর গোপাল এই জল ঝড়ে সিক্ত অবস্থায় উপস্থিত হলেন পুষ্প ভরা সাজি হাতে বাবার পূজার জোগাড় করবার জন্যে। আপনভাবে বিভোর সাধক সহসা মধুর কণ্ঠে সম্বোধন করে বল্লেন, "শচীন বাবা, আজকের দিনে গরম গরম দুধ, ধব্‌ধবে চিঁড়ে, গুড় আর কলা হলে বেশ খাওয়া যেতো বাবা"। এই দুর্যোগে এ সব জিনিষ ক্ষুদ্র পল্লীতে সংগ্রহ করা খুবই দুষ্কর, তাই শচীন পাণ্ডা বাবার কথা শুনে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। সাধকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবার জন্যে তিনি আদর গোপালকে সঙ্গে নিয়ে ঐ দুর্য্যোগে গ্রামের দিকে গেলেন। বহু অনুসন্ধানেও তাঁরা সফলকাম হতে পারলেন না। মুক্ত হাতে সাধকের কাছে ম্লান মুখে ফিরে এসে তাঁরা বল্লেন, "বাবা এই জল ঝড়ে পাওয়া গেল না।" মায়ের কি লীলা, সন্তানের প্রতি কত করুণা, তাঁরা দেখে আশ্চর্য্যান্বিত হলেন, ঐ জল ঝড় মাথায় করে এক ভক্ত, লক্ষ্মীবাটির দুর্গাদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয় কড় কড়ি গ্রাম হতে দুধ, চিঁড়ে, কলা ও গুড় নিয়ে সহসা উপস্থিত হলেন। নিগম কল্পলতা ও কালীকুল সর্ব্বস্ব তন্ত্রে আছে :—

"তস্মিন কালে শক্তি দেহে
চাবির্ভবতি কালিকাং।
যং যং বর প্রার্থয়তে
তৎ তৎ প্রাপ্তুতি নিশ্চিতং॥"

শক্তি সাধন কালে সাধকের দেহে কালীকাদেবীর আবির্ভাব হয়। সেই সময় সাধক নিজের ইচ্ছামত বর প্রাপ্ত হন। ভক্তের ইচ্ছা ভগবানই পূর্ণ করেন ইহা অতি সত্য কিন্তু চাই আত্ম-বিশ্বাস ও নির্ভরতা। যাঁরা প্রকৃত কৌল বা যোগী তাঁরা ইচ্ছামত অসম্ভবকে সম্ভব এবং সম্ভবকে অসম্ভব করতে পারেন মন্ত্র-শক্তি বা আত্ম-শক্তির দ্বারায়। স্বয়ং সদাশিব মুখ নিঃসৃত বাণী, তন্ত্র নামে পরিচিত ও পূজিত। অল্পায়ু কলির জীবের স্বল্পাশ্রমে মোক্ষ বা ত্রিতাপ নাশের ফলপ্রসূ উপায় তন্ত্র বা গীতাতে বিদ্যমান। "কালী ও কৃষ্ণ" বা "হরি ও হরের" নামই দুস্তরা মায়া হতে জীবকে রক্ষা করতে পারে বলেই তন্ত্র ও গীতা সাধকের কাছে অপৌরুষেয় পরম-গ্রন্থ। অজ্ঞতার জন্যে কতকগুলি ভণ্ডের জঘন্য ক্রিয়া-কলাপে শ্রীভগবানের মুখ নিঃসৃত ফলপ্রসূ বাণী "তন্ত্রের" উপর অনেকেই বিরূপ ধারণা পোষণ করেন এবং বলেন, "তন্ত্র যখন জীবকে ত্রি-তাপ হতে ত্রাণ করে তখন বশীকরণ, স্তম্ভন ও মারণ—এসব জঘন্য ক্রিয়া-কলাপ তন্ত্রে স্থান পেয়েছে কেন?" এর কারণ আর কিছু নয়, জগতে নিকৃষ্ট হতে উৎকৃষ্ট এবং অণু-পরমাণু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হতে বৃহতেরও প্রয়োজনীয়তা আছে এবং তাহা জীবের মঙ্গলের জন্যই ভগবান সৃষ্টি করেছেন।

অপরিমিত বিষ ভক্ষণে জীবের নাশ হয় এবং পরিমিত ভক্ষণে অসংখ্য জীবের জীবন রক্ষা পায়, সেইজন্যে গরলকে দোষ দেওয়া যায় না বরং অপ-ব্যবহার যিনি করেন তিনিই দোষী। বশীকরণ, স্তম্ভন ও মারণ ক্রিয়া সাধনের পথে আবশ্যক হয়। মনকে চিত্তে বশে রাখবার জন্যে বশীকরণ, স্বার্থের বশে বাসনা চরিতার্থের জন্যে পরার্থে বশীকরণ ক্রিয়া প্রয়োগ বিধিবহির্ভূত কার্য্য এবং শিব-বাক্যের অপব্যবহারে নারকীয় গমন হয়। ইন্দ্রিয় হতে মনকে চিত্তে লয় করবার জন্যেই স্তম্ভন এবং অবিদ্যা নাশ করবার জন্যেই মারণ মন্ত্র সাধকের আবশ্যক হয়, অপরকে বধ করবার জন্যে মারণ যজ্ঞ নয়। বেশ নিখুঁত ভাবে চিন্তা ও বিবেচনা করে দেখলে বেশ বুঝা যায়; সত্য, নিষ্ঠা ও জ্ঞানের অভাবে সদ্য ফলপ্রসূ তন্ত্রের অপব্যবহারে আজ সমাজের এক বিরাট অংশ তন্ত্রের প্রতি বিতৃষ্ণা ভাব পোষণ করেন, ইহার জন্যে তন্ত্র-শাস্ত্র দায়ী নহে, অজ্ঞ অপ-ব্যবহার-কারীরাই দায়ী। তন্ত্রের নামে অনেকেই মদ খান কিন্তু, প্রকৃত মদ কি? মদ বা অহঙ্কারকে খাওয়া অর্থাৎ নষ্ট করাই হল সাধকের মদ্য-পান। কার্য্য ও কারণ হতে সৃষ্টি, স্থিতিও লয় হয়। আদি-তত্ত্ব জ্ঞান লাভই হল কারণ পান করা, বোতলে পচানী জল পান করা নহে। তন্ত্র-শাস্ত্র বেদের বাহ্যিক ক্রিয়াকাণ্ড, অতি গুহ্য ও গোপনীয় শাস্ত্র। তন্ত্রের মর্ম্ম ভালভাবে না জেনে এই শাস্ত্র নিয়ে অপ-ব্যবহার করলে নিজের সর্ব্বনাশ নিজেই ডেকে আনা হয়।

তন্ত্রের নামে অনেক সাধক কাম চরিতার্থ করবার জন্যে ভৈরবী বা শক্তি নিয়ে সাধনা করেন। তাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁদের পতন ও ব্যাধিগ্রস্থ হতে দেখতে পাওয়া যায়। বাহ্যিক সাধনায় সহধর্ম্মিণীকে শক্তিরূপে নিয়োগ করা শ্রেয়, তবু পর-নারী নিয়ে সাধনা করা উচিত নয়, তাতে সাধকের পতন হবার সম্ভাবনাই বেশী। তন্ত্রে যে শক্তি বা ভৈরবীর উল্লেখ আছে তাহা হস্ত-পদ বিশিষ্টা নরকীয়া নারী বা শক্তি নহে। একই আদ্যা-শক্তি আধার অনুযায়ী স্থূল, সূক্ষ্ম ও অতি-সূক্ষ্মে পঞ্চভাবে বিরাজিতা; যথা—পরা, অপরা, মহামায়া যোগ-মায়া ও কুল-কুণ্ডলিনী শক্তি। জীবের দেহে বিরাজিতা এই কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকেই তন্ত্রে ভৈরবী আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সাধক ভাবনার দ্বারা নিজের স্থূল দেহকে শবে পরিণত করেন এবং এই কুলকুণ্ডলিনী শক্তি বা ভৈরবীকে আত্মায় রমণ অর্থাৎ সংযোগ করেন বিশুদ্ধ আনন্দ উপভোগ করবার জন্যে। এরূপ অবস্থায় রিপুর উদ্রেগ বা কামনা, বাসনা, দুঃখ, কষ্ট থাকে না, কেবলই আনন্দ, বিশুদ্ধ প্রেম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বজীবে সম-দৃষ্টি সম্পন্ন উদার মতাবলম্বী স্বয়ং সদাশিব-মুখ-নিঃসৃত অমৃতবাণী তন্ত্র শাস্ত্র জীবের অনিষ্ট সাধন করতে পারে না বরং গুহ্য মর্ম্ম জেনে তন্ত্র সাধনা করলে ত্রি-তাপক্লিষ্ট জীব অল্প পরিশ্রমে মায়ের কৃপা ও মোক্ষ লাভ করতে পারে। বৃষ্টি থেমে গিয়েছে ভক্তরা তারামায়ের মন্দিরে গেলেন এবং বাবা কুটীর ত্যাগ করে শ্মশানের মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করলেন। তন্ত্র, মন্ত্র, যন্ত্র, গুরু ও শক্তি, কলির জীব পায় এই পাঁচে মুক্তি।

গান

"মন পবনে নৌকা বটে বেয়েছে মন কালী বলে।
মহামন্ত্র যন্ত্র যার সে সুবাতাসে বাদাম তুলে॥
কালী নামে ধর হাল, কুণ্ডলিনী কর পাল।
সুজন কুজন আছে যারা তাদের দেরে দাঁড়ে ফেলে॥
কমলাকান্তের নেয়ে নঙ্গর তোল মন দুর্গা ক'য়ে।
পড়িবে তুফানে যবে নাম গাহিবে সবাই মিলে॥"

এই গানখানি শ্রীবাম গাইতেন।

———

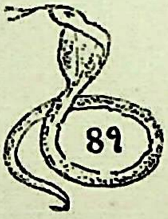

ক্ষীণস্রোতা দ্বারকা নদী পার হয়ে মণি গোস্বামী নামে এক দীর্ঘ বলিষ্ঠ যুবক ভৈরবের সম্মুখে উপস্থিত হলেন। যুবককে দেখে বাবা মৃদু-হাস্যে বল্লেন, "ওরে শাল, স্বপ্নে যে তুই তারা-বীজ পেয়েছিস্ ?" ছল-ছল নেত্রে বাবার পদ-যুগল স্পর্শ করে যুবক প্রার্থনা জানালেন, "বাবা, আপনার কৃপায় যখন তারা-মন্ত্র স্বপ্নে পেয়েছি, তবে আমায় সন্ন্যাস দিন।" "সন্ন্যাস দোব কিরে বাবা ? তোকে যে বিয়ে করে সংসারী হতে হবে, পরে তারামাই সন্ন্যাস দিয়ে দেবেন," পিঠে মৃদু করাঘাত করে বাবা এই উত্তর দিলেন। কিছুকাল তারাপীঠে শচী পাণ্ডার বাসায় থেকে তিনি ২৪ পরগণার অন্তর্গত স্বরূপ নগরের বাংলানি গ্রামে নিজ বাড়ীতে ফিরে এলেন। পিতা প্রভাস গোস্বামী (বিদ্যারত্ন) এবং মাতা হেমাঙ্গিনী দেবী পুত্রের উদাস ভাব লক্ষ্য করে হরিপ্রিয়া দেবীর সঙ্গে বিবাহ দেন। মণি গোস্বামীজির তিনটি পুত্র ও তিনটি কন্যা বিদ্যমান। ১২৮১ সালে ১৭ই পৌষ তাঁর জন্ম হয়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক উন্নতি কামনায় তিনি মন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাণ শ্মশান-সাধনায় নিয়োজিত করেন এবং শব সাধনায় তাঁর সিদ্ধিলাভ হয়। অধিকাংশ সময় তাঁকে তারামায়ের জন্য শিশুর মত ক্রন্দন করতে দেখে বসিরহাটের জনসাধারণ "তারাক্ষেপা" আখ্যা দেন। মর্ম্মান্তিক ১২ই আষাঢ়, সন ১৩৭২ সাল, রবিবার সকাল ৭।৪৫ মিনিটে বসিরহাট কালীমায়ের মন্দিরে তিনি ইহলোক ত্যাগ করে তারামায়ের সাথে লীন হন।

বর্ধমান জেলার অন্তর্গত, পোষ্ট অফিস বড় বেলুন, ছাতনী গ্রামের পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য (চট্টোপাধ্যায়) মহাশয় ২৬।২৭ বৎসর বয়সে বামদেবের নিকট দীক্ষিত হবার মানসে তারাপীঠে উপস্থিত হন কিন্তু, বামদেব কৃপা না করায় তিনি হতাশ হয়ে গৃহে ফিরে আসেন ও অনাহারে জীবন ত্যাগ করবার সংকল্প করেন। করুণাময়ের কি অপূর্ব্ব করুণা, ভক্তের কাতরতায় কৃপা পরবশ হয়ে দয়াল বাম স্বপ্নে আবির্ভূত হন ও তারা-মন্ত্রে দীক্ষিত করে ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। ভাতাড় ষ্টেশন হতে ছাতনী গ্রামে যাতায়াতের সুবিধা হয়। বামদেবের তিরোভাবের পর এক অপূর্ব্ব ঘটনা ঘটে। হরিপালের (তারকেশ্বর লাইনে) অন্তর্গত গবাটি গ্রামে ১৩১৬ সালে এক বিশিষ্ট ক্ষত্রিয় বংশে এক শিশুর জন্ম হয়। ভাগ্য বিড়ম্বনায় পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে শিশুর পিতা ইহলোক ত্যাগ করেন। পিতৃ-বিয়োগে শিশুটি খুবই ক্ষুণ্ণ হয় ও পিতার অভাব অনুভব করে ; সহসা এক রাত্রে শিশু স্বপ্ন দেখলো, বামদেব স্বপ্নে আবির্ভূত হয়ে বলছেন, "বাবা নেই বলে ভয় কি বাবা, আমি আছি।" শিশু অবস্থায় এই ঘটনায় বামদেব সম্বন্ধে অজ্ঞাত হলেও ইহার গুরুত্ব বয়ো বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বালকের ভবিষ্যৎ জীবনে এক অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটায়। জাঙ্গিপাড়া থানার অন্তর্গত ফুরফুরিয়া ইউনিয়নের ইউ, পি, বিদ্যালয় হতে ফেরবার পথে কোন এক মধ্যাহ্নে বালক এক বৃক্ষ-মূলে বসে আপন মনে ভাবছে, "বাড়ীতে দুধের সর চুরি করে খাই, বকুনি খাই আর বিদ্যালয়ে পড়া পারি না, মার খাই, কি করি, কোথায় যাই, বকুনি ও মারের হাত কি করে এড়াই ? আমার কি কেউ নেই ?" সহসা বালক দেখলো সম্মুখে মাটি হতে শূন্য অবধি ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়েছে এবং ধোঁয়ার মধ্য হতে শিশু অবস্থায় দেখা স্বপ্ন মূর্ত্তি পুনরায় আবির্ভূত হয়ে বলছেন, "তুই শাল ভয় পাস কেন ? তোর কেউ নেই আমি আছি।" সহসা এই দৃশ্যে বালক আশ্চর্য্যন্বিত হয়ে ভয় পেল। পরে বামদেবের পট দেখে বালক স্বপ্নের তাৎপর্য্য জ্ঞাত হয়। যৌবনে ধর্ম্ম-পিপাসা বৃদ্ধি পায় ও দৈবচক্রে যুবক পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট তারা-মন্ত্রে দীক্ষিত হন। যুবকের ১৩৩৩ সালে বিবাহ হয় কিন্তু, ১৩৪১ সালে স্ত্রী বিয়োগ হয়। যুবক সন্ন্যাস গ্রহণ করে হুগলী জেলার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্তর্গত হরিপাল তেলিখানা শ্মশানে মনোনিবেশ করেন ও প্রতি বৎসর বামদেবের আবির্ভাব উৎসব পালন করেন। উৎসবে প্রায় ১০।১১ হাজার দরিদ্র নারায়ণ ও ভক্তমণ্ডলীকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। বর্ত্তমানে এই সন্নাসী স্বামী জ্ঞানানন্দ নাথ নামে পরিচিত।

৪৮

প্রবাসী বঙ্গবাসীর উদ্যোগে প্রতি বৎসর জামালপুরে খুব সমারোহ সহকারে দুর্গা-পূজা হতো কিন্তু, সকলের ইচ্ছা হল, একবার দুর্গা-পূজা বন্ধ রেখে ছিন্নমস্তা দেবীর পূজা হোক। পূজার আয়োজন হয়েছে যথেষ্ট। অধিকাংশ খরচ বহন করেছেন রেলওয়ে কর্ম্মচারীবৃন্দ, তাঁদের ইচ্ছায় এই বারোয়ারী পূজার ব্যবস্থা হয়। সেই সময় রেলওয়ে বোর্ডের প্রধান কর্ম্মচারী অপ্‌কট সাহেব ছিলেন এই বারোয়ারীর সভাপতি। মনোরম পূজা মণ্ডপে নিজ মুণ্ড-ঘাতিনী, উন্মাদিনী, রুধির পানকারিণী দেবীর মূর্ত্তি গঠন হয়েছে। আজ পূজা আরম্ভ হল; ঢাক ঢোল মৃদঙ্গের শব্দে জামালপুর মুখরিত। সবাই আসছে দুর্গতিনাশিনী মাকে নূতন ভাবে নূতন বেশে দেখবার জন্যে কিন্তু; মায়ের ঐ বিভৎস রূপ দেখে কেউ ভয়ে কাঁপে কেউ বা প্রমাদ গুণে। বৃদ্ধ যাঁরা তাঁরা বল্লেন, "ক্ষতি হবে"; আবার কেউ বল্লেন, "ভালই হবে।" প্রথম দিনের পূজায় পুরোহিত বিপদগ্রস্থ হলেন। তিনি আর সাহসী হোলেন না দেবীর পূজা করতে।

সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল মহামারী, বসন্ত ও বিসূচিকার প্রকোপ, আতঙ্কগ্রস্থ হল ক্ষুদ্র জামালপুর। পূজা বন্ধ রয়েছে, মায়ের খুঁত হয়েছে এই কথা প্রচার হল লোক মুখে। উপযুক্ত পুরোহিতের জন্যে সভার সদস্যরা সাহায্য চাইলেন জেটিয়া বাবার (কৃষ্ণানন্দ স্বামী) কাছে। তিনি পূর্ব্বে রেলওয়ে বোর্ডের অফিসার ছিলেন। সংসার-বৈরাগ্য আসায় তিনি গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত ছাতনা গ্রামে তাঁর আশ্রম ছিল। এই জেটিয়া বাবা (কৃষ্ণানন্দ স্বামী) ক্ষেপাবাবার সঙ্গে বিশেষ পরিচিত ছিলেন ও ক্ষেপাবাবার অমৃতময় উপদেশ-বাণী লাভ করার জন্যে তিনি প্রায়ই তারাপীঠে যাতায়াত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করতেন। রক্তলোলুপা উন্মাদিনী দেবীর পূজা সাধারণ পুরোহিতের দ্বারায় কখন সম্ভব নয় ভেবে জেটিয়া বাবা ক্ষেপা বাবার শরণাপন্ন হলেন। ভক্তের কাতর প্রার্থনায় বাবা রাজী হলেন এবং জেটিয়া বাবার সঙ্গে জামালপুর যাত্রা করলেন।

ষ্টেশনে গাড়ী থামতেই সবাই ছুটে এল বাবাকে সমাদর করতে। জেটিয়া বাবার কাঁধে হাত রেখে ভাব মাতালের মত টল্‌তে টল্‌তে এসে উপস্থিত হলেন ক্ষেপা ঠাকুর পুজা মণ্ডপে।

মদ খেয়ে এক মাতাল এল
দেখতে তোরা আয় না।
ওগো শ্রীগুরুর প্রাসাদে বামা
শুঁড়িখানায় যান না॥
এ মদে চাইনা টাকা
পা টলে না আঁকাবাঁকা
হৃদি পদ্ম হয়রে ফাঁকা
খানায় পা পড়ে না॥
এ মদ যে রসে ভরা
ষড় রিপু চোলাই করা
যে খায় সে আত্মহারা
মদে তারে খায় না॥
মদের ভাঁটি দেখনা খুঁজে
(ওরে) দৃঢ় মনে চক্ষু বুজে
(এ) দেহ সাথে সদাই থাকে
ব্রহ্মরন্ধ্র ফাটা না॥

পূজার আয়োজন প্রস্তুত করে রাখা হ'য়েছিল। মায়ের সামনে নিয়ে এসে জেটিয়া বাবা ক্ষেপা ঠাকুরকে বসিয়ে দিলেন। দেবী মূর্ত্তি দর্শন করে ঠাকুর বল্লেন, "শালরা হেলে ধরতে পারে না কেউটে ধরতে গেছে, নে-নে শীগ্‌গীর ঢাক ঢোল বাজা।" ঢাক ঢোলের শব্দে মণ্ডপটী ঝঙ্কৃত হল, দলে দলে লোক এল রুধির লোলুপা ভয়ঙ্করী দেবী ছিন্নমস্তার পূজা দেখতে। পুরোহিত স্বয়ং ভৈরব মহাশ্মশানবাসী চন্দ্রচূড়। পূজা-পদ্ধতি স্মৃতি, তন্ত্র ও বেদের পরিপন্থী। যিনি কর্ম্মেরও অতীত, সর্ব্ব-কর্ম্ম-ত্যাগী সন্ন্যাসী, তাঁর কি প্রয়োজন এত উপচারে? দুহাতে ভোগ নিয়ে বাবা খেতে আরম্ভ করলেন পূজার আগেই। যারা বাবাকে চেনে না তারা তাঁর পূজার রীতি দেখে মুখ সিঁট্‌কালো। পাশে ব'সে জেটিয়া বাবা মুচ্‌কে হাসছেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর বাবার হাতের কাছে ফুল চন্দন এগিয়ে দিচ্ছেন। দু'হাতে পুষ্প নিয়ে বাবা নিজের মাথায় দিলেন, মুখে বল্লেন,—"নে বেটী এই ফুল, এই বেলপাতা।" আবার কিছু ফুল ছুঁড়ে দিলেন দর্শকদের গায়ে নিজের ইচ্ছামত। পূজা হয়ে গেল আসন ত্যাগ করবার পূর্ব্বে শুধু তিনবার তারা—তারা—তারা নাদ তুলে বাবা উঠে প'ড়লেন।- কি গুরু গম্ভীর নাদ। .দেবীর ভয়ঙ্করী প্রতিমূর্ত্তি কেঁপে উঠলো। সবার হৃদয় আকৃষ্ট হল গুরু গম্ভীর নাদের গাম্ভীর্য্যতায়; তাদের মাথা নত হল প্রেম, ভক্তি ও বিশ্বাসে। সবাই ভক্তি ভরে ব্যাকুল হৃদয়ে প্রণাম করে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে দেখতে লাগল দিগম্বর ভাব ঠাকুরকে। অচিরেই বাবা ঢ'লে পড়লেন মায়ের পাদ-পদ্মে সমাধিস্থ হ'য়ে। অলক্ষ্যে বয়ে গেল তড়িতের খেলা সবার হৃদয়ে। মন্ত্র, তন্ত্র হীন পূজার রীতি, শুধু ভক্তির অর্ঘ্য, তবুও সঞ্চারিত হল প্রাণের স্পন্দন। ধ্যান নেই, ধারণা নেই, নেই আচমন, পূজার নিয়ম; শুধু প্রাণভরা মধুর মাতৃ আহ্বানে জেগে উঠলো পাষাণীর মাতৃত্ব। ধন্য সাধক, ধন্য তোমার মাতৃ আহ্বান, পুণ্য তুমি, পূত এই ভারত-ভূমি তোমার পাদস্পর্শে। সমাধি ভঙ্গ হল, সাধক তাকালেন মাতৃপানে। সে চাহনি যেমন করুণ তেমনি ভক্তি-রসে ভরা। অন্তর শক্তির ভাব-মূর্ত্তি বেরিয়ে এল দর্শন ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়ে। প্রাণময়ী হল বাহ্যিক মূর্ত্তি, সাধকের প্রেম ও ভক্তির জোরে। অচিরেই থেমে গেল মহামারীর তাণ্ডবলীলা। সবার অন্তর হতে মুছে গেল ভীতি, সঙ্কোচ, আনন্দ পেল তারা ভাবী মঙ্গল আশায়। আর ভয় কি—স্বয়ং ভৈরব এসেছেন তাঁদের বাচাতে। মায়ের করুণা তারা সকলেই অনুভব ক'রেছে অন্তরের মাঝে। মহাপুরুষের দর্শন আশায় দলে দলে লোক আসতে লাগলো মণ্ডপে। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক বাবার পাদ-স্পর্শ করবার জন্য কাছে এগিয়ে এলেন। বাবা তাঁর মনোভাব জানতে পেরে বল্লেন, "ভক্তি অন্তরের, বাহ্যিক নয় বাবা। একান্তই যদি পদধূলি নিতে চান, তবে আমিও নোব।" বৃদ্ধ বাবার কথা শুনে পদ-ধূলি নেবার সঙ্কল্প ত্যাগ করলেন।

বৃদ্ধ—জপ-তপে কি চিত্ত শুদ্ধ হয়?

বাবা—দেখ বাবা, জপ-তপ, উপাসনা, বায়ু নিরোধ, যোগ, মৈত্রী, তীর্থ দর্শন বা ব্রতদানে চিত্ত শুদ্ধ হয়না, যতক্ষণ না ভগবানকে হৃদয়ে ধারণ করা যায়।

বৃদ্ধ—সবাই চায় আনন্দ, কেউ বিষয়ে, কেউ তাঁকে পেয়ে, মূলে কিন্তু সেই আনন্দ।

বাবা—বিষয়ানন্দ ব্রহ্মানন্দেরই অংশ স্বরূপ। অখণ্ড,এক রসাত্মক যে পরমানন্দ, তা থেকেই জীবের বিষয়ানন্দ। জীব পরমানন্দের কণামাত্র আনন্দ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উগভোগ ক'রেই অভিভূত হয়। রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ ও গন্ধজনিত যে আনন্দ, সে সবই পরমানন্দের সন্ধান দেয়, চাই ভক্তির স্পর্শ।

বৃদ্ধ—মোক্ষার্থী কারা ?

বাবা—দুঃখবাদীরাই মোক্ষবাদী, সন্ন্যাসবাদী, মায়াবাদী, জ্ঞানবাদী। ওঁরাই জ্ঞান-মার্গাবলম্বী বা যোগমার্গাবলম্বী হন। ওঁরা বলেন, "সংসার দুঃখময়।" জীব স্বীয় কর্ম্ম-ফলে দুঃখ ভোগ করে, আর সেই দুঃখের পরা নিবৃত্তিই হল মোক্ষ। কর্ম্মই সংসার বন্ধনের প্রধান কারণ, তাই কর্ম্মত্যাগই শ্রেষ্ঠ পথ। জগৎ মিথ্যা, মায়াময়, তাই কর্ম্মও মায়া ছাড়া আর কিছু নয়। জ্ঞান ছাড়া মায়া জয় করা যায় না। তাই সব কর্ম্ম ত্যাগ করে সন্ন্যাস নিয়ে বিবেক-বৈরাগ্যের সাহায্যে ব্রাহ্মী-স্থিতি বা মোক্ষ পেলেই সব দুঃখের অবসান হয়।

বৃদ্ধ—আপনি তাহলে কর্ম্মত্যাগ করতে বলেন ত ?

বাবা—আমি বলি না, শাস্ত্র বলে। কার কর্ম্ম কে করে বাবা।

"সকলই তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি
তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি।"

বৃদ্ধ—দেবতাদের মধ্যে কে বড় ?

বাবা—তা আমি জানি না, তবে মহাদেবকে শাস্ত্রে দেবাদিদেব বলে। অবতার শঙ্করাচার্য্য যিনি বেদ-বেদান্ত, উপনিষদের ভাষ্য প্রণয়ণ করে জীবকে মুক্তি মন্ত্রের সন্ধান দিয়ে গেলেন, তিনিও জোটে ব্যাটাকে প্রধান বলে মেনে গেছেন। ও ব্যাটা ভারি উদার বাবা, প্রীতি কুসুম, জ্ঞান নৈবেদ্য, ভক্তি অর্ঘ্য কিছুই চায় না। শুধু একটু গঙ্গার জল, বেলপাতা আর গালবাদ্যে ব্যোম ব্যোম শব্দ পেলেই ব্যাটা খুব খুসী হয়।

বৃদ্ধ—যুগ পরিবর্ত্তনেও কি তিনি দেবাদিদেব আছেন ?

বাবা—প্রথম বৈদিক, দ্বিতীয় উপনিষদিক, তৃতীয় পৌরাণিক, চতুর্থ তন্ত্রযুগ বাবা। জ্ঞান কর্ম্ম ও যোগ সাধনার প্রতীক হলেন মহাদেব। তিনিই জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, জ্ঞান, ইষ্ট, সিদ্ধি, বিভূতি এবং ত্রিলোকপতি। বেদে দেবগণের উপাস্য রুদ্র, তিনিই বেদান্ত ও প্রতিপাদ্য নির্গুণ, গুণময় জগতে একমাত্র সত্য ব্রহ্ম। উপনিষদে শিব নামে খ্যাত। ওঁরই মাহাত্ম্য প্রকাশের জন্যে পুরাণ সংহিতার সৃষ্টি হ'য়েছে। ঋক্—যজু—অথর্ব্ব বেদে স্বয়ম্ভু-শিবনামে পূজিত। উপনিষদে রুদ্রনামে পরিচিত। এই শিবই হিরণ্যগর্ভ সৃষ্টি করেছেন। তিনি সর্ব্বাত্মা সর্ব্বব্যাপী ভগবান। এই সর্ব্বগত ভগবানই শিব। শিবকে জানতে পারলে মৃত্যুকে জয় করা যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৃদ্ধ— শিবের পঞ্চ মুখ কেন ?

বাবা—তাঁর চার মুখ হ'তে চারটি বেদ এবং মাঝের পঞ্চম মুখ হ'তে উচ্চ শ্রেণীর তন্ত্রের উৎপত্তি হ'য়েছে।

বৃদ্ধ—সব তন্ত্রই কি মুখনিঃসৃতঃ ?

বাবা—বৈরোচন, প্রেদগীত ইত্যাদি মোট ২৮ খানি তন্ত্র মুখনিঃসৃত ব'লে আগম শ্রেণীভুক্ত। কপাল ভৈরব ইত্যাদি ২৮ খানি তন্ত্র নাভির নিম্নভাগ হতে উদ্ভূত হ'য়েছে।

বৃদ্ধ—বেদ ও তন্ত্রে কি কোন সম্বন্ধ আছে ?

বাবা—আছে বৈ কি বাবা, ভয়ানক কাছাকাছি সম্বন্ধ রয়েছে, যেমন পরমাত্মা আর জীবাত্মা।

বৃদ্ধ—নিগম কি ?

বাবা—যে সব তন্ত্র দেবী মুখনিঃসৃত, সেগুলি নিগম। নিগমে দেবী গুরু, শিব শিষ্য আর গণপতি লেখক। আগমে শিব গুরু, দেবী শিষ্যা, আর লেখক ঐ গণপতি।

বৃদ্ধ—এই তন্ত্রের কিভাবে ব্যবহার হয় ?

বাবা—দক্ষিণাচারিগণের শাস্ত্র আগম, আর বামাচারীগণের নিগম বাবা। এই কথাটা বাবা প্রায়ই বলতেন যে "বামা বামে দক্ষিণা দক্ষিণে।" দেবীর দক্ষিণ পদ শিবের বুকে প্রসারিতা, তিনি দক্ষিণা আর যাঁর বাম পদ প্রসারিতা তিনি বামা। এই কথাটির মধ্যে দীক্ষা সম্বন্ধেও গূঢ় সঙ্কেত নিহিত আছে। পুরুষের দক্ষিণ কর্ণে তিনবার বাম কর্ণে একবার এবং স্ত্রীলোকের বাম কর্ণে তিনবার ও দক্ষিণ কর্ণে একবার শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা দেওয়া হয়।

বৃদ্ধ-তন্ত্র ত অনেক ?

বাবা—হ্যাঁ বাবা, মোট ১০২ খানা তন্ত্র আছে।

বৃদ্ধ—যারা বিষ্ণু উপাসক তাদের কাছে ত তন্ত্রের মূল্য কিছু নেই।

বাবা—আছে বৈকি বাবা, কান টানলে মাথা আসে। যখন ব্রহ্ম হ'তে সব উৎপত্তি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, তখন পরস্পর সম্বন্ধ কত নিকট তাত বুঝতে পারছো। তাঁদের মধ্যে যখন ঐ সম্পর্ক তিনে এক, একে তিন হয়, তখন বেদ, তন্ত্র, গীতা, পুরাণে কেন সম্বন্ধ থাকবে না বাবা ? নিশ্চয় থাকবে। গীতা বাপ, আর তন্ত্র মা। যারা বোঝে না তারাই বোকা, ভেদ-বুদ্ধি নিয়ে এটা বড়, ওটা ছোট এই ক'রে মরে। দেবতারা আগুন আর তার দাহিকাশক্তি হলেন দেবী। হাত দিলেই হাত পুড়বে সে কাঠের আগুনই হোক আর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কয়লার আগুনই হোক। যতক্ষণ না সাধক ইষ্টকে হৃৎ-পদ্মে দেখতে পায় ততক্ষণ এই ভেদ-বুদ্ধি নিয়ে কৃষ্ণ বড়, কালী ছোট, হর বড়, হরি ছোট ক'রে মরে। যত ভেদ-বুদ্ধি মায়াবদ্ধ জীবের মধ্যে। তন্ত্রোক্ত বিধান বৈষ্ণব গ্রন্থেও আছে বাবা। তন্ত্র ছাড়া কারো গতি নেই। বেদে শূদ্রের অধিকার নেই কিন্তু, তন্ত্রে সবার সমান অধিকার বাবা। আহা। আমার জোটে ব্যাটা কত উদার।

বৃদ্ধ—মন্ত্র ত সব তন্ত্রের মধ্যে ?

বাবা—হ্যাঁ বাবা।

বৃদ্ধ—তন্ত্র আগে না পুরাণ আগে ?

বাবা—তন্ত্র, পুরাণের চেয়েও প্রাচীন। শৈব মন্ত্র, শক্তি মন্ত্র, বিষ্ণু মন্ত্রের দীক্ষা এ সব তন্ত্রশাস্ত্রেরই অন্তর্গত। উপদেশে, বেদান্ত পাঠে, তর্ক-যুক্তিতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায় না। তান্ত্রিক সাধনার দ্বারাই ব্রহ্ম-জ্ঞানের বিকাশ হয়। ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ করার জন্যে মানসিক ও আধ্যাত্মিক সাধনার প্রয়োজন। বাবা নীরব হ'লেন। বৃদ্ধ বাবাকে ভক্তি ভরে প্রণাম করে চ'লে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে জেটীয়া বাবা, বাবাকে সঙ্গে নিয়ে তারাপীঠ যাত্রা করলেন ?

ধর্ম্ম-প্রাণ অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শিব-ভক্ত, নিবাস হালিসহর, খুবই ব্যাকুল হলেন দীক্ষা নেবার জন্যে কিন্তু, সদ-গুরু না পাওয়ায় দীক্ষালাভ ভাগ্যে ঘটলো না তাই কাতর প্রার্থনা জানান দেবাদিদেবের কাছে। সহসা এক রজনীতে স্বপ্ন দেখলেন তারাপীঠে শ্রীবামের শরণাপন্ন হবার জন্যে দেবাদিদেব আদেশ করলেন। সামান্য কিছু জিনিষ পত্র নিয়ে তিনি তারাপীঠ যাত্রা করলেন। বিরাট শ্মশানে শ্রীবামকে দিগম্বর অবস্থায় উপবিষ্ট দেখে ভক্তের মনে উদয় হল যেন স্বপ্নাদৃষ্ট দেবাদিদেবই যোগাসীন। শ্রদ্ধাভরে প্রণাম করলেন ভক্ত ভৈরবকে প্রেমাশ্রু অর্ঘ্য দিয়ে। আজানু লম্বমান হস্ত-দ্বয় প্রসারণ করে সাদরে টেনে নিলেন ভৈরব ভক্তকে নিজ বক্ষে। এই ভাগ্যবান ভক্ত শ্রেষ্ঠ তারা-মন্ত্র দীক্ষিত হন ভৈরবের কৃপায় এবং জীবনের অন্তিমে সাধারণ মানুষ অপেক্ষা তিনি পারলৌকিক জগতে বহু উচ্চস্থান অধিকার করেন।

হাওড়া জেলার অন্তর্গত সালিখা হতে অবিনাশচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র হালদার, কপিল চন্দ্র গাঙ্গুলি, ননীলাল ঘোষ, ফণীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তিনকড়ি ঢোল প্রভৃতি ভক্তরা ভৈরবকে দর্শন করতে বড়দিনের এক ছুটিতে তারাপীঠে এলেঁন। ভৈরবের সরলতা, বিকারহীনতা, উদারতা ও সম-জ্ঞান দেখে তাঁরা খুবই মুগ্ধ হলেন এবং সুযোগ মত তাঁরা ভৈরবকে দর্শন করতে আসতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

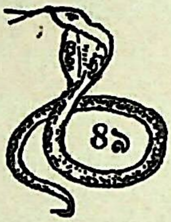

অপরাহ্ন সময়ে যখন বাবা মায়ের আঙ্গিনায় ভক্তগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে ব'সে আছেন, সেই সময় ভক্তদের মধ্যে এক উকিল প্রশ্ন করিলেন,—"বাবা, চেতন-অচেতন, সাকার ও নিরাকার এ সবে প্রভেদ কি ?"

বাবা—তারাই ব্রহ্ম আবার দয়াময়ী মা, এ দুইই এক। জ্ঞানীর কাছে তিনি নিরাকারা, ভক্তের কাছে সাকারা, তাই "তারা-তারা" বলে ডেকে সুখ পাই। ব্রহ্ম ও শক্তি এ দুই-ই অভেদ বাবা। তিনি সগুণ ও নির্গুণ দুই-ই।

উকিল—তাহ'লে চেতন-অচেতন, উদ্ভিদ ওটা কি রকম ?

বাবা—দূর শাল, এক চৈতন্যে জগৎ চেতন, জড় পদার্থে যিনি, উদ্ভিদেও তিনি, ইতর বিশেষে সৃষ্টির ক্রম বিকাশ। সেই চৈতন্যকে একমাত্র মানুষই জানতে পারে। জড়ে তিনি আছেন কিন্তু, জড় তাঁকে জানতে পারে না, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর তিনজনেই শক্তিময়। শক্তি মানে আত্মা। পর-ব্রহ্মের চিৎশক্তি মহামায়া হ'লেন তারামা। বিষ্ণুর শক্তি লক্ষ্মী নয়, বিষ্ণুর আত্মা। ব্রহ্মার শক্তি স্বয়ং ব্রহ্মা, শিবের শক্তি স্বয়ং শিবই। জড় পদার্থ শক্তিহীন শিব, তার মানে শব।

উকিল—বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম বদলে গেছে ত ?

বাবা—আমি বাবা বৈজ্ঞানিক নই, মুখ্যু মানুষ অত বিজ্ঞানের কথা ব'লতে পারবো না, তবে এই জানি সৃষ্টি অনাদি, সৃষ্টি প্রলয়, প্রলয় সৃষ্টি ক্রমান্বয়ে এই চ'লচে।

উকিল—প্রলয়ে ত সবই নষ্ট হ'য়ে যায় আবার সৃষ্টি হয় কি করে ?

বাবা—প্রলয়ে সবাই নষ্ট হয় কিন্তু, পূর্ব্বকল্পের জ্ঞান ও কর্ম্ম-বীজ পর-ব্রহ্মে থাকে। ওটাই বেদ বাবা। ঐ বীজ থেকে আবার সৃষ্টি হয়। এইটি তত্ত্ব। বুজরুগ সাহেব বাবারা আধি ভৌতিক বা দেহগত আলোচনা করে কিন্তু, আমাদের মুনি-ঋষিরা জীবগত বা আধ্যাত্মিক আলোচনা ক'রে মনুষ্যত্ব বিকাশের শীর্ষে স্থান পেয়েছেন। সাহেব বাবারা শুধু দেহের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করে, আর এই ক্ষণভঙ্গুর দেহ নিয়েই মাথা ঘামায় কিন্তু আমাদের মুনি-ঋষিরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেহ ও দেহী (আত্মা) এ দুটোকে নিয়েই আলোচনা ক'রে গেছেন। প্রত্যেক পদার্থেই এই দেহ ও দেহী আছে তা স্থাবর, জড়, জঙ্গম বা প্রাণীই হোক না কেন ? ঐ দেহ ও দেহীকে বেদান্ত ও গীতায় ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ, অপরা ও পরা এবং সাংখ্য পুরুষ ও প্রকৃতি ব'লে গেছেন বাবা। প্রাণী অপ্রাণী সবারই আত্মা আছে। জীব (আত্মা) পর-ব্রহ্মের অংশ। ব্রহ্ম অনন্ত শক্তির আধার। জীবেও (আত্মায়ও) অনন্ত শক্তি নিহিত আছে, সেই শক্তির বিকাশই হল ক্রম-বিকাশ। এই বিকাশের ক্রমানুসারেই জন্মে জন্মে জীব নূতন নূতন দেহ প্রাপ্ত হয়। এইভাবে প্রচ্ছন্ন শক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জীব ক্রমোন্নতি লাভ করে।

উকিল—জঙ্গমের পূর্ব্বে কি সৃষ্টি হয়েছিল ?

বাবা—জঙ্গমের পূর্ব্বে স্থাবর সৃষ্টি, কাজেই জীব প্রথমে স্থাবর রূপে জন্মায়। ঐ জন্মে চিৎ শক্তি প্রায় নিরুদ্ধ থাকে। পরে জীব জঙ্গম রাজ্যে উপস্থিত হয়। উদ্ভিদের প্রাণ শক্তির বিকাশ হ'লেও মনের বিকাশ হয় না। পশু যোনিতে কিছু বিকাশ পায়। পরে ক্রম বিবর্ত্তনের ফলে মানবদেহ ধারণ ক'রে জীব নামে খ্যাত হয়। এই ক্রম বিকাশ জীবগত ব্রহ্ম, তপ শক্তি (সৃজনমুখী স্বীয়শক্তি) দ্বারা নিজেকে স্ফীত করলেন তাতে অন্নের উদ্ভব হল। অন্ন জড় পদার্থ।

উকিল—গতি, তাপ, আলোক, তড়িৎ, চুম্বক, রসায়ন এগুলিকে কি বলবেন ?

বাবা—ও সব কিছু নয় বাবা, শুধু শক্তির খেলা। বিজ্ঞানীরা এই সব শক্তির নানারকম ক্রিয়া দেখে ক্রিয়ানুযায়ী ঐ কটা ভাগ করেছে। ওগুলি সব জড় শক্তি। ও ছাড়া আর দুটো শক্তির খেলা আছে, একটা হল প্রাণ আর একটা জীব শক্তি, এই বিশ্ব প্রপঞ্চের মূলে এক অজ্ঞেয়, অমিয় অচিন্ত শক্তি রয়েছে যা রূপান্তরিত হয়ে ঐ সব বিভিন্ন শক্তিতে পরিণত হয়। মূল শক্তি একই, তার উৎপত্তি নেই, শুধু আছে নানা ভাবের রূপান্তর। এই মূল বা মহাশক্তি জড় নয়, তাই তারামা আমার চিন্ময়ী।

উকিল—জগৎ অন্ধ কেন ?

বাবা– জগৎ অন্ধ জড় শক্তির খেলা নয়, ওটা চিন্ময়ের লীলা বিলাস।

উকিল—মহাশক্তি কে ?

বাবা—চিন্ময়ী নিরাকারা তারা।

উকিল—ঈশ্বর, জীব জগৎ হ'তে ভিন্ন ত ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাবা—দূর শাল, তা কি কখনও হয়, তিনি সর্ব্ব-ভূতময়, সর্ব্ব-ভূতের অন্তরাত্মা। তাঁর সত্ত্বায় সকলে সত্ত্ববান, তাঁর শক্তিতে সকলে শক্তিমান তাঁর জ্যোতিতেই সব জ্যোতিষ্মান। গীতা বলেছেন, "সলিলে ভগবান রস, অনলে তেজ, আকাশে শব্দ, পৃথিবীতে পুণ্য গন্ধ, মানুষে পৌরুষ, সূর্য্যে চন্দ্রে ও অগ্নিতে যে তেজ তাও তিনি। তাই ভগবান বলেছেন, "উদ্ভিদ যে শক্তির দ্বারা রস গ্রহণ করে প্রাণ ধারণ করে সে শক্তিও তিনি। শক্তি ছাড়া এক পাও যাবার উপায় নেই বাবা। দেখ বাবা, জীবে-জড়ে চিৎ ও অচিৎ ঐ যে প্রভেদ আছে তা বাহ্যিক, পার-মার্থিক নয়। আসলে এ সব মহাশক্তির লীলা।

উকিল—তারাদেবী পুরুষ না প্রকৃতি ?

বাবা—তিনি পুরুষও নয়, প্রকৃতিও নয় আর জড়ও নয়। তাঁকে পেলে বাবা-মা দুই-ই পাওয়া হবে। তবে স্ত্রী-বাচক শব্দ কল্পলতা, সর্ব্ব ফল দান করে বলেই স্ত্রী বা মাতৃ-ভাবে ডাকা হয়। যতদিন না জন্ম রহিত হয়, মা বাবাই জীবের সর্ব্বস্ব। আগে মা, তারপর বাবা। শিশুকালে মাই ত বাবাকে চিনিয়ে দেয়। পর-ব্রহ্মের আত্ম-শক্তিই আমার তারামা।

উকিল—তারামাকে কি করে পাওয়া যায় ?

বাবা—অষ্টপাশ (লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, শোক, জগুপ্সা, কুল, শীল, ও জাতি) মুক্ত না হ'লে তারামাকে পাওয়া যায় না বাবা।

উকিল—অষ্টপাশের মূল কি ?

বাবা—অষ্টপাশ মদ বা অহঙ্কার হ'তে জন্মায়। অবিদ্যাই বেদান্তের পাশ বাবা। তন্ত্রে দুটো শক্তির কথা আছে, একটা আবরণী, অপরটা অনুগ্রাহিকা এই আবরণী শক্তিই পাশ। ওটা আবার পাঁচভাগে বিভক্ত হয়েছে—বল, মল, মায়া, বিন্দু ও কর্ম্ম। বল শিবের পরা শক্তি। বলের আবার দুই দিক— বিদ্যা ও অবিদ্যা। বিদ্যা পতির অনুগ্রাহিকা, অবিদ্যা আবরণী শক্তি। অবিদ্যা দ্বারা শিব জীবকে পাশবদ্ধ করেন এবং বিদ্যার দ্বারা পাশমুক্ত করেন। অবিদ্যার ফলই মল। চৈতন্যকে আবৃত করে ব'লে মলের নাম আবৃতি। ওটা আবার পাঁচ রকম। মিথ্যা-জ্ঞান, অধর্ম্ম, শক্তি, হেতু ও চ্যুতি এই পাঁচটা মলই পশুত্বের মূল। এই মলের ক্রিয়াই মায়া বাবা। এই মায়াই অনিত্য জীবকে অভিভূত করে, তাই ওকে ঈশ বলা হয়। পতি বা শিব যখন মায়াময় হন, তখন তার নাম বিন্দু। এই বিন্দু ঠিক পাশ নয়।

উকিল—মায়ার সৃষ্টি কি করে হ'ল ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাবা—কর্ম্ম হ'তে মায়ার সৃষ্টি হয়। ভগবান শক্তির আশ্রয়ে আত্মাকে ক্রীড়া করিয়ে সৃষ্টি ও লয় করেন।

উকিল —অবতার যাঁরা তাঁরাও ত মানুষ ?

বাবা—অবতার মনুষ্যরূপ ধ'রে জন্ম গ্রহণ ক'রলেও তাঁরা আত্মারাম থাকেন। অবতার পূর্ব্ব-জীবনের সংস্কার নিয়ে অবতীর্ণ হন না।

উকিল মুক্তি ক'রকম ?

বাবা—মুক্তি দু'রকম, আত্মনিষ্ঠ ও পরমাত্মনিষ্ঠ। আত্মনিষ্ঠ জ্ঞান-প্রধান, পরমাত্মনিষ্ঠ ভক্তি-প্রধান।

উকিল—যোগ আর ক্ষেম এ দুটোয় তফাৎ কি ?

বাবা—অপ্রাপ্ত প্রাপ্তির নাম যোগ আর প্রাপ্তের রক্ষণই হ'ল ক্ষেম। আর আমায় বকিয়ো না। বাবা গান ধরলেন—

"কিঙ্করে করুণাময়ী,
ধন দিবি তোর কি ধন আছে।
সবে মাত্র রাঙ্গা চরণ
তাওতো বাঁধা শিবের কাছে"॥

———

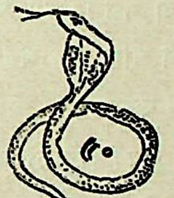

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা, নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।"

বিচ্ছুরিত জ্যোতিতে মহাশ্মশান উদ্ভাসিত, অমানিশায় শুভ্র কিরণে দেহ-মন-প্রাণ উদ্বেলিত। "মা—মা", একি দেখছি, স্নেহময়ী গর্ভধারিণী জননীর ভস্মীভূত দেহ আমার সম্মুখে দণ্ডায়মানা। এও কি সম্ভব! না—না আমি ভুল দেখচি—আপন মনে এই কথা ব'লে ভক্ত বিস্ময়ে বিস্ফারিত চক্ষু মার্জ্জনা ক'রলেন।

বাঃ, এখনও দণ্ডায়মানা, ক্ষ্যাপা বাবার কৃপায় আজ আমার জীবন ধন্য হল হারানো মাকে ফিরে পেলাম। মা—মা, ভূ-লুণ্ঠিত হ'য়ে প্রণাম ক'রে ভক্ত, গর্ভধারিণী মাতৃ মূর্ত্তির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা সহকারে পুনরায় সজল নয়নে দৃষ্টি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিক্ষেপ ক'রলেন। এবার কিন্তু, মা নেই, আজানুলম্বিত দীর্ঘ হস্ত-দ্বয়ে বরাভয় দাতা, অনাথের পিতা, সাক্ষাৎ শিব সম শ্মশান ভৈরব বামদেব স্মিত-হাস্যে দণ্ডায়মান। ভুল ভেঙ্গে গেল। মনের সন্দেহ মনের কোণে মিলিয়ে গেল।

পাণ্ডিত্যের বিচার-বুদ্ধি নাশ হ'ল মূর্ত্তি বিবর্ত্তনে, ভস্মীভূত দেহের ছায়া-মূর্ত্তি শ্মশান ভৈরবের কায়াতে লীন হওয়ায় সার্থক হ'ল ভক্তের চণ্ডী পাঠ। দেবতার স্বপ্নাদেশ পালিত হল মহাশ্মশানে।

হে বীর সাধক, তারাপীঠ ভৈরব। আজ হতে তুমি আমার পিতা, তুমিই মাতা তুমিই ভগবান্। তুমি আমার গতি, ভর্ত্তা, প্রভু, শুভাশুভ স্রষ্টা, ভোগাশ্রয়, শরণ, সুহৃৎ, সংহর্ত্তা, আধার, লয় ও সনাতন কারণ।

"ত্বমেব মাতা পিতা ত্বমেব,
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিনং ত্বমেব।
ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেব।"

হুগলী জেলার অন্তর্গত জনাইয়ে নিবাস ছিল শাস্ত্রী হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের। এম, এ, বি, এল, পাশ করে তিনি কলিকাতার বাসা হ'তে চুঁচড়া আদালতে ওকালতি করতেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের জননী ইন্দুবালা দেবী ১৩১১ সাল ৩১শে জ্যৈষ্ঠ রাত্রে অল্প দিনের জ্বরে জনাই গ্রামে ইহলোক ত্যাগ করেন। সহসা মাতৃ-বিয়োগে শাস্ত্রী মহাশয় খুবই মুহ্যমান হন এবং নির্জ্জনে বসে মাতৃ-শোকে অশ্রু বর্ষণ করতেন। মাতৃ ক্রিয়া-কলাপ সমাপন করে ৬ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার তিনি ফণী ভূষণ রায়চৌধুরী মহাশয়কে সঙ্গে নিয়ে তারাপীঠ যাত্রা করেন। রাত্র প্রায় ৮টায় রামপুরহাট ষ্টেশনে নেমে রামপুরহাটের মোক্তার নগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ী রাত্রিবাস করে পরদিন প্রত্যূষে বামাক্ষেপা বাবার দর্শন উদ্দেশ্যে তারাপীঠের পথে তাঁরা অগ্রসর হ'লেন। বর্ষাকাল পথ ঘাট কর্দ্দমাক্ত হওয়ায় প্রায় বেলা ৯টায় তাঁরা তারাপীঠে উপস্থিত হলেন এবং মুটবিহারী পাণ্ডার ঘরে উঠেন। ভৈরবকে দর্শন ক'রে তিনি মাতৃ-শোকানল হ'তে মুক্তি পান এবং বামদেবের কাছে দীক্ষিত হয়ে অল্পকাল মধ্যেই সনাতনী মায়ের ছায়া-মূর্ত্তির দর্শন লাভ করেন। এই ভাগ্যবান শিষ্যের জন্ম হয় হুগলী জেলার অন্তর্গত জনাই গ্রামে ১৯শে পৌষ ১২৮১ সালে। পাশ্চাত্য 'সাহিত্যরথী' উপাধিতে ভূষিত খ্যাতনামা পণ্ডিত ৺কিশোরী মোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের তিনি একমাত্র পুত্র। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজ হতে এফ. এ পরীক্ষায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে দুটি বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সী কলেজ হ'তে বি, এ, পরীক্ষায় তিনি সংস্কৃত ভাষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে এম, এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে তিনি 'রাধাকান্ত' সুবর্ণ পদক ও শাস্ত্রী উপাধী লাভ করেন এবং রিপণ কলেজে অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে আইন পাশ করেন এবং রিপণ কলেজের সংস্কৃত ভাষায় অধ্যাপকের পদ ত্যাগ করে হুগলী কোর্টে তিনি ওকালতি ব্যবসা আরম্ভ করেন। তিনি অস্থায়ী মুনসেফের পদে দুবার কার্য্য করেন এবং স্যার আশুতোষের আহ্বানে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আইন কলেজে ১৯১১ খৃষ্টাব্দ হ'তে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ অবধি তিনি অধ্যাপকতা করেন। তিনি রঘুবংশের ছয় সর্গ, ভট্টির প্রথম ও দ্বিতীয় সর্গের কলেজ সংস্করণ প্রকাশ করেন। শ্রীকৃষ্ণ তর্কলঙ্কারের টীকাসহ দায়ভাগ আইন অনুবাদ ক'রে তিনি সুনাম অর্জ্জন করেন। তিনি ছিলেন রূপবান, শাস্ত্রজ্ঞ ও অতিশয় ধার্ম্মিক। নির্ম্মল চরিত্র, অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও বিনয়ী ব্যবহারের জন্যে তিনি অতিশয় জনপ্রিয় ছিলেন। বামদেবের স্নানের জন্যে তিনি একখানি গামছা দেন। বামদেব সেই গামছাটির নাম রেখেছিলেন হরি-গামছা এবং হলধর দাস নামে এক ভক্তও একখানি গামছা দেন তার নাম হল হলা গামছা। হরি-গামছায় দেহের ঊর্দ্ধাংশ এবং হলা-গামছায় বামদেব নিম্নাংশ মুছতেন। এ নিয়মের কখন ব্যতিক্রম ঘটেনি। সন ১৩৪৩ সাল ২৫শে ভাদ্র বৃহস্পতিবার শাস্ত্রী মহাশয় ইহলোক ত্যাগ করেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গী ফণী ভূষণ রায়চৌধুরী মহাশয় অপরাহ্ন সময়ে এলেন ভৈরবকে দর্শন করবার জন্যে মহাশ্মশানে, চালার দাওয়ায় বসে তামাক সেবন করছেন ভৈরব আপন মনে; বসে আছে জন কয়েক ভক্ত প্রসাদ পাবার জন্যে। ফণীবাবুও একপাশে বসে নীরিক্ষণ করছেন ভৈরবকে এবং চিন্তা করছেন বিভূতি সম্বন্ধে, এমন সময় তাঁর মাথার উপর একটি টিকটিকি টক্ টক্ শব্দ করে উঠলো। তিনি আগ্রহ সহকারে টিকটিকির দিকে লক্ষ্য করতে লাগলেন। শ্রীবাম ফণীবাবুকে উদ্দেশ্য করে বল্লেন, "ওর বর্ধমানে বিয়ে হবে"। এই কথা শুনে সবাই হেসে ফেললেন। ফণীবাবুও সহাস্যে জিজ্ঞাসা করলেন, "বর্ধমানে কি করে বিয়ে হবে, ওখানে যাবে কি করে?" "ঠিকই বলছি বাবা ওর কনে আছে বর্ধমানে, আজই বিয়ে হবে। পাগলের উক্তি ভেবে সবাই চুপ করে রইলেন, কিছুক্ষণ পরে কাঁধে এক বোঝা মাদুর নিয়ে এল এক মাদুরওয়ালা, ধপাস করে নামাল বোঝাটা চালার দাওয়ার কোণে; সেই সময় একটি টিকটিকি মাদুর হতে বেরিয়ে এলে ফণীবাবুর সম্মুখ দিয়ে তাড়াতাড়ি চালার দেওয়ালে উঠলো,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে টিকটিকি চালের মাচায় ছিল দেওয়ালে নেমে এসে দাম্পত্য সুখে রত হল। মাতুরওয়ালা ভৈরবকে প্রণাম করে দাওয়ার নীচে বসে বিশ্রাম ক'রতে লাগলো। জিজ্ঞাসা করলেন ফণীবাবু মাতুরওয়ালাকে "কোথা থেকে আসছো ?" "সিধে বর্ধমান হ'তে আসছি",—সে উত্তর দিল। চাক্ষুষ ঘটনা দেখে ফণীবাবুর ভৈরবের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি এলো। তাঁর ইচ্ছা বামদেবকে গুরুত্বে বরণ করেন তাই নিবেদনও জানালেন ; তাতে ভৈরব বল্লেন' "তুমি তো সিদ্ধ ঘরের ছেলে, কাজ করে যাও বাবা, তাহলেই ফল পাবে। ফণীবাবু বর্ধমান জেলার অন্তর্গত আভাই হাটের জগদ্‌গুরু সিদ্ধ মহাপুরুষ রামানন্দের বংশধর ভট্টাচার্য্যদের শিষ্য। তিনি বামদেবকে গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা ক'রতেন।

বামদেবের দীক্ষিত শিষ্য সম্বন্ধে যতদূর সঠিক জেনেছি তা এই পুস্তকে প্রকাশ করলাম। আরও অনেকে প্রচ্ছন্নভাবে আছেন ও ছিলেন সে বিষয়ে যথেষ্ট অনুসন্ধান করেছি এবং এখনও অনুসন্ধানে আছি। দুই চারিজন দীক্ষিত শিষ্য যাঁরা এখনও জীবিত আছেন তাঁরা অতিশয় গুপ্ত, সহজে নিজেদের ধরা দিতে চান না। সিদ্ধমহাপুরুষ বামদেব অনেক শিষ্য ভক্তকে অলৌকিক বিভূতি দেখিয়েছেন, কত পাপী তাপীকে উদ্ধার ক'রেছেন তা আমাদের পক্ষে জানা অসম্ভব এবং জোর ক'রে জানি বলা অহঙ্কার করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

বিশ্ব-পিতা, বিশ্ব-মাতা, তিনি ব্রহ্মা, তিনি বিষ্ণু, তিনি মহেশ্বর, তিনিই ব্রহ্ম, আবার ব্রহ্মময়ী মা। তিনি ত্রি তাপনাশিনী তারা, তিনিই নিরাকারা, তিনিই জগৎ-গুরু। মনের সঙ্কীর্ণতা ছেড়ে দিয়ে কর্ম্মী হ'তে হবে। জীবের কল্যাণে জীবন উৎসর্গ ক'রতে হবে, সবাইকে আপন ক'রে নিতে হবে। মান-অভিমান-লজ্জা-ঘৃণা-ভয় ত্যাগ করে বিশ্বকে আপন দেখে তাদের সেবা ক'রে প্রেমাস্পদের পাদ-পদ্মে ভক্তি অর্ঘ্য দান করতে হবে। ঐ দুর্দ্দান্ত ভয়াবহ মহাশশ্মানে বশিষ্ঠদেবের সিদ্ধাসনে কবীন্দ্র কর্ণাভরণ, বিশেক্ষ্যাপা, আনন্দনাথ, বেদজ্ঞ মোক্ষদানন্দ, ব্রজবাসী কৈলাসপতি গোঁসাই, মহারাজা রামকৃষ্ণ, জটামা, কমলাকান্ত, বামদেব, খাকিয়া বাবা, দয়ানন্দ সরস্বতী, পঞ্চানন মিশ্র, চক্রবর্ত্তী বাবা, ব্রহ্মচারী তারানাথ, নিগোমানন্দ সরস্বতী, নাপিত গোঁসাই ইত্যাদি অনেকেই বসেছেন এবং কম ও বেশী মায়ের কৃপা লাভ ক'রেছেন। কিন্তু আজ খুব দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে কাগজে কলমে বামদেবের শিষ্য এবং প্র-শিষ্য বলে যাঁরা প্রচার ক'রতে একটুও দ্বিধা বোধ করেন না তাঁদের এই আসনের ত্রিসীমানায় কাউকে দেখতে পাওয়া যায় না, ঐ পবিত্র আসন আজও শূন্য পড়ে আছে। ভক্ত হউন বা প্র-শিষ্য হউন, শ্রীবামের নাম স্মরণ করে যিনি ঐ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসনে বসে এই ত্রি-তাপ-ক্লিষ্ট বিশ্বে হতাশার মধ্যে শান্তি দান করতে সক্ষম হবেন তিনি বামদেবের নামের মর্য্যাদা রক্ষা করতে পারবেন শিষ্য বা প্র-শিষ্য বলে ; নচেৎ রেষা-রেষিতে আমি আমার গণ্ডি আরো বেড়ে যাবে, তাঁর পবিত্র নামে অমর্য্যাদা দেওয়া হবে। নিম্ন গানখানি বামদেব প্রায়ই গাইতেন।

গান

"আমার মন কেন করিলি এমন
বিষম ল্যাংটা মেয়ের আশা।
বেটী নাশে সুখ ঘটায় মোক্ষ
শেষে শ্মশানেতে করায় বাসা।
বেটীর নাম কালী কুলে দেয় কালি
ও যে ধর্ম্ম-কর্ম্ম-মর্ম্ম নাশা॥"

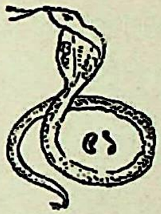

৫১

সন ১৩১৪ সাল ফাল্গুন মাস শেষ হলেও শীতের আমেজ তখন আছে, রাত্রে বেশ গা শির্ শির্ করে। মহাশ্মশানের বুনোজাম, শেওড়া, নিম, বেল ইত্যাদি বড় বড় গাছগুলি পুরাতন সাজ ফেলে দিয়ে নূতন সাজে কচি কচি পাতায় সজ্জিত হচ্ছে। বিষাদময় ছায়ায় কিছু কিছু আলো দেখা দিয়েছে। ক্ষীণা দ্বারকার তীরে ছোট ছোট ঝোপে কোকিল ডাকে কুহু-কুহু রবে, তারই ফাঁকে অন্য ঝোপ হতে উত্তর দিচ্ছে ডাহুক পিক্ পিক্ স্বরে। এক তানে ডাকছে পাপিয়া কোমল কড়িমা ও চড়া সুরে কুকুর্-কুকুর্-পিউকাহান্, পিউকাহান্। বাঁশীর সুরে সুর দিচ্ছে দোয়েল ক্রমাগত। তাল-লয়-সুর ও ছন্দ কি আছে পাখীর তানে যাঁরা গীতি বাদ্য বিশারদ তাঁরাই জানেন। শুনতে পাওয়া যায় স্বনামধন্য গীতি-বিশারদ তানসেন মিঞা পক্ষী হতেই দীপক রাগ শিক্ষা করেন, লেখক ওরসে বঞ্চিত ও অনভিজ্ঞ। বেলা প্রায় ৯টা, বসে আছেন ভৈরব নদী সৈকতে বিক্ষিপ্ত নর-কঙ্কালের মধ্যস্থলে, আশে পাশে বসে আছেন জন কয়েক ভক্ত বিলাসপুরের সারদাচরণ সাহা, বকুল বাগানের ক্ষিতিশ্বর ভট্টাচার্য্য ও স্থানীয় দুই একজন। সহসা উদাস প্রাণে ব্যাকুল হ'য়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এলেন এক ভক্ত অশ্রু-সিক্ত নয়নে ভৈরবের কাছে। পদ যুগল স্পর্শ করে গদ্‌-গদ্‌ কণ্ঠে বল্লেন ভক্ত, "আপনার পায়ে পড়ি আমায় সন্ন্যাস দিন, আর আমার সংসার ভাল লাগছে না। "সন্ন্যাস কি হবে রে বাবা? তোকে যে এই-বার বিয়ে করতে হবে."—আদর ক'রে উত্তর দিলেন ভৈরব। কোন প্রতিবাদ না ক'রে ভক্ত চুপ ক'রে একপাশে ব'সে রইলেন। দিনকতক গুরু সঙ্গলাভ ক'রে তিনি ফিরে এলেন বাড়ীতে। দৈবের কি লিখন গুরুবাক্য বেদ-বাক্য। অচিরেই ভক্তের খান্না জংশনে বিবাহ হ'ল। এই ভক্তের পিতার নাম ৺রাজমোহন গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর তিন পুত্র, জ্যেষ্ঠ নিরাপদ গঙ্গোপাধ্যায় হুগলী আদালতের উকিল, মধ্যম শশধর গঙ্গোপাধ্যায় প্রেমিক ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্য (অকালে দেহত্যাগ করেন)। কনিষ্ঠ এই ভক্ত সুবোধ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় নিবাস হুগলী জেলার অন্তর্গত জনাই গ্রামে, জন্ম ১২৮৯ সালে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করে তিনি হাজারিবাগ সেন্ট্‌ কলম্বাস কলেজে অধ্যাপকতা করেন। তিন বৎসর পরে রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ পরীক্ষা দিবার জন্য তিনি অধ্যাপকতার কার্য্য ত্যাগ ক'রে জন্মভূমিতে ফিরে আসেন। যখন তিনি হাজারিবাগে ছিলেন, সেই সময় 'বুড়বাবা' নামে খ্যাত এক শত বর্ষ বয়সের বৃদ্ধ সাধককে তিনি গুরুর মত ভক্তি ক'রতেন ও সুযোগ মত তাঁর সঙ্গলাভ ক'রতেন। 'রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ' পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে তিনি অকৃতকার্য্য হন এবং এত ক্ষুণ্ণ হন যে শান্তি পাবার আশায় মহাপুরুষের সঙ্গলাভে তৎপর হন। বামদেবের ঐশ্বরিক ক্ষমতার পরিচয় লোকমুখে শুনে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভগিনীপতি ৺শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে সঙ্গে নিয়ে সন ১৩১৩ সালে বামাদেবকে দর্শন ক'রতে যান। সেই সময় বামদেব শিমুল তলায় উপবিষ্ট। বামদেবের আকৃতি, সম-জ্ঞান ও শিশুভাব দেখে তিনি খুবই মুগ্ধ হন এবং হাজারিবাগের 'বুড়বাবার' কথা তাঁর স্মরণে আসে। উভয় সাধকের মধ্যে কে বড়, কে ছোট এবং কে তাঁর গুরু হবার যোগ্য এইরূপ তুলনা মূলক বিচার বুদ্ধি তাঁর মনে উদয় হয়। অন্তর্যামী বামদেব তাঁর মনের অবস্থা জানতে পেরে বল্লেন "দেখ বাবা তাবড় তাবড় অনেকে আছেন কিন্তু যে যার, সে তার যুগে যুগে অবতার"। এই কথা শুনে তিনি মনে ভাবলেন তাহ'লে বোধ হয় বামদেবই তাঁর জন্ম-জন্মান্তরের গুরু, তাই যদি হয় তবে তিনি নিশ্চয়ই আমার মাথায় শ্রীপাদ-পদ্ম স্থাপন করবেন। এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে বামদেব তাঁর আসন হ'তে উঠে এসে তাঁর মস্তকে শ্রীপাদ পদ্ম স্থাপন করলেন। গুরু সম্বন্ধে তাঁর মনে আর কোনরূপ সংশয় রইলো না। তাঁর মনে হ'ল জগৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক তেজোময় জ্যোতিতে আচ্ছন্ন। এই ভাব কেটে গেলে তাঁর মনে স্ফূর্ত্তি আসে এবং এক উৎকট বৈরাগ্য দেখা দেয়। সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ করে দিবা-রাত্র তিনি তারা নামে মেতে গেলেন। পুনরায় সন ১৩১৬ সালে তিনি বামদেবের নিকট সন্ন্যাস প্রার্থনা করেন তখন তাঁর একটি পুত্রসন্তান ও একটি কন্যা ভূমিষ্ঠ হয়েছে। তিনি তখন পূর্ণ উদাসী ও ক্ষীপ্তপ্রায়। সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রে তিনি বদরিকা ইত্যাদি তীর্থ ভ্রমণে বাহির হলেন। তিনি অতিশয় গুরু-ভক্ত ছিলেন। একবার সারদা সাহা তাঁকে বলেন, "আপনি এমন বিদ্বান লোক দু-চারখানা বই লিখলেতো জগতের কল্যাণ হ'ত।" তাতে তিনি উত্তর দেন, "এ বিদ্যা কিছু নয়, এ কেবল অর্থকরী বিদ্যা, আসল বিদ্যা—তারাবিদ্যা"। জীবনের শেষ ভাগে তিনি দিগম্বর অবস্থায় থাকতেন। বামদেবের দেহ রক্ষার পর তিনি পুনরায় বাড়ী ফিরে আসেন এবং উরুস্তম্ভ রোগে দেহত্যাগ করেন।

———

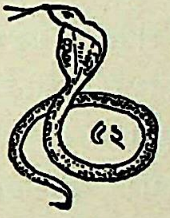

মায়ের ভোগ নিবেদন ক'রে মন্দিরের দরজায় চাবি দিয়ে পাণ্ডারা গেলেন যে যার ঘরে। মন্দির জনমানবহীন, কদাচিৎ দুই একজন সাধু মায়ের আঙ্গিনায় যাতায়াত করছেন। রৌদ্রের প্রখর তেজে কাশীধাম হ'তে আগত দু-জন পণ্ডিত নির্জ্জন, নিস্তব্ধ শ্মশানের সুশীতল বিটপী ছায়ায় বসে ধর্ম্মসম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ ক'রলেন। একজন পণ্ডিত আর একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, ' ভগবান লাভের সহজ ও সুগম সাধনা কি" ?

নানা তর্কের অবতারণা হ'ল, শব সাধনা, চিতা সাধনা, নির্গুণ, সগুণ, জপ-যজ্ঞ, নাম-যজ্ঞ, কিন্তু কেউই কোন মীমাংসায় উপনীত হতে পারলেন না। উভয়ের বাক্ বিতণ্ডায় নীরব শ্মশান কোলাহলে পূর্ণ হ'য়ে উঠলো। জীবিত কুণ্ড হ'তে আর্দ্র অবস্থায় ক্ষেপাবাবা উঠে এসে পণ্ডিতদ্বয়ের সম্মুখে করযোড়ে দাঁড়িয়ে স্মিত-হাস্যে বল্লেন, "আপনারা যদি কিছু মনে না করেন তাহ'লে এর উত্তর আমি দিই।" দিব্যকান্তিময় ধীর, স্থির দিগম্বর বিরাট পুরুষকে তাঁরা দেখে অবনত মস্তকে বল্লেন, "বেশ বলুন।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নম্রভাবে বাবা বল্লেন, "বীরাচার সাধনই শ্রেষ্ঠ এবং সুগম। কলির মানুষ অল্পায়ু, ভোগ ক'রে সে কখন সময় পাবে যে যোগ সাধনা করবে, তাই যোগ ভোগ এক সঙ্গেই ভাল।"

পণ্ডিতদ্বয় বাবার কথা শুনে স্তম্ভিত হ'লেন। কিছুক্ষণ নীরব থেকে একজন পণ্ডিত জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "সৎ কি ?"

বাবা—যা থাকে তাই সৎ। নিত্য যা থাকে না; আসে যায়, তাই অসৎ। যা সৎ তার কখন অভাব হয় না, তা পূর্ব্বে ছিল, এখনও আছে, পরেও থাকবে।

পণ্ডিত—সৎ কোথায় ?

বাবা—তিনি সর্ব্বভূতে ব্যাপ্ত।

পণ্ডিত—সাধারণ লোকে জানতে পারে না কেন ?

বাবা—মায়ার জন্যে।

পণ্ডিত—মায়া কি ?

বাবা—মরীচিকায় জল ভ্রম ; এই ভ্রমের কারণই হ'ল মায়া বা অজ্ঞান।

পণ্ডিত—তাহ'লে এই প্রপঞ্চ-জীব জগতকে আপনি মিথ্যে বলেন ত ?

বাবা—মায়াবাদীরা অসৎ বা মিথ্যা বলে কিন্তু, পরিণামবাদীরা বলে যে অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, তিনি নিজেকে জীব জগৎরূপে পরিণত ক'রেছেন, তাই জীব জগৎ মিথ্যা নয়, এটা তাঁর শরীর। জীব-জগৎ বিনষ্ট হ'লে ওর যে সত্ত্বা থাকে, তাই পারমার্থিক সেই সত্ত্বা যাঁর তিনিই সৎ ও সত্য স্বরূপ।

পণ্ডিত—বড় গোলমেলে ব্যাপার ?

বাবা—সোনার ঢেলা আর গহনা এ দুটো স্যাকরার কাছে সমান কদর কিন্তু, মেয়েদের কাছে সোনার ঢেলার কদর নেই, তারা গহনাই ভাল বোঝে। এই অজ্ঞান হ'তেই যত পার্থক্য আসে বাবা। মূলে সবই এক।

পণ্ডিত—মানুষ মায়ায় পড়ে কেন ?

বাবা—আমিটাকে দেহের সাথে যোগ ক'রে দিয়ে মানুষ চিরকাল বেঁচে থাকতে চায়, এইটাই হ'ল দেহাত্মবোধ, মায়ার ফাঁদ। জীব সৎ হ'তে এসেছে তাই তার সৎ হবার বাসনা স্বভাব সিদ্ধ কিন্তু, এই পাঁচ ভূতের রাজত্বে প'ড়ে অসৎ, অনিত্য দেহটাকে নিয়ে কামনা বাসনায় "আমি"—আমার" ক'রে ম'রছে। "আমি আমার" যখন ভুলে যাবে তখন সত্য প্রতিষ্ঠা হবে।

পণ্ডিত—পর-তত্ত্ব কি ?

বাবা—পর-তত্ত্বই সচ্চিদানন্দ। ঋষিরা তাঁকে সচ্চিদানন্দ নাম দিয়েছেন। সচ্চিদানন্দের আবার তিনটে স্বভাব সিদ্ধ শক্তি আছে, কর্ম্ম-শক্তি, জ্ঞান-শক্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর ইচ্ছা-শক্তি। শাস্ত্র এই তিনটেকে সন্ধিনী, সংবীৎ, হ্লাদিনী নাম দিয়েছেন। সৎ-চিৎ-আনন্দ হ'তে সচ্চিদানন্দ নাম হ'য়েছে।

পণ্ডিত—এই তিনটে একটু ব্যাখ্যা করুন না?

বাবা—আমি মুখ্যু মানুষ বাবা, ব্যাখ্যা ট্যাখ্যা জানি না। তবে তারামা যা বলান আমি তাই বলি। দেখ বাবা, সৎ সন্ধিনী শক্তি কর্ম্মে বা সৃষ্টিতে প্রকাশ। চিৎ হল সংবীৎ শক্তি তার বিকাশ জ্ঞানে আর প্রেম প্রকাশ পায় আনন্দে।

পণ্ডিত—জীবের কর্ম্ম প্রবৃত্তি আসে কেন?

বাবা—এর মূলে লীলাময়ের সন্ধিনী শক্তি র'য়েছে। আহা ভগবান জগতের মঙ্গলের জন্যে আত্ম-মায়া যোগে জীব দেহ ধারণ ক'রে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন।

পণ্ডিত—তিনি যখন চিৎ স্বরূপ তখন জীবের আত্মাও ত চিৎ স্বরূপ?

বাবা—তিনি আত্মাতেও জ্ঞান স্বরূপ, ঐ জ্ঞানেই আমাদের অজ্ঞান নাশ হয়, কিন্তু বাবা, চিৎ স্বরূপের প্রকাশ সব জায়গায় এক নয়। আধার বিশেষে বিভিন্ন রূপ। মানুষের মধ্যে যে চিতের প্রকাশ, জ্ঞান বুদ্ধির বিকাশ, তাও অস্ফুট কারণ ওটা প্রকৃতিগত। প্রকৃতির তিনটে গুণ—সত্ত্বঃ রজঃ ও তমঃ। সত্ত্ব হতে জ্ঞান, রজঃ হতে লোভ, আর তমঃ হতে অজ্ঞান, মোহ ও প্রমাদ জন্মায়। এই তিনটে গুণ পৃথক নেই, এক সঙ্গে মিশে আছে, তাই খুব জ্ঞানী লোকেরও যে জ্ঞান তাও অজ্ঞান মেশানো।

পণ্ডিত—তা হলে কি ওটা বিজ্ঞান ব'লবো?

বাবা—না বাবা, ওটা বিজ্ঞান নয়, ওর দ্বারা পর-তত্ত্বের উপলব্ধি হয় না। সব সাধনার মূল উদ্দেশ্য হ'ল রজঃ আর তমঃ গুণ দমন করে পবিত্র সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ সাধন করা। জীব যতদিন রজঃ আর তমো গুণের অধীন থাকে ততদিন সে অন্ধকারেই থাকে।

পণ্ডিত—চিৎ স্বরূপ তো সর্ব্বত্রই ব্যাপ্ত তবে চিৎ ও অচিৎ, চেতন ও অচেতন, জীব ও জড় এর মধ্যে তফাৎ কেন, সর্ব্বত্রই যদি চিদাত্মার অনুপ্রবেশ হয় তবে একভাগ সচেতন ও আর একভাগ অচেতন হয় কেন?

বাবা—গীতা বলেছেন, তাঁর দ্বারাই বিশ্ব চেতন হয়, জীবে আর জড়ে যা প্রভেদ তা মিথ্যা। বিজ্ঞানের মতে সৃষ্টির আদিতে সমস্ত অব্যক্ত, অব্যাকৃত, অবিশেষ, এক বস্তু সার অবস্থায় ছিল। এই অব্যক্ত, অবিশেষ অবস্থারই ক্রম বিবর্ত্তন এই ব্যক্ত, ব্যাকৃত, সবিশেষ, বহু বস্তুময়; বিশ্বের অভিব্যক্তি, এটা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুনি-ঋষিদের কথা বাবা। পুরাণের কারণার্ণব আর সাংখ্যের প্রকৃতি এ দুই-ই এক। মুনি-ঋষিরা স্থূল জগৎ, সূক্ষ্ম জগৎ এবং কারণ জগতেরও আলোচনা করে জগৎকে আলোক দেখিয়েছেন।

পণ্ডিত—প্রকৃতি আর কারণ জগতে কি প্রভেদ?

বাবা—প্রকৃতি কারণ জগতের মূল উপাদান বাবা। উনি অনাদি, অসীম, নির্ব্বিশেষ তাই ওঁর আর এক নাম অব্যক্ত। সত্ত্বঃ, রজঃ, তমঃ এই তিনটে গুণের সাম্য অবস্থাই হ'ল প্রকৃতি। পুরাণে এই প্রকৃতিকেই আদ্যা-শক্তি, কালী, তারা ইত্যাদি বলা হয়।

পণ্ডিত—তন্ত্র, মন্ত্র, পূজা, অর্চ্চনা এ সব বাহ্যিক ক্রিয়া করা হয় কেন?

বাবা—ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ করবার জন্যে মানসিক ও আধ্যাত্মিক সাধনার প্রয়োজন। বাহ্য পূজা, অর্চ্চনা, ধ্যান, উপাসনা, স্তোত্র, বন্দনা এ সব মানস পূজার অঙ্গ। আদিনাথ মহাদেব মহাকালেরই প্রতিরূপ আর তন্ত্র হ'ল সাধনার প্রথম সোপান।

পণ্ডিত - বেদান্ত আর তন্ত্র পরস্পর বিরোধী কেন?

বাবা—বেদান্ত বলেন জগৎ মিথ্যা, একমাত্র ব্রহ্ম সত্য। তন্ত্র এই দৃশ্যমান জগৎকে উপেক্ষা করেন না। সাধক যতদিন না জীবাত্মা ও পরমাত্মার উপলব্ধি করেন, ততদিন পর্য্যন্ত এই জগৎ তাঁর কাছে সত্য ও সুন্দর মনে হয়। জগতের মধ্য দিয়েই পর-ব্রহ্মকে উপলব্ধি করতে হয় বাবা।

পণ্ডিত—অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদের সমন্বয় কি করে হয়?

বাবা—কিছু নয় বাবা, জ্ঞানীর ব্রহ্ম, যোগীর পরমাত্মা, আর ভক্তের ভগবান, এই তিনই এক। সবই সচ্চিদানন্দময়।

পণ্ডিত—আপনি সিদ্ধ মহাপুরুষ, আপনার উপদেশবাণী শ্রবণ করে আমরা খুবই আনন্দিত হয়েছি। আজ আমাদের ভুল সংশোধন হল।

বাবা—আমি কিছু জানিনা বাবা, তারামাই সব।

বাবার পদধূলি গ্রহণ করে আনন্দ চিত্তে তাঁরা বাড়ী ফিরলেন। বাবা গান গাহিতে গাহিতে শ্মশানের মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করলেন।

"ডাকি মা-মা বলে একবার চাইলি না ভুলে
তারা দাসী পুত্র বলে।
ভিখারীর নারী তাইতে এত জারী
না জানি কি হত ধনীর ধনী হলে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনি ভূমণ্ডলে কত দুঃখ দিলে
দিবানিশি কাঁদি জঠর জ্বালায় জ্বলে।
শুনগো মা তারা চন্দ্রচূড় দারা,
হবে দুঃখের সারা এ জীবন গেলে॥
পতিত পাবনী লোক মুখে শুনি,
আমিও পতিত তুমি উদ্ধারিণী।
শুনগো জননী সব্যাতর রাণী,
নগেন্দ্র নন্দিনী নেমা কোলে তুলে॥"

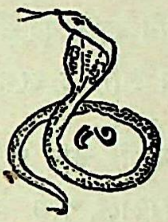

"কাশী যেয়োনা, তারাপীঠে বামা-ক্ষেপার কাছে যাও!" স্বপ্নাদিষ্টা হলেন সত্যময়ী দেবী গভীর রাত্রে সন ১২৮৯ সাল ফাল্গুন মাসের প্রারম্ভে।

আহা, কে তুমি গো ধীরে ধীরে
ঐ দুলিয়ে এলে শুভ্র বসন।
নিশির শেষে মধুর হেসে
কেন প্রকাশিলে আত্ম গোপন?
শুভ্র বর্ণ ঢুলু আঁখি
হেরিয়া ডাকিছে পাখী
যামিনী অভিসারে করে গমন।
শেফালি মালতী যূঁথি
যৌবনে উঠিল ফুটি
সুবাসে মাতালো দক্ষিণে পবন।

জীর্ণ গবাক্ষ দ্বারে প্রভাতের আলো দেখা দিল। সত্যময়ীর ঘুম ভেঙ্গে গেল। কাক ডাকে কা-কা রবে। পিক্ দিয়ে উড়ে যায় কোকিল নব মুকুলিত বৃক্ষ হতে বৃক্ষান্তরে। শ্রেষ্ঠ মাতৃসাধক রামপ্রসাদ সেন মহাশয়ের লীলাক্ষেত্র হালিসহর জেগে উঠলো। শয্যা ত্যাগ করে সসব্যস্তে স্বামীর ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিয়ে বল্লেন সত্যময়ী, "ওগো শোন! আমাদের কাশী যাওয়া হবে না। আমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বপ্ন দেখেছি।" কুলদেবী কন্যা রূপে আবির্ভূতা হয়ে বল্লেন, কাশী যেয়োনা, তারাপীঠে বামা ক্ষেপার কাছে যাও।" চক্ষু মার্জ্জনা করে অর্দ্ধ নিমীলন নেত্রে বল্লেন রাখালচন্দ্র সেন মহাশয়, "কিন্তু"। "কিন্তু করবার কিছু নেই; যা ভাগ্যে আছে, তাই হবে। বাসন পত্র বিক্রয় করে এদেশ ছেড়ে চল।" পত্নীর তীব্র ভাষা শুনে উত্তর দিলেন সেন মহাশয়, "বেশ তাই হবে।"

জ্ঞাতি বিরোধ দরুণ মায়ের পালা হতে বঞ্চিত সেন মহাশয় বাধ্য হলেন সস্ত্রীক জন্মভূমি ত্যাগ করতে সন ১২৯২ সাল ফাল্গুন মাসের মধ্য ভাগে। মাত্র পাঁচ শত টাকা পেয়েছেন তাঁরা বাসন পত্র সব বিক্রয় করে জীবন পথের পাথেয়। এক শুভ দিনে যাত্রা করলেন তাঁরা বীরভূম অভিমুখে। কেন্দুবিল্ব গ্রামে (কেঁদুলি গ্রাম) বৈষ্ণব কবি জয়দেবের শ্রীপাঠ দর্শন করে তাঁরা পদব্রজে এক প্রভাতে তারাপীঠ মহাশ্মশানে উপস্থিত হলেন।

এই মহাশ্মশান আজ মহামারীর স্থান অধিকার করে বিভীষিকার করাল ছায়া প্রদর্শন করছে। কাতারে কাতারে পড়ে আছে কত শব, শিবা-শকুনির ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণের জন্যে। ক্ষীণা দ্বারকার গর্ভে ও বালুচরে রয়েছে শায়িত কত অভাগার অর্দ্ধ দগ্ধ ও ক্ষত বিক্ষত নিষ্প্রাণ দেহ একের পর একে চতুর্দ্দিকে। শোক-সন্তপ্তা ক্ষীণা নদী বইতে পারছে না বেদনা ভরা বক্ষে প্রকৃতির এই নির্ম্মম তাণ্ডব লীলা। শিব প্রতিম শ্রেষ্ঠ মাতৃ-সাধক বামা-ক্ষেপা বাবা নির্ব্বিকার চিত্তে বসে আছেন অসংখ্য নর কঙ্কাল পরিবৃত শ্মশানের মাঝে এক পাল দেশী কুকুর পরিবেষ্টিত হয়ে। চমকে উঠলো নবাগত দম্পতীর সর্ব্বাবয়ব শ্মশান বিভীষিকায়। অতি সঙ্কোচে এগিয়ে এলেন তাঁরা ধীর পদক্ষেপে ভৈরবের পদ-প্রান্তে। উদাসভাবে নিরীক্ষণ করলেন ভৈরব আগন্তুকদের দিকে অর্দ্ধনিমীলন নেত্রে। ভৈরবের চরণ যুগল স্পর্শ করে অশ্রু ফেললেন তাঁরা মনের আবেগে। "সিদ্ধ বংশ, পা ছেড়ে দে, পা ছেড়ে দে,"—বলে ভৈরব কটু ভাষায় গালি দিতে লাগলেন। পদ যুগল ত্যাগ করে হতাশ হয়ে এক পাশে বসে তাঁরা কাঁদতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে ভৈরব একটু শ্মশানের মাটি নিয়ে বল্লেন, "এই নে, তোদের ভাল হবে, চলে যা।" সাশ্রু নয়নে ক্ষীণা কণ্ঠে বল্লেন সত্যময়ী, "বাবা, আমরা এসব নিতে আসিনি; আপনি অন্তর্যামী আমরা যা চাই তাত আপনি জানেন।" সুতীক্ষ্ণ অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দাঁড়িয়ে উঠে ভৈরব বল্লেন, "আমার সঙ্গে আয়।" অসংখ্য নরকঙ্কাল ও শবের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেলেন ভৈরব দ্বারকা নদীর তীরে। ভৈরবের পিছু পিছু তাঁরাও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নদীর তীরে গেলেন। অবাক হয়ে দেখতে লাগলেন তাঁরা মানবের পরিসমাপ্তির এই নির্ম্মম দৃশ্য। "তোরা দাঁড়া বড় পিপাসা লেগেছে, একটু জল খেয়ে নিই"।

"মধুবাতা ঋতায়তে
মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্ণঃ সন্তোষধীঃ॥
মধুনক্তম্ উতোষসো
মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
মধুদ্যৌরস্তনঃ পিতা॥
মধুমান্ নো বনস্পতি
মধুমান্ অস্তু সূর্য্যঃ।
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তুনঃ॥"

(ঋগ্‌বেদ ১ম অষ্টম ও ৬ষ্ঠ আধার ১৮শ বর্গ)

বায়ু সকল মধু বহিতেছে। নদী সকল মধু ক্ষরণ করিতেছে। ঔষধি আমাদের নিকট মধু হউক। রজনী এবং উষা সকল মধু হউক। পৃথিবীর ধূলিকণা মধু হউক। দ্যু-লোক এবং পিতৃগণ আমাদের নিকট মধু হউন। বনস্পতি আমাদের নিকট মধু হউক। সূর্য্য মধু হউন। দিক সকল ও আমাদের নিকট মধু হউক।

দু-হাতে শব সরিয়ে দিয়ে ভৈরব জল পান করে তাঁদের কাছে এলেন। প্রসন্ন হয়ে ভৈরব শ্রেষ্ঠ তারাবিদ্যায় তাঁদের দীক্ষিত করে বল্লেন, "তিন রাত্রের বেশী কোথাও থাকিসনি। দেশে ফিরে যা।" ভক্তি সহকারে শ্রীগুরু বাবাকে প্রণাম করে তাঁরা ফিরে এলেন হুগলী জেলার অন্তর্গত তামলি পাড়া বাবুগঞ্জে।

সন ১২৬৭ সাল, বৈশাখ মাসে হালিসহর কুমারহট্ট গ্রামে সিদ্ধ মহাপুরুষ রামপ্রসাদ সেন মহাশয়ের বংশে রাখালচন্দ্র সেন মহাশয়ের জন্ম হয়। পিতার নাম ৺তিনকড়ি সেন। তিনি কবিরাজী ব্যবসায় জীবিকা অর্জ্জন করতেন। রাখাল চন্দ্র সেন মহাশয়ের মাতার নাম দুর্গাময়ী দেবী। হুগলী জেলার অন্তর্গত বাবুগঞ্জ তামলি পাড়ায় ৺পুরুষোত্তম মল্লিক মহাশয়ের একমাত্র কন্যা সত্যময়ী দেবীর সঙ্গে রাখাল চন্দ্র সেন মহাশয়ের শুভ পরিণয় হয়। সত্যময়ীর বয়স তখন মাত্র সাড়ে চারি বৎসর। এই সাধিকার জন্ম হয় ১৪ই আশ্বিন প্রাতঃ আট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঘটিকায় ১২৭১ সালে। সন ১২৮৩ সালে সত্যময়ীর বার বৎসর বয়সে তাঁর মাতা প্রসন্নময়ী দেবী ইহলোক ত্যাগ করেন।

সন ১২৮৪ সালে মাঘ মাসে রাখাল চন্দ্র সেন মহাশয় সস্ত্রীক পুরীধামে পদব্রজে যাত্রা করেন। কিছুকাল পুরীধামে অবস্থানের পর তাঁরা সাগর তীর্থে উপস্থিত হন। এই তীর্থ সঙ্গমে ভাগীরথী হারিয়ে ফেলেছেন তাঁর সীমাবদ্ধ পবিত্রতা নির্ব্বিকার নিরাকার অসীম সাগর স্পর্শে। সঙ্গম সলিলে স্নান করে তাঁরা ফিরে এলেন হুগলী নিবাসে। শ্রীগুরু বাবাকে দর্শন করবার মানসে সন ১২৯৪ সাল বৈশাখ মাসে তাঁরা দ্বিতীয়বার তারাপীঠে গমন করেন।

"অবিদ্যো বা সবিদ্যো বা
গুরুরেব চ দৈবতম্।
অমার্গস্থোঽপি মার্গস্থো
গুরুরেব সদা গতি॥"

(নিগম কল্পদ্রুম)

গুরু বিদ্বান বা অবিদ্বান হউন, তিনি দেবতা এবং তিনি সৎপথাবলম্বী অথবা অসৎপথাবলম্বী যাহাই হউন না কেন, তিনি ভিন্ন অন্য গতি নাই।

তাঁদের দেখে ভৈরবের খুব আনন্দ হয়েছে। ভৈরব তাঁদের পূর্ণাভিষিক্ত করে দিয়ে পঞ্চমুণ্ডির আসনে নিত্য ত্রয়োদশ সহস্র জপ করতে আদেশ করেন। দুই রাত্র গুরু সঙ্গ লাভ করার পর তাঁরা হুগলীতে ফিরে এলেন। শ্রাবণ মাসে নন্দাহাড়িকে সঙ্গে নিয়ে ভৈরব তাঁদের হুগলী বাড়ীতে উপস্থিত হন এবং স্বহস্তে পঞ্চমুণ্ডির আসন স্থাপন করে তৃতীয় দিবসে তারাপীঠ যাত্রা করেন।

"ইদানী শৃণু দেবেশি মুণ্ড সাধন মুত্তমং।
যৎকৃত্বা সাধকো যাতি মহাদেব্যাং পরং পদং॥
নর-মহিষ-মার্জ্জার-মুণ্ডত্রয়ং বরাননে।
অথবা পরমেশানি নৃ-মুণ্ড ত্রয়মাদরাৎ॥
শিবা-সর্প-সারমেয় বৃষভানাং মহেশ্বরিঃ।
নরমুণ্ডং তথা মধ্যে পঞ্চমুণ্ডানি হীরিতঃ॥
অথবা পরমেশানি নরানাং পঞ্চমুণ্ডকান্।
তথা শতং সহস্রং বা যুতং লক্ষং তথৈব চ॥
নিযুতঞ্চাথবা কোটিং নৃমুণ্ডান্ পরমেশ্বরি।
নরমুণ্ডং স্থাপয়িত্বা প্রোথয়িত্বা ধরাতলে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিতস্তি প্রমিতাং বেদীং তস্তোপরি প্রকল্পয়েৎ।
আয়াম প্রস্থতো দেবী চতুর্হস্তৌ সমাচরেৎ॥"

(যোগিনী তন্ত্রম্—পঞ্চমঃ পটলঃ)

ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্ এই পঞ্চভূতের পঞ্চমুণ্ড হ'ল পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়, চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা ও ত্বক্। এই পঞ্চমুণ্ডই হ'ল আত্মার আসন। এই অবিনশ্বর আত্মায় মনঃ স্থাপন করাই হ'ল পঞ্চমুণ্ডির আসনে উপবেশন।

সন ১২৯২ সাল, চৈত্র মাসে বামদেব হুগলী ৺গঙ্গারাম মল্লিক মহাশয়ের শ্মশানঘাটে উপস্থিত হন, সেন মহাশয় বামদেবকে তাঁদের আবাসে নিয়ে আসেন। দু-দিন অবস্থানের পর বামদেব হুগলী ত্যাগ করেন। বামদেবের আদেশ মত তাঁরা সাধন ভজনে মনোনিবেশ করলেন। প্রায় অধিকাংশ সময় তাঁদের কেটে যায় তারামায়ের ধ্যান ও ধারণায়। কোন এক গভীর রাতে সত্যময়ী যখন বাড়ীর আঙ্গিনায় নিদ্রিতা রয়েছেন, সহসা তাঁর নিদ্রা ভেঙ্গে গেল, তিনি জাগরিত হয়ে দেখলেন ঘর দোর সব উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হয়েছে। মশাল জ্বেলে ডাকাত আসছে ভেবে তিনি তাড়াতাড়ি ঘরে প্রবেশ করে স্বামীকে জাগিয়ে দিয়ে বল্লেন, "শিগ্‌গীর ওঠো, ডাকাত পড়েছে, তাই মশালের আলো জ্বলছে।" সেন মহাশয় শয্যা ত্যাগ করে চারিদিক দেখে বল্লেন, "কৈ কোথাও তো কিছু নেই, তুমি স্বপ্ন দেখে ভয় পেয়েছো, শুয়ে পড় ভয় নেই।" সত্যময়ী শয্যায় গেলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি পুনরায় আলো দর্শন করে আশ্চর্য্যান্বিতা হলেন। আঙ্গিনার দক্ষিণ দিকে একখানি ক্ষুদ্র ঘর আছে. সেই দিকে তাঁর লক্ষ্য গেল। ঘরখানি অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিতে সমাচ্ছন্ন। অবাক হয়ে তিনি দেখলেন ঘরের মধ্যে জ্যোতির খেলা। সহসা ভূমিতল বিদীর্ণ করে উত্থিত হল এক প্রকাণ্ড লৌহ ত্রিশূল, সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল এক ক্ষুদ্র অস্পষ্ট শিলাময়ী দেবীমূর্ত্তি। সত্যময়ী ঘরের মধ্যে দ্রুত অগ্রসর হয়ে শিলাময়ী মূর্ত্তিকে জড়িয়ে ধরে আনন্দে রোদন করতে লাগলেন। দৈব-বাণী হ'ল, "আমি কুলদেবী, তুই আমার পূজা করিস না কেন?" গদ-গদ কণ্ঠে উত্তর দিলেন সত্যময়ী, "মা, যখন আমাদের পালা ছিল, তখন তোমার সেবা করতাম, কিন্তু মা তুমি নিজেই তো আমার সেবা ত্যাগ করলে, তাই আমাদের বঞ্চিত করে শ্বশুরের ভিটা ত্যাগ করালে। সত্যই যদি তোমার কৃপা হয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই আমরা সেবা করবো।" "আমার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করে পূজা কর্, আমি তোর কাছেই থাকবো। আর আমার এই শিলাময়ী মূর্ত্তি সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিবি।" প্রভাতের আলো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখা দিল, জ্যোতির খেলা মিলিয়ে গেল অজ্ঞাতসারে। পতিকে জাগিয়ে দিয়ে পত্নী বল্লেন সব ঘটনা মুক্ত কণ্ঠে। চোখে মুখে জল দিয়ে ত্রিশূল ও শিলাময়ী মূর্ত্তি দর্শন করে আনন্দে অশ্রু ফেলতে ফেলতে বললেন পতি পত্নীকে, "তুমি ভাগ্যবতী, ধন্য তোমার সাধনা, ধন্য তোমার গুরুভক্তি।" অতি সন্তর্পণে ভক্তি সহকারে শিলাময়ী মূর্ত্তিকে নূতন কাপড়ে আবৃত করে, লোক চক্ষুর অগোচরে নৌকাযোগে তারামায়ের মূর্ত্তি গঙ্গার গর্ভে বিসর্জ্জন দিলেন। ত্রিশূলটি এখন বিদ্যমান রয়েছে প্রতিষ্ঠিতা দক্ষিণা কালিকার পাশে। আর এক অদ্ভুত দৈব ঘটনা ঘটলো এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে। হুগলী জেলার অন্তর্গত ধরমপুর গ্রামের মন্মথ মিস্ত্রী স্বপ্নে দেখলে, মা আবির্ভাব হয়ে বলছেন, "বাবুগঞ্জ তামলিপাড়া নিবাসিনী সত্যময়ীর কাছে আমার প্রতিমূর্ত্তি গড়ে দিয়ে আস্‌বি। নয় টাকা মূল্য নিবি। সত্যময়ীর ঘরে যে কোণকাটা বড় জানালা আছে সেই কাঠে শিবের পাটাতন করবি; যেন অন্যথা না হয়।" পরদিন প্রভাতে মন্মথ সত্যময়ীর কাছে উপস্থিত হয়ে স্বপ্ন বৃত্তান্ত প্রকাশ করে মায়ের দক্ষিণা কালিকা মূর্ত্তি গঠনে নিযুক্ত হ'ল।

সন ১২৯৯ সাল, কার্ত্তিক মাসে মায়ের দক্ষিণা কালিকা মূর্ত্তি সত্যময়ীর পিতৃগৃহ বাবুগঞ্জে বীরাচারে প্রতিষ্ঠিত হল। নিঃসন্তান এই পরিবার, মাত্র দুটি প্রাণ পতি ও পত্নী। পুত্র-কন্যা রূপে আছে কতকগুলি দেশী কুকুর ও কুকুরী এবং কতকগুলি বিড়াল ও পায়রা। বামদেবের আদেশানুযায়ী কুকুরকে ভক্ষণ না করিয়ে তাঁরা নিজেরা ভক্ষণ করতেন না। সামান্য একটু কয়লার কারবার আছে সেন মহাশয়ের গঙ্গার পরপার নৈহাটী ষ্টেশনের কাছে। সামান্য আয় হলেও সাধারণ ভাবে বেশ চলে যায় তাঁদের দিন আনন্দে। দৈবের কি লিখন, সন ১৩১১ সাল, আশ্বিন মাস ত্রয়োদশীর দিন মধ্যাহ্ন সময়ে সেন মহাশয় কর্ম্মক্ষেত্র হতে বাড়ী ফিরে এসে সত্যময়ীকে বল্লেন, "আজ শরীর খারাপ, ভাত খাব না; একটু দুধ মিষ্টি দাও তাই খাব"। স্বামীকে দুধ মিষ্টি দিয়ে সত্যময়ী স্থানীয় খ্যাতনামা ডাক্তার প্রসাদ দাস মল্লিক মহাশয়কে ডেকে আনতে যান। শুধু দুধ পান করে সেন মহাশয় শয্যা নিলেন। কিছুক্ষণ পরেই ডাক্তার বাবু এসে রোগীকে পরীক্ষা করে বল্লেন, "রোগীর অবস্থা খুবই খারাপ।" এক খণ্ড গাঢ় কৃষ্ণ মেঘ আবৃত করলো সত্যময়ীর মন ও প্রাণ। ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ও অশ্রুজলে ভরে উঠলো সাধন কুটীর নিমেষে। মুহ্যমান শ্রান্ত দিনমণি ঢলে পড়লেন অবসাদে সন্ধ্যার কবলে। ডেকে উঠলো শিবাকুল পতিত পাবনীর কূলে করুণ স্বরে। আঁধারে ছেয়ে গেল চারিদিক কিছু পরে। সত্যময়ীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হু'খানি হস্ত ধারণ করে ক্ষীণস্বরে বল্লেন সেন মহাশয়, তোমার কোন ভাবনা নেই, আমাদের যা গুরু তিনি সব সময়ই কাছে আছেন। উচ্চারণ করলেন সেন মহাশয় তারা-তারা। হতাশ ভরে চেয়ে দেখছিলেন পত্নী পতির মুখ পানে। হঠাৎ তিনি চমকে উঠলেন। কি হ'ল, কি হ'ল যা সব শেষ হয়ে গেল। বিষাদ বাণী সলিলে পরিণত হয়ে ঝরে পড়লো গণ্ড বেয়ে।

গান

সাধনের ফল যদি হয় তুঃখময়।
সাধ্য-সাধনে রবে মা তবে চির ভয়॥
ত্রিতাপ নাশিনী তুমি এ শাস্ত্রের বাণী।
তবে কেন পতিহারা করিলে তারিণী?
পতি হন শ্রেষ্ঠ গুরু ইহ পরকালে।
দিলে তাই পতি বুকে বাম-পদ তুলে॥
যাবে মুছে তব নাম সতী শুভঙ্করী।
পতিহন্তা পাবে নাম ওগো মহেশ্বরী॥
বুঝি না মা তুমি কেমন তব করুণা॥
সর্ব্বনাশ কর তারে যে করে ভজনা॥
ত্রিতাপ নাশিনী সবে দেয় পরিচয়।
তুখ-প্রদায়িনী তুমি নাহিক সংশয়॥

শব নিয়ে আসা হ'ল গঙ্গাতীরে গঙ্গারাম মল্লিক মহাশয়ের শ্মশান ঘাটে। পতিহীনা শোকাতুরা নারী পতির মুখে অগ্নি দান করে পতির শেষ ক্রিয়া সমাপন ক'রলেন। ভোগের প্রতি বীতরাগ হয়ে, ফেলে দিলেন সত্যময়ী হাতের নোয়া ও সোনার বালা গঙ্গার জলে। হে মানব! তোমার এই শেষ পরিণাম! আমি-আমার মিশে যাবে পঞ্চভূতে কাল করাল গ্রাসে। পরদিন সন্ধ্যায় যখন বাবুগঞ্জ পল্লী নিঝুম রূপ ধারণ করলো তখন সত্যময়ীর মনে হল ঘর দোর তাঁকে যেন গিলতে আসছে। অস্পষ্ট আঁধারের ছায়ায় তাঁর মনে হল, "ঐ তো আমার স্বামী, হাত নেড়ে ঈশারায় ডাকছেন, এস আমার কাছে এস। স্বামী-স্বামী।" মিলিয়ে গেল ছায়া গভীর আঁধারে। অতীত স্মৃতি জেগে উঠলো মনে। বিচ্ছেদের এই মর্ম্মান্তিক প্রদাহ সহ্য করতে না পেরে ধাবিতা হলেন সত্যময়ী শ্মশানে। এই শ্মশান, সব উদ্বেগ, সব ব্যথা, আশা-ভরসা-মান-অভিমান, হিংসা-দ্বেষ সব পুড়িয়ে খাক্ করে দিয়ে নিঝুমের মাঝে আজ গম্ভীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রশান্ত মূর্ত্তি ধারণ করেছে। এই, চুলি, সেই চুলি,—যে পতির মুখে নিজে না খেয়ে কত ভাল দ্রব্য তুলে দিয়েছি, সেই মুখে দানবিনীর ন্যায় অগ্নি ধরে দিয়েছি। ওগো তুমি আমায় ক্ষমা কর, আমি সহধর্ম্মিনী নই, আমি মায়াবিনী রাক্ষসী। স্বামী-স্বামী বলে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করতে করতে পাগলিনীর ন্যায় সত্যময়ী গৃহাভিমুখে ছুটলেন।

তৃতীয় দিবস, সন্ধ্যা আগত প্রায় খ্যাতনামা ডাক্তার প্রসাদ দাস মল্লিক মহাশয় শ্মশান সংলগ্ন গঙ্গার ঘাটে বায়ু সেবনের জন্যে পায়চারী করছেন, এমন সময় শ্মশান হতে এগিয়ে এলেন এক বিরাট পুরুষ দিগম্বর অবস্থায়। বল্লেন তিনি গম্ভীর স্বরে, "ওগো, একবার সত্যময়ীকে ডেকে দাও ত?" এই বিরাট পুরুষ যে সত্যময়ীর শ্রীগুরু বাবা বামদেব তা তিনি পূর্ব্ব হতেই জ্ঞাত ছিলেন। শ্রদ্ধাভরে বামদেবকে প্রণাম করে তিনি সত্যময়ীকে ডাকতে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে সত্যময়ী উপস্থিত হয়ে শ্রীগুরুবাবার চরণ স্পর্শ করে কাঁদতে লাগলেন। আশ্বাস দিয়ে বল্লেন বামদেব, "মা দুঃখ করো না, কোন ভয় নাই, আমি তোমার সঙ্গে সর্ব্বদা আছি। এইবার মায়ের কাছে আত্ম সমর্পন কর মা, তাহলেই প্রকৃত শান্তি পাবে।" গঙ্গার জলে হাত ডুবিয়ে সত্যময়ীর নিক্ষিপ্ত নোয়া ও সোনার বালা বামদেব তুলে নিয়ে সত্যময়ীর হস্তে দিয়ে বল্লেন, "মা ধারণ কর, তোমার স্বামী জগৎ স্বামী"। "কিন্তু বাবা, আমি যে বিধবা, লোকাচারে নিন্দিতা হবো, 'বল্লেন সত্যময়ী ধীর কণ্ঠে। "তা" হোক" বলে বামদেব তাঁর বাহুতে নোয়া ও সোনার বালা ধারণ করিয়ে দিয়ে অদৃশ্য হলেন। মায়ের কাছে আত্ম সমর্পণ করে এই বৃদ্ধা দিন অতিবাহিত করতেন নিষ্ঠার সঙ্গে। মাত্র একবার তিনি আহার করতেন দিনে মায়ের প্রসাদ কতকগুলি বিড়াল ও কুকুরের সঙ্গে।

পুত্র রেবতী মোহনকে সঙ্গে নিয়ে একদিন উপস্থিত হলেন চুঁচুড়া জজ কোর্টের উকিল শ্রীতারিণী চরণ ঘোষ ১৯৫৫ খৃঃ সত্যময়ীর কালী বাটীতে প্রাতঃকালে। "মা, কাল আমার ছেলের আই, এস, সি, পরীক্ষা আরম্ভ হবে; আশীর্ব্বাদ করুন যাতে ভালভাবে পাশ করে",—বল্লেন তারিণীবাবু মাকে। শ্যামা মায়ের পদ প্রান্ত হতে একটি জবা পুষ্প নিয়ে রেবতী মোহনের হস্তে দিয়ে বল্লেন মা, "ডান পকেটে রেখে দিবি তাহলেই প্রথম বিভাগে পাশ করবি।" মাকে ভক্তিভরে প্রণাম ক'রে পিতা ও পুত্র বাড়ী ফিরলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হুগলী মহসিন কলেজ হতে পরীক্ষা দিচ্ছে রেবতী মোহন সানন্দে। কেমেষ্ট্রি পরীক্ষার দিন ঘটে গেল এক অঘটন। পরীক্ষা স্থল হ'তে নিরাশ হ'য়ে ফিরে এল রেবতী মোহন বাড়ীতে মুহ্যমান অবস্থায়। পাশ করবার কোন আশা নেই এবং ভবিষ্যৎ জীবন অন্ধকারাচ্ছন্ন ভেবে পিতা পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হলেন সত্যময়ীর কালী বাড়ীতে। কক্ষের দ্বার রুদ্ধ মহামায়া মায়ের কাছে পঞ্চমুণ্ডি আসনে বৃদ্ধা সত্যময়ী সাধনায় উপবিষ্টা। মনের আবেগে দ্বারে করাঘাত করে গদ গদ কণ্ঠে বল্লেন তারিণীবাবু, "মা, একবার দরজা খুলুন।"—"কেন" ? ব'লে জিজ্ঞাসা করলেন বৃদ্ধা রুদ্ধ কক্ষাভ্যন্তর হ'তে। ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর দিলেন তারিণী বাবু, "ছেলে পাশ করতে পারবে না, পরীক্ষা খুব খারাপ হয়েছে।" তাঁর কথা শুনে কক্ষাভ্যন্তর হ'তে চিৎকার ক'রে বল্লেন বৃদ্ধা, "আমি তাকে মায়ের ফুল দিয়েছি, খারাপ হতে পারে না, নিশ্চয়ই সে প্রথম বিভাগে পাশ ক'রবে। আর আমায় জ্বালাতন ক'রো না বাড়ী যাও।" বৃদ্ধার বাণী শুনে তারিণীবাবু সন্দিগ্ধ চিত্তে বাড়ী ফিরে এলেন। বৃদ্ধার অদ্ভুত আত্ম বিশ্বাস ও নির্ভরতা। কিছুদিন পরে যখন পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ পেল তখন দেখা গেল রেবতী মোহন বৃদ্ধার বাণী অনুযায়ী প্রথম বিভাগে পাশ ক'রেছে।

১৯৫৯ সাল ভাদ্রমাসে এক প্রাতে তারিণীবাবু মূর্চ্ছারোগগ্রস্থ ভ্রাতুষ্পুত্র পঙ্কজ ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে সত্যময়ীর কাছে উপস্থিত হলেন। রোগীকে দেখে সত্যময়ী বল্লেন, "ভয় নেই বাবা, মায়ের কৃপায় রোগ নিরাময় হবে।" রোগীকে কি সেবন করিয়ে বৃদ্ধা বল্লেন, "বাড়ী যা।" সেই দিন হ'তে পঙ্কজ ঘোষ ভালই আছে আর মূর্চ্ছা রোগে আক্রান্ত হয়নি।

সন ১৩৬৬ সাল ২৬শে পৌষ বেলা ১১টার সময় সাধিকা সত্যময়ী দেবী পবিত্র তারা নাম উচ্চারণ ক'রে ইহলোক ত্যাগ করেন। বেলা ৪টার সময় দাহ কার্য্য শেষ হয়। মাকে শেষ দর্শন আকাঙ্ক্ষায় শ্মশানে বহু ভক্তের সমাগম হয়। সাধিকা সত্যময়ী হুগলীতে দাসী-পিসি নামে পরিচিতা। মনে হয় তিনি দেব-দাসী বলে দাসী-পিসি আহ্বানে সন্তুষ্ট হতেন।

হুগলী জোড়া-ঘাট শিব-মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত শিব কালী সরকার মহাশয় এবং চুঁচুড়া জজকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত তারিণী চরণ ঘোষ মহাশয় এই তথ্য সংগ্রহ করার জন্যে সাধিকা সত্যময়ী দেবীর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন ব'লে তাঁদের নিকট আমি কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ।

৭

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No............
Shri Shri ... ...mayee Ashram
BANARAS

৫৪

সন ১৩১১ সাল ভাদ্রমাস, অমানিশার গাঢ় অন্ধকারে মহাশ্মশানের একপাশে অবস্থিত একমাত্র পর্ণ কুটীরটি তমসাচ্ছন্ন। জমাট-বাঁধা অন্ধকারে কোন কুটীর আছে বলেই মনে হয় না। ক্ষুদ্র গবাক্ষ উন্মুক্ত, কিন্তু অভ্যন্তরে কোন দীপশিখা না থাকায় ঘরটি অন্ধকার বলেই মনে হয়। রাত্র প্রায় দ্বি-প্রহর ক্ষুদ্র পল্লী ঘুমে অচেতন, একমাত্র নিশাচর জন্তু ছাড়া কারও সাড়া শব্দ নেই।

মহাসাধক ক্ষেপাবাবা যোগনিদ্রায় নিদ্রিত সেই কুটীরে। তাঁর পাশে গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত রয়েছেন এক প্রিয় শিষ্য, নাম ঋষিকেশ চট্টোপাধ্যায়।

"ঋষি বাবা দেবতা বাবা, একটু জল খাবো", ডেকে বল্লেন বাবা শিষ্যকে। বাবার ডাক শুনে ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লেন শিষ্য জল আনবার জন্যে। কমণ্ডলু হাতে নিয়ে চল্লেন তিনি কুটীরের সামনে জীবিত কুণ্ডে। বাধা দিয়ে বল্লেন বাবা, "বাবা, ওখানকার জল খাবো না ঋষি বাবা, দেবতা বাবা, আমার শ্রীগুরু বাবা নদীতে যে ঘাটে স্নান করতেন, সেই ঘাটের জল খাবো।"

একেই ভয়াবহ শ্মশান, তার উপর অমানিশা—যে ঘাটে শ্রীগুরুবাবা স্নান করতেন, সেই ঘাটে শ্মশানের মর্ম্মস্থল ভেদ করে যেতে হয়। শ্রীগুরুর আদেশ প্রতিপালনের জন্যে শিষ্যকে এই ভয়াবহ শ্মশানের মধ্য দিয়ে সেই ঘাটে যেতে হবে। শ্রীগুরুর নাম স্মরণ করে শিষ্য হ্যারিকেন আলোটি জ্বালালেন পথ চিনে যাবার জন্যে।

"ঋষি বাবা, দেবতা বাবা" আলো জ্বালালেন কেন বাবা? আলো না নিয়েই যান।"

বাবার কথায় তিনি একটু ভীত হলেন কিন্তু, কোন উপায় নেই। গুরুর আদেশ তাঁকে মানতেই হবে, তাই কমণ্ডলু নিয়ে জয় গুরু বলে শ্মশানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। বিক্ষিপ্ত নর-কঙ্কাল পায়ে লেগে খট্ খট্ শব্দ করে ছিটকে পড়ছে, ছোট ছোট কুঞ্জ পথ-রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে, কারা যেন ফিস্ ফিস্ ক'রে কথা বলছে। শ্রীগুরুর নাম স্মরণ ক'রে তিনি কুলুকুলু নাদিনী দ্বারকার তীরে যে ঘাটে শ্রীগুরু বাবা (বাবার গুরুদেব ব্রজবাসী কৈলাসপতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাবা) স্নান ক'রতেন সেইখানে পৌঁছলেন। নদীর পরপারে উন্মুক্ত ময়দান, ঝোপ ঝাড় তত নেই, কদাচিৎ দুই একটি বুনো জাম বা অশ্বত্থ গাছ দেখা যায়।

ঘাটে পৌঁছে নদী হ'তে যেই জল নিতে গেলেন সহসা তিনি দেখলেন শূন্য হতে ধরা অবধি চারিদিক দিব্য জ্যোতিতে ভ'রে উঠলো। অমানিশায় অত্যুজ্জ্বল চন্দ্রিমার কিরণে অসীম আকাশ, নদী সৈকত, দিগন্তহীন ময়দান ঝল্‌-মল্‌ করছে। শিষ্য দেখছেন অবাক হয়ে, দেখছেন যতদূর তাঁর দৃষ্টি যায়, তাঁর হাত হ'তে কমণ্ডলু খসে প'ড়লো স্নিগ্ধ জ্যোতির পরশে মন-প্রাণ মেতে উঠলো দিব্য আনন্দে। ভয়-ভাবনা, মায়া-মমতা সব বিসর্জ্জন দিয়ে পলকহীন নেত্রে বিস্ময়ে নির্ব্বাক হ'য়ে তিনি দেখলেন শান্ত সৌম্য জটা-জুটধারী এক মহাযোগী মহাশূন্যে পদ্মাসনে সমাসীন, অর্দ্ধ নিমীলিত আয়ত নেত্র ভাবে ঢুলু-ঢুলু, তাঁর করে ত্রিশূল ও অভয়, বিষধর অহি মস্তক চূড়ায় ফণা বিস্তার করে রয়েছে, কটীতে ব্যাঘ্র-চর্ম্ম ঝল্‌মল্‌ করছে। শ্বেত পদ্মের শুভ্রতা এ রূপের কাছে হেয়, চন্দ্রিমার শুভ্র কিরণও ম্লান।

ভাবের আবেগে চিৎকার করে উঠলেন ভাগ্যবান শিষ্য "জয়গুরু, জয়গুরু"। রূপান্তরিত হ'ল দৈব-মূর্ত্তি নিজ গুরু-মূর্ত্তিতে, শিষ্য ধন্য হ'লেন— দিব্য আনন্দে, যুক্ত করে বন্দনা ক'রলেন তিনি শ্রীগুরুর চরণ—

"আনন্দমান্দ করং প্রসন্নং জ্ঞান স্বরূপং
নিজ বোধ যুক্তং, যোগীন্দ্র মীড়ং ভবরোগ বৈদ্যং
শ্রীমদ্‌ গুরুং নিত্যমহং ভজামি"।

মনের সকল সংশয় মিটে গেল, নিজ গুরুতে আর দেবাদিদেব মহেশ্বরে। কোন ভেদ বুদ্ধি তাঁর আর রইল না।

উষার আলোক দেখা দিল গাছের ফাঁকে ফাঁকে, পাখী ডেকে উঠলো; জ্যোতিঃ মিলিয়ে গেল নীলিমায় কিন্তু তবুও তিনি নিবিষ্ট মনে চেয়ে রইলেন মহা শূন্যে। প্রভাতের আলোকে মন ও দৃষ্টি ফিরে এল বুদ্ধি গহ্বরে। তাইত—বাবার জল নিয়ে যাওয়া হ'লনা ত; এই কথা স্মরণ হওয়ায় তিনি তাড়াতাড়ি কমণ্ডলুতে জল নিয়ে এলেন বাবার কাছে। বাবা তখন শিমুল তলায় বসে আছেন। তিনি শিষ্যকে জল আনতে দেখে আদর ক'রে বল্লেন, "ঋষি বাবা, দেবতা বাবা, এতক্ষণ বাদে জল নিয়ে এলেন বাবা, আমার তেষ্টা অনেক দিন আগেই মিটেছে, আপনার তেষ্টা মিটেছে ত?"

এই কথায় প্রিয় শিষ্য তাঁর চরণ যুগল স্পর্শ ক'রে অশ্রুবর্ষণ করতে লাগলেন। বাবা তাঁকে বুকে টেনে নিয়ে ব'ল্লেন, "যান বাবা। ভোর হ'য়ে গেছে,

৩০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইবার তারামার চরণে পুষ্প দিন"। শিষ্য কমণ্ডলু ঘরে রেখে নিত্যপূজায় রত হলেন। এই ভাগ্যবান শিষ্য খুবই ধনী ছিলেন। পিতার নাম ৺বিজয় গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়, নিবাস বর্ধমান জেলার অন্তর্গত রাণীগঞ্জের নিকট ইকড়া গ্রামে। তিনি প্রথম জীবনে কয়লার খনিতে চাকুরী করতেন এবং ভাগ্য সুপ্রসন্ন হওয়ায় শেষ বয়সে জ্যোৎজানকী, শ্রীপুর প্রভৃতি কয়লার খনির মালিক হন এবং বাঁকুড়া জেলায় জমিদারী করেন। তিনি গ্রামে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন ও ধর্ম্মকার্য্যে বহু অর্থ ব্যয় করেন। সন ১৩১৩ সালে জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে তাঁর গৃহে বামদেব পদার্পণ করেন। সেই সময় ঋষিবাবুর পত্নী বামদেবের নিকট দীক্ষিত হন। বিজয় গোবিন্দ বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র অকালে ইহলোক ত্যাগ করে, দ্বিতীয় প্রাণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, তৃতীয় করালী চট্টোপাধ্যায় এবং চতুর্থ ঋষিকেশ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বামদেবের অন্যতম প্রিয় শিষ্য। ঋষিবাবুর পুত্রের নাম নারায়ণ দাস চট্টোপাধ্যায়। বাবার সমাধির যাবতীয় খরচ এই প্রিয় শিষ্যই বহন করেন। বাবা কত ভাবে, কতরূপে শিষ্য ও ভক্তদের কাছে প্রকট হয়েছিলেন তা বর্ণনাতীত। তিনি ইন্দ্রদেবের মত ইচ্ছানুসারে রূপ বদলাতে পারতেন।

"রূপং রূপং প্রতিরূপো বভুব তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়।
ইন্দ্রোময়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে যুক্তা হস্য হরয়ঃ শতাদশ ॥"

(ঋগ্বেদ ষষ্ঠ মণ্ডল ৪৭ সূক্ত, ১৮ ঋক্)

সমস্ত দেবগণের প্রতিনিধি এই ইন্দ্রদেব বিবিধ মূর্ত্তি ধারণ করেন এবং সেই রূপ পরিগ্রহ ক'রে তিনি পৃথক ভাবে প্রকাশিত হন। তিনি মায়ার দ্বারা বিবিধ রূপ ধারণ করে যযমানগণের নিকট উপস্থিত হন। কারণ তাঁর রথে সহস্র-অশ্ব যোজিত আছে। যারা সংসারী, তারা বাবাকে নির্লিপ্ত সাধু বলে মনে করেন। মহাত্মাগণের কাছে তিনি ছিলেন সিদ্ধপুরুষ। মুমুক্ষুর কাছে পরম জ্ঞানী, মহাত্মা এবং অখণ্ড ব্রহ্মচারী রূপে তিনি প্রতিভাত হ'তেন ব্রহ্মচারীগণের কাছে। তাঁর তপশ্চর্য্যার প্রত্যক্ষ রূপ দেখে জ্ঞানীগণ হ'তেন মুগ্ধ, যোগীগণ হ'তেন বিমোহিত। তাঁর যোগ-কলার দিব্য প্রস্ফুটন দেখে বৈরাগী পেতেন পথের সন্ধান। তাঁর ছিল ধ্রুব নিষ্ঠা, অখণ্ড বৈরাগ্য ও অপরিসীম নিস্পৃহা। অটুট ব্রহ্মচর্য্যের অপূর্ব্ব তেজ ও ব্যক্তিত্বের অপরিসীম মাধুর্য্যে প্রতিটি দর্শনার্থীর প্রাণ পুষ্পের মত আনন্দে বিকশিত হ'তো। তিনি ছিলেন ভক্তের ভগবান।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

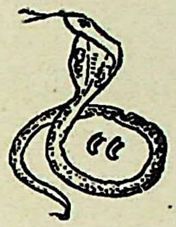

দৈব বিড়ম্বনায় শোকে তাপে মানুষ যখন জর্জ্জরিত হয় তখন সে খোঁজে সাধু-সন্ত, সন্ন্যাসী একটু শান্তি পাবার আশায়। যাঁরা সর্ব্বত্যাগী, নিঃস্বার্থ-পরায়ণ, ভগবৎ প্রেমে প্রেমোন্মত্ত তাঁরাই সক্ষম হন শোক-সন্তপ্তময় নিরস মরুতে শান্তি বারি সিঞ্চন ক'রতে দৈবী শক্তির প্রভাবে। তারাপীঠ হ'তে পূর্ব্বদিকে প্রায় দুই মাইল দূরে সাহাপুর গ্রামে ধর্ম্মপ্রাণ উত্তম ভাণ্ডারী (নরসুন্দর), পত্নী (কর্পূরী দাসী) ও কয়েকটি সন্তান সহ সুখে দিনাতিপাত ক'রতো। দৈব দুর্ব্বিপাকে কালের কুটিল চক্রে তাদের সমস্ত সন্তান বিনিষ্ট হয়। শোকাতুরা জননী পাগলিনীর ন্যায় ছুটে এলো একটু শান্তি পাবার আশায় চিরশান্তিময় মহাশ্মশানে ভৈরবের পাদমূলে। শোকোচ্ছ্বাসে জানালো পাগলিনী জননী নিয়তির অপরিহার্য্য নিষ্ঠুরতা অশ্রুনীরে। মায়াতীত ভৈরবকে আকৃষ্ট ক'রতে পারলো না আর্ত্তের ক্রন্দন, ঘন-ঘন দীর্ঘশ্বাস বা মর্ম্মব্যথা। শোকাতুরা জননীর কাতরোক্তিতে বিরক্ত হ'য়ে বল্লেন ভৈরব, "আমি কি ক'রবো, তারামাকে ডাক। আর এখানে ঝামেলা করোনা, বিদেয় হও।" মুহ্যমান হ'য়ে ফিরে এল জননী কুটিরে। কেটে গেল দিন চোখের জল আর হতাশায়; এল কাল-রাত্রি অতীত স্মৃতি জড়িত হয়ে। ডাকে শিশু ট্যাঁ ট্যাঁ, মা, মা আশে পাশে। ধড়মড়িয়ে উঠে জননী স্নেহ-বাৎসল্যে মণ্ডিত হ'য়ে। বলে আপন মনে বুকে আয় বাবা, বুকের ধন বুকে আয়, বুক জুড়িয়ে দে, এতদিন কোথা ছিলি বাবা ? না-না কেউ তো নেই, আমার বাবা কোথায় গেল, কোথা গেলে তাদের ফিরে পাব, হায়-হায়। আসে অভিমান, ভ্রান্ত ধারণা, দৈবে অবিশ্বাস, জীবনে সন্দেহ, ভাঙ্গে গড়ে আপন মনে তাসের ঘর দীর্ঘশ্বাসে; ধুয়ে মুছে নিয়ে যায় অশ্রুজলে দূরে দৃষ্টির বাহিরে। কাল-রাত্রির বিদায়ে দেখা দিল উষার আলো, ডাকে পাখি গাছে গাছে করুণ সুরে বিরহ যাতনায় বলে—নেই-নেই; তারা নেই। হায়, হায় কোথায় গেল, এইতো ছিল, যাই ছুটে যাই, কোথা গেলে পাই আমার বুকের ধন। সর্ব্বত্যাগী—সমজ্ঞানী ভৈরব সেবা করছেন মুড়ি এক প্যাল দেশী কুকুরের সঙ্গে, এমন সময় উপস্থিত হ'ল পাগলিনী জননী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভৈরবের পদ প্রান্তে ; চিৎকার ক'রে কেঁদে বল্‌লে পাগলিনী. "বাবা। রক্ষে কর।" সৌম্য দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে বল্লেন ভৈরব, "মা, প্রসাদ খা"। ঘৃণিত পশু, কুকুরের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ ভক্ষণ করলো পাগলিনী, শ্রদ্ধাভরে। শান্ত, গম্ভীর ভৈরব আনন্দ সহকারে বল্লেন, "তারামার কৃপায় তোর একটি পুত্র সন্তান হবে কিন্তু মা কুকুরের উচ্ছিষ্ট যেন কখন ঘৃণা করিসনি, তাহলেই শান্তি পাবি। ভৈরবের আশীর্ব্বাদে এক বৎসর মধ্যে কর্পূরী দাসী এক পুত্র সন্তান লাভ করে। পুত্রটির নাম শ্রীঅনাদি ভূষণ ভাণ্ডারী (নরসুন্দর)। এই পরিবার আজও ভৈরবের আদেশ শিরোধার্য্য ক'রে কুকুরের উচ্ছিষ্ট কোন দ্রব্য অবহেলা করে না এবং কুকুরের স্পর্শ কোন দ্রব্য বা হাঁড়ি ইত্যাদি ফেলে দেয় না। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয়, রন্ধন শালা উন্মুক্ত থাকলেও কুকুর কখন প্রবেশ করে না বা কোন দ্রব্য উচ্ছিষ্ট করে না। উত্তম ভাণ্ডারী গত হয়েছে কিন্তু, তার পত্নী কর্পূরী দাসী ও তার একমাত্র পুত্র অনাদি ভূষণ আজও জীবিত আছে। এই ঘটনাটি ১৩১৫ সালে ঘটে। শ্রীশম্ভু নাথ সরকার মহাশয় পো-পাড়া সাহাপুর বীরভুম, এই ঘটনাটি সংগ্রহ করে দেন এবং কর্পূরী দাসীর সঙ্গে লেখকের সাক্ষাৎ করিয়ে দেন।

———

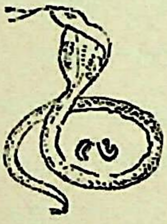

"আজ আমার জীবন সার্থক হ'ল, এই রইল নামের ঝুলি আর তুলসীর মালা," প্রেমাশ্রু লোচনে করযোড়ে বল্লেন নগেন্দ্র বাগচী মহাশয় মহাশ্মশানের বৃক্ষ-মূলে বাঁকাঠামে জ্যোতির্ম্ময় কৃষ্ণ মূর্ত্তি দর্শন করে। দু'নয়ন ব'য়ে প্রেমাশ্রু ঝ'রতে লাগলো, সর্ব্বাঙ্গে তড়িতের মত শিহরণ জেগে উঠলো। একি স্বপ্ন ; না সত্য ? তপনের উত্তপ্ত আলোক ম্লান হয়ে গেল স্নিগ্ধ অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিতে। প্রেমময় দেবতার শ্রীপাদ-পদ্মে নামের ঝুলি ও তুলসীর মালা অর্পণ করে ভক্ত সাষ্টাঙ্গ প্রণাম ক'রলেন। দিব্যকান্তি রসময় মূর্ত্তি ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হ'য়ে লীন হল বৃক্ষকাণ্ডে। অত্যাধিক আনন্দে ভক্ত বিমূঢ় হ'য়ে অবনত মস্তকে প্রেমাশ্রু মুছতে লাগলেন। বৃক্ষ ছাড়া ভক্ত আর কিছুই দেখতে পেলেন না। একি স্বপ্ন, না শ্মশান-বিভূতি, না ডাকিনী যোগিনীর মোহিনী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মূর্ত্তি। না, না, ভক্ত ঠিকই দেখেছেন, ভগবান কৃষ্ণকেই দেখছেন। এই প্রেমময় কৃষ্ণ স্বয়ং তারাপীঠ ভৈরব শ্রীশ্রীবামাক্ষেপা বাবা।

"কেমন আছ বাবা?" স্মিতহাস্যে জিজ্ঞাসা করলেন পদ্ম-পলাশ লোচন প্রেমময় হরি প্রীতি সম্ভাষণে।

বিস্ময়ে নির্ব্বাক ভক্ত কথার উত্তর দিতে পারলেন না, পরমানন্দে নিশ্চল তাঁর দেহ, প্রাণবায়ু স্তব্ধ।

পিঠে করপদ্ম স্পর্শ করে বল্লেন দেবতা, "উতলা হয়োনা বাবা।" গড়িয়ে পড়লেন ভক্ত জীবন্ত দেবতার পাদস্পর্শ করে। গদ গদ কণ্ঠে বল্লেন তিনি, "তুমিই আমার ইষ্ট, সাধনার চরম সিদ্ধি, তুমিই তেজময়, জ্ঞানময় ও প্রেমময় দেবতা; তুমিই মহাশক্তি, কালী, তারা, তুমিই ব্রহ্ম, তুমি পরমা। তুমিই পিতা, তুমিই মাতা, তুমিই গুরু ভগবান। সস্নেহে ভক্তকে টেনে নিলেন দেবতা স্নেহময় বিশাল বক্ষে, মা যেমন টেনে নেয় শিশুকে। কিছুদিন বাবার সঙ্গলাভ ক'রে ভক্ত ফিরে এলেন বাড়ীতে।

১৬ বছর বয়সে সিউড়ী নিবাসী হেমচন্দ্র ভৌমিক (ভাতুড়ী) এম. এ. বি. এল মহাশয়ের প্রথমা কন্যা সুরবালা দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। বাগচী মহাশয়ের বয়স যখন ২১ বৎসর তখন তাঁর স্ত্রী একটি পুত্র সন্তান প্রসব ক'রে ইহলোক ত্যাগ করেন। স্ত্রীর মৃত্যুতে তাঁর সংসার-বৈরাগ্য আসে সেই সময় তিনি গৃহত্যাগ ক'রে পুরীধামে যান এবং বৈষ্ণব তিলক সিদ্ধ মহাপুরুষ চরণদাস বাবাজির নিকট বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত হন, পরে গৃহে ফিরে আসেন এবং ২২ বছর বয়সে গোয়াড়ী কৃষ্ণনগরের ম্যাজিষ্ট্রেটের রেকর্ড কীপারের মধ্যমা কন্যাকে বিবাহ করেন। সহসা বাবাকে দর্শন করার প্রবল আকাঙ্ক্ষা হওয়ায় বৈশাখ মাসে তিনি তারাপীঠে যাত্রা করেন এবং বাবাতে প্রেমময় কৃষ্ণ-মূর্ত্তি দর্শন করে ধন্য হন। বাল্য অবস্থায় এই নগেন্দ্রনাথই বাবার কাছে কিছুকাল ছিলেন।

"সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে নরকে ত্রাস।"

বাড়ীতে ফিরে এসে তিনি শুনলেন বাঘের অত্যাচার শুরু হয়েছে। কালীগঞ্জ থানার সিনিয়র সাব-ইন্‌স্পেক্টর রাখাল দাস সেনগুপ্ত মহাশয় দু'জন সিপাহী সেখ জালিফা ও ইন্দু হাড়িকে সঙ্গে নিয়ে বাগচী মহাশয়ের বাড়ীতে উপস্থিত হলেন, ইচ্ছা তাঁকে সঙ্গে নিয়ে শিকার করতে যাবেন। বাগচী মহাশয় বেশ লম্বা চওড়া ও বলিষ্ঠ পুরুষ। শিকারে যেতে তিনি রাজী হলেন। রাখালদাস মহাশয় তাঁর পুরাতন বন্ধু। বেলা প্রায় ৩টায় তাঁরা কালীগঞ্জ থানার নিকটস্থ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কুলবেড়িয়া জঙ্গলের দিকে যাত্রা করলেন। বাগচী মহাশয়ের কাছে অস্ত্র-শস্ত্র কিছুই ছিল না, তিনি মাত্র দর্শকরূপে অনুসরণ করেন।

কিছু পথ অতিক্রম করে তাঁরা জঙ্গলে প্রবেশ করলেন। রাখালদাস মহাশয় জালিফাকে সঙ্গে নিয়ে জঙ্গলের এক প্রান্তে আর বাগচী মহাশয় ইন্দু হাড়ীকে নিয়ে অন্য প্রান্তে প্রবেশ করলেন। বহু সন্ধানের পর অপরাহ্ণ প্রায় ৪টার সময় এক ঝোপের মধ্যে বাগচী মহাশয় এক বৃহৎ চিতা বাঘকে উপবিষ্ট দেখে ইসারায় ইন্দুকে দেখিয়ে দিলেন। বাঘের আকৃতি দেখে ইন্দুর ভয়ে হাত পা কেঁপে উঠলো। সে পর পর দুটো গুলি করলো কেবলমাত্র একটি গুলি বাঘের গায়ে লাগলো। আঘাত প্রাপ্ত বাঘ ঐস্থান ত্যাগ করে নিকটস্থ একটি ক্ষুদ্র জঙ্গলে প্রবেশ করলো। অনেক খোঁজ করেও বাঘটির সন্ধান পাওয়া গেল না। ফেরবার পথে একটি ছোট ঝোপে বাঘটিকে আক্রমণোদ্যত অবস্থায় দেখতে পাওয়া গেল। প্রায় ৪।৫ হাত দূরে বাঘটি গুড়ি মেরে বসে এঁদের লক্ষ্য করছিলো, বাগচী মহাশয় বাঘটিকে দেখতে পেয়ে ইন্দুকে দেখিয়ে দিলেন। বন্দুকে টোটা ভর্ত্তি ছিল না, ইন্দু টোটা ভর্ত্তি করবার জন্যে বন্দুকের নল বাগচী মহাশয়ের দিকে ঘুরিয়ে টোটা ভরতে লাগলো। সেই সময় বাঘটি ভীষণ তর্জ্জন গর্জ্জন করে উঠলো। বাঘের গর্জ্জনে ইন্দুর হাত কেঁপে উঠলো এবং সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ শব্দে বন্দুকের টোটা বেরিয়ে বাগচী মহাশয়ের দক্ষিণ বক্ষ ভেদ করে পিঠ দিয়ে বেরিয়ে গেল। চোখের পলকে এক অঘটন ঘটে গেল, কি যে হল, বাগচী মহাশয় তখনও অনুভব করতে পারলেন না। তাঁর মনে হল, তুষারের মত কোমল ও শীতল একখানি হস্ত যেন তার ক্ষতস্থান চেপে ধরে রয়েছে, জ্বালা-যন্ত্রণা কিছুই নেই। এধারে বাঘটি ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে পথ রুদ্ধ করে সামনে দাঁড়াল আর থাবা তুলে তর্জ্জন গর্জ্জন করে আক্রমণ করতে এল। ইন্দু কোন দিকে লক্ষ্য না করে বাগচী মহাশয়কে ধাক্কা দিয়ে পিছনের পথ দিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে লাগলো।

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় বাগচী মহাশয়কে গুরু গম্ভীরস্বরে কে যেন বল্লেন, "শীঘ্র পালা"—এ জলদ গম্ভীর গলার স্বর যে কার, তা তিনি জানতে পেরে কোন দিকে না তাকিয়ে আহত অবস্থায় ছুটতে লাগলেন। আঘাত প্রাপ্ত ক্রুদ্ধ বাঘটি আততায়ীর পিছু পিছু ধাবিত হল। দৈববলে বলীয়ান্ বাগচী মহাশয় ইন্দুকে পিছু রেখে যেই সামান্য একটু এগিয়ে এসেছেন এমন সময় ভীষণ গর্জ্জনে বাঘটি ইন্দুর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়লো। বন্দুকে টোটা ভর্ত্তি ছিল না বলেই ইন্দু বন্দুকের কুঁদা দিয়ে বাঘটিকে আঘাত করতে লাগলো কিন্তু, তাতে বাঘ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটুও কাবু না হয়ে বরং আরো তেজে ইন্দুকে খণ্ড বিখণ্ড করতে লাগলো। বাগচী মহাশয় পালিয়ে না গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে 'নরে বাঘে, যমে-মানুষে' লড়াই দেখতে লাগলেন।

ইতিপূর্ব্বেই গুলির শব্দ শুনে জঙ্গলের অন্য প্রান্ত হতে রাখালদাস মহাশয় জালিফাকে সঙ্গে নিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছলেন। ইন্দুর একখানি হস্ত কাঁধ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে, সে তখন ধরাশায়ী হয়েছে। বাঘটি তার বুকের উপর বসে রক্তপান করতে লাগলো, এই অবস্থা দেখে রাখালদাস মহাশয় বাঘটিকে পর পর দুটি গুলি করে বধ করেন। ইন্দুর তখন সঙ্কটাপন্ন অবস্থা। বাগচী মহাশয়কে ডেকে রাখালদাস মহাশয় বলেন, শীগ্‌গীর এসো, একে হাঁসপাতালে নিয়ে যাই।" তিনি কোন উত্তর দিলেন না, নিস্তব্ধ হয়ে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইলেন রাখালদাস মহাশয়ের দিকে। রাখালদাস মহাশয় তাঁর কাছে এসে রক্তাক্ত বক্ষ দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাকেও কি বাঘে ধরেছিলো? তিনি উত্তর দিলেন, "না, ও শালা আমায় গুলি করেছে।" ইন্দু শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো।

রাখালদাস মহাশয় অন্যান্য লোকজন ডেকে এনে বাগচী মহাশয়কে খাটিয়ার সাহায্যে হাঁসপাতালে নিয়ে এলেন, তখন তিনি প্রায় অচৈতন্য। ক্ষতের রক্ত বন্ধ না হওয়ায় স্থানীয় হাঁসপাতাল কর্ত্তৃপক্ষ তাঁকে কলকাতা মেডিকেল কলেজে নিয়ে যেতে বলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠতাত মধ্যম ভ্রাতা সৌরেন্দ্র মোহন বাগচী এবং উকিল হেমন্ত কুমার রায়চৌধুরী মহাশয়েরা তাঁকে মেডিকেল কলেজে নিয়ে গেলেন। দু-তিন দিন পরে তাঁর চৈতন্য ফিরে আসে। এই সংবাদ খবরের কাগজে প্রকাশ হওয়ায় বাবার অন্যতম শিষ্যদ্বয় শাস্ত্রী হরিচরণ গঙ্গোপাধায় ও হৃষিকেশ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়রা তাঁকে মেডিকেল কলেজে প্রায়ই দেখতে আসতেন। বাবার কাছে যখন এই সংবাদ গেল, তাতে তিনি বল্লেন, "ও শাল খুব বেঁচে গেছে।" বাবার কৃপা ও আশীর্ব্বাদে অল্পদিনের মধ্যে তাঁর ক্ষতস্থান পূরণ হ'ল। পুনর্জ্জীবন লাভ করে তিনি গৃহে ফিরে এলেন কিন্তু একেবারে আরোগ্যলাভ করতে পারলেন না। ক্ষত সেরে গেল তার পরিবর্ত্তে দেখা দিল দুরন্ত ব্যাধি হাঁপানি ও কাশি। অনেক দিন বাবার দর্শন পাননি বলে তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে তারাপীঠ যাত্রা করলেন। তারাপীঠে পৌঁছে তিনি বাবার সঙ্গে শ্মশানস্থিত চালায় বাস করতে লাগলেন।

এক জ্যোৎস্নাময়ী রজনী, মৃদু মন্দ বায়ুর স্পর্শে বৃক্ষ-পল্লব আন্দোলিত হচ্ছে, শ্মশানের অপর প্রান্তে নির্ম্মল চাঁদের আলোয় দিগন্তব্যাপী ময়দান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদ্ভাসিত। শান্তিময়ী নিশীথিনীর নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে দেয় পেচকের গুরুগম্ভীর স্বর ও করোটী লোলুপা শিবার মর্ম্মান্তিক ক্রন্দন। শ্রান্ত জীব সবাই সুখে নিদ্রা যাচ্ছে রাত্রিদেবীর কোলে। বাবাও যোগনিদ্রায় সমাহিত কিন্তু দুর্বল নগেন্দ্রনাথ বেদনাদায়ক হাঁপানি কাশির টানে ঘুমোতে পারেননি। শয্যা ত্যাগ করে ঘরের কোনে বসে দু'হাতে বুক চেপে ধরে তিনি অনর্গল কাশ্‌ছেন আর হাঁপাচ্ছেন।

'শাল হলা, শাল হলা,' বলে আচমকা ধড়মড়িয়ে জেগে উঠে বসলেন বাবা, যেন কাকে প্রহারে উদ্যত। মাথার কাছে ছিল একটা মোটা লাঠি যেটা আজই মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত ধুলিয়ান গ্রাম নিবাসী বাবার এক ভক্ত হলধর দাস ফেলে গিয়েছে। সেই মোটা লাঠিটা নিয়ে বাবা বেরিয়ে এলেন কুটীরের বাইরে হলধর দাসকে মারবার জন্যে। তার কোন অপরাধ নেই। আজ প্রায় ৫।৬ মাস হল, সে অম্ল-শূল রোগাক্রান্ত হয়ে আধমরা হয়েছে। বাবার কৃপালাভের জন্যে সে এসেছিল। বাবার দর্শন লাভ করে এবং পদধূলি নিয়ে সে যাবার সময় লাঠিটা জীবিত কুণ্ডের ঘাটে ফেলে যায়। নগেন্দ্রনাথ লাঠিটা ঘরে তুলে রাখেন।

দুই হস্তে লাঠি উত্তোলন করে জীবিত কুণ্ডের ঘাটের কাছে এসে রুদ্র মূর্ত্তি ধারণ করে ভীমনাদে বাবা বল্লেন, "শাল, আজ তোকে মেরেই ফেলবো।" বাবার কাণ্ড দেখে, স্বপ্নের ঘোর এখনও কাটেনি এই ভেবে, বাগচি মহাশয় বাবার পিছু পিছু আসেন এবং বাবাকে ঐরূপ ভাবে মারমুখো দেখে হেসে উঠেন।

"শাল আমার কষ্ট হচ্ছে, আর তুমি উপহাস করছো, দাঁড়া বেদোশাল, তোকে দেখাচ্ছি মজা" এই কথা বলেই বাবা সজোরে বাগচি মহাশয়ের মাথায় লাঠি বসিয়ে দিয়ে শ্মশানে চলে গেলেন।

লাঠির ঘায়ে বাগচি মহাশয় প্রায় চৈতন্য হারিয়ে ফেল্‌লেন; মাথায় সামান্য ক্ষত হল। তিনি মাথায় হাত দিয়ে বসে কাঁদতে লাগলেন। সিঁড়ি দিয়ে নেমে যে, জীবিত কুণ্ডের জল মাথায় দেবেন, তাঁর সে ক্ষমতাও রইল না। কিছুক্ষণ ঐভাবে থাকার পর তিনি কিছু সুস্থ বোধ করলেন। তাঁর প্রতি ঐরূপ ব্যবহারে তিনি বাবার প্রতি সাময়িক ক্ষুণ্ণ হলেন এবং তাঁর অন্তর অভিমানে ভরে উঠলো। কি আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই দিন হতে বাগচি মহাশয়ের হাঁপানি রোগ সম্পূর্ণ সেরে গেল। তিনি এখনও নীরোগ ও সুস্থ দেহে তারাপীঠের শ্মশানে বিদ্যমান।

যখন বামদেবের বিভূতি অজ্ঞাতসারে প্রকাশ হতে লাগলো। দিনের পর দিন ক্রমান্বয়ে বহু দেশ দেশান্তর হতে জন সমাগম আরম্ভ হল সুদূর পল্লী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তারাপীঠে। বর্ধমান জেলার অন্তর্গত মানকরের নিকটস্থ গ্রাম হতে তারাপীঠে এলেন পূর্ণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সন ১৩০০ সালে ভৈরবকে দর্শন করতে। তিনি বাঁকুড়ায় কুঁচকোল উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। তিনি কিছুকাল মানকরের বৈষ্ণব ভক্ত হরেকৃষ্ণ বাবাজীর সঙ্গলাভ করেন এবং তাঁর সঙ্গে হরিনাম করতেন। কিছুকাল পরে তাঁর সংসার বৈরাগ্য দেখা দেয় এবং সংসার ত্যাগ করে তিনি তারাপীঠে বামদেবের শরণ লন। তাঁর বৈরাগ্য ও তীব্র ভক্তি দেখে বামদেব তাঁকে দীক্ষা দেন। কিছুকাল পরে তাঁর ক্রিয়াকলাপে সন্তুষ্ট হয়ে বামদেব তাঁর পূর্ণাভিষিক্ত সমাপন করে দেন ও নেপালে পশুপতি নাথের কাছে সাধন করবার আদেশ দেন। শ্রীগুরুর আদেশ শিরোধার্য্য করে তিনি পশুপতি নাথ যাত্রা করেন। কয়েক বৎসর কঠোর সাধনের পর শ্রীগুরুর আশীর্ব্বাদে তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। ১৩২৮ সাল ভাদ্রমাস শ্রীগুরুর লীলাস্থান দর্শন করবার জন্যে তিনি তারাপীঠে ফিরে আসেন এবং অল্পকাল মধ্যেই গ্রহণী রোগে দেহত্যাগ করেন। তিনি তারানামে ক্ষিপ্ত হতেন বলে লোকে তাঁকে পূর্ণ ক্ষেপা বলতো। শ্রীবামের সমাধির নিকট তাঁর সমাধি বিদ্যমান।

পাথুরিয়াঘাটার ছোট রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের জামাতা বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় মহাশয় ও তাঁর স্ত্রী রাজ কুমারী বামদেবের কাছে দীক্ষিত হন। তাঁরা শেষ জীবন অবধি পারমার্থিক উন্নতি সাধনে জীবন অতিবাহিত করেন।

তাইতো কি করি, দৈনিক সন্ধ্যা পত্রিকার সম্পাদকের মুখে বামাক্ষেপার অলৌকিক বিভূতির কথা অনেক কিছু শুনলাম। তিনিও যে বামাক্ষেপার পরম ভক্ত তাও প্রমাণ পেলাম তাঁর কথার হাব-ভাবে। বামা-ক্ষেপা যে, মহামায়া মায়ের পাগল ছেলে এবং একজন বড় সাধু সে কথা অনেকের মুখে শুনেছি। ভয়াবহ তারাপীঠ মহাশ্মশানে তিনি থাকেন দিগম্বর, কতকগুলি অস্পৃশ্য কুকুর ও শব-খাদক শিবার সঙ্গে এবং এক সঙ্গে আহার করেন ঘৃণা-লজ্জা-ভয় ত্যাগ ক'রে। মেজাজ ও তাঁর যা শুনলাম কখন খুবই উগ্র আবার কখন শিশুর ন্যায় কোমল। প্রকৃত যাঁরা বীর সাধক তাঁদের তিনটি ভাব প্রকাশ পায়—উগ্রবৎ, পিশাচবৎ ও জড়বৎ। যদিও ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে বি, এ, পাশ করেছি কিন্তু, শাস্ত্র সম্বন্ধে আমি একেবারেই অজ্ঞ। "বামে বামা, দক্ষিণে দক্ষিণা," শিবের বুকে যাঁর বামপদ রয়েছে তিনি বামা বা তারাদেবী এবং শিবের বুকে যিনি দক্ষিণ পদ প্রসারণ করেছেন তিনি হলেন দক্ষিণা কালীদেবী। তাহলে মহামায়া মায়ের বামপদ লাভ করবার জন্য যিনি ক্ষেপেছেন বা পাগল হয়েছেন তিনিই বামাক্ষেপা। মহামায়া মায়ের চরণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যুগলের একমাত্র অধিকারী হ'লেন শিব এ ছাড়া অন্য দেবতারাতো কেউই লাভ করেননি. এই জন্যেইতো শিবকে দেবাদিদেব মহাদেব বলা হয়। তাহলে বামা-ক্ষেপা নিজেই শিব। কি জানি, ও সব কিছু বুঝিনা, লোকমুখে অনেক কথাই শুনি।

বামাক্ষেপা বাবার চিন্তায় মগ্ন হুগলী জেলার অন্তর্গত মোগুলাই গ্রাম নিবাসী হরি সত্য চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মন উতলা হ'য়ে উঠলো। কতদিন কতরাত কেটে গেল ঐ ভাবে তবুও তিনি ঠিক ক'রতে পারলেন না কি ক'রবেন। ক'লকাতা এক সওদাগরী অফিসে তিনি চাকুরী করেন, নিত্য যাতায়াত করেন হুগলী হতে নিয়ম মত। আর্থিক অভাব তাঁর একটুও নেই কিন্তু, তবুও মনে একটুও শান্তি নেই। তাঁর উদাসী মনকে অলক্ষ্যে কে যেন টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে নির্জ্জন নিস্তব্ধ বাঙ্গলার এক প্রান্তে নির্জ্জন এক নিভৃত পল্লীর ভয়াবহ মহাশ্মশানে। এইভাবে কেটে যাচ্ছে দিনের পর দিন ক্রমাগত তথাপি তিনি কোন মীমাংসায় উপনীত হতে পারলেন না।

সারাদিন পরিশ্রমের পর মানুষ যখন নিশ্চিন্ত শয়ানে বিশ্রাম গ্রহণ করে সেই সময় আসে মনে সু বা কু নানা চিন্তা পাত্রভেদে। ঘুর্ণীয়মান এই পৃথিবীর আবর্ত্তন ও বিবর্ত্তনে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ শক্তির প্রভাবে জীবের মনে আসে ও যায় নানা চিন্তা, আশা-ভরসা, নিরাশা ও বিক্ষিপ্ত কামনা বাসনার উৎক্ষিপ্ত প্রয়াস। মহাত্মারা সকল কামনা, বাসনা বিকর্ষণ শক্তিতে ত্যাগ ক'রে আকর্ষণ শক্তি হতে মনন শক্তি বৃদ্ধি করেন ধ্যান-ধারণা ও কঠোর সাধনায়। এই কারণে তাঁরা আকর্ষণ ক'রতে সামর্থ হন সাধারণ জীবন। সূর্য্যকে কেন্দ্র ক'রে পৃথিবী ঘোরে বলেই জীব বারেবার জন্ম মৃত্যু ভোগ করে। সূর্য্যের নিহারিকা হ'তে এই পৃথিবীর উৎপত্তি হয়েছে বলেই সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘোরে। যে অনাদি শক্তির প্রভাবে সূর্য্য জ্যোতিষ্মান হয়ে পৃথিবী সৃষ্টি করেন সেই শক্তিই হ'লেন ব্রহ্মের ইচ্ছা বা যোগ মায়া শক্তি।

অনেক কিছু জল্পনা-কল্পনা ক'রে শেষে বাধ্য হলেন হরি সত্যবাবু তারাপীঠ যাত্রা ক'রতে। অতি প্রত্যূষে রামপুরহাট ষ্টেশনে নেমে চলেছেন তিনি পাকা রাস্তা ধরে তারাপীঠ অভিমুখে। খানিকটা পাকারাস্তা অতিক্রম করে তিনি পড়লেন আঁকা-বাঁকা মেঠো পথে। আঁকা-বাঁকা সাপের মত পথ চলে গিয়েছে অনেক কিন্তু, কোন্ পথটি তারাপীঠে গিয়েছে নতুন যাত্রীর পক্ষে ঠিক করা কঠিন। তাঁর উদাসী মন একটি পথ অবলম্বন ক'রে ক্রমাগত এগিয়ে চল্‌লো শ্রান্তি-ক্লান্তি সব উপেক্ষা করে। পথের জটীল গ্রন্থী ভেদ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে খাল-বিল, ঝোপ-ঝাড় ও বন-উপবন পার হয়ে তিনি একটানা এগিয়ে চলেছেন একের সন্ধানে। বর্ষা ঋতুর অন্তে মাঠে মাঠে কচি-কচি সবুজ ধান-গুচি পরস্পর পরস্পরের গায়ে ঢলে পড়ছে বায়ুর স্পর্শে আবার কোথাও ঢেউ খেলে যাচ্ছে। প্রায় পাঁচ-ছয় মাইল পথ অতিক্রম ক'রে তিনি এসে পৌঁছলেন দ্বারকা নদীর তীরে।

এই সেই উত্তর বাহিনী দ্বারকা। একদিন ছিল এই নদী উত্তাল তরঙ্গময়ী ভীষণা প্রবলা—আজ শুষ্ক, শোকার্ত্ত অসংখ্য শব রাশির কঙ্কাল, করোটি ও অস্থির স্পর্শে। শুধু খেদ, নাই একটুও আনন্দের লেশ। নদী পার হয়ে যখন হরি সত্যবাবু সুদীর্ঘ শ্মশান প্রাঙ্গনে উপস্থিত হলেন তখন তাঁর মন আরও উদাস হ'য়ে গেল। নর অস্থি পরিবৃত এই মহাশ্মশান লয়ের প্রতিকৃতি। গাম্ভীর্য্য নিয়ে উগ্রদৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে, আগন্তুককে জানাচ্ছে—হে মায়ামুগ্ধ মানব! তোমার এইখানে শেষ প্রয়াণ—ভয় পাচ্ছো, পেলেও রেহাই নেই। আজ না হয় কাল তোমার চরম বিচার হবে এই ভয়াবহ পবিত্র স্থানে। ঐ চেয়ে দেখ চিতা জ্বলছে দাউ দাউ ক'রে। ঐ প্রজ্জ্বলিত অগ্নির লেলিহান শিখা তার তীব্র ক্ষুধার নিবৃত্তি করবে তোমার হাড়-মাংস-মেদ-মজ্জা উদরস্থ ক'রে। পাপ-পুণ্য, মায়া-মমতা এখানে নাই; নাই এখানে মায়ায় গড়া সংসারের ক্ষণিক আনন্দোৎসব, অহঙ্কারের অট্টালিকা, স্নেহ ভালবাসা, আপন পর ভেদবুদ্ধি, পরিজনের আত্মতুষ্টি, নিয়ম নিষ্ঠার চাতুরতা বা ভোগ বিলাস। ঐ চেয়ে দেখ শত শত তরু তলে আবছা আঁধার, চিতায় চিতায় প'ড়ে আছে বা ভস্মে পরিণত হয়েছে কত রাজা-উজির, সাধু সন্ত, বিদ্বান ও পণ্ডিত। নাই এখানে জাতিভেদ বা ঐশ্বর্য্যের গরব। একই আঁধারে একের পর একে সবাই যাবে নির্দিষ্ট দিনে নিয়তির বশে। কত অগণিত অজ্ঞ-বিজ্ঞ, ধনী-দরিদ্র, পাপী ও পুণ্যবান রহেছে এই শ্মশানে অনাদি কাল হ'তে তার হিসাব নিকাশ কিছুই নাই। এখানে মায়ায় গড়া সংসারের ন্যায় নাই গরলে অমৃত বা অমৃতে গরল। এখানে আছে শুধু বিষাদ—কাল সাপের তীব্র গরল—শেষ দীর্ঘশ্বাসে ভরা উদাস উন্মত্ত বায়ু যার স্পর্শে গায়ে কাঁটা দেয় এবং সকল আশা ভরসা, কামনা-বাসনা সন্ত্রস্ত হ'য়ে দূরে সরে যায়, বহুদূরে—মনের অগোচরে স্থান মাহাত্ম্যে।

শ্মশান প্রান্ত পার হ'য়ে হরি সত্যবাবু উপস্থিত হ'লেন তারামায়ের মন্দিরে। টিলার উপর সুউচ্ছ মন্দির, বীর সাধকদের সাধন প্রতীক, ঋষি বশিষ্ট দেবের আরাধিতা দ্বি-ভূজা শিলাময়ী তারাদেবী, শিশু অবস্থায় শিবকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্রোড়ে নিয়ে মহামাতৃভাবে স্তন দিচ্ছেন। মন্দিরের উচ্চবেদীতে মহামায়া মায়ের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত। আমাদের দেহটাই একটি মন্দির। বেদী হ'ল চিত্ত এবং এই চিত্তে পরমাত্মার অংশ বিশেষ জীবাত্মা অহং ভাব নিয়ে আবদ্ধ হয়েছেন। মন্দিরের চারি কোণের উচ্চে চারিটি ছোট মন্দির রয়েছে ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ সূচনা করে। মন্দিরের চূড়ায় তিনটি গোলপিণ্ড বা পদ্ম ভেদ ক'রে চক্র বা ত্রিশূল মহাশূন্যে প্রধাবিত। ত্রি-গুণাত্মিকা এ পৃথিবী (সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমঃ) তিনটি গোলপিণ্ড বা পদ্ম সীমাবদ্ধ তিনটি গুণে গুণান্বিত। প্রথম তমোগুণ, দ্বিতীয় রজো এবং শেষ সত্ত্ব গুণের প্রতীক। সাধনা করে মন, আত্মা নয়। সাধক মনের দ্বারা জীবাত্মাকে চিত্ত হ'তে সরিয়ে নিয়ে যখন সহস্রার পদ্মে পরমাত্মার সঙ্গে সংযোজন ক'রতে সামর্থ হন তখন তিনি গুণাতীত হ'য়ে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ ক'রে, ব্রহ্মের সাথে লীন হন। অন্তরকে বাহিরে, এবং বাহ্যিককে অন্তরে আনাই হ'ল সাধনা। এক হতে অনন্ত সৃষ্টি হয়েছে বলেই কর্ম্ম-ভক্তি ও জ্ঞান-যোগের দ্বারা জীব একেই লয় পায়।

কথিত আছে ত্রেতা যুগের ঋষি বশিষ্ট দেবের আরাধিতা এই দ্বিভুজা শিলাময়ী উগ্রতারা এই তপোবনে প্রতিষ্ঠিতা। অনেকে বলেন "বিপরীত রতাতুরা", পুরুষ ও প্রকৃতি বিপরীত দিকে সঙ্গমরতা। আবার কেউ কেউ বলেন, ক্ষিরোদ সমুদ্র মন্থন কালে বাসুকীর গরলে যখন অমৃত আবৃত হয় তখন শিব সেই গরল ভক্ষণ করেন। বিষ ক্রিয়ায় তাঁর কণ্ঠ নীল হয়ে যায় এবং তিনি যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করেন সেই সময় তিনি ব্রহ্মের অনাদি শক্তি তারিণী দেবীর স্তন পান ক'রে যন্ত্রণা হ'তে সুস্থ হন। তীব্র গরলে শিবের কণ্ঠ নীল হয়েছিল ব'লে শিবের আর এক নাম নীল কণ্ঠ। তারিণীদেবী ব্রহ্মশক্তি ব'লে অমরাবৃন্দ তাঁকে ব্রহ্মময়ি ভাবে মহামাতৃরূপে উপাসনা ক'রেন। "বিপরীত রতাতুরা" সাধারণ অর্থে পুরুষের বিপরীতে প্রকৃতি সঙ্গমরতা, এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ কামনা জড়িত ও নিষ্কাম সাধনার পরিপন্থি। আভ্যন্তরীন সাধকের মন হল পুরুষ এবং রতি তার প্রকৃতি। অর্থাৎ কাম রিপুকে জয় করবার জন্যে সদা-সর্ব্বদা রতিকে মনের বিপরীতে রাখতে হবে তবেই হবে 'বিপরীত রতাতুরার' সাধনা। ব্রহ্মের পরাশক্তি হলেন তারিণীদেবী এবং তিনি হলেন সৃষ্টি তত্ত্বের জননী বা জীবাধার তাই তিনি সঙ্গম রতা সাধকের পক্ষে এ কল্পনা বা ধ্যান ধারণা করাই মহাপাপ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্রমাগত তারাপীঠে যাতায়াতের পর হরি সত্যবাবু—৺নগেন্দ্রনাথ পাণ্ডা মহাশয়ের সহায়তায় ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে বামদেবের নিকট তারা মন্ত্রে দীক্ষিত হন। তাঁর এক কন্যা ও দুই পুত্র। দ্বিতীয় পুত্র শ্রীকালীদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তারাপীঠে চক্রবর্ত্তী বাবার নিকট দীক্ষিত হন। তাঁর বর্ত্তমান ঠিকানা ৩৫ নং নন্দ মল্লিক লেন, কলিকাতা-৬। বামদেবের ব্যবহৃত চিমটা সত্যবাবুর নিকট ছিল এবং তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে ঐ চিমটা পূজা ক'রতেন। পরে ঐ চিমটা কলকাতা বকুল বাগান নিবাসী বামদেবের অন্যতম শিষ্য ৺ক্ষিতিশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় সযত্নে রক্ষা করেন এবং তাঁর দেহত্যাগের পর ঐ চিমটা বামদেব সংঘের নিকট রয়েছে। বামদেব সংঘ ঐ চিমটা শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজা করেন। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে বামদেবের অন্যতম শিষ্য হরিসত্য চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কালনা নিজ কন্যার গৃহে নিরোগ শরীরে আগষ্ট মাসে এক রাত্রে তারামায়ের ধ্যানে নিমগ্ন থাকাকালীন দেহত্যাগ করেন।

———

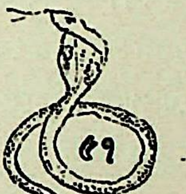

৫৭

"আমি ওসব অলৌকিক কাহিনীর কথা বিশ্বাস করি না, সংবাদপত্রে অনেক বাজে কথা থাকে ব্যবসার খাতিরে," বল্লেন শান্তিপুর নিবাসী সুশীল কুমার রায় মহাশয় তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু ভাটপাড়া-নিবাসী বাবার এক প্রিয় শিষ্য অমূল্যধন ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে।

"তুমি চোখে দেখলেও বিশ্বাস কর না ? আমিত তোমায় কতদিন ধরে বলছি একবার আমার সঙ্গে চল, তাঁকে দেখলেই বুঝতে পারবে তিনি কে।" উত্তর দিলেন ভট্টাচার্য্য মহাশয়।

বাবার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে তারাপীঠ ভৈরবকে ভট্টাচার্য্য মহাশয় দর্শন করতে যান এবং ভৈরবের দর্শনে এত মুগ্ধ হন যে কিছুদিন মহাপুরুষের সঙ্গলাভ করে গৃহে ফেরেন। তিনি সংসারী ছিলেন, কিন্তু সংসার মায়ায় কখনও জড়িয়ে পড়েননি। তিনি অপুত্রক ছিলেন, তাঁর ব্যবহার ছিল অতি অমায়িক। যেভাবে তিনি বাবার সেবা করতেন, সেরূপ সেবা করার ভাগ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্য কোন শিষ্য বা ভক্তের ভাগ্যে ঘটেনি। বাবাকে সেবা করা ছাড়া তিনি কোন দেবতার পূজা বা আরাধনা করতেন না। গুরুসেবাই ছিল তাঁর আদর্শ জীবনের বৈশিষ্ট্য। গুরু ব্রহ্ম স্বরূপ, মনুষ্য নন, গুরু অভীষ্ট দেবতা, মূর্ত্তিমান ব্রহ্ম তেজ। গুরুতে মনুষ্য বুদ্ধি সাধনার অন্তরায়, দেব বুদ্ধিতে গুরু দর্শন, সাধনা ও প্রজ্ঞা লাভের সহায়ক। সাধনায় সাহায্য করবার জন্যে ভগবান গুরু রূপে আবির্ভূত হন। গুরু, মন্ত্র, ইষ্ট এ তিনই এক। "ব্রহ্মমেকা দ্বিতীয়ং নাস্তি।" বাবার মল-মূত্র তিনি স্বহস্তে পরিষ্কার করতেন এবং ভক্তিভরে তাহা অমৃতের ন্যায় আস্বাদনও করতেন। বাবার দেহত্যাগের পূর্ব্বে তিনি সর্বদাই বাবার কাছে থাকতেন এবং দেহত্যাগের পর এত শোকাভিভূত হন যে তিনি আত্মঘাতী হবার জন্যে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করেন। তাঁর অবস্থা দেখে দ্বারভাঙ্গার মহারাজা তাঁর জন্যে দেবীপ্রয়াগে একটি আশ্রম করে দেন। "হায়, কি হারালুম", এই কথা তিনি অনর্গল উচ্চারণ করতেন। কিছুকাল দেবী-প্রয়াগে একমাত্র পরমারাধ্য গুরুদেব স্বয়ং ভগবানের সাধনায় তিনি রত ছিলেন। মর্ম্মান্তিক ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ক্ষেপাবাবার পরম ভক্ত ও শিষ্য অমূল্যধন ভট্টাচার্য্য মহাশয় অন্নজল ত্যাগ করে প্রায় দশ দিন অবধি সমাধিস্থ থেকে পরম গুরুতে লীন হলেন। এখানেই স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে বিশ্বাস অপেক্ষা জ্ঞান এবং জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তিই শ্রেষ্ঠ। কর্ম্মযোগে সিদ্ধহলে জ্ঞানের উদয় হয়। জ্ঞান যোগে হলে ঈশ্বর সত্তায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মায়। এই বিশ্বাস স্থির ও দৃঢ় হলেই ভক্তির উদয় হয়।

বন্ধুর সংস্পর্শে এসে সুশীল কুমার রায় মহাশয়ের আধ্যাত্মিক ভাব জেগে উঠলো, তিনি মহাপুরুষ দর্শন আকাঙ্ক্ষায় তীর্থ পর্যটনে বাহির হলেন। ত্রৈলঙ্গ স্বামী, স্বামী ভাস্করানন্দ, কাটিয়াবাবা, বাবা গম্ভীরানাথ, সন্তদাস বাবাজী, খাকিয়া বাবা প্রভৃতি মহাপুরুষদের তিনি দর্শন করে এলেন, কিন্তু তারাপীঠ ভৈরব ক্ষেপা বাবাকে দর্শন করবার তাঁর ইচ্ছা হল না বা আগ্রহও প্রকাশ পেল না।

১২৮৭ সাল ৪ঠা আশ্বিন বুধবার রায় মহাশয়ের জন্ম হয়। পিতা ৺পরমেশ্বর রায় (বন্দ্যোপাধ্যায়) সিমলায়—গভর্ণমেণ্ট অফ্ ইণ্ডিয়া হোম অফিসে সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট ছিলেন এবং জীবনের বেশীর ভাগ তিনি সিমলা শৈলে অতিবাহিত করতেন। রায় মহাশয় তাঁর একমাত্র পুত্র, যৌবনে তিনি বেঙ্গল কেমিক্যালে চাকুরী করতেন। তাঁর চারিটি পুত্র—প্রফুল্ল, প্রমথ, সচ্চিদানন্দ ও বামাপ্রসাদ এবং তিনটি কন্যা, তার মধ্যে একটি ইহলোক ত্যাগ করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্রমশঃ হিন্দু ধর্ম্মে তাঁর অনুরাগ বেড়ে যায় এবং তিনি উপযুক্ত গুরুর অন্বেষণে তৎপর হন। বন্ধুর বারংবার অনুরোধে রায় মহাশয় ইংরাজী ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে তাঁর সঙ্গে তারাপীঠ যাত্রা করেন। তাঁরা স্থানীয় হরি পাণ্ডার ঘরে আশ্রয় লন। নিকৃষ্ট জীব কুকুরদের সঙ্গে একপাতে খেতে দেখে, উগ্রমূর্ত্তিতে আগন্তুকদের কুকথা বলতে শুনে ও মড়ার হাড় বা মাথা নিয়ে তাড়া করতে দেখে রায় মহাশয় 'তারাপীঠ ভৈরব' সম্বন্ধে ভাল ধারণায় সন্দিহান হন। তিনি বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ছিলেন, তাই এই বিনা উপাধিধারী, অশিক্ষিত, লজ্জা-ঘৃণাহীন শ্মশানচারীকে তাঁর চোখে ভাল লাগেনি। কিছুদিন তারাপীঠে অবস্থান করেও তিনি বীর সাধকের কাছে অগ্রসর হতে সাহস পেলেন না। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল শাস্ত্র সম্বন্ধে ভৈরবের কতদূর জ্ঞান তা পরীক্ষা করা। পরীক্ষা ত দূরের কথা, তিনি যতদিন তারাপীঠে ছিলেন ততদিন বাবার সঙ্গে কোনদিন একটি কথাও বলতে সাহস পাননি। পরীক্ষা করতে না পেরে তিনি হতাশ হয়ে বাড়ী ফিরে এলেন।

এইভাবে কিছুকাল কেটে গেল, পরীক্ষা করবার তীব্র বাসনায় তিনি আবার তারাপীঠ যাত্রা করলেন। রুদ্র ভৈরবের পলকহীন ও অগ্নিসম দীপ্তিমান কটাক্ষ দর্শনে তাঁকে একাকী পেয়েও রায় মহাশয় সম্মুখে উপস্থিত হতে সাহস পেলেন না। আরো কিছুদিন তারাপীঠে বাস করে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে তিনি ফিরে এলেন। কার্য্য ক্ষেত্র হতে ছুটি নিয়ে তিনি বহুবার তারাপীঠ যাতায়াত করেন এবং প্রতিবারেই বিফল হয়ে বাড়ী ফিরে আসেন।

এই বিফলতাই মানুষের সিদ্ধির স্তম্ভ। মহাপুরুষকে পরীক্ষা করবার তীব্র বাসনা জিদে পরিণত হল, শেষে তিনি চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে তারাপীঠবাসী হলেন। আর্থিক অবস্থা তাঁর বেশ স্বচ্ছলই ছিল। পৈতৃক সম্পত্তি মধ্যবিত্ত ঘর হিসাবে নেহাত কম ছিল না, কিন্তু দেখা শুনার অভাবে বিষয় সম্পত্তির হানি হতে লাগলো। সরকারের সামান্য খাজনা সময় মত দেওয়ার অভাবে কতক সম্পত্তি নিলামে উঠলো, কতকাংশ প্রবঞ্চকেরা আত্মসাৎ করলো। সন ১৩১৬ সালে বৈশাখ মাসে মহানিশায় যখন ভৈরব কালু, ভুলু, বড় শ্বেতফুল, বুড়ো বাবা, বুড়িমা, শাবলিদিদি, জাম-ভোলা ইত্যাদি কুকুরগুলি পরিবেষ্টিত হয়ে শিমুল তলায় বসে আছেন, সেই সময় রায় মহাশয় জিদ বজায় রাখবার জন্যে ভীতিশূন্য হয়ে বাবার কাছে এগিয়ে এলেন।

সর্ব্বভূতে আমি (আত্মা) ভেবে যিনি স্বেদজ, উদ্ভিদজ, অণ্ডজ ও জরায়ুজ এই চারি রকম জীব হত্যা করেন না তিনিই সাহসী। এ গ্লানি যার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনে থাকে তিনিই ভীরু। নাদ-সিদ্ধ ভৈরব তার-স্বরে জলদ গম্ভীর "জয়তারা" বলে উঠলেন। গম্ভীর নাদ শুনে রায় মহাশয়ের দিব্য আনন্দে হৃৎকম্পন আরম্ভ হল তাঁর বিচক্ষণ চক্ষুদ্বয় ছলছল করতে লাগলো, মহাপুরুষকে পরীক্ষা করবার তীব্র ইচ্ছাশক্তি দ্রবীভূত হয়ে গণ্ডবেয়ে ঝরে পড়লো, গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে গেল। ইচ্ছাশক্তি ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী ক্রিয়াশক্তি আর জ্ঞানশক্তি গৌরী। ব্রহ্মার ব্রাহ্মণী, শিবের ঈশানী, আর হরির পালনী শক্তি নারায়ণী। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এঁরা শক্তির (মায়া) দ্বারা কার্য্য করেন।

কি জানি কোন্ দৈব বলে আজ ভৈরবের মূর্ত্তি অতি কোমল, কমল অপেক্ষাও কমনীয় হল যেন প্রশান্ত মহাসাগর, তরঙ্গের পর তরঙ্গ বইছে কিন্তু প্রেম পরিপূর্ণ। ভাগ্যবান রায় মহাশয় অচল অটল বুদ্ধি নিয়ে তাঁর সম্মুখে দণ্ডায়মান্। কারুণ্যপূর্ণ নেত্রে উগ্র তপস্বী আজানুলম্বিত দীর্ঘ বাহুপ্রসারণ করে মধুর ভাষ্যে বল্লেন, "আসুন বাবা।"

শিকার যেমন দুর্দ্দমনীয় সিংহের কবলে এলে মুখের সামনে ভয়ার্ত্ত চিত্তে এগিয়ে যায় তেমনি শ্যামাঙ্গ, কৃশ-দীর্ঘকায় রায় মহাশয় অতি সন্ত্রস্তভাবে তাঁর কাছে এগিয়ে গেলেন। পরীক্ষার যবনিকা পতন হল ভৈরবের কোমলস্পর্শে, প্রেমাশ্রুবর্ষণ হল প্রেম আলিঙ্গনে। মান, অভিমান, লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, মনের সংকীর্ণতা মিলিয়ে গেল তাঁর প্রশস্ত বক্ষে, যখন তাঁকে বুকে টেনে নিয়ে চেপে ধরলেন ভৈরব। চঞ্চল পৃথিবীর সমস্ত জ্বালা, যন্ত্রণা নিবৃত্তি হয় গতির স্থিরতায়। মায়া, মোহ মুছে গেল হৃদয় পিঞ্জর হতে, সারা দুনিয়া সরে গেল চোখের অন্তরালে— দূরে—বহুদূরে অসীমের পর-পারে কেবলই শান্তি। শান্তি পারাবারের সকল দুয়ার আজ উন্মুক্ত। অশান্ত শিশু যেমন মায়ের কোল পেয়ে ঘাড় মুখ গুঁজে শান্তিতে ঘুমায়, রায় মহাশয় ঠিক সেইভাবে ঘাড় মুখ গুঁজে চির শান্তিময়ের বক্ষে প্রশান্তিতে অভিভূত হলেন।

ক্ষণকাল পরে শান্তিময় পিতা আবার মধুর বচনে জিজ্ঞাসা করলেন "আপনি কি চান বাবা" ? অতি কষ্টে নিজেকে সংযত করে অভিমানের সব গ্লানি মুছে ফেলে ঈষৎ ঘাড় বাঁকিয়ে অস্ফুট স্বরে রায় মহাশয় বল্লেন, "আমি দীক্ষা চাই।" স্নেহময় জগৎ পিতা বল্লেন, "বেশ বাবা, নিশ্চয় দোব, যাও শীগ্‌গীর নদীতে স্নান করে এসো।"

মহাপুরুষকে পরীক্ষা করতে যাওয়া যে কত বড় অন্যায় তা তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করতে লাগলেন। এই কি সেই শ্মশানচারী রুদ্র-মূর্ত্তি ভৈরব, যাঁর প্রচণ্ড উগ্রতায় বীভৎস মহাশ্মশান স্তব্ধ ও ত্রস্ত হয়, কপাল যাঁর সুধাপাত্র এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কঙ্কাল অসি, এই কি সেই ভৈরব বামাক্ষ্যাপা ? যাঁর উগ্র তপস্যায় তারামায়ের মন্দিরে বজ্রপাৎ হয়, বরবার কৃষ্ণ ঘন মেঘ যাঁর কটাক্ষে বিলীন হয়, যাঁর শক্তিতে বাষ্পীয়যান শক্তি হারায়, ইনিই কি সেই রুদ্র বামাক্ষেপা, পবিত্র বঙ্গমাতার বীর সন্তান ? না, না, এত স্নেহ, এত মমতা, এই নিষ্কাম ভালবাসা, এ মধুর কোমলতা, একাধারে থাকতে পারে না, আমি কি স্বপ্ন দেখছি, না বিবেক-বুদ্ধি সব হারিয়েছি ? ঠিক বুঝতে পারছি না—নদীতে স্নান করে রায় মহাশয় ভাবতে ভাবতে এলেন ভৈরবের কাছে।

শুভক্ষণে শুভলগ্নে শ্বেত শিমূল তলায় রায় মহাশয় শ্রেষ্ঠ তারা বিদ্যায় দীক্ষিত হলেন। তাঁকে একাকী শিমূল তলায় জপ করতে বলে ভৈরব মন্দিরে চলে এলেন। ভীতিজনক শ্মশানে বসে রায় মহাশয় মাত্র তিনবার কি চারবার জপ করেছেন, এমন সময় এক অলৌকিক দিব্য জ্যোতিপুঞ্জ সমস্ত শ্মশান আচ্ছন্ন করে রায় মহাশয়ের সম্মুখে উপস্থিত হল। সেই জ্যোতির তেজ সহ্য করতে না পেরে তিনি চক্ষু মুদ্রিত করলেন। তাঁর মনে হতে লাগলো ঐ দিব্য জ্যোতি মহাশূন্য হতে তাঁকে ধ্বংস করতে এসেছে। তিনি ভীত হয়ে আসন থেকে মাটিতে লাফিয়ে পড়ে চৈতন্য হারালেন।

প্রভাতে যখন তাঁর চৈতন্য ফিরলো, তখন তিনি দেখলেন তাঁর মস্তক ভৈরবের কোলে আর তিনি কপালে হাত বুলিয়ে সাহস দিয়ে বলছেন, "ভয় কি বাবা, ও যে তারামা।" ধীরে ধীরে মাথা তুলে নিয়ে তাঁর পাদ-পদ্মে মাথা রেখে তিনি গুরু বন্দনা করতে লাগলেন। শিষ্যের মাথায় হাত দিয়ে ভৈরব, "শ্রীদুর্গা, জয়তারা" বলে আশীর্ব্বাদ করলেন। গুরু সঙ্গ লাভে বেশ আনন্দে দিন কেটে গেল, সংসারের কি অবস্থা হল, তা না ভেবে রায় মহাশয় বেশ নিশ্চিন্তেই তারাপীঠবাসী হলেন।

বিধির কি লিপি, ঢল-ঢলে পূর্ণিমার চাঁদ একখণ্ড কৃষ্ণ মেঘে আবৃত হয়ে উদ্ভাসিত জ্যোৎস্নার আলোককে মসি মাখিয়ে দিল, সারা জগৎ তমসায় আচ্ছন্ন। আঁধার-আলোক, আলোক-আধারে মানুষের জীবন লীলায়িত এই হল বিধির বিধান। হঠাৎ তারে সংবাদ এল শান্তিপুর হতে মধ্যম কন্যার শেষ অবস্থা, দেখবার ইচ্ছা থাকে ত এখনই যাত্রা করুন। তারের সংবাদটি গুরুভাই শাস্ত্রী হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে আসে, তিনি সেই সময় তারাপীঠেই ছিলেন। রায় মহাশয়কে কিছু না বলে তিনি এই সংবাদ বাবার কাছে প্রকাশ করেন। রায় মহাশয়কে কাছে ডেকে তারের সংবাদ প্রকাশ করে বাবা সেই দিনই তাঁকে বাড়ী ফিরে যেতে বল্লেন। রায় মহাশয় এই কন্যাটিকে খুবই ভালবাসতেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং এইটিই ছিল তাঁর এক মাত্র মায়ার বন্ধন। সজল নয়নে রায় মহাশয় বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি কি বাড়ী গিয়ে জীবন্ত দেখতে পাবো"? "অধৈর্য্য হয়ো না বাবা, আমি এইটুকু করতে পারি যে যতক্ষণ না তুমি বাড়ী ফিরে যাও সে ততক্ষণ জীবিত থাকবে",— বল্লেন ভৈরব। বাবার কাছ হতে বিদায় নিয়ে রায় মহাশয় তারাপীঠ হ'তে যাত্রা করলেন। সারা পথ চোখের জল আর বিষাদে কেটে গেল। কন্যাটি ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হয়েছে প্রায় শেষ অবস্থা কিন্তু, তখনও চৈতন্য হারায়নি। কন্যার সামনে যখন রায় মহাশয় উপস্থিত হলেন, কন্যাটি তখন বাবা বলে ডেকে দুহাত দিয়ে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে ইহলোক ত্যাগ করলো। মায়ার বন্ধন আজ ছিন্ন হল। কন্যাটির শেষ কৃত্য নিজ হস্তে সমাপন করে রায় মহাশয় ফিরে এলেন তারাপীঠে।

এই প্রিয় শিষ্য জীবনের শেষভাগে রাঁচিতে ছিলেন। তাঁর অমায়িক ব্যবহার, সত্যবাদীতা ও শিশুর ন্যায় সরলতা দেখে খুবই আনন্দ হ'ত। বিদ্যার গর্ব্ব বা ক্রোধ একেবারেই ছিলনা। তিনি নিজেকে এত ক্ষুদ্র বলে মনে করতেন যেন মাটিতে মিশিয়ে থাকতেন। আত্ম প্রশংসা বা আত্ম-প্রচার তিনি পছন্দ করতেন না। তিনি নিঃসঙ্গ জীবন যাপন ও গুপ্তভাবে থাকাই পছন্দ করতেন। তিনি বলতেন, "যা হারিয়েছি তা আর জীবনে পাবো না, তিনি পিতা মাতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, স্নেহাস্পদ ও স্নেহময়ী। দেব দেবী কিছু বুঝি না, তিনিই সব।"

মর্ম্মান্তিক ১৪ই কার্ত্তিক সন ১৩৬০ সাল, শনিবার রাত্র ৯॥০ টায় কৃষ্ণানবমী তিথিতে ৭৩ বৎসর বয়সে পুরুলিয়া রোড রাঁচিতে তাঁর ইচ্ছা মৃত্যু হয়। সুবর্ণরেখা নদীতে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন হয় এবং শিষ্য ভক্তরা কুলাচারে শেষকৃত্য সমাধা করেন।

সন ১৩১৫ সাল বৈশাখ মাস মধ্যাহ্ন সময়ে বসে আছেন ভৈরব শান্তিময়ী শ্মশান মায়ের কোলে। প্রিয় কুকুরগুলি তাঁর আসে পাশে চুপ ক'রে বসে বা শুয়ে আছে। এমন সময় ভক্ত সস্ত্রীক নবীন চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় কাঁদি রাজ হাই স্কুলের শিক্ষক, বাবার কাছে এলেন। স্বভাব সিদ্ধা প্রকৃতি দেবীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে তিনি পুত্র লাভের বর—প্রার্থনা ক'রলেন। ভক্ত-পত্নী সর্ব্বমঙ্গলা দেবী বহু দিন যাবৎ স্ত্রী ব্যাধিতে কষ্ট পাচ্ছেন, নানারূপ চিকিৎসা করা সত্বেও ব্যাধি হতে মুক্তি পাননি তাই শরণাপন্ন হয়েছেন ভৈরবের কৃপা প্রার্থী হয়ে। কখন কি মেজাজে থাকেন ভৈরব, তা কল্পনাতীত সাধারণের ধারণাতীত। ভক্ত ও ভক্ত-পত্নীকে দেখে সানন্দে আশীষ দিয়ে বল্লেন ভৈরব,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"ওরে তোদের একটা পুত্র সন্তান হবে বাবা। ভক্ত-পত্নী দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন ভৈরবের শ্রীপাদ-পদ্ম। মুখে চোখে মাথায় দিলেন পবিত্র পদ-ধূলি ভক্তি সহকারে। "পা ছেড়ে দেমা, তারামার কৃপায় তোর সব রোগ সেরে যাবে, মায়ের চরণামৃত ভক্তিভরে খা-মা, তা হলেই তোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে"— বল্লেন ভৈরব। ভৈরবকে আর বিরক্ত না করে তাঁরা মায়ের চরণামৃত নিয়ে বাড়ী ফিরলেন। ভৈরবের কৃপায় সন ১৩১৬ সালে ভক্ত ও ভক্ত পত্নী এক হৃষ্ট-পুষ্ট সুশ্রী পুত্র সন্তান লাভ করেন। পুত্রের নাম কৃপা নাথ মুখোপাধ্যায়। ভক্ত-পত্নী এখন সুস্থ শরীরে জীবিত আছেন। এই ঘটনাটি ৺নবীন চন্দ্র মুখোপাধ্যায় (গ্রাম সন্ধ্যাজোল, বীরভূম) মহাশয়ের নিকট হতে সংগৃহীত হয়েছে। নবীন চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্ম হয়েছিল ১২৯২ সালে, পিতার নাম ৺ভগবান চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

———

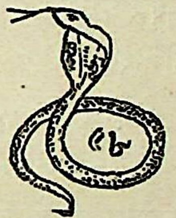

জীবিত কুণ্ডে সানবাঁধানো ঘাটের পাশে জলের কাছে মৃত কুকুর ছানাটি দেখে নন্দহাড়ি দুঃখিত হয়ে প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে বাবার কাছে দুঃসংবাদ নিয়ে এল।

বাবা, আপনার রাঙ্গুবাবু জীবিত কুণ্ডের জলের ধারে ঘাড় মুখ গুঁজে মরে পড়ে আছে।

বাবা যোগাসনে সমাসীন ছিলেন, কোন কথারই জবাব দিলেন না। কাছে ছিলেন নগেন্দ্র নাথ বাগ্‌চি ও ব্রজপাঠক প্রভৃতি বাবার ভক্তরা। কোন উত্তর না পেয়ে কিছুক্ষণ নীরব থেকে নন্দা একটু জোর গলায় বল্লে, "বাবা, আপনার রাঙ্গুবাবু জীবিত কুণ্ডের জলে ঘাড় মুখ গুঁজড়ে মরে পড়ে আছে। আপনার কাছে নিয়ে আসবো বাবা ?"

অর্দ্ধ নিমীলিত নেত্রে ঈষৎ নন্দার দিকে ঘাড় বাঁকিয়ে বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কি বল্লেন বাবা, আমার রাঙ্গুবাবু জীবিত কুণ্ডে মরে পড়ে আছে ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"হ্যাঁ বাবা, তাকে আপনার কাছে আনবো ?"—বল্লে নন্দা। খুব আগ্রহ সহকারে বাবা বল্লেন, "আনুন তো বাবা" ? নন্দা কুকুর ছানাটি এনে বাবাকে বল্লে, "বাবা এনেছি।" "দিন তো বাবা", বলে বাবা দুহাত পাতলেন।

নন্দা মরা ছানাটি বাবার হাতে তুলে দিয়ে একপাশে বসে রইলো। ছানাটিকে বুকের কাছে এনে বাবা ডান হাতে পৈতা জড়িয়ে তার দেহে "শ্রীদুর্গা, জয়তারা" জপ করে মাটিতে নাগিয়ে রাখলেন।

"একে কি শিমুল তলায় সমাজ দিয়ে দোব বাবা ?"—জিজ্ঞাসা করলো নন্দা। "এখনি দিন তো বাবা",—বাবা বল্লেন। নন্দা যখন ছানাটি তুলে নিয়ে যাচ্ছে, সেই সময় বাবা নগেন্দ্র নাথ বাগচি মহাশয়কে বল্লেন, "নগেন বাবা, দেখুন তো বাবা, এই কুকুরের ছানাটা, মেয়ে না পুরুষ।"

নগেন্দ্রনাথ বাগ্‌চি মহাশয় দেখে বল্লেন, "বাবা, এটা পুরুষ।"

দুই হস্ত উত্তোলন করে অবাক হয়ে বাবা বল্লেন, "সে কি বাবা, এটা পুরুষ, তাহলে তো বাবা আমরা আর নেই।"

বাবার কথার ভাবার্থ খুবই কঠিন। সৃষ্টিতত্ত্বে পুরুষ মাত্র একজন, পরম পুরুষই একমাত্র পুরুষ, এছাড়া সব নারী। পরম পুরুষের নাশ হলে সৃষ্টি থাকে না, তাই বাবা ও কথা বল্লেন। নন্দা ছানাটিকে শ্মশানে সমাজ দিয়ে এসে বাবাকে বল্লে—"বাবা সমাজ দিয়েছি।" "বেশ করেছেন বাবা,"—বাবা উত্তর দিলেন।

এই ছানাটি প্রসব করে মায়ের মৃত্যু হয়, অসহায় অবস্থা দেখে বাবা ওর রক্ষণা-বেক্ষণের ভার দিয়েছিলেন নন্দার উপর। তাই নন্দা এই দুসংবাদ বাবার কাছে নিয়ে এসেছিল। ছানাটি লাল রংয়ের ছিল বলে বাবা রাঙ্গুবাবু বলে ডাকতেন। বাবার অনেকগুলি কুকুর ছিল। কালু, ভুলু, বড় শ্বেতফুল, বুড়োবাবু, বুড়িমা, সাবলিদিদি, মড়িমা, জামভোলা, দুর্গা পদি, ফুলটুসি, হরির মা, হরিহর থরথরি, বাঘা, ছোট শ্বেতফুল ইত্যাদি। সাবলিদিদি কুকুরটাকে দেখে বাবা প্রায়ই বলতেন, "তুই চিরকুমারী রয়ে গেলি।" কুকুরটি যদিও মাদী ছিল, কিন্তু কখনও তার ছানা হয়নি। হঠাৎ একদিন ঐ কুকুরটি শ্মশান থেকে ঘুরে এসে বাবার পায়ের কাছে মাথা রেখে শুয়ে পড়লো, শেষে দেখা গেল, মহাপুরুষের শ্রীপাদ-পদ্মে কুকুরটি প্রাণত্যাগ করেছে। কালু, ভুলু ও শ্বেতফুল এই তিনটি কুকুরকে বাবা বেশী ভালবাসতেন। তার মধ্যে কালু কুকুরটি ছিল অগ্রগণ্য। একদিন অনেকক্ষণ কালু কুকুরটিকে দেখতে না পেয়ে আপন মনে বাবা বল্লেন, "আমার কালুবাবু কোথায় গেল, তাকে ত দেখছি না।" বাবার কথা শুনে ব্রজ পাঠক "কালু-কালু-তু" বলে চেঁচিয়ে ডাকলেন। বাবা বিরক্ত হয়ে বল্লেন, "কালু কিরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শাল ? কালুবাবু বলে ডাকতে হয়। কালুবাবু ব্রাহ্মণ বাবা।" কালু ছুটে এসে বাবার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। বাবা কালুর লেজে হাত বুলিয়ে দিয়ে বল্লেন, "আহা, শিখিপুচ্ছ বাবা, কালুবাবু রাজপুত্তুর বাবা, কালুবাবু বলে ডাকতে হয়।" বাবার কথা শুনে ব্রজ পাঠক হেসে ফেল্লেন, তাই বাবা গম্ভীরভাবে বল্লেন, "গুরুর সামনে হাসতে নেই।" অন্য কেউ হাসলে বাবা গম্ভীরভাবে বলতেন, "দাঁত ক্যালানে ফ্যাটকা শালরা।" গভীর রাত্রে যে সময় শ্মশানে বাবার কাছে কেউ থাকতো সাহস করতো না, সেই সময় প্রভু ভক্ত কালু কুকুরটি সর্ব্বদাই বাবার কাছে থাকতো, শুধু যে থাকতো তা নয়, ফাইফরমাজও খাটতো। এক গভীর রাত্রে বাবার কারণ (মদ্য) ও মুড়ি খাবার ইচ্ছে হয়েছে, ক্ষুদ্র পল্লী নিদ্রায় অভিভূত, এমন কোন ভক্ত বা শিষ্য বাবার কাছে নেই যে কারণ বা মুড়ি এনে দেয়। বাবা কালুর গলায় একখানি গামছা বেঁধে দিয়ে কি ইঙ্গিত করলেন কালু সোজা নগেন্দ্র নাথ পাণ্ডার বাড়ীতে এসে দরজায় বড় বড় থাবা দিয়ে আঁচড় দিতে লাগল তাতেও যখন কারো ঘুম ভাঙ্গলো না, তখন সে বিকটস্বরে চিৎকার করতে লাগলো। কালুর গলায় গামছা বাঁধা দেখে নগেন্দ্রনাথ কারণের যন্ত্র (বোতল) আর মুড়ি গামছায় বেঁধে কালুর গলায় ঝুলিয়ে দিলেন। কালু কোন রকম দেরী না করে সাবধানে কারণ ও মুড়ি বাবার কাছে পৌঁছে দিল। বাবা বলতেন, "কালু, ভুলু ও বড় শ্বেতফুল এই তিনটি কুকুর পূর্ব্বজন্মে উচ্চ সাধক ছিল, সামান্য ক্রটির জন্য কুকুর যোনি প্রাপ্ত হয়েছে। এই জীবনেই এই তিনটি কুকুরের কর্ম্মফল শেষ হবে এবং ভবিষ্যৎ জীবনে এরা সিদ্ধিলাভ করবে।" এই কুকুর তিনটি নিত্য মহাশ্মশানে চার প্রহরে মুখ উঁচু করে বসে তারামার কাছে প্রার্থনা করতো ও চোখের জলে কাতরোক্তি জানাতো। কুকুরগুলির তত্ত্বাবধানের ভার ছিল নন্দার উপর ; তাদের সেবা, দেখাশুনা নিত্য নন্দাই করতো। যে দিন নন্দা না আসতো সেদিন নগেন্দ্রনাথ বাগ্‌চি বা ব্রজ পাঠক মহাশয় দেখাশুনা করতেন। অনেকে বাবাকে এই সব শ্মশানবাসী কুকুরদের সঙ্গে একপাতে খেতে দেখে মুখ সিঁট্‌কাতো এবং পিশাচসিদ্ধ বলতো কিন্তু, বাবার তাতে একটুও লজ্জা, ঘৃণা বা ভয় ছিল না। কে কি বলবে, না বলবে বা মনে করবে, সেদিকে তাঁর মোটেই ভ্রূক্ষেপ ছিল না। নিকৃষ্ট জীব বলে তিনি কোনদিনই কুকুরকে হেয় জ্ঞান করেন নি।

"বিষ্ণু পরিস্থিতো বিষ্ণুঃ।
বিষ্ণু খাদতি বিষ্ণবে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথং হসসি রে বিষ্ণো।
সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ ॥"

"যত্র জীব, তত্র শিব।" বাবা ইহা বাহ্যিক ও আন্তরিক ভাবে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। শুধু শাস্ত্র মুখে আওড়ালে আসল কাজ হয় না, কার্য্যে পরিণত করাই হল সাধনা। সাধনা আন্তরিক ও লৌকিক। লৌকিকে বাহ্য পূজাড়ম্বর, আন্তরিকে লৌকিক আড়ম্বর বর্জ্জন, চিতির উন্মেষ। বাহ্য ক্রিয়া অভ্যাসে আন্তরিকতা আসে ধীরে ধীরে, এই হ'ল তান্ত্রিক সাধনা বাবা। বাবা অষ্টপাশ-মুক্ত ছিলেন।

"ঘৃণা লজ্জা ভয়ং শোকো জুগুপ্সা চেতি পঞ্চমী।
কুলং শীলং তথা জাতিরষ্টোপাশাঃ প্রকীর্ত্তিতা ॥"

—কুলার্ণবে।

ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, শোক, জুগুপ্সা, (নিজ কুকর্ম্ম গোপন করা) কুল, শীল ও জাতি এই আটটি পাশ; এই পাশই জীবকে আবদ্ধ রাখে। মিথ্যা জ্ঞানের বিকার, মদ বা অহঙ্কার হতে এই পাশের উৎপত্তি হয়। পাশ মুক্ত না হলে জীব মুক্তি পায় না।

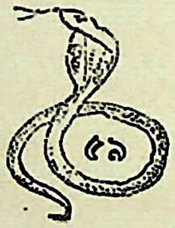

ইং ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাস বড়দিনের ছুটীর অবকাশে অলক্ষিত শক্তির দ্বারায় আদিষ্ট হ'য়ে চলেছেন ভক্ত, আঁকা-বাঁকা মেঠো পথ দিয়ে মোল্লার-পুর ষ্টেশন হ'তে তারাপীঠে তারামায়ের কাছে। মাথায় পাগড়ি, গায়ে আলষ্টার, হাতে একটি ব্যাগ, তার মধ্যে আছে লোটা-কম্বল হুঁকা-কলকে-টিকে-তামাক ও ছোট একটি বালিশ এবং কিছু ফল। খাল-বিল-নালা-নদী পার হ'য়ে পৌছলেন ভক্ত তারামায়ের মন্দিরে বেলা প্রায় নয়টা। পাষাণী মায়ের সাজান মূর্ত্তি, রৌপ্য মুণ্ড ও পিতলের মুণ্ডমালা দেখে ভক্তের মনে সংশয় জেগে উঠলো দেবী প্রাণহীনা বা অত্যাল্প শক্তি-বিশিষ্টা। কোন রূপ আনন্দ না পেয়ে কিছু পূজা দিয়ে ভক্ত চলে এলেন শ্মশানে। ভয়াবহ শ্মশানে এক প্রান্তে দণ্ডায়মান রয়েছে এক জীর্ণ পর্ণ কুটীর সাক্ষীস্বরূপ, স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে মানব দেহের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীর্ণতা ও অসারতা। সম্মুখে জীবিত কুণ্ড (পুষ্করিণী) কুল-কুণ্ডলিনীর কুণ্ড, যার পবিত্র পরশে জরাজীর্ণ-ব্যাধি হ'তে মুক্তি পায় জীব চিরতরে। কুটির সংলগ্ন ভগ্ন মাটির দাওয়ায় ব'সে তামাক সেবন করতে লাগলেন ভক্ত মৌতাতে। সহসা দুজন গ্রাম্য যুবক সহ ভৈরব তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে বল্লেন, "কলকাতার বাবু।" কান্তিময় বিরাট বপু দেখে ভক্ত ভক্তিসহকারে মনে মনে ইষ্ট মন্ত্র জপ ক'রতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে ভৈরবের সেবার জন্যে ভক্ত দুটি ফল এক যুবকের হস্তে দিলেন। আনন্দ সহকারে ভৈরব ফল সেবা করলেন এবং তাঁদেরও প্রসাদ দিলেন। ভক্তের কাছে ভক্ত-বৎসল কারণ (মদ্য) ও মুড়ি চাইলেন। অনতি-বিলম্বে ভক্ত কারণ ও মুড়ি আনিয়ে দিলেন। এক কোঁচড় মুড়ি শ্মশান-প্রাঙ্গনে ছড়িয়ে দিয়ে, কালু, ভুলু, শ্বেতফুল, বুড়োবাবা, বুড়িমা, শাবলি দিদি ইত্যাদি সম্ভাষণে ডাক দিলেন ভৈরব চিৎকার করে। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এল একপাল দেশী কুকুর খাদ্য লোভে। পরস্পর হিংসা-দ্বেষ ভুলে খেতে লাগলো তারা মেলামিশি করে। ভৈরবও লজ্জা, ঘৃণা, ভয় ত্যাগ ক'রে তাদের সঙ্গে সেবা করতে লাগলেন মুড়ি সানন্দে। অবাক হ'য়ে দেখতে লাগলেন ভক্ত সাধ্য ও সাধনের মিলন ও সম-জ্ঞানী সাধকের শিশুর ন্যায় সরল আচার। সহসা ভৈরবের সুতীক্ষ্ণ চক্ষু দুটি আরক্তিম হ'য়ে উঠলো, জলদ গম্ভীর তারা-তারা নাদ তুলে ভক্তকে বল্লেন ভৈরব, "ওরে তুই এতদিন কোথায় ছিলি, তুই যে আমার শিষ্য।" সস্নেহ আহ্বানে কোন উত্তর দিতে না পেরে সাশ্রু-নয়নে ভক্ত অবাক হ'য়ে ভৈরবকে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে, "দেবী প্রাণহীনা বা অত্যাল্প শক্তি-বিশিষ্টা", ভক্তের এই সংশয় নাশ করবার জন্যে আপন মনে বারে-বারে বল্লেন ভৈরব, "ঐ দালানে (মন্দিরে) তারামা আছে, তারামা পিতলে গড়া, তারামা রাংতা পরা, তারামা শিমুল তলায়"। ভৈরবের আদেশে ভক্ত জীবিত কুণ্ডে স্নান ক'রে শিমুল তলায় তারামার কাছে গেলেন। মধ্যাহ্নকাল গত হ'ল পূজারী তারামার পূজা-ভোগাদি সমাপন ক'রে—মায়ের মন্দিরে প্রসাদ বিতরণ ক'রলেন। ভক্তকেও দেওয়া হয়েছে-কিন্তু, যত্নের ত্রুটী হওয়ায় ভক্ত প্রসাদ ত্যাগ ক'রে ভৈরবের কাছে চলে এলেন। ভক্ত দেখে আশ্চর্যান্বিত হ'লেন যে ভৈরবও মায়ের প্রসাদ ত্যাগ ক'রে আপন মনে বলছেন "খাবনা' কিছুতেই খাবনা, আমার ছেলেকে তাচ্ছিল্য করা, কিছুতেই খাবনা"। সন্তানের প্রতি এত টান, এত স্নেহ, এত গভীর অনুরাগ দেখে ভক্তের দু-চক্ষু হ'তে অশ্রু ঝ'রে প'ড়লো। সস্নেহে ভক্তকে কাছে ডেকে বল্লেন ভক্ত-বৎসল, "ওরে বাবা, তুই এখনি এখান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হ'তে চলে যা।" কোন দ্বিরুক্তি না ক'রে ভক্ত ভৈরবকে শ্রদ্ধাভরে প্রণাম ক'রে সেই মুহূর্ত্তেই তারাপীঠ ত্যাগ করলেন।

সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥

(শ্রীমদ্ভাগবদগীতা ৬।৩১)

যিনি সর্ব্বভূতে অবস্থিত আমাকে আপনার সহিত অভিন্ন মনে করিয়া ভজনা করেন, সেই যোগী বিষয় সমূহে থাকিয়াও আমাতে অবস্থান করেন।

ভোগবিলাসের পরিবেশে থেকে সংসারের কর্ত্তব্য কর্ম্ম পালন করেও যে ভগবৎ কৃপা ও সান্নিধ্য লাভ করা যায় তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত এই ভক্ত নৃপেন্দ্র নাথ দে মহাশয়ের পবিত্র জীবনী হ'তে পাওয়া যায়। সন ১২৭২ সাল ২রা অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার রাত্র চারটা ছত্রিশ মিনিটে হুগলী জেলার অন্তর্গত ভদ্রেশ্বর গ্রামে গঙ্গা তটে এক সমৃদ্ধিশালী কায়স্থ বংশে এই মহাত্মার জন্ম হয়। পূর্ব্বপুরুষের আদি নিবাস ছিল বালী, পরে মণিরামপুর হয়। পিতামহ ৺মধুসূদন দে মহাশয় মণিরামপুর ত্যাগ ক'রে কিছুকাল গোবিন্দপুরে (ফোর্ট উইলিয়ম ও তৎপার্শ্বস্থিত স্থান) বাস করে নূতন ভদ্রাসনে ঠন-ঠনের চৌমাথার মোড়ে বসবাস করেন। যে কারণেই হোক এই ভদ্রাসন ত্যাগ ক'রে তিনি ঝামাপুকুরে নূতন ভদ্রাসনে স্থায়ীভাবে বসবাস ক'রেন। নৃপেন্দ্র নাথ দে মহাশয়ের পিতা ৺শশী ভূষণ দে মহাশয় ভদ্রেশ্বরে একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক ছিলেন। তিনি আহিরীটোলা নিবাসী কাশীশ্বর বসু মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যাকে বিবাহ করেন। মর্ম্মান্তিক ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে নৃপেন্দ্র নাথের পিতৃ বিয়োগ হয়। প্রবেশিকা পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ায় তিনি তিন বার আত্মঘাতী হবার চেষ্টা করেন কিন্তু, এক অলক্ষিত শক্তি প্রতিবারেই এই পাপ কার্য্যে বাধা দেয়। এই ঘটনার পর তিনি তুই বৎসর বেঙ্গল পি, ডাবলিউ, ডি, সেক্রেটারিয়েটে পনের টাকা বেতনে সেক্‌শন হোল্ডারের চাকুরী করেন, পরে তুই মাসের জন্য সত্তোর টাকা বেতনে দার্জ্জিলিংএ পি, ডাবলিউ, ডি ক্যাম্প অফিসে নিযুক্ত হন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে তিনি সেক্রেটারিয়েট ক্লার্কসিক পরীক্ষা দেন ও সফলতা লাভ করেন এবং ভারত সরকারের রাজস্ব কৃষি বিভাগে নিযুক্ত হন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে ৺অনুপম বসু মহাশয়ের একমাত্র কন্যা সরলা বালার সহিত তাঁর বিবাহ হয়। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে কর্ম্মক্ষেত্র শিমলা তিনি যাত্রা করেন। তিনি অতিশয় নির্জ্জন প্রিয় ছিলেন এবং সর্ব্বদা নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে ভাল বাসতেন। তাঁর তুই পুত্র ও তুই কন্যা শ্রীমান সন্তোষ কুমার, শ্রীমান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুধীর কুমার, শ্রীমতী বিভাবতী ও শ্রীমতী স্নেহলতা। যদিও পূর্ব্বপুরুষ বৈষ্ণব-মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন কিন্তু, এই মহাত্মা, ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসের শেষে ঝামাপুকুরে এক কৌলের নিকট সস্ত্রীক শক্তি মন্ত্রে দীক্ষিত হন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের কথামৃত পাঠে তিনি এক অলক্ষিত শক্তির কৃপালাভ করেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে তিনি দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে নিয়মিতভাবে যাতায়াত করেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁর মাতৃবিয়োগ হয়। শোক-তাপ, দুঃখকষ্ট কোনদিন এই মহাত্মাকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম হ'তে বিচ্যুত করতে পারেনি। প্রত্যেকটি কর্ত্তব্য কর্ম্ম তিনি অলক্ষিত শক্তির দ্বারায় আদিষ্ট হয়ে সুচারুরূপে সম্পন্ন করতেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ এপ্রিল মাসে তিনি কলিকাতা অফিসের সহকারী লেখ্যসংরক্ষক পদে নিযুক্ত হন এবং সিমলা অফিস হ'তে তারে সংবাদ পান যে, "তোমার মাহিনা ১০০৲ টাকা হ'তে প্রথমে ১৫০৲ টাকা এবং সঙ্গে সঙ্গেই ২০০৲ টাকা ও তারপরেই ৩০০৲ টাকায় বৃদ্ধি করা হ'ল এবং ১০০৲ টাকা ভাতাও ধার্য্য করা হ'ল। আণ্ডার সেক্রেটারী সাহেবের বিশেষ অনুগ্রহে এই অভাবনীয় ব্যাপার ঘটে। আণ্ডার সেক্রেটারী সাহেব আরো আশ্বাস দেন যে তাঁর পদে যখন হেলি সাহেব অভিষিক্ত হবেন তখন তিনি তাঁকে সুপারিশ ক'রে যাবেন যাতে দে মহাশয়কে ভবিষ্যতে ৪০০৲ টাকা হ'তে ৮০০৲ টাকা বেতনে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে উন্নীত করেন ও রায় বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করেন। পাছে অর্থ লালসায় সাধন ভজনের ক্ষতি হয় এই আশঙ্কায় আণ্ডার সেক্রেটারীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও এ চাকুরী ত্যাগ করে তিনি ডেরাডুনে ফরেষ্ট রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউটে ১৫০৲ টাকা বেতনের চাকুরী গ্রহণ করেন। তিনি বলতেন, "অর্থ ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ পরমার্থ হ'তে দূরে চলে যায়। জাগতিক লাভ, অমূল্য রত্ন লাভের পরিপন্থী। সাধন ভজনের সুবিধা ও প্রাকৃতিক আনুকূল্য প্রাপ্তির আশায় ডেরাডুনে তিনি একা যাত্রা করলেন। অতি প্রত্যূষে ডেরাডুনে পৌঁছে তিনি দেখেন এক যুবক তাঁর জন্যে ষ্টেশনে অপেক্ষা করছেন। এই যুবকটি শিমলা শৈলের কর্ম্মচারী বিনোদ বিহারী বসু মহাশয়ের পুত্র স্বনামধন্য রাস বিহারী বসু মহাশয়। কয়েক দিন রাস বিহারী বসু মহাশয়ের বাসা-বাটীতে বাস ক'রবার পর দে মহাশয় সার্ভে অফিসের পাশে করণপুরস্থ বাসা-বাটী ঠিক করেন ও রাস বিহারী বসু মহাশয়কেও সঙ্গে রাখেন। আট দশ দিন গতে এক রাত্রে দে মহাশয় যখন ছাদে একাকী সাধন ভজনে রত, সেই সময় এক ভীতিজনক ঘটনা ঘটে। তিনি দেখলেন এক স্থূলকায় অশরীরী, বীভৎস মূর্ত্তিতে তাঁর সম্মুখে করযোড়ে দণ্ডায়মান। তাঁর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুখমণ্ডল হ'তে সুতীক্ষ্ণ তারকাযুগল যেন কক্ষচ্যুত হ'য়ে বহির্গত হয়ে আসছে। করুণস্বরে অশরীরী প্রার্থনা জানালো, "আর যাতনা ভোগ করতে পারছিনা ভাই, তাই তোমার শরণাপন্ন হয়েছি, রক্ষে কর ভাই ; রক্ষে কর। উঃ। বড় যন্ত্রণা" তার অবস্থা দেখে ও কাতরোক্তি শুনে দে মহাশয় বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমিই কি আমাদের সেই বেণী চৌধুরী ; তোমার গলায় ও রকম দাগ কেন ; তুমি কি গলায় দড়ি দিয়েছিলে ?" কপালে করাঘাত করে অশরীরী আক্ষেপ করে বললে, "হা অদৃষ্ট। তোমারও চিনতে দেরী হল। আমিই সেই মূঢ়মতি যে তোমার উপদেশ অগ্রাহ্য করে, তোমায় কটু কথা শুনিয়েছিল। এ যন্ত্রণা আর সহ্য করতে পারছিনা তুমি আমায় রক্ষা কর।" তার তীব্র যন্ত্রণা ও কাতরতায় দে মহাশয় মর্ম্মাহত হয়ে বল্লেন, "আমার কি শক্তি আছে যে তোমায় রক্ষা করবো, মা-ই তোমায় রক্ষা করবেন"। এই কথা শোনা মাত্র অশরীরী অদৃশ্য হল। এই ঘটনার দু-তিন দিন পরে দে মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ কন্যা বিভাবতী দেবীর এক পত্র এল ডেরাদুনে, "বাবা আপনার বন্ধু বেণীবাবু দীঘাপতি রাজার বাগানে মালির পরিত্যক্ত ঘরে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন"। প্রেত যোনির মুক্তির জন্যে তিনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানান। তিনি উপদেশ দিতেন, "সর্ব্বশরীর-ময় উজ্জ্বল জ্যোতির ধারণায় আপনাতে আপনি থাক। করণীয় কর্ম্মের মধ্য দিয়ে পরম জ্যোতিকে দেহপুরে গ্রেপ্তার করতে পারলেই ধর্ম্ম ও কর্ম্মের সমন্বয় বিধান সম্ভবপর হয় ; ইহাই সিদ্ধি এবং সিদ্ধির আদর্শ হলেন সিদ্ধিদাতা গণপতি। 'তমো প্রধান আমি-আমার বুদ্ধিকে সত্ত্ব প্রধান তুমি-তোমার বুদ্ধিতে পরিণত করার কৌশল বা সাধন প্রণালীই সিদ্ধিলাভের সুন্দর পথ'। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ডেরাদুনের চাকুরী হতে অবসর নিয়ে দে মহাশয় ভারতের নানা স্থান ভ্রমণ করেন। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে রূপনারায়ণপুরে এক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে তিনি জীবনের শেষভাগে নির্জন নিস্তব্ধতার মধ্যে ভগবৎ আরাধনায় আত্ম নিবেদন করেন। সদা সর্ব্বদা মনকে বিষয় বস্তুর উর্দ্ধে রেখে এই মহাত্মা কর্ম্ম যোগে আত্মদর্শন ও ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করেন।

সন ১৩১৬ সালের শেষ ভাগে বাবা বসে আছেন মহাশ্মশানে, পাশে পড়ে রয়েছে কতকগুলি নর-মুণ্ড। অন্যতম শিষ্যদ্বয় সুশীলকুমার রায় ও অমূল্য ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা ও আর জন কয়েক ভক্ত বাবার মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে আছেন। এমন সময় মীরাট হতে সুরপতি বসু নামে এক ভদ্রলোক বাবাকে দর্শন করতে এলেন, তিনি মিলিটারি বিভাগে চাকুরী করতেন। এক ভক্ত বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "বাবা। মৃত্যু ভয় আসে কেন" ? মৃদুহাস্যে বাবা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বল্লেন, "তোরা মরণকে অত ভয় করিস্ কেন? মৃত্যু কাকে বলে দেখবি?" বাবার উক্তি শুনে সবাই অবাক হয়ে বাবার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। অল্পক্ষণ পরেই বাবার মুখমণ্ডল গম্ভীর ভাব ধারণ ক'রলো, ঐ বিরাট বপু থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগলো, বাবা ভূতলে ঢোলে পড়লেন। এই অবস্থা দেখে ভক্তরা কেউ জল আনতে গেলেন, আবার কেউ বাতাস করতে লাগলেন। নাড়ীর গতি ও হৃদ-যন্ত্রের ক্রিয়া স্তব্ধ হয়েছে, হিমাঙ্গ দেহ কঠিনতা প্রাপ্ত হয়েছে সবাই ব্যাকুল হয়ে পরস্পরের মুখের দিকে ত্রাসজনক নয়নে চাইতে লাগলেন। তবে কি সত্যই বাবা আমাদের ত্যাগ করে গেলেন? এই প্রশ্ন বারেবার তাঁদের মনে উদয় হতে লাগলো। সহসা এক পতিত নর-মুণ্ড হতে ভীষণ অট্টহাস্য আরম্ভ হল। রহস্যাবৃত এই ঘটনায় যাঁরা ছিলেন বাবার কাছে তাঁরা ভীত হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে অট্টহাস্য স্তব্ধ হল, তার পরিবর্ত্তে মুণ্ড হ'তে গম্ভীর বাণী প্রকাশ পেল, "একেই বলে মরণ, তোরা এই মরণকে ভয় পাস্"। বাণী বন্ধ হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বাবার বিরাট বপু নড়ে উঠলো, সরলভাবে উপবিষ্ট হ'য়ে বাবা বল্লেন, "এই মরণকে তোরা ভয় করিস? দেখিলি ত?"

অদ্ভুত এই বিভূতি দর্শন করে শিষ্য ও ভক্তগণ আশ্চর্য্যন্বিত হ'য়ে চুপ করে বসে রইলেন। বাবা হাসতে লাগলেন। কাশীধামের চলন্ত শিব ত্রৈলঙ্গ স্বামী ও পরম যোগী ও সুপণ্ডিত ভাস্করানন্দ স্বামী ঠিক এইভাবেই দেহ হ'তে আত্মাকে মুক্ত করে দেহের জড়ত্ব প্রমাণ করতেন। যাঁরা মুক্ত ও নিত্য সিদ্ধ তাঁরা মৃত্যুকে জয় করেছেন এবং ইচ্ছানুসারে তাঁরা দেহত্যাগ করতে পারেন।

এই ঘটনাটি মিরাটের কলেকটরস্ অফিসের সুপারিনটেন্ডেণ্ট ৺অবিনাশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র যুক্তপ্রদেশের গভর্ণমেণ্ট কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক শ্রীভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হতে সংগৃহীত হয়েছে। সুরপতি বসু মহাশয় ৺অবিনাশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরম বন্ধু ছিলেন। শ্রীযুক্ত ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বর্ত্তমান ঠিকানা ৬০নং রায়গঞ্জ সিপ্রি, ঝান্সি, ইউ, পি।

খ্যাতনামা ভক্ত কবি শ্রীকুমুদ রঞ্জন মল্লিক মহাশয়ের নিম্ন কবিতাটি ভৈরব সম্বন্ধে প্রকাশিত হয়েছে মাসিক বসুমতী মাঘ সংখ্যায় সন ১৩৬২ সালে।

বামাক্ষেপা।

"সিদ্ধি লভিতে হয়নি তোমার শব সাধনার প্রয়োজন।
স্বতঃসিদ্ধ হে সাধক! তব সাধনপন্থা অতুলন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হোমকুণ্ডের সেই নাই আঁচ
তুমিই তীর্থ—তীর্থে কি কাজ ?
তোমার লাগিয়া সদা চঞ্চল চন্দ্রভালী ত্রিনয়ন।
মাকে চেয়েছিলে— মা বিনা তোমার কিছুই ছিলনা চাহিবার,
পিয়াসা মিটায়ে পান করিয়াছ মায়ের স্তন্য সুধাধার।
'মা'-'মা' বলি বালকের মত—
বিরাম বিহীন ডাকিয়াছ কত,
মায়ের ভোগের আগে ভাগ নিতে লভেছিল অধিকার।
বিভূতি তোমার প্রকাশ করিতে তুমি ছিলে চির বীতরাগ,
অতি সাধারণ হইয়া থাকিতে অভাগা হইয়া মহাভাগ।
ইঙ্গিতে বারি থামাইত মেঘ,
বাষ্পীয় যান হারাইত বেগ,
মা ক্ষেপানে ক্ষেপা তুমি লভেছিলে জগন্মাতার কি সোহাগ।
কিছুই করনি—মাকে ডাকিয়াছ শুধু ফেলেছ কেবল আঁখিজল,
তাহাতেই হল শুচি সুন্দর আকাশ বাতাস স্থল-জল।
কে জানিতে পারে ? তুমি কি করেছ ?
পবিত্রতর ভারত গড়েছ,
পাপ-পঙ্কিল জাতির বক্ষে ফুটাইয়া গেলে শতদল"।

প্রতি বৎসর শুক্লা চতুর্দ্দশীতে কোজাগরের লক্ষ্মীপূজার পূর্ব্বদিনে তারাপীঠে এক বৃহৎ মেলা বসে। এই মেলা প্রায় ১০।১২ দিন স্থায়ী হয়। বিভিন্ন গ্রাম ও দেশ হ'তে বহু যাত্রীর সমাগম হয় এই উৎসবে। এই সময় তারা মায়ের শিলাময়ী মূর্ত্তি মন্দির হ'তে আনা হয় সদর রাস্তার ধারে নাটমন্দিরে সর্ব্বসাধারণের দর্শনের জন্যে। সন ১৩১৫ সাল ২২শে আশ্বিন বৃহস্পতিবার ইংরাজী ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ ৮ই অক্টোবর কলিকাতা ফরডাইস লেনের গুরু শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রাতে এণ্টালী পদ্মপুকুরের কালী দাস লাহিড়ী মহাশয়ের কাছে এসে বল্লেন, "ওহে চল আজ রাত্র ৮॥ টায় সাহেবগঞ্জ পাসেঞ্জারে মোল্লাপুর যাত্রা করি।"

লাহিড়ী মহাশয়—ওখানে কি দেখতে যাবে ?

বাঁড়ুজ্জে মহাশয়—মোল্লারপুর হ'তে ৪।৫ মাইল দূরে তারাপীঠে চতুর্দ্দশীতে বৃহৎ মেলা বসে, এ ছাড়া ওখানে সিদ্ধ মহাপুরুষ বামাক্ষেপা আছেন তাঁকেও দর্শন করা হবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাহিড়ী মহাশয় - আজকে কি ক'রে সম্ভব হবে, যদি বামাক্ষেপা টানেন তো আগামী বৎসর দেখা যাবে।

বাঁড়ুজ্জে মহাশয়—দ্বি-মত ক'রোনা, এই সুযোগে সাধু দর্শন করা যাবে। বিশেষ কিছু নিতে হবে না, কাপড় জামা আর একটা কম্বল নিলেই চলে যাবে। তুমি তৈরী হ'য়ে থেকো আমি ঠিক সন্ধ্যা ৬॥ টায় টিকিট নিয়ে আসছি।

এই কথা ব'লে বাঁড়ুজ্জে মহাশয় চলে গেলেন এবং লাহিড়ী মহাশয় ভিতরে প্রবেশ ক'রলেন।

দেখতে দেখতে কর্ম্মব্যস্ততার মধ্য দিয়ে দিন কেটে গেল, সন্ধ্যা এল; চতুর্দ্দিক শঙ্খ-ঘণ্টার শব্দে মুখরিত হ'ল। লাহিড়ী মহাশয় বন্ধুর প্রতিক্ষায় প্রস্তুত হয়ে আছেন কিন্তু বাঁড়ুজ্জে মহাশয়ের দেখা নেই। "তাইতো কি করি, ৭টা বাজতে চললো, গুরু শঙ্কর তো এখন এল না, হয়তো ষ্টেশনে দেখা হবে, এগিয়ে যাই।" আপন মনে এই কথা বলে লাহিড়ী মহাশয় কাঁপড়চোপড়ে ভর্ত্তি হাত ব্যাগটি নিয়ে যাত্রা ক'রলেন। মৌলালী দরগায় এসে তাঁর খেয়াল হ'ল বামাক্ষেপা গাঁজা ভালবাসেন তাই তিনি ২।৩ মিনিটের পথ এক গলির মধ্যে গাঁজার দোকানে উপস্থিত হ'লেন। আবগারী আইন অনুযায়ী সন্ধ্যা ৬টার পর গাঁজা বিক্রয় বন্ধ থাকে, তাই দোকানটির জানালা দরজা সব বন্ধ রয়েছে কিন্তু ভিতরে আলো জ্বলছে। কর্ম্মচারীরা হিসাব নিকাশ ক'রছে, দরজা ভেজান ছিল হাত দিতেই খুলে গেল। দোকানের মালিক ঘরের বাহিরে এসে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে রুক্ষভাবে লাহিড়ী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি চান?" "এক ভরি গাঁজা চাই," বিনীতভাবে উত্তর দিলেন লাহিড়ী মহাশয়। "আপনি গাঁজা খান অথচ জানেন না যে ৬টার পর গাঁজা বিক্রী হয় না, আপনি বোধ হয় আবগারীর লোক তাই এখন এসেছেন? কাল সকালে আসবেন, আমরা এখন হিসাব নিকাশ করছি আর বিরক্ত করবেন না"। দোকানের মালিকের মুখে এই কথা শুনে লাহিড়ী মহাশয় আরও বিনীত ভাবে বল্লেন, "আপনি আমায় ভুল বুঝেছেন, আমি আবগারীর লোক নয় এবং আমার চৌদ্দপুরুষেও কেউ গাঁজা খায়নি, বিদেশে এক সাধু দর্শন ক'রতে যাচ্ছি তাঁর জন্যে গাঁজা নিতে এসেছি"। ব্যাগটি দেখিয়ে লাহিড়ী মহাশয় আরও ব'ললেন, "এই দেখুন বিদেশে যাচ্ছি বলেই ব্যাগে কাপড় চোপড় নিয়েছি।" এই কথা শুনে দোকানী কিছু নম্র সুরে জিজ্ঞাসা করলেন, "কে সাধু? শিক্ষিত লোক হ'য়ে শেষে সাধুর পাল্লায় প'ড়লেন।" "তারা-পীঠের বামাক্ষেপা," উত্তর দিলেন লাহিড়ী মহাশয়। বামাক্ষেপা নাম শুনেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দোকানী চম্‌কে উঠে বল্লেন, "ও বাবা"! কোন দ্বিরুক্তি না ক'রে দোকানের দরজা খুলে শরৎ নামে এক কর্ম্মচারীকে ডেকে দোকানী বল্লেন, "ওহে, শরৎ! সিন্দুকের ভেতর থেকে ভাল গাঁজা আধ ছটাক শীগ্‌গীর বার করে দাও ত।" গাড়ী ত সাড়ে আটটায়, পেলে হয়। গাঁজার মোড়কটি লাহিড়ী মহাশয়ের হাতে দিয়ে দোকানী ব'ললেন, "শীগ্‌গীর যান, তা না হ'লে গাড়ী পাবেন না।" একখানি পাঁচ টাকার নোট হাতে দিয়ে লাহিড়ী মহাশয় ব'ললেন, "আপনি দামটা নিয়ে নিন।" নোটটি ফেরৎ দিয়ে তিনি ব'ললেন, দাম দিতে হবে না বরং যা পুণ্যি ক'রবেন তার কিছু ভাগ দেবেন।" এই কথা বলে দোকানী ঘরে প্রবেশ ক'রলেন এবং লাহিড়ী মহাশয় দ্রুত পথ চলতে লাগলেন। সেই সময় সার্কুলার রোডে ট্রাম ও বিজলীবাতি ছিল না। শিয়ালদহ ষ্টেশনের মোড় হ'তে ষ্ট্র্যাণ্ড রোডের মোড় (হাওড়া পুলের নিকট) অবধি ট্রাম ছিল। যখন তিনি ক্যাম্বেল হাঁসপাতালের নিকট উপস্থিত হয়েছেন সেই সময় ক্যামবেল হাঁসপাতালের ঠিক সামনে "ইউজিন এণ্ড কোং ওয়াইন মার্চেণ্টস্ এর আলোক বিজ্ঞাপন তাঁর চোখের সামনে জ্বল্ জ্বল্ ক'রে জ্বলতে লাগলো। তখন তাঁর মনে হ'ল, বামাক্ষেপা খুব মদ খান তাই বোধ হয় বিজ্ঞাপনের আলোটা চোখের সামনে ভাসছে। কোন দ্বিধা বোধ না ক'রে তিনি সিধে দোকানে প্রবেশ ক'রে এক বোতস মদ চাইলেন। দোকানদার জিজ্ঞাসা করলেন, "কি মদ এবং কত দামের মদ নেবেন?"এ প্রশ্নের কি উত্তর দেবেন ঠিক করতে না পেরে তিনি বল্লেন, "যা ভাল হয় তাই দিন, বামাক্ষেপা খাবেন।" দোকানের একজন ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারী বল্লেন, "এক্সানম্বর ওয়ান্ দাও, ওঁর অন্য মদে কিছুই হবে না শেষে গালাগালি খেতে হবে।" লাহিড়ী মহাশয় বোতলটি ব্যাগে রেখে মদের দাম সাড়ে পাঁচ টাকা দিলেন কিন্তু ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারী এক টাকা বাদ দিয়ে সাড়ে চার টাকা নিলেন। আর কোন দিকে লক্ষ্য না করে লাহিড়ী মহাশয় দ্রুত শিয়ালদহ মোড়ে এসে ট্রামে উঠলেন। যখন ট্রাম হাওড়া পুলের কাছে ষ্ট্যাণ্ড রোডের মোড়ে থামলো তখন রাত্র আটটা চব্বিশ মিনিট গত হয়েছে। তিনি দ্রুত হাওড়া পুল পার হবার জন্যে আরও দ্রুত চলতে লাগলেন। তাঁর মনে হ'তে লাগল যেন এক অলক্ষিত শক্তি তাঁকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। হাওড়া পুলের মাঝখানে পৌঁছে তিনি গাড়ীর বাঁশী শুনতে পেলেন কিন্তু তবুও হতাশ হলেন না বরং আরও দ্রুত চলতে লাগলেন। হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছে বিনা টিকিটে প্ল্যাটফর্ম্মে প্রবেশ করলেন। তখন রাত্র আটটা চল্লিশ মিনিট হয়েছে, পাশেই একখানি ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে. কোথায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাবেন বা কখন ছাড়বে কোন সংবাদ না নিয়ে তিনি একটি কামড়ায় দ্রুত উঠে প'ড়লেন। ট্রেন ছেড়ে দিল ; যথেষ্ট সিট থাকা সত্ত্বেও তিনি ব্যাগটি হাতে নিয়ে একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। এক ভদ্রলোক তাঁকে দণ্ডায়মান ও ভাবিত দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার কি কিছু হারিয়েছে, না কিছু ভুল হয়েছে ?" তিনি উত্তর দিলেন, "না।" ভদ্রলোক—যথেষ্ট সিট রয়েছে, বসে ভাবুন না। সিটে বসে লাহিড়ী মহাশয় জিজ্ঞাসা করলেন, ''এ গাড়ী কোথায় যাবে ?'' ''সে কি মশাই গাড়ী ছেড়ে দেবার পর জিজ্ঞাসা করছেন গাড়ী কোথায় যাবে। আপনি কোথায় যাবেন ?'' জিজ্ঞাসা করলেন ভদ্রলোক। ''আজ্ঞ মশাই, আমায় কিসে পেয়েছে তাই প্রত্যেকটি ঘটনা আমায় আশ্চর্য্য করে দিচ্ছে। আমি মোল্লারপুর নেমে তারাপীঠে বামাক্ষেপা দর্শন ক'রতে যাব।'' গাঁজা কেনা থেকে সমস্ত ঘটনা লাহিড়ী মহাশয় তাঁদের কাছে ব্যক্ত করলেন। ''আপনার ভয় নেই, এ গাড়ী মোল্লারপুর হয়ে সাহেবগঞ্জ যাবে। আঠার মিনিঠ দেরীতে ছেড়েছে, আপনি শেষ যাত্রী—বিলম্বে এসেও তাই গাড়ী পেয়েছেন'', বল্লেন ভদ্রলোকটি ; "দেরীতে ছাড়লো কেন" ? জিজ্ঞাসা করাতে এক বৃদ্ধ বল্লেন, "ইঞ্জিনের চাকা হট্ একসেল হয়েছিল। এ সবই বামাক্ষেপার কাণ্ড, আপনার উপর তিনি কৃপা করেছেন তাই বিলম্বে এসেও আপনি গাড়ী পেয়েছেন, আপনি মশাই ভাগ্যবান লোক।" এই কথা বলে বৃদ্ধ ক্ষেপাবাবার উদ্দেশ্যে প্রণাম করলেন। গাড়ীর এককোণে বসেছিলেন এক ২০।২৬ বৎসরের যুবক তাঁর নাম উপেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য (ভাদুড়ী) বাড়ী নদীয়া জেলার অন্তর্গত হরিনাথপুরে, তিনি কোণ হতে উঠে এসে লাহিড়ী মহাশয়ের পাশে বসে বল্লেন, "ভালই হল আপনাকে সঙ্গী পেলাম।" "আপনি কোথায় যাবেন ?"। জিজ্ঞাসা করলেন লাহিড়ী মহাশয়। "মোল্লারপুর ছাড়িয়ে রামপুরহাট ষ্টেশনে নামবো, ওখান থেকে ১২ মাইল দূরে নারায়ণপুর পাহাড়ে যাবো,'' উত্তর দিলেন ভট্টাচার্য্য মহাশয়। "ওখানে কেন ?'' জিজ্ঞাসা করলেন লাহিড়ী মহাশয়। ওখানে আমার গুরুদেব তান্ত্রিকাচার্য্য কৈলাসপতি বাবা আছেন, তাঁর কাছে পূর্ণাভিষিক্ত হবার ইচ্ছে আছে। আপনি ভাগ্যবান লোক, যখন সিদ্ধ সাধক বামাক্ষেপা বাবার কৃপা লাভ ক'রেছেন তখন আপনার সঙ্গ ত্যাগ ক'রবো না। বামাক্ষেপা বাবাকে দর্শন ক'রে তারপর নারায়ণপুর রওনা হব। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কথা শুনে লাহিড়ী মহাশয় আনন্দ সহকারে বল্লেন, "বেশ ভালই হ'ল।" কিছুক্ষণ পরে বর্দ্ধমান ষ্টেশনে গাড়ী থামলো গাড়ীতে চেকার উঠে টিকিট চেক করলো কিন্তু লাহিড়ী মহাশয়ের টিকিট চেক করলো না। বিনা টিকিটে লাহিড়ী মহাশয় বন্ধুসহ রাত্র প্রায় সাড়ে তিনটায় মোল্লারপুর ষ্টেশনে নামলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিনা মাশুলে যাতায়াত করা অন্যায় ও অধর্ম্ম করা হয় বলে লাহিড়ী মহাশয় মোল্লারপুর ষ্টেশনের চেকারকে টিকিট মাশুল দিতে গেলেন কিন্তু তিনি নিলেন না এবং বল্লেন, "যখন বিনা টিকিটে এখানে পৌঁচেছেন তখন আর নিয়ে কি হবে বরং তারামার কাছে দেবেন।" শেষ রাত্র পরস্পর কথাবার্ত্তায় অতিবাহিত হ'ল। আলো দেখার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা তারাপীঠ অভিমুখে যাত্রা ক'রলেন। খাল-বিল মাঠ-ঘাট ভেঙ্গে চলেছেন তাঁরা আঁকা বাকা পথ দিয়ে ক্রমান্বয়ে। যখন তাঁরা তারাপীঠ মহাশ্মশানের কাছে ক্ষীণা দ্বারকা নদীর তীরে উপস্থিত হলেন সেই সময় এক হাঁটু জল ভেঙ্গে নদীর পরপার হ'তে গৈরিক বসন পরিহিত দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ এক সন্ন্যাসী নাম ব্রহ্মচারী শ্যামানন্দ তাঁদের সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে লাহিড়ী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কি ক'লকাতা হ'তে আসছেন, আপনার ব্যাগে কি মদ ও গাঁজা আছে? যদি থাকে তো শীগ্‌গীর মদের বোতলটা বার ক'রে দিন"—এই কথা শুনে তাঁরা ব্রহ্মচারীর মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইলেন। ব্রহ্মচারী—"আপনারা চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন যে, আমার কথার জবাব দিন। আমি বামাক্ষেপার সেবক। থাকে তো শীগ্‌গীর বার করে দিন, দেরী করবেন না। রাত্র ৪টা হতে তিনি আমায় এত গালাগালি দিয়েছেন সে আর কি বলবো।" তাঁরা ব্রহ্মচারীকে প্রণাম করলেন। লাহিড়ী মহাশয়—"গালাগালি দিলেন কেন?" ব্রহ্মচারী—"ঐ রাত্রে তিনি আমায় বল্লেন, একটা ছোঁড়া ক'লকাতা হ'তে আমার জন্যে ব্যাগে ক'রে সাহেব বাবাদের রক্ত, বিলাতী কারণ ও গাঁজা নিয়ে আসছে তার সঙ্গে আর একটা ছোঁড়া আছে, তাদের পথ দেখিয়ে শীগ্‌গীর নিয়ে আয়। আমার বড় কারণের পিয়াসা লেগেছে। শীগ্‌গীর যা"। ঐ অন্ধকারে আপনাদের কোথায় খুঁজে বেড়াব। একটু দেরীতে বেরিয়েছি তাই অনেক গাল শুনেছি। শীগ্‌গীর দিন, আর দেরী করবেন না। লাহিড়ী মহাশয় ব্যাগ হ'তে মদের বোতল বার ক'রে ব্রহ্মচারীর হাতে দিলেন। ব্রহ্মচারী—"আমি এগিয়ে যাই, আপনারা আমার পিছনে আসুন তা না হলে আবার গালাগালি শুনতে হবে।" যে পথে ব্রহ্মচারী এসেছিলেন সেই পথেই ফিরলেন, দুই বন্ধু ব্রহ্মচারীর পিছু অনুসরণ করলেন। সামান্য পথ অগ্রসর হতেই তাঁরা তারাপীঠ মহাশ্মশানে উপস্থিত হ'য়ে দেখলেন আজানুলম্বিতবাহু, বিরাট বপুযুক্ত ক্ষেপা বাবা জন কয়েক ভক্ত সহ বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট। তাঁর পদ্ম-পলাশ-লোচনদ্বয় ভাবে ঢুলু ঢুলু। এক হস্তে কপাল পাত্র, অন্য হস্তে গলা ভাঙ্গা মদের বোতল এবং সম্মুখে ব্রহ্মচারী দণ্ডায়মান, ক্ষেপা বাবা মদ্য পানে রত। এ যেন মহাকারণার্ণবে নারায়ণের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের প্রহসন। গলা ভাঙ্গা বোতল হ'তে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কপাল পাত্রে একটু একটু ঢেলে বাবা মহানন্দে মদ্য পান করতে লাগলেন। "আঃ খুব ভাল মাল রে, অনেক দিন এমন মাল খাইনি।" খানিকটা মদ শ্মশানের মাটিতে ঢেলে দিয়ে বল্লেন, "যে ক'দিন আছি একটু খেয়ে নে মা"। বাবার হাত কাঁপছে দেখে ব্রহ্মচারী বোতলটি কেড়ে নিয়ে কপাল পাত্রে ঢেলে দিতে লাগলেন। ক্রমশঃ পদ্ম-পলাশ-লোচনদ্বয় রক্ত-জবার মত লাল হ'য়ে উঠলো, বাবা ঘন ঘন জলদ-গম্ভীর তারা-তারা বলে নাদ তুলতে লাগলেন। সবাই নির্ব্বাক, সবাই অবাক হয়ে ভৈরবের দিকে চেয়ে রইলেন। লাহিড়ী মহাশয় ও ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই দৃশ্য দেখে স্তম্ভের মত এক পাশে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে কেবল অশ্রুবর্ষণ করতে লাগলেন। ভৈরবের তাণ্ডবলীলা শেষ হ'ল, ব্রহ্মচারী বোতলটি ফেলে দিলেন। কিছুক্ষণ পরে ব্রহ্মচারীর দিকে কটাক্ষ দৃষ্টিপাত করে ভৈরব বল্লেন, "সত্যি কি না দেখলি তো বেদো শাল। তোকে কখন ভোরের বেলা বলেছিলুম, ছোঁড়াদুটো আমার জন্যে কষ্ট করে মদ ও গাঁজা আনছে ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে আয়; তুই তো বেদো শাল, সেই বেলা করে গিয়ে ওদের কত কষ্ট দিলি। জানিসরে বেদো শাল, কাল থেকে আমি ওদের পিছু নিয়েছি। জিজ্ঞেস করনা রে শাল, রাত্রি সাতটায় গাঁজা কিনিয়েছি; রাত্তিতে গাঁজা দেয়রে শাল? রাত্রি আটটায় মদ কিনিয়েছি। পাছে গাড়ী না পায় তাই ইঞ্জিনে আগুন জ্বালিয়ে গাড়ী থামিয়ে রেখেছিলুম। শুধু কি তাই, টিকিট পর্য্যন্ত কিনতে দিই নি। তোরা বলনা রে শালরা, এরা আমার কথা একটুও বিশ্বাস করে না। এরা বলে, আমি মাতাল, পাগল ও গাঁজাখোর"। এসব শুনে লাহিড়ী মহাশয় ও ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অনর্গল অশ্রু ঝরতে লাগলো, তাঁরা ঘাড় হেঁট ক'রে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

বাবা তাঁদের দিকে লক্ষ্য করে আবার বল্লেন, "তো শালরা যে রাংয়ের রাধার মত দাঁড়িয়ে রইলি, বলনা আমি যা বল্লুম সত্যি না মিথ্যে"? ব্রহ্মচারীর অনুরোধে তাঁরা সেইখানে উপবেশন ক'রলেন। বাবা যা বল্লেন তা সত্য কিনা ব্রহ্মচারী তাঁদের জিজ্ঞেস করলেন। লাহিড়ী মহাশয় গদ-গদ কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "বর্ণে বর্ণে সত্য"। ব্রহ্মচারী মৃদুস্বরে বল্লেন, "খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থাকুন অনেক কিছু বিভূতি দেখতে পাবেন। গালাগালি শুনে যেন অভিমান বা রাগ করবেন না, ওঁর এখন শিশুভাব এসে গেছে। যাদের বেশী কৃপা করেন তাদেরই উনি বেশী গালাগালি দেন।" ক্রমশঃ বহু গণ্যমান্য লোকের আগমনে শিমূলতলা পূর্ণ হল। বাবা এক ভক্তের দিকে তাকিয়ে বল্লেন, "ওরে নিমে, ওদের একটু চা-টা দে, ওরা তো তোদের মত মাতাল গেঁজেল নয়, আমায়ও একটু দিস্।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাহিড়ী মহাশয় ও ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ব্রহ্মচারী পাণ্ডার ঘরে চা খাওয়াতে নিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁরা ফিরে এসে বাবার সামনে চুপ করে বসে রইলেন। সেই সময় দ্বারভাঙ্গা মহারাজার ম্যানেজার একঝুড়ি দরবেশ ও এক ঝুড়ি সন্দেশ নিয়ে এসে বাবাকে প্রণাম করে এক পাশে বসলেন। ব্রহ্মচারী সকলকে মিষ্টি বিতরণ করলেন। সহসা বাবা লাহিড়ী মহাশয়কে লক্ষ্য করে বল্লেন, "তুই শাল গাঁজাটা ব্যাগে লুকিয়ে রেখেছিস কেন? বার করে দে, তারা মার পূজো করি।" লাহিড়ী মহাশয় ব্যাগ হ'তে গাঁজার মোড়ক খুলে আনন্দ সহকারে বাবার হাতে দিলেন। বাবা সকলকে দেখিয়ে বল্লেন, "তো শালরা এরকম জটা কখন দেখেছিস? যেন চাঁদের কণা"। ব্রহ্মচারী গাঁজা তৈরী করে দিলেন, বাবা জোর টান দিয়ে ব্যোম ভোলানাথ হয়ে বসে রইলেন। প্রায় আধ ঘণ্টা বাদে ব্রহ্মচারী বাবাকে বল্লেন, "এইবার উঠুন, তারামার চরণে পুষ্প দিতে হবে।" হ্যাঁ বাবা, তোমরা আমায় ধরে তোল। ৭।৮ জন বাবাকে তুলতে গিয়ে হিমসিম্ খেয়ে গেল যেন একখানি বিশমনি পাথর। ধরাধরি করে অতি কষ্টে তাঁরা নিয়ে এলেন মহাসাধককে তারামার শিলাময়ী শ্রীপাদ-পদ্মের কাছে। ছোট শিশুর মত মা-শব্দে অঞ্জলি পূর্ণ রক্তজবা অশ্রুসিক্ত ক'রে মায়ের চরণে নিবেদন করলেন, "নে-বেটী-নে" ব'লে, বাঙ্গালা মায়ের কোলের শিশু, শিশু সুলভ সরল দাবিতে। নেই মন্ত্র. নেই তন্ত্র, শাস্ত্রের কচ-কচানি, শুধু স্নেহ-দাবীর সমাবেশ, শ্রদ্ধা, সরলতা ও মধুর মাতৃ রবে পবিত্র হল অর্ঘ্য। শান্ত গম্ভীর পরিবেশে সবারই অশ্রু ঝরলো সিদ্ধ মহাসাধকের অনাড়ম্বর পূজা দেখে। সবাই আবার ধরাধরি ক'রে নিয়ে এলেন সাধককে নিজ আসনে। হঠাৎ ভাবের ঘোর কেটে গেল, আপন সত্ত্বায় ফিরে এসে সাধক ব্রহ্মচারীকে বল্লেন, "আজ মেলার দিন মায়ের পূজো, মাছভাজা, মাছের ঝোল, ভাত খাবো—তাই কর"। বাবার কথা শুনে ব্রহ্মচারী বল্লেন,—"এত বেলায় মাঠের মাঝে এখন মাছ কোথায় পাব"। "খুঁজে দেখনারে শাল, ইচ্ছে যখন হচ্ছে আজ খেতেই হবে"। লাহিড়ী মহাশয় ও ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের উদ্দেশ্য করে বাবা বল্লেন, "তো শালরা এখন চুপ করে বসে আছিস কেন? মন্দিরের পিছন দিকে এগিয়ে দেখ্‌না মাছ পাস কিনা, যা না ঠিক পাবি"। বাবার আদেশ শিরোধার্য্য করে তাঁরা মন্দিরের পিছনে মৎস্য অন্বেষণে অগ্রসর হলেন। মন্দিরের দক্ষিণে সরু হাঁটা পথ, পথের ধারে দুই একখানি পাণ্ডা ঠাকুরদের জীর্ণ চালা, কোথাও পথের ধারে ঘেঁটু বনে পূর্ণ, প'ড়ো জায়গা কোথাও বা ঝোপ-ঝাপে পূর্ণ, উঁচু ডাঙ্গা ও তারামায়ের পুষ্করিণী; কিছু দূরে ক্ষুদ্র-পল্লী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কুমারপাড়া। মন্দিরের সম্মুখ ভাগ উত্তর দিকে এবং পশ্চাৎ ভাগ দক্ষিণ দিকে। ভগবতী তারিণী দেবীর শিলাময়ী মূর্ত্তি উত্তর মুখে দণ্ডায়মানা ইহার সঠিক কারণ অজ্ঞাত। মনে হয়, উত্তর মেরু হ'তে তারিণী দেবীর পূজা অক্ষোভ্যো ঋষি কর্ত্তৃক প্রচারিত হয় তাই দেবী ভগবতী উত্তরাভিমুখে দণ্ডায়মানা। আর এক কারণও সম্ভবপর দেবাদিদেব মহাদেব অর্দ্ধ নারীশ্বরী অর্থাৎ বাম অংশ প্রকৃতি এবং দক্ষিণাংশ পুরুষ। এই দেবাদিদেব মহাদেবই ভগবতী তারিণী দেবী। আদিকালে তারিণী দেবীর বীজমন্ত্র ও পূজাক্রম পরম পুরুষ ভাবে অর্চ্চিত হ'ত, ঐ বীজে সাধনায় সিদ্ধিলাভ না ঘটায় বশিষ্ঠ ঋষি ব্রহ্ম-বীজকে অভিসম্পাত দেন যে কেউ কখন এই বীজে সিদ্ধিলাভ করতে পারবে না। বুদ্ধ জনার্দ্দন ঐ বীজকে সংস্কার করে অভিসম্পাত হতে মুক্ত করেন, সেই অবধি প্রকৃতিরূপে তারিণী দেবী পূজিতা হন। এই কারণে তারিণী দেবী কখন পুরুষ কখনো নারী অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতি সমন্বিত, তাই ব্রহ্ম বা ব্রহ্মময়ী রূপে পূজিতা। দেবাদিদেব মহাদেবের আবাস কৈলাস পর্ব্বত তাহা পবিত্র ভারতবর্ষের উত্তরদিকে, সেই কারণেও দেবীর মুখ উত্তর দিকে হ'তে পারে। সামান্য পথ অতিক্রম করতেই তাঁরা দেখলেন হৃষ্ট-পুষ্ট কৃষ্ণবর্ণা ফুটন্ত যৌবনা বয়স প্রায় উনিশ-কুড়ি বৎসর এক মেচুনী মাথায় চওড়া পাটায় একটি বৃহৎ জীবন্ত কাৎলা মাছ বয়ে নিয়ে আসছে। মেচুনীর মুখমণ্ডল শান্ত ও গম্ভীরভাবপূর্ণ অর্দ্ধ গোলাকার, যুক্ত ভ্রূযুগল ধনুকাকারে বক্র, আয়ত লোচনদ্বয় উজ্জ্বল ও সুতীক্ষ্ণ, কৃষ্ণবর্ণ কেশদাম বুকে ও পিঠে বিস্তৃত। কপালে ও সিঁথায় সিন্দুর বিন্দু অস্তমিত তপনের ন্যায় উজ্জ্বল। মেচুনীকে দেখে তাঁরা সঙ্কীর্ণ পথের এক পাশে সরে দাঁড়ালেন। পাশ কাটিয়ে মেচুনী দ্রুত অগ্রসর হল কিন্তু সহসা মাছটি ল্যাজের ঝাপটা দিয়ে মাটিতে লাফিয়ে পড়লো। তাড়াতাড়ি সে মাছটি ধরতে উদ্যত হল, সেই সময় লাহিড়ী মহাশয় জিজ্ঞাসা করলেন, "মাছটা কি বিক্রী করবে?" মেচুনী তাঁদের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললে, "বিক্রী করবো না তো কি, ঘরে ফেরৎ নিয়ে যাব"? কত দাম জিজ্ঞাসা করলেন লাহিড়ী মহাশয়। "এক টাকা" উত্তর দিলে মেচুনী। লাহিড়ী মহাশয় মাছের দাম দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেচুনী অদৃশ্য হল। মাছটি মাটিতে পড়ে আচাড় পিছাড় খেতে লাগলো। মেচুনী অদৃশ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা যেন সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেল্‌লেন। গদ-গদ কণ্ঠে লাহিড়ী মহাশয় ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে বল্‌লেন,—"শীগ্‌গীর ওধারে দেখ, মেচুনী মা কোথায় গেল।" এই কথা শুনে ভট্টাচার্য্য মহাশয় হাউ-হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঘেঁটু বনে ছুটাছুটি করতে লাগলেন। প্রাণের আবেগ চেপে রাখতে না পেরে "ওগো মেছুনী মা কোথায় গেলে গো, শীগ্‌গীর এসো গো," বলে চীৎকার করে কান্না সুরু করলেন ভট্টাচার্য্য মহাশয় ঘেঁটু বনের চারি প্রান্তে। গলির এ মোড় ও মোড়, পুকুর পাড় তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন লাহিড়ী মহাশয়। "মেছুনী মা আয় মা মাছ চাই না মা, একবার শুধু আয় মা"। "এই কথা বলেন আর কাঁদেন লাহিড়ী মহাশয়। তাঁদের প্রতি মেছুনী মার কৃপা হল না, তাই ফিরে এল না। কিছুক্ষণ পরে মাছের কাছে দুজনে কপালে হাত দিয়ে বসে হায় হায় সব গেল, এই কথা বলে তাঁরা প্রাণ খুলে কাঁদতে লাগলেন। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে লাহিড়ী মহাশয় বল্লেন, "যা হবার তাতো হয়ে গেল, চল এইবার মাছটা বয়ে নিয়ে যাই।" ভগ্ন হৃদয়ে শোকাতুরের মত অতি কষ্টে মাছটি তাঁরা বয়ে নিয়ে এলেন মহাশ্মশানে ক্ষেপাবাবার কাছে। তাঁদের চোখ মুখের অবস্থা দেখে ব্রহ্মচারী বল্লেন, "আপনাদের ব'য়ে আনতে খুব কষ্ট হয়েছে তা আমাকে একটু খবর দিলেন না কেন"? তাঁরা কোন উত্তর দিতে পারলেন না। কত দাম নিলে জিজ্ঞাসা করলেন ব্রহ্মচারী। মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিলেন লাহিড়ী মহাশয়, "এক টাকা।" "বাঃ বেশ সুবিধে হয়েছে। মাছটা প্রায় দশ বার সের হবে," বল্লেন ব্রহ্মচারী। মৃদু হাস্যে বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, "মাছের দাম দিয়েছিলি ত? ঘাড় নেড়ে লাহিড়ী মহাশয় বল্লেন "হ্যাঁ।" সহাস্যে বাবা বল্লেন, "তো শালরা মেড়া।" "তোদের প্রাণটা বড় হাঁচড়-পাঁচড় করছে না"? জিজ্ঞাসা করলেন বাবা। অতি কষ্টে গদ-গদ কণ্ঠে উত্তর দিলেন লাহিড়ী মহাশয়, "যা শক্তিশেল মেরেছেন, সহ্য করতে পারলে হয়"। "সহ্য করবি না তো কি করবিরে শাল! যে বাস্তব কামনা নিয়ে এসেছিলি, সে কামনা তোর কখনও পূর্ণ হবে না। নিষ্কাম ভাবে মাকে ডাক তাতে তোর ভালই হবে, কখন অভাব হবেনা"। তাঁরা বাবাকে ভক্তিভরে প্রণাম করে উঠতে যাচ্ছেন, এমন সময় ব্রহ্মচারী এসে বাধা দিয়ে বল্লেন, "এখন যাবেন কি, রান্না হয়ে গেছে বাবার প্রসাদ পেয়ে তবে যাবেন"। কিছুক্ষণ পরে বাবার জন্যে মাছ ভাজা মাছের ঝোল ও ভাত এল, বাবা কুকুরগুলির সঙ্গে এক পাতে সেবা করলেন, তাঁরাও বাবার প্রসাদ গ্রহণ করে বিদায় নিলেন।

৺কালীদাস লাহিড়ী মহাশয়ের পুরাতন ডায়েরী হ'তে এই ঘটনাটি সংগৃহীত হয়েছে। লাহিড়ী মহাশয়ের মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত মল্লীনাথ লাহিড়ী মহাশয় সাধারণে প্রকাশ করবার অনুমতি দিয়েছেন। তাঁর এই উদারতার জন্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এই বংশের আদি পুরুষ নৃসিংহ দেব। ৺কালীদাস লাহিড়ী মহাশয়ের পিতা ৺সর্ব্বেশ্বর লাহিড়ী মহাশয়ের জন্মস্থান চাতরা কুইন রোড, হুগলী ; পরে জন্মস্থান ত্যাগ করে তিনি এন্টালী পদ্মপুকুরে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। ৺কালীদাস লাহিড়ী মহাশয় কলিকাতা কর্পোরেশনে একাউন্টস্ এ চাকুরী করতেন। তিনি ভারতের বহু তীর্থস্থান ভ্রমণ করেন ও ত্রৈলঙ্গ স্বামী, ভাস্করানন্দ স্বামী, বামাক্ষেপা ইত্যাদি মহাপুরুষদের দর্শন লাভ করেন। ইং ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে ৭ই জানুয়ারী তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

— ——

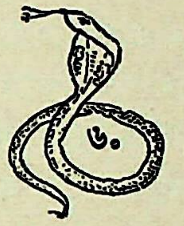

৬০

"আমার কাছে আয়, তোর ভাল হবে," এই কথা বল্লেন এক দ্বিভুজা দিব্যকান্তি অদ্ভুত নারীমূর্ত্তি, যাঁর মস্তকের উপরে আর একটি পুরুষের মুখাকৃতি-যুক্ত। বিরাট মহাশ্মশান বৃক্ষগুল্মে আচ্ছাদিত, অর্দ্ধদগ্ধ নরদেহ নিয়ে শৃগাল, কুকুর ও শকুনি আনন্দে ছিঁড়ে খাচ্ছে, স্তূপাকার নর করোটি, নরকঙ্কাল ও অস্থি চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত। জনমানবের সাড়াশব্দ নেই, শুধু করুণ স্বরে ক্ষীণস্রোতা নদী বয়ে নিয়ে যাচ্ছে মৃতের শেষ নিঃশ্বাস অতি কাতরে। চির শান্তিময় এই লীলাক্ষেত্রের প্রতি ধূলিকণায় ও ভস্মস্তূপে কত অভাগার অতৃপ্ত বাসনা, যৌবনের উদ্দাম-উদ্দীপনা, আশা-ভরসা মিশে আছে প্রতি স্তরে স্তরে।

কোন্ অচেনা অজানা শ্মশানস্থিত এক পর্ণকুটীরের প্রান্ত হতে এগিয়ে এলেন এক অদ্ভুত, মূর্ত্তি পুরুষ প্রকৃতি সমযুক্তা অতি স্নিগ্ধ মধুর তাঁর দৃষ্টি—অভিনব তাঁর আকর্ষণ—"এখানে আয়, তোর ভাল হবে।" ঘুম ভেঙ্গে গেল পাখীর ডাকে, প্রভাতীর কোমল স্পর্শে। কি অদ্ভুত স্বপ্ন, দেখলুম। কি সুখ স্বপ্ন, কি অনির্ব্বচনীয় মধুর আহ্বান—প্রাণ আনন্দে বিহ্বল হয়ে উঠে। কিন্তু কোথায় যেতে হবে—কোথা এই মহাশ্মশান? পথ বলে দেবে কে? মাসের পর মাস কেটে যায়—সন্ধান মেলে না তবু। স্বপ্নে বলেছে—ভাল হবে।"

উল্টোরথ কেটে গেল, সন ১৩১৬ বঙ্গাব্দ, শনিবার বাড়ীতে বসে আর ভাল লাগছে না, চুপ করে বসে থাকলে মনে আসে স্বপ্ন বৃত্তান্ত—বীভৎস মহাশ্মশানের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করুণ দৃশ্য। মন হয়ে যায় উদাসী, তবু ফুটে উঠে ক্ষীণ আশার আলোক—"ভাল হবে।"

"লালমোহন আছ ?"

"কে ডাকে, কালীপদ, এস এস" ব'লে দরজার বাহিরে এলেন লালমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়। কথাবার্ত্তার পর দুই বন্ধু নৌকা ভাড়া করে দ্বাদশ গোপাল দেখতে যাওয়ার জন্যে অহিরীটোলার ঘাটে এলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ নৌকা পাওয়া গেল না। লালমোহন বাবু খিদিরপুরে তাঁর বাড়ীতে ফিরে এলেন। মন যখন পাগল হয়ে ছুটে তখন তাকে ধরে রাখা শক্ত হয়। প্রকৃত পাগলকে হাতে পায়ে বেড়ী দিয়ে ঘরে আটকে রাখা যায় কিন্তু মন পাগল হলে তাকে কে ধরে রাখে ? তার উপর যদি আবার ক্ষেপা ক্ষেপীর টান থাকে, তাহলে ত আর রক্ষে নেই। পাগল কিন্তু অনেক রকমের আছে, আমি অন্য পাগলের কথা বলছি না এ হল আধ্যাত্মিক পাগল, যাকে সাধারণ ভ্রূ কুঁচ্‌কে মুখ বিকৃত করে বলে "ধর্ম্ম পাগল"।

ভাল লাগলো না বাড়ীতে চুপ করে বসে থাকতে তাই তিনি গেলেন ব্যাচারাম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীটে আত্মীয়, ননীগোপাল মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী, এঁর পিতার নাম ৺ক্ষীরোদপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। বাড়ীতে ঢুকতেই মন্মথনাথ সেন কালীপ্রসাদ দত্ত ষ্ট্রীটে বাড়ী বল্লেন, "এসেছো, ভাল করেছো। আমরা তোমার কথাই ভাবছিলাম, তারাপীঠে যাবো, তুমি আমাদের সঙ্গে চল।" মন্মথনাথ সেন ও ননীগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় বম্বে কোম্পানীতে চাকুরী করতেন।

"মাসের শেষ, আমার হাতে তো এখন টাকা কড়ি কিছুই নেই, কি করে যাব"—বল্লেন লালমোহন বাবু।

"টিকিট কেনা হয়ে গেছে, শুধু তোমার কাপড় চোপড় নাও," উত্তর দিলেন তাঁরা। বাড়ীতে ফিরে এসে কাপড় চোপড় গুছিয়ে আর মার কাছ থেকে পাঁচটি টাকা এবং আশীর্ব্বাদ নিয়ে পূর্ব্ব ব্যবস্থানুযায়ী লালমোহনবাবু হাওড়া ষ্টেশনে রওনা হলেন। সকলে ট্রেনে উঠলেন, ননীবাবু সঙ্গে নিয়েছেন বাবা ভোলানাথের জন্যে এক বোতল বিলাতী মদ আর এক পুরিয়া ভাল গাঁজা। তিন বন্ধুতে তারাপীঠের কথা বলতে বলতে বেশ আনন্দে চলেছেন, এমন সময় গাড়ীর বাঙ্কের উপর থেকে এক কৃশ, প্রৌঢ়, অর্দ্ধ সন্ন্যাসী গোছের ভদ্রলোক নেমে এসে এঁদের সামনে বসে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনারা কোথায় যাবেন ?" একই জায়গায় তাঁদের যাবার উদ্দেশ্য জেনে তিনি বেশ আনন্দিত হলেন। শুধু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই কথা তিনি বল্লেন, "বিলাতী মদ কেন নিয়ে এলেন, উনি দেখলে চটে যান।"

এই ভাগ্যবান লোকটির নাম জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য, সরকারী চাকুরী করতেন, বাড়ী খিদিরপুরে। ইতিপূর্ব্বেই তিনি বাবার কাছে তারামন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন। গাড়ীতে তারাপীঠ ভৈরবের আলোচনায় সময়টা বেশ আনন্দেই কেটে গেল। রামপুরহাট ষ্টেশনে নেমে তাঁরা সোজা পথ ধরে চল্লেন ধেনো জমির মাঠ ভেঙ্গে। ষ্টেশন হতে মাত্র এক ক্রোশ পথ চলে এসে তাঁরা দেখেন মাঠ ঘাট সব চিলা নদীর জলে ভেঙ্গে গেছে। যদিও বর্ষাকাল কিন্তু সেদিন আকাশ মেঘ শূন্য, তপনের প্রখর তেজে, তাঁরা ক্লান্ত হয়ে উঠলেন। পথ প্রদর্শক জানকী বাবু জল কাদা ভেঙ্গে তাঁদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। জল-পথ শেষ করে তাঁরা স্যাঁতস্যাঁতে উঁচু মাঠের উপর দিয়ে আরো অর্দ্ধক্রোশ এগিয়ে এসে থমকে দাঁড়ালেন। উন্মুক্ত মাঠের স্নিগ্ধ বায়ুর সঙ্গে ভেসে এল জলদ গম্ভীর মধুর নাদ, "শ্রীদুর্গা, জয় তারা"। তন্ময় হয়ে শুনলেন তাঁরা নাদেশ্বরের মধুর নাদ। একেই বলে শব্দ ব্রহ্ম। আনন্দে বিহ্বল হয়ে ব্যাকুলিত হৃদয়ে দ্রুত পদে তাঁরা এগিয়ে এলেন তীরে। সবাই অবাক্, পরপার হতে নাদেশ্বরকে দেখে। "জয় দুর্গা, জয় তারা" বলে ডুব দিচ্ছেন নাদেশ্বর দ্বারকা নদীর পবিত্র জলে।

"পশ্চিমে চ শ্মশানংস্যাৎ দ্বারকোত্তরবাহিনী
তত্রৈব স্নান দানেনঃ গঙ্গাস্নান পুন্যং লভেৎ !"

শ্মশানের পশ্চিমে কুলু-কুলু নাদিনী উত্তর বাহিনী দ্বারকা নদী। সেখানে স্নান করলে গঙ্গাস্নানের ন্যায় পুণ্য হয়।

নদী পার হয়ে তাঁরা এলেন এপারে নাদেশ্বরের কাছে। প্রশান্ত মুখমণ্ডল, সরলতা ও গাম্ভীর্যপূর্ণ, প্রশস্ত ও উন্নত কপাল জ্ঞান দীপ্তিতে দীপ্ত। পলকহীন আয়ত লোচন-দ্বয় প্রেমাশ্রুতে ছল-ছল, যেন পদ্ম পলাশলোচন। আজানুলম্বিত সুদীর্ঘ বাহু যেমন কোমল তেমনি সবল। নামের পর ডুব, ডুবের পর নাম চললো অনর্গল। কোন দিকেই লক্ষ্য নেই, অর্দ্ধনমিত অন্তর দৃষ্টির। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল তাঁদের টিলার উপর বসে। দেখছেন তাঁরা যেন অনন্ত শয্যায় নারায়ণ কারণ সমুদ্রে নিমগ্ন।

"আপনারা বোধ হয় কলিকাতা হতে এসেছেন, বেশ আমার যাত্রী হবেন" বলে আপ্যায়িত করলেন ভূপতি পাণ্ডা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"বাবা! অনেক বেলা হয়ে গেল, এঁরা সব কলিকাতা থেকে এসেছেন, আর দেরী করবেন না," বল্লেন ভুপতি পাণ্ডা বাবাকে।

"কলিকাতা বাবু এসেছে তাতে আমার কি, আমি উঠবো না।"

বাবার কথা শুনে পাণ্ডা ঠাকুর ময়ূরভঞ্জ নিবাসী হরিভূষণ মুখোপাধ্যায় (উকিল) বাবার এক প্রিয় শিষ্য, তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন তাড়াতাড়ি বাবাকে জল থেকে ওঠাবার জন্যে।

"উকিল ছেলে, আপনি আবার এলেন কেন বাবা?" জিজ্ঞাসা করলেন বাবা মধুর স্বরে।

"অনেক বেলা হয়ে গেল বাবা, তারামার চরণে পুষ্প দিতে হবে এইবার উঠুন," বল্লেন উকিল ছেলে বিনীত ভাবে।

"এইবার উঠ্‌ছি বাবা, দুর্গা নামে দু-গণ্ডুস জল খেয়ে নেই বাবা।" "জয়তারা" বলে বাবা দু'হাতে অঞ্জলি অঞ্জলি জল পান করতে লাগলেন। এইভাবে একঘণ্টা কেটে গেল।

শ্রান্ত যাত্রীরা টিলার উপর বসে পদ্ম-পলাশ-লোচন হরিকে দেখে আর শিশুর মত সরল কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে হাঁ করে চেয়ে বসে রইলেন। পথের ক্লান্তি সব কোথায় চলে গেল, ভাবনা চিন্তা রহিত হয়ে, আনন্দে বিহ্বল চিত্তে দেখছেন তাঁরা প্রেমময় ক্ষেপা ঠাকুরকে অবাক হয়ে। বহুক্ষণ দেখেও যেন চঞ্চল চক্ষুর তৃপ্তি হল না আরো দেখতে চায়, বাহ্যিক দৃষ্টি হতে অন্তরে, হৃদয় গহ্বরে, অন্তরাত্মা দেবতা যেন বেরিয়ে এসেছেন প্রবৃত্তি হতে নিবৃত্তিতে, সত্ত্বাংশের সৎ-এ। দুজন ভক্ত তুলে নিয়ে এলেন বাবাকে তারামায়ের চরণপ্রান্তে, অঞ্জলিপূর্ণ জবাফুল নিয়ে প্রেমাশ্রুতে সিক্ত করে তারার চরণে পুষ্প দিয়ে বাবা সমাধিস্থ হলেন। ভক্তরা ধরাধরি করে তুলে নিয়ে এলেন শ্মশান কুটীরে। এইভাবে টালে মালে কেটে গেল সেই দিনটা, ভক্তরা আশ্রয় নিলেন শ্মশান কুটীরে বাবার কাছে।

রবিবার প্রাতে যখন বাবা শিমুলতলায় আসনে ভক্ত পরিবেষ্টিত হয়ে বসে আছেন, সেই সময় ননীবাবু বিলাতী কারণের যন্ত্র (বোতল) ও গঞ্জিকা বাবার সামনে রেখে প্রণাম করলেন। বাবা যন্ত্রটি হাতে নিয়ে সহাস্যে বল্লেন, "আমার ছেলেরা সাহেব বাবাদের রক্ত এনেছে। লগেন কাকা, বোতলটি খুলুন ত বাবা, একবার ফট্ করে দিই।" নগেন্দ্রনাথ পাণ্ডা বোতলটি খুলে দিলেন। বাবা জলপানের মত ঢক্ ঢক্ শব্দ করে বোতলটি শেষ করে ফট্ করে দিলেন। তাঁরা পূর্ব্বে শুনেছিলেন বাবা বিলাতী মদ দেখে চটে যাবেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু ঠিক তার উল্টো হল। অপরাহ্ন সময়, রবিবার লালমোহন মুখোপাধ্যায়, মন্মথনাথ সেন ও ননীগোপাল মুখোপাধ্যায় এই তিনজনে একত্রে শিমুলতলায় বাবার কাছে তারামন্ত্রে দীক্ষিত হন। বাবা কাকেও কানে দীক্ষা দিতেন না। যাঁরা উন্নত ও খুবই ভাগ্যবান, তাঁরা আলোক দীক্ষা ও অন্তর দীক্ষায় দীক্ষিত হতেন। যাঁরা অধম স্তরের, তাঁদের বাবা মুখে বলে দিতেন এই মন্ত্র জপ করো। তাতেই তাঁর কাজ হতো—সিদ্ধ মহাপুরুষের দেওয়া মন্ত্র, তা যে কোন শব্দ হোক না কেন—সেখানে বিফলতার আশা নেই—যদি সাধকের ঐকান্তিকতা থাকে। এইভাবে মহাপুরুষের সঙ্গলাভে তাঁদের বেশ আনন্দে দিন কাটতে লাগলো। দীক্ষা, কৃপা, সঙ্গ যাই পান না কেন, বেশ আনন্দেই তাঁরা উগ্র তপস্বীর স্নেহ আকর্ষণে মজে গেলেন। একদিন ননীগোপাল মুখোপাধ্যায়, জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য, লালমোহন মুখোপাধ্যায় ও কতকগুলি ফকির শিমুলতলায় বাবার কাছে বসে আছেন, তখন বেলা প্রায় পাঁচটা, হঠাৎ বাবা বল্লেন, "বদ্ শালরা আসছে, সব বদ্ জিনিষ নিয়ে আসছে।" বাবার কথা শুনে সবাই মুখের দিকে চেয়ে রইলেন, গূঢ় রহস্য কেউই ভেদ করতে পারলেন না। কিছুক্ষণ পর দুটি নব্য ছোক্‌রা ছয় বোতল বিলাতী মদ, এক হাঁড়ি সন্দেশ, একটি বেহালা ও হারমোনিয়াম নিয়ে সিধে শিমুলতলায় উপস্থিত হল। আগন্তুকদের দেখে ভক্তরা পরস্পর মুখ চাওয়া চায়ী করতে লাগলেন। সন্দেশের হাঁড়ির মুখটি খুলে দিয়ে একটি ছোক্‌রা বাবার সামনে রাখলো আর একজন বিলাতী মদের বোতলগুলি সারি করে সাজিয়ে দিল। কোথা হতে কালু কুকুরটি ছুটে এসে সন্দেশের হাঁড়িটি শুঁকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেল। যেমন বিনা মেঘে বজ্রপাত হয়, বিজলীর চমকে আকাশ বাতাস চম্‌কে উঠে, তেমনি জড়বৎ কোমলাঙ্গ প্রশান্তমূর্ত্তি তারাপীঠ ভৈরবের পদ্ম-পলাশ-লোচনদ্বয় ক্রোধাগ্নিতে জ্বল্ জ্বল্ করে জ্বলে উঠলো, যাঁরা ছিলেন কাছে বসে তাঁরাও ভীত হলেন রুদ্রমূর্ত্তি দেখে। বীর সাধকের বজ্রের ন্যায় কটাক্ষ দেখে ছোক্‌রা দুটি ভয়ে ঘাড় নীচু করে বসে রইলো। বেশীক্ষণ তাদের বসে থাকতে হল না, ভীষণ মূর্ত্তিতে রুদ্রদেব একখানা মড়া পোড়ান কাঠ নিয়ে সন্দেশের হাঁড়ি ও মদের বোতল ভেঙ্গে চুরমার করলেন। চারিদিকে মদ ও সন্দেশ ছড়িয়ে পড়লো। ছোক্‌রা দুটি ভয়ে বেহালা ও হারমোনিয়াম নিয়ে মন্দিরে পালাল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ডারবি সুইপে প্রথম পুরস্কার লাভ করবে বাবাকে সন্তুষ্ট করে। তারা আশ্রয় নিল নগেন্দ্র নাথ পাণ্ডার কাছে। তাদের কাছে আদ্যোপান্ত শুনে নগেন্দ্রনাথ এলেন বাবাকে শান্ত করতে।

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"একি, বিলাতী মদ আর কলিকাতার সন্দেশ ছড়াছড়ি যাচ্ছে কেন ?" —আপন মনে বল্লেন নগেন্দ্রনাথ পাণ্ডা বাবাকে উদ্দেশ্য করে।

"ও সব বদ্ লগেন কাকা, এখনও বদ্ গন্ধ বেরুচ্ছে"—উত্তর দিলেন বাবা।

"ও সব ভাল জিনিষ ওরকমভাবে নষ্ট না করে গরীব দুঃখীকে দিয়ে দিলে তারা খেয়ে বাঁচতো,"—বল্লেন নগেন্দ্রনাথ পাণ্ডা। ফকিররা সন্দেশ কুড়িয়ে খেতে লাগলো, শিষ্যরা অবাক হয়ে দেখতে লাগলেন মহাপুরুষের লীলা। "ও শালরা বদ্ লগেন কাকা, তারামা আমার জিহ্বাগ্রে এসে বল্লে। এ সব বদ্ জিনিষ খেতে হয় না, লগেন কাকা,"—বাবা উত্তর দিলেন।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে নগেন্দ্রনাথ বল্লেন, "ওরা আপনার ভক্ত, অত দূর থেকে এসেছে আপনাকে তারানাম শোনাবার জন্যে। খুব ভাল তারানাম গাইতে পারে"। তারানাম গাইতে পারে শুনেই বাবার রুদ্রমূর্ত্তি কোমল শিশুতে পরিণত হল। বেশ আগ্রহ এবং আব্দারের সুরে বাবা বল্লেন, "তারানাম গাইতে পারে ? তবে ডাকুন না কেন, লগেন কাকা।" "আচ্ছা, আমি তাদের পাঠিয়ে দিচ্ছি", বলে নগেন্দ্রনাথ মন্দিরে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে ছোক্‌রা দুটি বেহালা ও হারমোনিয়াম নিয়ে বাবার কাছ হতে একটু তফাতে বসে গান ধরলো,

"যদি পরাণে না জাগে আকুল পিয়াসা
শুধু চোখের দেখা দিতে এস না
ভালবেসে যদি দুখ পাও সখা
পায়ে ধরি ভালবেসো না।"

তাদের সুরে সুর মিলিয়ে গুরুগম্ভীর স্বরে বাবাও গাইতে লাগলেন। বাবাকে তাদের সঙ্গে এই গান্ গাইতে দেখে ভক্ত যাঁরা কাছে ছিলেন, সবাই বাবার মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন। গান চলেছে বেশ সুর তরঙ্গে, তারাও বেশ আনন্দে গেয়ে যাচ্ছে. "পায়ে ধরি ভালবেসো না" গানের এই কলিটা যখন এলো তখন বাবা দুহাতে বৃদ্ধাঙ্গুলি সোজা করে ছোক্‌রা দুটির সামনে কলা দেখিয়ে গানের সুরে গাইতে লাগলেন, "বদ্ শালরা আর এসো না, বদ্ শালরা আর এসো না। লটারীতে টাকা পাবেনা।" এই কলিটা বার কত গাইতে তাদের ভয় এসে গেল, হারমোনিয়াম ও বেহালা বন্ধ করে তারা মন্দিরে পালিয়ে গেল। বেচারাদের উদ্দেশ্য সফল হল না বাজে খরচই সার হল। সেই দিনই তারা তারাপীঠ ত্যাগ করে কলিকাতায় ফিরে গেল।

"বুধো জড়োবদাচরেৎ," কিছুক্ষণ পরে বাবা ভূমির দিকে লক্ষ্য রেখে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্দ্ধ নিমীলিত নেত্রে জড়ের মত বসে রইলেন। তখন তাঁর পলকহীন লক্ষ্য স্থির এবং কোমল অবয়ব স্থাণুত্বে পরিণত হল। ফকিররা বাড়ী ফিরে গেল, ছিলেন শুধু তিনজন মাত্র নূতন শিষ্য। এই ভাগ্যবানদের মধ্যে লালমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ই উল্লেখযোগ্য। জন্ম ১২৯৩ সাল, পিতা ৺অন্নদা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ইনি সংসারী, তিনটি ভ্রাতা ও একমাত্র পুত্র ইঁহার বিদ্যমান। বর্ত্তমান ঠিকানা ২নং আশুবাবু লেন, খিদিরপুর। বাবাকে পরীক্ষা করবার জন্যে এক ধনী বহু মূল্যবান অলঙ্কার ও এক থলি টাকা দিয়ে প্রণাম করেছিলো। মৃদুহাস্যে বাবা অলঙ্কার ও টাকার থলি হাতে করে তুলে নিয়ে দূরে নিক্ষেপ করে হাড়ের মালা ও শ্মশানের ধূলি দেখিয়ে বল্লেন, "এই দেখ আমার অলঙ্কার, ওসব আমার কি হবে?" লোকটি বাবার ভাব-ভঙ্গী দেখে লজ্জিত ও ভীত হয়ে অলঙ্কার ও টাকা তুলে নিয়ে স্থান ত্যাগ করলো। সন ১৩৬৮ সাল (ইং ৩রা ডিসেম্বর) রবিবার সজ্ঞানে লালমোহন বাবু গঙ্গালাভ করেছেন।

৬১

মাঠের মাঝে একখানি পর্ণকুটীর, অবস্থা খুব জীর্ণ। হেঁদালের বেড়া ও ছোট ছোট ঝোপে আচ্ছাদিত। সমতল ভূমি পার হয়ে সেই কুটীরের দ্বারে প্রবেশ করলেন অনাথের নাথ প্রেমিক ঠাকুর ক্ষেপাবাবা ভক্তকে দেখবার জন্যে। সঙ্গে এসেছে একাদশ প্রিয় কুকুরগুলি।

"আর বাঁচবো না, একটু চরণের ধূলি দেন", ছল-ছল নেত্রে বল্লে ভক্ত। "আহা, আমার দুয়ারে আজ ভগবান এসেছেন। ক্ষেপাবাবা, একটু চরণের ধূলি দেন, আর বাঁচবো না।"

"দূর্ শাল, এর মধ্যে যাবি কোথায়, আগে আমি যাই, তারপর তুই যাবি," বাবা উত্তর দিলেন। এক বৃহৎ জামগাছে উঠে কাঠ কাটতে কাটতে গুপী উঁচু ডাল ভেঙ্গে ভূতলে পতিত হয়। একে গরীব, তার উপর পল্লীগ্রাম, সুচিকিৎসার ব্যবস্থা না হওয়ায় গ্রামের টোটকা চিকিৎসায় বাধ্য হয়ে গুপীকে থাকতে হয়েছে। যন্ত্রণার উপশম না হয়ে বরং দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাই গুপী আরোগ্যের আশা ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত মৃত্যু হবে জেনে একবার বাবার দর্শন ও চরণ ধূলি পাবার আশায় বাবাকে স্মরণ করেছে। অনাথের নাথ, দরিদ্রের ভগবান ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবার জন্যে নিজেই ভক্তের পর্ণ-কুটীরে উপস্থিত হয়েছেন। বাবাকে দেখে অশ্রুসিক্ত নয়নে গুপী বল্লে "ক্ষেপাবাবা! আমি যে চার বছরের বড়" গদ গদ কণ্ঠে বল্লে গুপী। "তা জানিরে শাল, তা জানি; পরে দেখতে পাবি," বল্লেন বাবা। ভক্ত ও ভগবানের মিলনে ভক্তের দারুণ যন্ত্রণা জীবন্ত মহাদেব আমাদের ক্ষেপা বাবা নিজেই গ্রহণ করলেন। গুপী ভুলে গেল তার অসহ্য যন্ত্রণা। মৃত্যুর করাল ছায়া বুক হতে ধুয়ে মুছে চলে গেল প্রেমাশ্রুতে ভগবানকে অতি নিকটে চোখের সামনে পেয়ে। ভক্তের আহত স্থানে হাত বুলিয়ে দিয়ে বাবা ফিরে এলেন মহাশ্মশানে। সেইদিন হতে গুপী আরোগ্য লাভ করতে লাগলো। মহাপুরুষের কৃপায় গুপী এক মাসের মধ্যেই সম্পুর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করলো। গুপীকে বাবা বয়সের মর্য্যাদা রেখে "ক্ষেপাদা" বলতেন কিন্তু গুপী বাবাকে "ক্ষেপাবাবা" বলে সম্বোধন করতো। 'সম্বোধন ও সম্পর্ক যে কি হল তা বাবা অত বিচার করতেন না। বয়সে বড় হলেই দাদা, আর কাকা; জেঠা, মামা এসব তিনি বড় একটা বলতেন না। খুব যারা প্রিয়, তাদের সময়ে 'বেদো', 'তো শাল' বলে সম্বোধন করতেন।

কিছুকাল পরে চোরা সান্নিপাতিক রোগে গুপী আক্রান্ত হল, স্থানীয় কবিরাজ চিকিৎসা করছেন কিন্তু রোগ উপশম না হয়ে বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগলো, ক্রমশঃ রোগীর অবস্থা ক্ষীণ হয়ে এল। কবিরাজ শেষ ঔষধ দিয়ে আশা ত্যাগ করেছেন। রোগীর মুমূর্ষু অবস্থা দেখে গুপীর স্ত্রী বাবার পদ-যুগল স্পর্শ করে জীবন ভিক্ষা চাইচে আর চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছে।

"ওরে বেটি, পা ছেড়ে দে, আমি কি করবো, আম্নি কি ধর্ম্মরাজ যম যে তোর পতির জীবন ফিরিয়ে দোব?" মৃদুহাস্যে বল্লেন বাবা। নাছোড়বান্দা তরুণীর কাতরোক্তিতে বাবার হৃদয়ে করুণার উদ্রেক হল। বাবা পা ছিনিয়ে নিয়ে বল্লেন, "শীগ্‌গীর তারামায়ের চরণামৃত নিয়ে ও শালকে খাইয়ে দে।"

গুপীর স্ত্রী বাবার আদেশ মত তারামায়ের চরণামৃত নিয়ে গিয়ে ভক্তিসহকারে রোগীকে সেবন করাল। নিয়ত এইভাবে মায়ের চরণামৃত সেবনে গুপী অচিরেই আরোগ্য লাভ করল। আজ প্রায় ১৭।১৮ বৎসর গত হল, বেঁটে গড়নের কৃষ্ণকায়, সরল ও সত্যবাদী গুপী ইহলোক ত্যাগ করেছে। প্রায় ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে তারাপীঠে প্রথম যখন যাই শিব চতুর্দ্দশীর গভীর রাত্রে বাবার সমাধি মন্দিরের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সামনে ভক্তিভরে করপুটে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি গুপীকে, শুনেছি তার কাতর বাণী, "হায়, আমার ক্ষেপাবাবাকে জগৎ চিনলো না, ওরে সে কি মানুষ ছিল, সে ছিল স্বয়ং শঙ্কর।" ভক্তের হতাশভরা চোখে প্রেমের বারি, সদা হাস্যময় মুখে বিষাদের চিহ্ন, সর্ব্বাবয়বে ভক্তির নিদর্শন, ভয় ভাবনা কিছুই নেই, শুধু খেদের বাণী—"জগৎবাসী আমার ক্ষেপাবাবাকে চিনলো না, এই আমার মনে দুঃখ রইল।" মহাপুরুষের কাছে লোকে কত কি প্রার্থনা জানায়, কেউ ছেলে, কেউ বিভব, কেউ উচ্চপদ, কেউ ইন্দ্রত্ব, কেউবা রাজত্ব কিন্তু, গুপীর প্রার্থনায় ছিল না কামনা বাসনার লেশমাত্র বা আত্মসিদ্ধির অভিলাষ, শুধু খেদ, প্রিয়ের অভিলাষিত আদরের। একেই বলে মধুর ভাব।

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে, তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্"—গীতা। তাঁর মূর্ত্তিতেই এইরূপ আসক্তিযুক্ত সাধকগণের নিকট ভগবান তাঁদের ধ্যেয়রূপেই প্রকাশিত হয়ে তাঁদের ভাবানুরূপ ভোগ প্রদান করেন এবং তাঁদের সঙ্গে বিহার করে থাকেন। প্রিয়ের লীলা শ্রবণ, লীলাগান ও লীলাধ্যানই তাঁদের ভজন।

শিব চতুর্দ্দশীর ঘোর তমসাময়ী রাত্রি প্রায় ১২টা। বৃহৎ স্যাওড়া ও বন্যজাম বৃক্ষের আওতায় অর্দ্ধক্রোশব্যাপী মহাশ্মশান আচ্ছন্ন। জমাট বাঁধা অন্ধকারে শকুনি শাবকের শিশুর মত ক্রন্দন, শৃগাল কুকুরের অস্থি চর্ব্বনের খট্ খট্ শব্দে মহাশ্মশান বিভীষিকায় পূর্ণ হল। নর করোটির নাসারন্ধ্রে বায়ু যাতায়াতে শোকার্ত্তের ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস একটানা বয়ে যাচ্ছে। থেকে থেকে শৃগাল শাবকের করুণ রব জানিয়ে দেয় আর্ত্ত অভাগিনীর কাতর ক্রন্দন। ভুত, প্রেত, দানব, দৈত্যরূপে গাঢ় অন্ধকারে দণ্ডায়মান নানাজাতীয় এক একটি বৃক্ষ-কাণ্ড হাতছানি দেয় কোমল পল্লব উন্মুক্ত বায়ুর আলোড়নে। কত কথাই মনে আসে বাস্তব জীবনের এই চিরশান্তিময় মহাশ্মশানে। উদাসী মন ফিরে যায় অতীতে মর্ম্মে মর্ম্মে, অতীত ঘটনাবলীর বিস্মৃতির মর্ম্মস্থলে। কত মহান্, কত ক্ষুদ্র, ইতর-ভদ্র, ধনী-দরিদ্র, গোচরে অগোচরে, লোক চক্ষুর অন্তরালে রেখে গেছে অতীত স্মৃতি প্রতি স্তরে স্তরে চির শান্তিময় এই মহাশ্মশান প্রাঙ্গণে। কেউ ভয়ে কাঁপে, কেউ শিউরে উঠে শ্মশান রুদ্রতায়, আবার কেউ আনন্দে বিহ্বল হয় শ্মশান বিভিষিকায়, উন্মাদিনী শিবানীর নৃত্য দেখে শবের বুকে। সবাই জানে মৃত্যু আসে একবার, কারোর আগে, কারোর পরে তবু মানুষ চায় বেঁচে থাকতে এই ক্ষণস্থায়ী দেহ আঁকড়ে চিরতরে চির যৌবন প্রমোদে। যে অতি দুঃখী, অতি বৃদ্ধ সেও চায় আরো দু'দিন বাঁচতে, এই আমাদের স্বভাবের রীতি, সংস্কারের ধারা। তাই কেঁপে উঠে হৃদয়, শ্মশান বিভীষিকায়, শ্মশান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিন্তায়। এই শ্মশান সাধনাই বীর সাধনা, শব সাধনা, চিতা সাধনা। সত্য কি তাই? তা নয়, এতো বাহ্যিক। ভূত নেই, প্রেত নেই, নেই অতীতের স্মৃতি এই মহাশ্মশানে। আছে যা কিছু—হে মানব, তোমার মনে। এই পঞ্চ-ভূতে গড়া দেহে কিছুরই অভাব নেই; দানব, দৈত্য, ডাকিনী, যোগিনী সবাই ঘিরে আছে, ভয় দেখাচ্ছে, লোভ দেখাচ্ছে, অনেক কিছু করছে মনের গোচরে; অগোচরে, লোকচক্ষুর অন্তরালে, শ্মশানের খেলা চিত্তের উপরে। একটা শবের উপর বসে সাধক যখন শব সাধনা করে, তাই দেখে আমাদের আসে ভয়, তবু সে শব নিষ্প্রাণ; কিন্তু যে সাধক দেহের অভ্যন্তরে শবরূপচিত্তের আসনে মনকে বসাতে পারে, সে শব সাধনা কি বাহ্যিকের চেয়ে আরও কঠিন, আরও ভীতি-জনক নয়? তখন কি সাধকের চিত্ত শ্মশানময় বা শিবময় হয় না। নিশ্চয় হয়, এই হল প্রকৃত বীর সাধনা বা শব সাধনা। এই চঞ্চল মনই তখন শিবানীতে রূপান্তরিত হয়ে শবের বুকে লীলা করে। তখন এই মনই জীবের মা হয়ে যায়—

শব করে এই দেহখানা
দেখবো শিবে শবাসনা
বিপরীতে থাকবে রতি
মন হবে না আনমনা।
নিঠুর খেলা ছেড়ে মায়া
ব্রহ্মে গিয়ে হবে ছায়া
দেহীর উপর দেখে কায়া
আত্মরমণ ছাড়বো না॥

আমার সঙ্গে ছিলেন একজন বৈদান্তিক, নাম শ্রীসুবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি গুপীর সঙ্গে ধর্ম্ম ও সাধনা সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করেন। গুপীর অদ্ভুত জ্ঞানশক্তি দেখে আমরা বিস্মিত হই। একজন অশিক্ষিত, সামান্য লোকের মুখে বেদান্ত ও তন্ত্রের বাণী শুনে আমরা মোহিত হয়ে তাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখি। ধন্য তার বাবার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি। ঝড় নেই, জল নেই, নির্ভয়ে, নিঃসঙ্কোচে নিয়ত আসতো গুপী ঐ বিরাট মহাশ্মশানে, দিনে ও গভীর রাত্রে, ক্ষেপাবাবার সমাধি মন্দিরে। কখনও পাগলের মত খিল্ খিল্ করে হাসতো, কখন অশ্রুনীরে গণ্ড ভাসাতো। উপদেশ ছলে গুপী বলতো, "মদ খাসনা, শুধু তারামায়ের চরণ দুটি বুকের ভিতর ভাববি আর ক্ষেপাবাবাকে মনে করবি, তাতে ঘরে বসে পাবি।" দিনের বেলায় নিত্য নরমুণ্ড ও অস্থি লোক চলাচলের পথ হতে সে পরিষ্কার করতো, তাতে যে, যা স্বেচ্ছায় দিত, তাইতে সদানন্দময়গুপী। আনন্দে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিনাতিপাত করতো। ক্ষেপাবাবার কথা তুললেই সে বলতো, "আরে সেকি মানুষ ছিল, সাক্ষাৎ শঙ্কর মহাদেব ; তাকে চিনলে না রে, জগৎবাসী অন্ধকারে রইলো"। হঠাৎ একদিন শ্মশান পরিষ্কার করে গুপী তার নিজের বাড়ীতে ফিরে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গের উপর মাথা রেখে ইহলোক ত্যাগ করলো। তার পুত্র সন্তান কিছু ছিল না এবং বর্ত্তমানে পরিবারও গত হয়েছে।

———

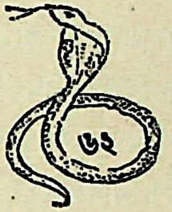

ভক্ত শশিভূষণ ঘোষ মহাশয়ের একান্ত অনুরোধে বাবা সদলবলে উপস্থিত হলেন ভাগলপুরে। তারাপীঠ ভৈরবের আগমনবার্ত্তা শ্রবণে ছুটে এলেন ভক্ত জনগণ একবার ভৈরবের দর্শন পাবার আশায়। অসম্ভব ভীড় হওয়ায় ঘোষ মহাশয়ের প্রশস্ত আটচালায় ভৈরবের আসন স্থাপিত হল। ভীড় ঠেলে এক যুবক বাবার সামনে উপস্থিত হয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করলো।

"আপনি কে বাবা ?" ভৈরব জিজ্ঞাসা করলেন। "আমি আটলার দুর্গাদাস সরকারের ছেলে জটু সরকার", যুবক উত্তর দিলে। হস্তদ্বয় প্রসারিত করে বাবা আদর করে কাছে টেনে নিয়ে বল্লেন, "কি বল্লেন বাবা ? আপনি দুর্গাদাস সরকার কাকার ছেলে জটু সরকার কাকা ? আহা বেশ বাবা, বেঁচে থাক বাবা।" সুধী জনগণ যাঁরা তারাপীঠ ভৈরবকে দর্শন করতে এসেছিলেন, তাঁরা সবাই আশ্চর্য্যান্বিত ও ক্ষুণ্ণ হলেন একজন নগণ্য যুবককে এইভাবে সমাদর করতে দেখে। তাঁদের মনের অভিমানাত্মক ভাব জানতে পেরে বিনীত স্বরে বাবা বল্লেন, "সে আজ অনেক দিনের কথা বাবা, আমার যখন মায়ের প্রসাদ বন্ধ হয়েছিল তখন এই জটু সরকার কাকার বাবা দুর্গাদাস সরকার কাকা আমার কাছে এসে বল্লেন, "বাবা ভয় কি, ওরা যদি আপনাকে মায়ের প্রসাদ না দেয়, আমি তার ব্যবস্থা করে দেবো ! বাবা, তাই তিনি করেছিলেন, আহা সে ঋণ কখনও আমি শোধ করতে পারবো না। তাঁর নিজের আহার থেকে আমায় আহার দিয়েছিলেন।"

কোন এক দুষ্ট কর্ম্মচারীর চক্রান্তে বাবা তারামায়ের প্রসাদ হতে বঞ্চিত হয়েছিলেন। দুর্গাদাস সরকার মহাশয় নাটোর ষ্টেটের কর্ম্মচারী ছিলেন। তারাপুরের ভার তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল। তাই তিনি তারামায়ের প্রসাদ নিজের অংশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হতে বাবার জন্যে ব্যবস্থা করেছিলেন। সেই কৃতজ্ঞতা স্বরূপ বাবা তাঁর পুত্রকে সমাদর করলেন। ভদ্রমণ্ডলী বাবার সরলতা, সত্যবাদীতা ও কৃতজ্ঞতা দেখে মুগ্ধ হলেন। বাবার সঙ্গে ছিলেন ব্রজ পাঠক, নগেন্দ্রনাথ বাগচি, ভূপতি পাণ্ডা ও নগেন্দ্রনাথ পাণ্ডা ; কালু, ভুলু, শ্বেতফুল কুকুরগুলিও ছিল বাবার সঙ্গে।

কিছুক্ষণ পরে স্থানীয় বিদ্যালয়ের এক পণ্ডিত মহাশয় বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "শিমুল গাছটি পোড়ালেন কেন ?"

"সুষম্না গাছটা দুটো ভোমরায় ফুটো করেছিল, মা বল্লেন ক্ষেপা, আগুন লাগিয়ে দে—তাই আমি আগুন লাগিয়েছিলুম।" বাবার কথা শুনে ভদ্রমণ্ডলী প্রলাপের বাণী মনে ভেবে পরস্পর পরস্পরের মধ্যে বাজে কথার অবতারণা করলেন। তাঁদের ভাবগতি দেখে বাবা সেইখানে শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর বাবা ঐ কথারই পুনরুক্তি করলেন। শিমূল গাছটির সঙ্গে বাবা আমাদের দেহের তুলনা করে ঐ কথা বলেছেন। আমাদের পৃষ্ঠদেশে মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে মূলাধার হতে মস্তকাবধি যে সূক্ষ্ম সুষম্না নাড়ী বিদ্যমান, তাহা দুটি ভ্রমরের দ্বারা বিদ্ধ হয়েছে। নাড়ীটি এত সূক্ষ্ম যে উহার মধ্যে বায়ু প্রবেশ করতে পারে না অথচ দুটি ভ্রমরে বিদ্ধ করলো। আমার মনে হয় এই ভ্রমর দুটি মন ও জ্ঞান হতে পারে। এটি যে যোগ সাধনার বিষয়ীভূত তা অনুমান করা যায়।

"মন্ত্রযোগো হঠশ্চৈব লয় যোগ স্তৃতীয়ক।
চতুর্থো রাজযোগ স্যাৎ দ্বিধাভাব বর্জ্জিত॥" শিব সংহিতা।

যোগ চতুর্ব্বিধ ঃ—হঠযোগ, মন্ত্রযোগ, লয়যোগ ও রাজযোগ। এই যোগ চতুষ্টয় মধ্যে রাজযোগ দ্বিধাভাব বর্জ্জিত। বাবা ছিলেন রাজযোগী জন্ম জন্মান্তর হতে এই দুরূহ যোগ সাধনায় সিদ্ধ ছিলেন, তাই তাঁকে আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার কিছুই অভ্যাস করতে হয়নি বা মন্ত্র জপ করতে হয়নি। প্রত্যেক কাজ করবার সময় তদুপোযুক্তভাবে যে অঙ্গবিন্যাস করা হয়, তাই হল সেই কাজের আসন। প্রাণ-শক্তি কেন্দ্রস্থ করার নাম প্রাণায়াম। মনঃশক্তিকে চারিদিক হতে গুটিয়ে নিয়ে এসে এক বিষয়ে স্থাপন করাই হল প্রত্যাহার। যা হতে মন ত্রাণ পায় তাই (হল) মন্ত্র। বাবা আত্মজ্ঞানী ও ভক্তিমার্গের সাধক ছিলেন, তাই ভক্তদের মাঝে মাঝে বলতেন, "ও সব নাক মুখ পোঁদ টিপলে কিছু হয় নারে বাবা।" ভক্তি ও জ্ঞান সার বস্তু। ভক্ত ও ভক্তি ভগবানের অভিব্যক্তি। আত্মজ্ঞানী যিনি তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী। প্রত্যেক তত্ত্বের ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানই হল বিজ্ঞান আবার কেউ কেউ বলেন বিগত জ্ঞান। অতীত অবস্থা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি।" একই ব্রহ্ম, সাধন পথের পৃথকত্বভাবে নানাভাবে প্রতিভাসিত হন। বিজ্ঞানবাদীর বিজ্ঞান ঘন, চৈতন্যবাদীর চিদ্‌ঘন, বেদান্তবাদীর ব্রহ্ম আর শূন্য। সব দ্বন্দ্ব মিটে যায়, যখন সাধক আত্মদর্শন করে আত্মজ্ঞানী হন। আত্ম-তত্ত্ব জ্ঞানই বিশ্বের কারণ, সেই জ্ঞান দ্বারাই অজ্ঞান নাশ হয়, তাই আত্মা জ্ঞান স্বরূপ এবং এই জ্ঞানই নিত্য। আত্মা কালস্বরূপ, এই আত্মা হতেই বিবিধ বিশ্ব-সৃষ্টি হয়েছে। কল্পনাপথ বর্জ্জিত, একমাত্র সেই আত্মাই সত্য। মহাকালের প্রতিরূপই মহাদেব। সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করে "আমির" স্মরণ গ্রহণ করাই হল শক্তি। এই হল সাধনার মূল-তত্ত্ব। সন্দেহই হল সাধকের সাধন পথের প্রধান অন্তরায়। এই সন্দেহ নাশ হলেই বিশ্বাস স্থাপন হয়। বিশ্বাস এলেই জ্ঞানের উদয় হয়। জ্ঞানের উদয় হলেই ভক্তি আসে আর সেই ভক্তিতেই সাধক প্রেমতত্ত্বে ডুবে যায়, তখন কেবলই আনন্দ।

ভক্ত ও স্থানীয় ভদ্রমণ্ডলীর অনুরোধে বাবা প্রায় ১০।১২ দিন ভাগলপুরে ছিলেন। একদিন এক শিক্ষিত লোক বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন "প্রকৃতি কারে বলেন?"

বাবা—সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমঃ যখন সাম্য অবস্থায় থাকে, তাই প্রকৃতি বাবা।

ভদ্রলোক—সাম্য অবস্থা কি?

বাবা—যে অবস্থায় কোন কাজ হয় না, তাই হল সাম্য অবস্থা। প্রকৃতি অচেতন জড়পদার্থ কিন্তু জগতের মূল কারণ।

ভদ্রলোক—তাহলে মায়া কে?

বাবা—প্রকৃতি, মায়া, অবিদ্যা, অজ্ঞান, অব্যাকৃত সবই এক বাবা, শুধু নাম ভেদে পৃথক মনে হয়।

ভদ্রলোক—মানুষ যে কর্ম্মফল ভোগ করে, যেমন আপনি মায়াতীত আর আমরা মায়া যুক্ত, এটা পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফল বলবেন ত?

বাবা—নিশ্চয় বাবা। সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ ও জীবের ভাল-মন্দ, কর্ম্মবাসনা যাকে তোমরা পাপ পুণ্য বল, তা সূক্ষ্মভাবে প্রকৃতিতে লুকোনো থাকে, এই জন্যে ওকে অব্যাকৃত ও অসম্ভূতি বলে। পৃথিবীর সব বস্তু এমন কি হিরণ্যগর্ভের দেহ পর্য্যন্ত এই প্রকৃতি হতে জন্মায়।

ভদ্রলোক—অসম্ভূতি বল্লেন কেন?

বাবা—ওঁর যে উৎপত্তি নেই বাবা, তাই ওঁকে অসম্ভূতি বলে। হিরণ্যগর্ভ প্রকৃতি হতে উৎপত্তি, তাই তিনি সম্ভূতি।

ভদ্রলোক—হিরণ্যগর্ভের উপাসনা করলে কি ফল হয়?

 CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাবা—অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশীত্ব ও কামবসায়িতা এই আটটি ঐশ্বর্য্য লাভ হয়। এতে মোক্ষ হয় না বাবা।

উভয়ের কথোপকথনে বাধা দিয়ে এক পণ্ডিত মহাশয় জিজ্ঞাসা করলেন. "এই দুঃখময় ভব সংসার হতে মুক্তি পাওয়া যায় কিসে?"

বাবা—অত শত আমি জানি না বাবা, তারামাকে দেখলেই মুক্তি পাওয়া যায়। দেখ বাবা, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, জ্ঞান, প্রযত্ন এসবই আত্মার গুণ। মুক্তির অবস্থায় ওসব গুণ থাকে না, গুণহীন ভাব হলেই জীব স্থাবরত্ব বা শিলাত্ব প্রাপ্ত হয়। মুক্তির অবস্থায় জীব আত্মার সঙ্গে মিলিত হয়ে স্ব স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন, তাঁর যে স্বরূপ, তখন তারই আবির্ভাব হয়।

পণ্ডিত—আত্মা চিদ্‌ঘন ত?

বাবা—শুধু চিদ্‌ঘন নয় বাবা, আনন্দ স্বরূপ।

পণ্ডিত—শাস্ত্রে বলে "ইহ খলু ধর্ম্মার্থকাম মোক্ষাখ্যেষু চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থেষু মোক্ষএব পরম পুরুষার্থ ন স পুনরাবর্ত্ততে।"

এই সংসারে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ নামে চারিটি পুরুষার্থের মধ্যে মোক্ষ শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ। মোক্ষ শ্রেষ্ঠ কেন?

বাবা—ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এরা অনিত্য, কেবল মোক্ষই নিত্য, তাই মোক্ষ শ্রেষ্ঠ।

পণ্ডিত—সত্য পুরুষ কে?

বাবা—আদিত্যই সত্য পুরুষ বাবা।

পণ্ডিত—লিঙ্গ দেহ কাকে বলেন?

বাবা—স্থুল শরীরের মধ্যে যে পঞ্চ প্রাণ (প্রাণ, আপান, উদান, সমান ও ব্যান) আছে, এই পঞ্চপ্রাণ (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক) এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, [বাক্, পানি, পায়ু (গুহ্য) পাদ, উপস্থ (লিঙ্গ)] পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মন ও বুদ্ধি এই সতেরটি একত্র হয়ে লিঙ্গ দেহের সৃষ্টি হয়েছে।

পণ্ডিত—মন নিয়েই ত সব?

বাবা—হ্যাঁ বাবা, মনই ত সব, মন হল ব্রহ্মের উপাধি এবং মনের ধর্ম্ম হল সুখ ও দুঃখ।

পণ্ডিত—বিদ্যাই ত মোক্ষের মূল বাবা?

বাবা—বিদ্যা বা কর্ম্মে পরমাত্মজ্ঞান হয় না, এর ফল দেবলোক প্রাপ্তি, আর পরমাত্মজ্ঞানের ফল হল মোক্ষ। দেখ বাবা, যে বিদ্যা ও অবিদ্যা একত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুষ্ঠান হতে পারে বলে জানে, সে অবিদ্যার দ্বারা মর্ত্ত্যভাব অতিক্রম করে বিদ্যা দ্বারা দেবভাব লাভ করে।

পণ্ডিত—তা হলে বিদ্যা শিক্ষা ত্যাগ করা ভাল ?

বাবা—আমি তা বলছি না বাবা, প্রথমে কর্ম্মরূপ অবিদ্যা দ্বারা মৃত্যু অতিক্রম ক'রে, পরে দেবতা চিন্তারূপ বিদ্যা দ্বারা অমৃত বা মুক্তিলাভ হয়। আমি তোমার বই পড়া বিদ্যের কথা বলছি না।

পণ্ডিত—অমৃত কি ?

বাবা—দেবত্ব বা মুক্তিই হল অমৃত ; যাঁরা সৃষ্টির পূর্ব্বে জন্মেছেন আর প্রলয়েও মরেননি তাঁরাই অমর বা অমৃত। সবই ভগবানের দয়া বাবা, তিনি দয়া না করলে কিছুই করবার উপায় নেই। তাঁর ইচ্ছাতে সবই হয় বাবা। সবারই চোখ আছে শুধু বাহিরেই দেখে, ভেতর দেখতে পায় না, তিনি অন্তরে আছেন কিন্তু তাঁকে সবাই দেখতে পায় না, এ সব তাঁর ইচ্ছা।

পণ্ডিত—আপনি মুক্ত পুরুষ কত কঠোর সাধনা করেছেন, তাই তাঁর কৃপা পেয়েছেন।

বাবা—ও সব কিছু নয় বাবা, সবই তাঁর ইচ্ছা, দেখছো না বাবা, হিমালয়ে কত যোগী ক্ষুধা, তৃষ্ণা ত্যাগ করে বরফে জমে যাচ্ছে তবু তাঁর কৃপায় বঞ্চিত হচ্ছে, আর সংসার মায়ায় আবদ্ধ জীব একবার ডেকে তাঁর কৃপা পাচ্ছে, এর কারণ আর কিছু নয় বাবা শুধু পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল। বাবা আর কোন কথা না বলে চুপ করে বসে রইলেন। বাবাকে দর্শনাকাঙ্খায় প্রত্যহ বহু লোকের ভীড় হতে লাগলো। এইভাবে ১০।১২ দিন কেটে গেল বিদেশে। ভক্তের বাসনা পূর্ণ করে বাবা তারাপীঠে এলেন।

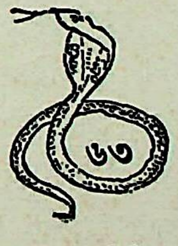

৬৩

ঝাঁ ঝাঁ করছে রৌদ্রের প্রখর তাপ, গৃহীরা যে যার কুটীরে বিশ্রাম করছে। মহাশ্মশান নিঝুম, নিস্তব্ধ, জনমানবের সাড়া শব্দ নেই, পথচলা পথিক প্রখর রৌদ্রে পথচলা বন্ধ রেখে কেউ বৃক্ষমূলে কেউ বা অতি প্রাচীন ভগ্ন মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছে। এই প্রখর রৌদ্র মাথায় করে এসে হাজির হল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভৈরব ও ভৈরবীর বেশে এক তরুণ ও তরুণী মহাশ্মশানে। শিমুলতলা অতি স্নিগ্ধ ও আরামদায়ক স্থান দেখে তারা আসন করে বসলো সেখানে।

বাবা তাদের দুজনকে দেখে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, হঠাৎ সাধুটির কাছে গিয়ে তার শ্মশ্রু ধরে টানতে টানতে বল্লেন, "ওরে শাল ভণ্ড, গেরুয়া পরে সাধু সেজেছিস্ তোকে মজা দেখাচ্ছি।" সাধুর গলে রুদ্রাক্ষ, করে কমণ্ডলু, অঙ্গে ভস্মমাখা, কপালে সিন্দুর ফোঁটা। টানের জোরে যন্ত্রণায় সাধুর চোখ বেয়ে জল ঝরে পড়লো, মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে গেল। "ওগো মেরে ফেল্লে, কে কোথায় আছ গো শীগ্‌গীর এসো গো"—শীর্ণা কৃষ্ণাঙ্গী ভৈরবী উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করে কেঁদে উঠলো। বাবা কিন্তু তখনও শ্মশ্রু ছাড়েন নি বরং আরও জোরে টানতে লাগলেন।

করুণ বামা কণ্ঠ শুনে পাণ্ডা ও গ্রামবাসীরা ছুটে এল আর্ত্ত নারীকে রক্ষা করতে। এক অচেনা সাধুর সঙ্গে বাবাকে ধস্তাধ্বস্তি করতে দেখে সবাই অবাক হয়ে ছাড়িয়ে দিতে এল, সাধুটি ভূতলশায়ী হয়েছে, প্রায় অচৈতন্য অবস্থা, কিন্তু তখনও বাবা শ্মশ্রু ছাড়েন নি। পাণ্ডা ও ভক্তদের বারংবার অনুরোধে শ্মশ্রু ছেড়ে দিয়ে ক্রুদ্ধস্বরে বাবা বল্লেন, "এখনি এখান থেকে বেরো শাল, মরবার আর জায়গা পাওনি, এখানে মরতে এসেছ।" নির্য্যাতিত সাধু বাবাকে গালি দিতে লাগলো। বাবা তখন খুব উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে বল্লেন, "শাল, ভাগনীকে ভৈরবী সাজিয়ে ঢং করে সাধু সেজে তারামার কাছে ভণ্ডামো করতে এসেছিস্, দাঁড়া শাল চিমটে নিয়ে আসি, তারপর তোকে দেখাচ্ছি মজা।" বাবার কথা শুনে সাধু ভৈরবীকে নিয়ে শ্মশান ছেড়ে পালালো। সবে মাত্র কুণ্ড হতে স্নান করে এসেই বাবা সাধুর সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি সুরু করলেন। মেজাজ একটু ঠাণ্ডা হলে তারামায়ের প্রসাদ গ্রহণ করে বাবা শিমুল তলার আসনে বসে বিশ্রাম করতে লাগলেন। "জয়তারা" বলে এক ভক্ত বাবাকে প্রণাম করে কাছে বসে গঞ্জিকা তৈরী করে বাবাকে প্রসাদ করে দিতে বল্লেন। বেশ বাবা, ভাল আছেন ত বাবা—এই কথা বলে বাবা গঞ্জিকা সেবন করতে লাগলেন, নেশায় বাবা নীলকণ্ঠ, সাপের বিষ হলেও ক্ষতি নেই। গঞ্জিকা সেবনের পর বেশ যখন মৌজ জমেছে সেই সময় ভক্ত জিজ্ঞাসা করলেন, "শক্তির আবির্ভাব কোন যুগে হয় বাবা?"

বাবা—অসুর যুগে প্রথম আবির্ভাব হয় বাবা। একবার দেবাসুরে ভীষণ যুদ্ধ হয়, ভগবানের কৃপায় দেবতারা অসুরদের হারিয়ে দেন, কিন্তু ভগবানের কৃপায় তাঁরা জয়লাভ করেছেন তা দেবগণ ভুলে গিয়ে, নিজেদের ক্ষমতায় জয়লাভ করেছি বলে গর্ব্ব করেন। ভগবান, দেবতাদের অজ্ঞানতা দূর করবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্যে তাঁদের নিকটে প্রোজ্জ্বল জ্যোতিরূপে আবির্ভূত হলেন। দেবগণ একে একে ঐ জ্যোতির কাছে এগিয়ে গেলেন, কিন্তু তাঁরা আত্ম-শক্তির পরিচয় দিতে সাহস পেলেন না তখন স্বয়ং ইন্দ্রদেব ঐ জ্যোতির কাছে এগিয়ে গেলেন, কিন্তু সেই জ্যোতি শূন্যে লীন হয়ে এক অপরূপ নারী মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হলেন। ঐ নারীমূর্ত্তি উমারূপে পূজিতা হন বাবা। উমা দেবরাজ ইন্দ্রকে বল্লেন, "যুদ্ধে যে জয় হয়েছে তা তোমাদের শক্তিতে হয় নি, তোমরা বৃথা গর্ব্ব করছো। সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বশক্তিমান, পরমেশ্বরের কৃপায় অসুরগণ পরাজিত হয়েছে; কিন্তু তোমরা মোহবশে বৃথা গর্ব্ব করছো, তোমরা অমর তাই আমি তোমাদের আদেশ করছি—তোমরা অহঙ্কার ত্যাগ কর। এই কথা বলে দেবী অন্তর্হিত হলেন। এই হল দেবীর প্রথম আবির্ভাব।

ভক্ত—বাবা, ইন্দ্রিয়গণের উৎপত্তি কোথা হতে হল ?

বাবা—প্রাণ হতে হয়েছে বাবা।

ভক্ত—ইন্দ্রিয়গণ ত অচেতন তবে মনের উপর কি করে আধিপত্য বিস্তার করে ?

বাবা—কোন চেতনের প্রেরণা না পেলে অচেতনের প্রবৃত্তি বা কাজ হতে পারে না। মনটার উপর ইন্দ্রিয়ের আধিপত্য আছে বলেই মনটাকে কড়াভাবে শাসন করা দরকার। তারামা ইন্দ্রিয়দের বহির্মুখ করে সৃষ্টি করেছেন। প্রাণ উর্দ্ধগামী আর অপান নিম্নগামী।

ভক্ত—মোক্ষ লাভের সহজ উপায় কি ?

বাবা—বাহ্যদৃষ্টিকে অন্তর্মুখী করলেই মোক্ষ লাভ হয়, যখন সমস্ত কামনা ত্যাগ হয়, তখন ব্রহ্মলাভ হয়।

ভক্ত—ব্রহ্ম কে ?

বাবা—যিনি জ্ঞানের বিষয়ীভূত তিনিই ব্রহ্ম, বাক্য দ্বারা যাঁকে প্রকাশ করা যায় না এবং যাঁর সাহায্যে বাক্য উচ্চারণ হয় তিনিই ব্রহ্ম।

ভক্ত—তাহলে ব্রহ্মকে জানতে হলে জ্ঞান চাই ?

বাবা—হ্যাঁ বাবা, জ্ঞান শক্তিই দেবতা, জ্ঞানের উদয় না হলে ব্রহ্মকে জানা যায় না। দেখ বাবা, জ্ঞান মাত্রই বস্তু তন্ত্র এবং ক্রিয়া মাত্রেই পুরুষ তন্ত্র বা কর্ত্তার অধীন হয়ে থাকে।

ভক্ত—মনের কাজ কি ?

বাবা—সংকল্প, বিকল্প, সংশয়, শ্রদ্ধা, সহিষ্ণুতা, অসহিষ্ণুতা লজ্জা, বুদ্ধি, ঘৃণা ও ভয় এসব মনের বৃত্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৃত্তি কি ?

বাবা—নদীর জল যেমন ছিদ্র পেলে বহির্গত হয়ে বিবিধ ক্ষেত্র প্রকাশ করে, চতুষ্কোণ বা গোলাকার ক্ষেত্রে গমন করলে যেমন চতুষ্কোণ বা গোলাকার হয়, সেই রকম চক্ষু যখন বাস্তব ঘট বা পট দেখে, তখন অন্তঃকরণ চক্ষুরূপ পথ দিয়ে ঘটে বা পটে গিয়ে ঘট পট প্রভৃতি আকার প্রাপ্ত হয়। অন্তঃকরণের এই যে পরিণাম একেই বৃত্তি বলে বাবা। যে সব দ্রব্যের আদি আছে তাদের অবয়বও আছে। বৃত্তিরূপ জ্ঞান মনের ধর্ম্ম। কাম, সংকল্প, বিচিকিৎসা, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৃতি, অধৃতি, হ্রী, ধী, ভী এ সকলই মন। অন্তঃকরণই সুখ দুঃখে অধিকৃত, তবু আমরা আত্মাতেই আরোপ করি। দেখ বাবা, চিত্ত হল জলাশয়, আর মন হল তার ঢেউ। যখনই জল নির্ম্মল ও ঢেউ শূন্য হয়, তখন আমরা তার তলদেশ দেখতে পাই, যখনই বৃত্তিগুলো বন্ধ হবে, তখনই সাধকের মন লয় হয়ে যাবে। সাধক তখন তার হৃদয়স্থ প্রতাপঘন চৈতন্য পুরুষকে দেখতে পাবে।

ভক্ত—অন্তঃকরণ কিভাবে সৃষ্টি হল ?

বাবা—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চভূতে সত্ত্বঃ রজ ও তমঃ এই তিনটে গুণ ওতপ্রোতভাবে মিশিয়ে আছে। প্রত্যেক ভূতের মিলিত সত্ত্বাংশ হতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক) উৎপত্তি হয়েছে। এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সত্ত্বাংশ মিলিত হয়ে অন্তঃকরণের উৎপত্তি হয়েছে। এই অন্তঃকরণ বৃত্তির তারতম্যে চারভাগে বিভক্ত হয়েছে।

(১) সংকল্প বিকল্পাত্মক বৃত্তি অন্তঃকরণের নাম মন।

(২) সংশয় নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি অন্তঃকরণের নাম বুদ্ধি।

(৩) অনুসন্ধানাত্মক বৃত্তি অন্তঃকরণের নাম চিত্ত।

(৪) অভিমানাত্মক বৃত্তি অন্তঃকরণের নাম অহঙ্কার।

চিত্তের সব বৃত্তিগুলোকে নিরোধ করাই হল যোগ-সাধনা।

"মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তং কারণমান্তরম্।
সংশয়ো নিশ্চয়ো গর্ব্বঃ স্মরণং বিধায় ইমে।"

অহঙ্কার ও চিত্ত যথাক্রমে মনের ও বুদ্ধির অন্তর্গত। গর্ব্বাত্মক অন্তকরণ বৃত্তিরূপ অহঙ্কার মনের অন্তর্গত। অনুসন্ধানত্মক অন্তকরণ বৃত্তিরূপ চিত্তবুদ্ধির অন্তর্গত। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত ইহাদের বিষয় বা কার্য্য সংশয়, গর্ব্ব ও স্মরণ।

ভক্ত—চৈতন্য ও ব্রহ্ম এক কি ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাবা—চৈতন্য ব্রহ্মের স্বরূপ বলে ব্রহ্ম আনন্দ স্বরূপ। ব্রহ্ম বিজ্ঞানময় সত্যজ্ঞান ও অনন্ত এবং জ্ঞান স্বরূপ, ব্রহ্ম যখন নিগু'ণ, নিষ্ক্রিয় ও নির্ব্বিশেষ, তখন ঘট, পট বা মূর্ত্তি জ্ঞান করা যায় না। ব্রহ্ম যখন আত্মরূপে সর্ব্বভূতে বিরাজ করেন, তখন জীব মাত্রেই তাঁর অস্তিত্ব অনুভব করে। তাই ব্রহ্ম নিরাকার ও সাকার দুইই হন বাবা। যে মনে ভাবে ব্রহ্মকে জানি সে কিছুই জানে না, আর যে মনে করে জানি না, সেই তাঁকে জানে।

ভক্ত—দেব দেবীর সাক্ষাৎকার পেলে কি মোক্ষ লাভ হয় না?

বাবা—ওসব ব্রহ্মের বিভূতি, কিন্তু অনন্ত ব্রহ্মের রূপ নয়, তাই দর্শন পেলেও মুক্তি হয় না। যে সদা সর্ব্বদা বুদ্ধি বৃত্তিতে ব্রহ্ম স্ফূর্ত্তি অনুভব করে, সেই ব্রহ্মকে কিছু জানতে পারে, আর সেই বিজ্ঞানের ফলে দেহত্যাগের পর মুক্তি লাভ করে।

ভক্ত—বাবা, মনের দ্বারাই ত ব্রহ্মকে জানতে পারা যায়?

বাবা—মনই ব্রহ্মের উপাধি, মনের সংকল্প ও স্মৃতি প্রভৃতি জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্ম অভিব্যক্ত হন।

ভক্ত—মন কি ব্রহ্মের কাছে যেতে পারে?

বাবা—না বাবা, মন নিজে স্ব প্রকাশ নয়, ব্রহ্মের প্রকাশে প্রকাশমান হয়ে অপরকে প্রকাশ করতে সমর্থ হয়। আত্মার সঙ্গে মনের সংযোগ হলে মনেতে যে বোধশক্তি জন্মায়, তাতেই আত্ম-জ্ঞান আসে।

ভক্ত—বোধ-শক্তিটা কি রকম বাবা?

বাবা—আত্ম প্রতিবিম্ব-যুক্ত বুদ্ধিবৃত্তিকেই বোধশক্তি বলে বাবা।

ভক্ত—বুদ্ধিই ত ভগবান।

বাবা—বুদ্ধি অচেতন জড় পদার্থ, কিন্তু কাঁচের মত স্বচ্ছ ও প্রতিবিম্ব নিতে সমর্থ, যেমন আয়না। বুদ্ধি নিজে অচেতন ও অপ্রকাশ হলেও আত্মার প্রতিবিম্বপাতে উজ্জ্বল ও প্রকাশে সমর্থ হয়।

ভক্ত—শ্রেষ্ঠ সাধক কে?

বাবা—যিনি ব্রহ্মে ও আত্মায় ভেদাভেদ করেন না, তিনিই শ্রেষ্ঠ সাধক। আত্মা ও ব্রহ্ম অভিন্ন এই জ্ঞান এলেই মোক্ষ লাভ হয় বাবা।

ভক্ত—বেদে জ্ঞান থাকলে কি মোক্ষলাভ হয় না?

বাবা—শুধু বেদে জ্ঞান থাকলে হয় না বাবা, ব্রহ্মনিষ্ঠা থাকা চাই।

ভক্ত—আমাদের এই ক্ষণভঙ্গুর দেহে আত্মার স্থান কোথায়?

বাবা—বুদ্ধিরূপী গুহায় আত্মার স্থান বাবা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"সহস্রারে মহাপদ্মে কর্ণিকা মুদ্রিতা চরেৎ
আত্মাতত্রৈব দেবেশী কেবলম্ পারদোপমম্
সূর্য্যকোটি প্রতিকাশং চন্দ্রকোটি সুশীতলং
অতীব কমনীয়ঞ্চ মহাকুণ্ডলিনিং যুতং।" ...তন্ত্রসার

আমাদের ব্রহ্মতালুর মধ্যে যে সহস্র পল্লব বিশিষ্ট অর্দ্ধমুদ্রিত শ্বেত পদ্ম আছে, যাহা সর্পের ন্যায় মহাকুণ্ডলিনীর দ্বারা বেষ্টিত, সেই পদ্মের কর্ণিকা-ভ্যন্তরে কোটি কোটি সূর্য্যের ন্যায় দীপ্ত ও কোটি কোটি চন্দ্রের ন্যায় সুশীতল বিশুদ্ধ পারদের ন্যায় আত্মা বিরাজিতা।

ভক্ত—অধ্যাত্মযোগের সহজ উপায় কি ?

বাবা—বিষয় হতে চিত্তকে সরিয়ে আত্মাতে নিযুক্ত করলেই অধ্যাত্ম যোগ হয়।

ভক্ত—ব্রহ্ম যখন সচ্চিদানন্দময়, আর আত্মা যখন তাঁর অংশ বা প্রতিবিম্ব তখন জীবদেহে প্রবিষ্ট হলে দুঃখ, কষ্ট, শোক, তাপ সবই যখন তাঁকে ভোগ করতে হয়, তাহলে বাবা, আত্মা আনন্দময় হলেন কি করে ?

বাবা—দূর শাল, তা হবে কেন! ব্রহ্মই একমাত্র সৎপদার্থ, এছাড়া সবই অসৎ ও মিথ্যে বস্তু, জীবদেহে প্রবিষ্ট হয়ে তিনি নানাভাবে পরিচিত হন। আগুন যেমন নানাবর্ণের কাঁচের মধ্যে নানাবর্ণের মনে হয়, কিন্তু আগুন যা তাই থাকে, নিজস্ব বর্ণ বা দাহিকা শক্তি একটুও বদলায় না, তেমনি সচ্চিদানন্দ-ময় ব্রহ্মও জীবরূপ নানা নামে পরিচিত হয়ে নানা আকারে প্রকাশ পেয়েও নিজের সচ্চিদানন্দময় স্বভাব ত্যাগ করেন না। তিনি নিত্যশুদ্ধ এবং নির্ব্বিকার ভাবেই থাকেন। জীব ও ব্রহ্ম এক হলেও কার্য্যক্ষেত্রে অনেক প্রভেদ আছে। পাপ পুণ্য কর্ম্মফলে জীব নরক ও স্বর্গে গমন করে এবং সুখ, দুঃখ ভোগ করেও ফের জন্মায়; কিন্তু ব্রহ্ম কোন ফলই ভোগ করেন না, কেবল উদাসীনভাবে জীবের কর্ম্ম ও ফলভোগ দর্শন করেন।

ভক্ত—পরলোক, স্বর্গ-নরক এ সব কি সত্য ?

বাবা—সত্য বৈকি বাবা, তা না হলে আর্য্য ঋষিরা দেহ, মন, প্রাণ সব তাঁকে অর্পন করে, গভীর অরণ্যে বা হিমালয়ে তুষারের মধ্যে তপস্যা করতেন কেন ? যারা বিষয়ীভূত মুর্খ, ধনলোভে তারাই ইহলোক ছাড়া পরলোক মানে না বাবা; তার ফলে তারা বারবার যোনি প্রাপ্ত হয়ে সংসার মোহে আবদ্ধ হয়। জীব মোহগ্রস্থ হলেই জরা, ব্যাধি, দুঃখ, কষ্ট ভোগ করে।

ভক্ত—বিবেক কি বাবা ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাবা—আত্মা জড় পদার্থ হতে পৃথক, এই হৃদয়ঙ্গম করাই হল বিবেক। এই বিবেকই মোক্ষলাভের সহায় বাবা।

ভক্ত—বিবেক বৈরাগ্যই ত মোক্ষলাভের মূল কারণ ?

বাবা—বৈরাগ্য দুরকম বাবা। অপরা বৈরাগ্য ও পরা বৈরাগ্য। ইহকালে ভোগ্য ও মৃত্যুর পর ভোগ্য, এই দুই ভোগ্য বিষয়ে চিত্তের যে তৃষ্ণা নিবৃত্তি, তাকেই বৈরাগ্য বলে। গুণময়ী প্রকৃতিতে অভিলাষ না থাকাকে পরা বৈরাগ্য বলে।

ভক্ত—বাবা মন্ত্রের পূর্ব্বে ওঁকার শব্দ দেয় কেন ?

বাবা—তুই শাল একেবারে সব শিখে নিবি না কি ?

ভক্ত—বলুন বাবা ?

বাবা—ওঁকার শব্দ নিরাকার—ব্রহ্মের প্রতীক ; যারা উন্নত তারা ওঁকার শব্দকে "আমি ব্রহ্ম স্বরূপ ভেবে উপাসনা করে। যারা একটু নিরেশ, তারা ওঁকার শব্দকে ব্রহ্মের প্রতীক ভেবে উপাসনা করে। পরব্রহ্ম বা অপর ব্রহ্ম এই দুয়ের প্রতীক ওঁকার।

ভক্ত—পর ব্রহ্ম আর অপর ব্রহ্ম এ দুয়ের মধ্যে প্রভেদ কি ?

বাবা—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে পর ব্রহ্ম আর হিরণ্যগর্ভকে অপর ব্রহ্ম বা কার্য্য ব্রহ্ম বলে। এই হিরণ্যগর্ভ হতে দেবতাদের সৃষ্টি হয়েছে বাবা।

ভক্ত—ঈশ্বরের সৃষ্টি কি হিরণ্যগর্ভ হতে ?

বাবা—যে মায়া হতে সমস্ত জগতের সৃষ্টি হয়েছে, সেই মায়াতে প্রতিফলিত চৈতন্যের নাম 'ঈশ্বর'। ঈশ্বর উপাধি, মায়ার নাম কারণ উপাধি। মায়া হতে উৎপন্ন হৃদয়ে প্রতিফলিত চৈতন্যের নাম "জীব", সেই উপাধি যুক্ত হৃদয়ের নাম কার্য্য উপাধি। ঈশ্বর ও চৈতন্য একই বাবা। শুধু অবিদ্যার জন্যে পৃথক মনে হয়। এই অবিদ্যা সরে গেলে ভেদ বুদ্ধি চলে যায়, তখন আর কিছু থাকে না, চৈতন্যের স্ফুর্ত্তি থাকে।

ভক্ত—জ্ঞানের উদয় না হলে ত কিছু বোঝা যায় না ?

বাবা—জ্ঞান আবার দুরকম বাবা, দড়িকে দড়ি মনে করা যথার্থ জ্ঞান, আর দড়িকে সর্প মনে করা মিথ্যা জ্ঞান।

ভক্ত—ইন্দ্রিয় বড় না মন বড় ?

বাবা—ইন্দ্রিয়ের চেয়ে মন বড়, মনের চেয়ে বুদ্ধি বড়, বুদ্ধির চেয়ে হিরণ্যগর্ভের উপাধি মহতত্ত্ব বড়, মহতের চেয়ে অব্যক্ত প্রকৃতি বা মায়া বড়, আবার মায়ার চেয়ে পরমাত্মা বড়। জ্ঞান সাধনই শ্রেষ্ঠ বাবা ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্ত—জ্ঞান সাধনের বিষয় কিছু বলুন না বাবা ?

বাবা—বলছি বাবা' ইন্দ্রিয়গণ বিষয় পরিত্যাগ করে যখন অন্তর্মুখ হয়ে থাকে এবং বুদ্ধিও নিজের কাজে লিপ্ত হয় না, সেই অবস্থাকে জ্ঞানের পরম সাধন বলে। দেখ বাবা, আত্মা মনের দ্বারা বা চক্ষুর দ্বারা প্রাপ্তি যোগ্য নয়, কেবল আত্মার অস্তিত্ববাদী গুরুর সাহায্য ছাড়া তাঁকে জানা যায় না।

বাবা এইবার নীরব হলেন, ভক্তটি বাবাকে ভক্তিভরে প্রণাম করে উঠে গেলেন।

এই ভক্তটির নাম জ্ঞানানন্দ স্বামী। বাবার অমৃতময় উপদেশবাণী লাভ করবার জন্যে তিনি প্রায়ই বাবার কাছে আসতেন। জীবন সায়াহ্নে তিনি দক্ষিণেশ্বর কালী বাড়ীর পঞ্চবটী বনের পাশে শিব মন্দিরে সাধনা করতেন। ইংরাজী ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে তিনি ঐ স্থানে দেহত্যাগ করেন।

সংসার বিতৃষ্ণায় শীতলচন্দ্র ঘোষ নামে এক পুলিশ কর্ম্মচারী ভৈরবের কাছে উপস্থিত হলেন। এনেছেন এক বোতল দেশী মদ ভৈরবের সেবার জন্যে। বোতলটি সামনে রেখে তিনি যখন শ্রীপাদ-পদ্ম স্পর্শ করে ভৈরবকে প্রণাম করলেন, কি জানি কি কারণে ভৈরব ক্ষিপ্ত হয়ে ঐ বোতলের দ্বারায় ভক্তের শিরে সজোরে আঘাত করলেন। ভক্তের মাথা ফেটে গেল, ঝর্ ঝর্ করে রক্ত পড়তে লাগলো কিন্তু তবুও ভক্ত অভিমান বা ক্রোধভরে ভৈরবকে ত্যাগ করলেন না বরং ধৈর্য্যসহকারে মহাপুরুষের সঙ্গ মহানন্দে লাভ করতে লাগলেন। ভক্তের দারুণ সহ্যগুণ ও ধৈর্য্য দেখে শ্রীবাম ভক্তকে চরণে স্থান দিলেন ও শ্রেষ্ঠ তারাবিদ্যায় দীক্ষিত করে তাঁকে পারলৌকিক অমূল্য সম্পদ প্রদান করলেন।

গ্রীষ্মকাল প্রখর রবির তেজে যখন গা জ্বলে যাচ্ছে ঠিক সেই সময় দুপুর বেলা দ্বারকা নদীর উত্তপ্ত বালুচরে ক্ষেপাবাবা হয় চুপ করে বসে আছেন, না হয়তো শুয়ে আছেন। শীত-তাপ ও আর্দ্রজয়ী সাধককে কেউ কখন দেখেননি শীত-তাপে ও আর্দ্রতায় অসুস্থ হতে বা বিচলিত হতে। আপন ভাবে ভাবাবেশে সাধক যে কখন কি ভাবে থাকতেন সাধারণ মানুষের পক্ষে নির্ণয় করা কঠিন।

সন ১৩১৩ সাল, বৈশাখ মাসের প্রথম ভাগে একদিন দুপুর বেলায় সাধক যখন উত্তপ্ত বালুচরে মস্তকে একখানি ইট ও পাছায় একখানি ইট দিয়ে বসে আছেন, সেই সময় তারাপীঠ হ'তে প্রায় আধক্রোশ দূরে অবস্থিত কড়কড়িয়া গ্রামের রাজেন্দ্রনাথ মণ্ডল মহাশয় তাঁর পুত্র নৃসিংহ, মুরারীকে সঙ্গে নিয়ে সাধককে দর্শন করতে এলেন। কাঠফাটা রৌদ্রে বাবাকে ঐ অবস্থায় দেখে আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন ভক্ত রাজেন্দ্রনাথ, "বাবা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এভাবে রোদে বসে আছেন কেন ?" এক অদ্ভুত ভঙ্গীতে উত্তর দিলেন বাবা, "অট্টালিকা ভোগ করছি বাবা। অট্টালিকা ভোগ করা বড় কষ্ট বাবা, মাথায় লাগে পাছায়ও লাগে"। বাবার কথা শুনে ভক্ত অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। মোহময় ভোগের সংসার যে দুঃখময় সেই উদাহরণই বাবা ভক্তকে শিক্ষা দিলেন অর্থাৎ ভোগের আদি অন্তই জীবনের পক্ষে কষ্টকর ও দুঃখময়।

একদিন এক বৃহৎ শ্মশ্রুযুক্ত ধনী ব্যক্তি সঙ্গে এক পাইক নিয়ে উপস্থিত হলেন বাবাকে দর্শন করতে। ধনী ব্যক্তিটি বাবাকে ভক্তিভরে প্রণাম করে বাবার সম্মুখে উপবেশন করলেন। পাইকটি বাবার পিছনে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। ধনী ব্যক্তির শ্মশ্রু টেনে বাবা মুখ সিটকে বল্লেন, "মুখে অনেক ঘাস"। মনিবের শ্মশ্রু টানতে দেখে পাইকটি বিরক্ত হয়ে বাবার পিঠে সজোরে ধাক্কা দেয়, বাবা তাতে বিরক্ত বোধ না করে পাইকটিকে বল্লেন, "আজ তুমি বাবা আমায় দিব্যজ্ঞান দিলে।" পাইকের এই স্পর্দ্ধা দেখে ধনী ব্যক্তিটি তাকে তখনই বিদায় দেন ও বাবার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। দিব্যজ্ঞান দিলে অর্থে আক্কেল দিলে।

এই ঘটনা দুটি কড়কড়িয়া গ্রামের নৃসিংহ মুরারী মণ্ডল মহাশয়ের নিকট হতে প্রাপ্ত হই।

ট্রেণ আটক

"বড় গোলমাল, চলে হাঁক্ ডাক—
আজি সাঁইথিয়া এষ্টেশনে
লুপমেল এসে দাঁড়াইয়া আছে
হুইসিল দেয় ক্ষণে ক্ষণে
শুধু অবিরাম চলে টেলিগ্রাম
ভিতরে বাইরে কি তাড়াতাড়ি।
ড্রাইভার করে শতেক চেষ্টা—
তবুও কিছুতেই নড়েনা গাড়ী।

ষ্টেশনের লোকেরা বলিছে
"কর 'ক' মিনিট সবুর তবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বামাক্ষেপা এই ট্রেনেই যাবেন
এ ট্রেনে তাঁহাকে যেতেই হবে।"

গোরা গার্ড রাগে করে গড়গড়—
উড়াইছে নীল নিশান জোরে।
শিঠির উপর শিঠি দেয় খালি—
ট্রেনের চাকা যে ঘুরে না ঘোরে।

নূতন একটা ইঞ্জিন লাগি –
তার করা হল্ রামপুরহাটে,
নড়েনাকো গাড়ী একি ঝক্‌মারি
কথা রটে গেল হাটে ও মাঠে।

দেখিতে আসিছে ছুটে যত লোক
ভিতরে বাহিরে লোকের সারি
কত প্রাণপণ চেষ্টা চলেছে
তবু কোনো ক্রমে চলেনা গাড়ী

কিছুক্ষণ পর, সাধু আসিলেন—
বসিলেন গিয়া গাড়ীতে,
দুধারে সকলে প্রণতি জানায়
ফুলদল দেয় চরণ পুটে।

যাত্রীরা করে কাকুতি মিনতি
'ঠাকুর', গাড়ীকে বলুন 'চলো',
তোমার আদেশ বিনা চলিবে না
দেরী যে বহুৎ হলো।

সাধু বলিলেন 'চল বাবা গাড়ী
ওরে বাপু গার্ড বাঁশীটা বাজা
আমি তো ধোঁয়ার কারবারী বটি,
তুই হ'লি যত ধোঁয়ার রাজা'।

আবার তুলিল সে নীল নিশান
সাহেব রুষ্টব্যস্ত ভারি,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবার যেমনি হুইসিল দিল
অমনি চলিতে লাগিল গাড়ী।
ট্রেন ছুটে চলে, নাহি আর বাধা,
ইঞ্জিনে নাই কোনই ত্রুটী,
ঘন জনতার জয় ধ্বনিতে
আনন্দ যেন উঠিছে ফুটি।

ধোঁয়া উড়াইয়া ট্রেন চলিয়াছে
উল্লাস হাসি সবার মুখে,
যত কালো ধোঁয়া আসিয়া জমিছে
গর্ব্বিত গোরা গার্ডের বুকে"।
(শ্রীকুমুদ রঞ্জন মল্লিক)

মাঝে মাঝে ভৈরব সাঁইথিয়ার নন্দিপুর গ্রামে দেবী নন্দিনীকে দর্শন করতে ৺অনন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ী যেতেন। অনন্তবাবু ছিলেন এক হোটেলের মালিক কিন্তু, দৈব দুর্ব্বিপাকে তাঁর কারবার বন্ধ হয়ে যায়। ভৈরবকে তিনি গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা কয়তেন এবং ভৈরবও তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। অনন্তবাবু ছিলেন ভীষণ গুপ্ত সাধক, কোন দিন তাঁকে কেউ দেখেননি জপ-তপ করতে বা সাধন ভজনে অনুরত হতে। তাঁর দিন চলে যেত কোন রকমে সাধারণভাবে সাধারণ পরিবেশে। যাঁরা তাঁর অতি অন্তরঙ্গ তাঁরাই কিছু কিছু জ্ঞাত আছেন তাঁর গুপ্ত সাধনার বিষয়।

আনুমানিক সন ১৩১৭ সাল ভৈরব সাঁইথিয়ায় অনন্তবাবুর বাড়ীতে এলেন। পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগে কোন হুঁসই নেই ভৈরবের যে আজই আবার ফিরতে হবে তারাপীঠে। শেষ গাড়ী আপ্ লুপ মেল ষ্টেশনে দণ্ডায়মান রয়েছে, ছাড়বার সময়ও হয়েছে কিন্তু, তখন ভৈরব নির্ভাবনায় বসে রইলেন অনন্ত বাবুর বাড়ীতে। গার্ড সাহেব হুইসিল দিয়ে নীল নিশান দেখালো; ড্রাইভার সিটি দিয়ে ষ্টার্ট দিল। কিন্তু গাড়ী নড়লো না। ইঞ্জিনের কল কব্জা সবই ঠিক রয়েছে অথচ গাড়ী নড়ে না; বিলম্ব হচ্ছে বলে যাত্রীরা ছট্‌ফট্ করছে আর ড্রাইভার ও গার্ড সাহেবের ছুটাছুটিতে প্রাণান্ত হচ্ছে। টেলিগ্রাম করা হ'ল রামপুরহাট ষ্টেশনে ভাল ইঞ্জিন পাঠাবার জন্যে। তার পাবার সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জিনও এল, গাড়ীতে জুড়েও দেওয়া হ'ল কিন্তু, তবু গাড়ী নড়লো না। লাইনে বালি ছড়ান হ'ল, বাষ্পীয় বেগ বাড়িয়ে দেওয়া হ'ল তবু গাড়ী জগন্নাথ দেবের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রথের মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্ম জনতার ভীড়ে পূর্ণ হ'ল। "ঐ আসছেন বামাক্ষেপা। ঐ আসছেন এইবার গাড়ী ঠিক যাবে," চিৎকার করে উঠলো জনতা উল্লাস ভরে। আপন ভাবে কোনরূপ দ্বিধা না করে ভৈরব একখানি কামরায় উঠে বসলেন। তাঁরা শ্রদ্ধার্ঘ্য দিলেন ভৈরবের শ্রীপাদ পদ্মে নানারূপ পুষ্প যাঁরা তাঁর অলৌকিক শক্তির বিষয় পরিচিত। যাত্রীরা করুণ নিবেদন জানালো ভৈরবের কাছে, "সাধু বাবা গাড়ীকে যেতে বলুন, অনেক বিলম্ব হ'ল।" কামরার জানালা স্পর্শ করে বল্লেন ভৈরব, "তারামা চল্"। কি অদ্ভুত ব্যাপার, ঐ কথা বলা মাত্রই গাড়ী নড়ে উঠলো। ভারত মাতার সর্ব্বত্যাগী ল্যাংটা সন্তান, সাধু সন্ন্যাসী বা ফকিরের যে এত শক্তি থাকতে পারে তা বুঝেও বুঝে না বিলাসী সাহেবরা। গাড়ী চল্‌লো, সমস্বরে জয়ধ্বনি উঠলো, জয় বামাক্ষেপার জয়; তারামায়ের জয়"; সিউড়ির প্রসিদ্ধ নাগরিক বি, বি, বাস সার্ভিসের মালিক ভূতনাথ বাবু প্রত্যক্ষ করে এই ঘটনাটি জনপ্রিয় কবিবর শ্রীকুমুদ রঞ্জন মল্লিক মহাশয়ের নিকট ব্যক্ত করেন।

———

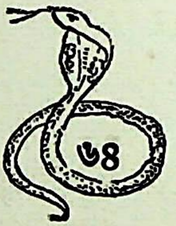

ক্রমান্বয়ে চলেছে শ্রাবণের অবিশ্রান্তধারা তার সাথে বিজলীর মুহুর্মুহুঃ চমক ও মেঘের গুড় গুড় শব্দ। এক সপ্তাহ কেটে গেল তবুও বৃষ্টির বিরাম নেই, উচ্ছ্বসিত নদীর খরস্রোত রাঙ্গামাটি ধৌত করে গেরুয়া বরণে ছুটেছে তীরবেগে তরঙ্গ মালায় নৃত্য করতে করতে অজয়ের দিকে। দরিদ্র চাষীদের খোড়ো চাল ছিন্ন ভিন্ন হয়ে উড়ে যাচ্ছে প্রবল বায়ুর বেগে, কারো বা মাটির দেওয়াল হুড়মুড় করে খসে পড়ছে প্রবল বারিপাতে। ক্ষেত জমিতে কচি কচি সবুজ ধান গাছগুলি প্রায় জলমগ্ন। আশু বন্যা ও মহামারী চিন্তা করে সবাই ছুটে এল তারামায়ের মন্দিরে বৃষ্টি উপেক্ষা করে প্রার্থনা জানাতে। কাতরোক্তি ও হতাশার দীর্ঘশ্বাসে মায়ের মন্দির ভরে গেল। বৃষ্টি স্তম্ভনের আশায় কেউ পূজা, কেউ হোম, কেউ বা চোখের জলে মাকে মানৎ জানালো, কিন্তু পাষাণী মা সব আবেদন অগ্রাহ্য করে আরও দুর্যোগ বাড়িয়ে দিলেন।

মাতা পুত্রের কি মধুর সম্পর্ক, ছেলেকে অবহেলা করে যতই না মাকে ডাকা যাক্ মা কিন্তু কোন কথাই শোনেন না, কোন আবেদন ও প্রার্থনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানেন না, পূজা, উপাচার, চোখের জলেও ভোলেন না, যতক্ষণ না আতুরে ছেলের কদর দেওয়া হয়। প্রকৃত ভক্তকে ভক্তির অর্ঘ্য দান করানই হ'ল ভগবানের ইচ্ছা। সাবাই মায়ের সন্তান, কিন্তু তবু প্রভেদ অনেক ; যে জাগতিক ভোগ বিলাস ও ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করে মায়ের কোল পাবার জন্যে কাঁদতে শিখেছে, সেই ছেলেই বিশ্বমায়ের প্রিয়, স্নেহের যোগ্য ও আদরণীয়। আমাদের ক্ষেপা ঠাকুরও ঠিক তাই ছিলেন। ভগবান যে ভক্তের দাস তা এই ক্ষুদ্র পল্লী মায়ের ভক্ত প্রেমিক ক্ষেপা ছেলেটির ইতি বৃত্তান্তে বেশ ভুরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রাকৃতিক তাণ্ডবলীলায় ভীত জনগণ আশ্রয় নিয়েছে তারামায়ের মন্দিরে, বরাভয়দায়িনী ভগবতী তারিণীর কাছে, তবুও কেঁপে উঠছে তাদের বুক ঘন ঘন বজ্রপাতের ভীতিজনক শব্দে। হায়, হায়, সব গেল, বৃষ্টি কি থামবে না, "তারা মা রক্ষে কর মা।" আহা কত আবেদন, কত প্রার্থনা, ভয় যুক্ত ভক্তির কি উচ্ছ্বাস ! মানুষ যখন বিপদে পড়ে ভগবানের শরণাপন্ন হয়, তখন তার মনের কি উদার ভাব হয়, অতি বড় পাষাণেরও তখন নয়নধারা ঝরে পড়ে অনর্গল। অনেকে নিরীশ্বরবাদী নাস্তিক যারা ধর্ম্মের নামে ঝেঁঝে উঠে, বিজ্ঞান ও সভ্যজগতের আদর্শকে বড় করে তুলে ধরে, ঐশী শক্তিকে হেয় ও পদ-দলিত করবার জন্যে মুখ বিকৃত করে, "যত সব বুজরুগ পাগলের ব্যাপার" ব'লে মুনি-ঋষি ও সিদ্ধ মহাপুরুষের বাণী উপেক্ষা করে, তাদেরও অন্তর জ্বলে পুড়ে খাক হয় নিভৃতে সাধারণের অলক্ষ্যে, চোখের জল ফেলে কাকুতি মিনতি করে যখন তারা বিপন্ন হয়। এমনি মজার সৃষ্টি, কি মায়াজাল। এমনভাবে এই জাল বিস্তৃত, রাজাই হোন আর প্রজাই হোন সবারই এক গতি আর একই পরিণতি। যা তিনি আমাদের ভোগ করতে দিয়েছেন, তার মধ্যেই আমাদের যত লাফালাফি, দাপাদাপি ; এর বাইরে একচুল এধার ওধার করবার যো নেই, মাটি পেয়েছো বাড়ীঘর তৈরী করো, ফসল ফলাও, পুতুল, ঠাকুর অনেক কিছু করতে পারো, যদি না পেতে একটুও বড়াই করতে পারতে না—তাতে জন-মজুরই বল আর বৈজ্ঞানিকই বল, সবারই সমান অবস্থা হ'তো। এই পাঁচটার ভিতর যদি ভগবান একটা ভূত কেড়ে নেন তাহলেই প্রলয়কাণ্ড, জীবের ধ্বংস, লীলার অবসান। ভগবান আছেন কিনা এ কাউকে শিখিয়ে দিতে হয় না। গুটি পোকার মত যখন নিজের জালে নিজে সে বাঁধা পড়ে তখন সে বেশ বুঝতে পারে ভগবান্ আছেন কিনা। এআর শিখিয়ে দেওয়া দরকার হয় না, ভগবান যখন প্রয়োজন মনে করেন তখন তাকে বেশ মোলায়েম করে শিখিয়ে দেন। একটা প্রবাদ আছে—কেউ দেখে শেখে, আর কেউ ঠেকে শেখে তবে দেখে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শেখাটা মনে থাকে না ভুল হয়ে যায়, কিন্তু ঠেকে শেখা, ওটা কিছুতেই ভুল হয় না একেবারে মর্ম্মে মর্ম্মে গাঁথা থাকে। সূর্য্য উঠে, কিরণ দেয়, অস্ত যায়, চন্দ্রও তাই ; পাহাড়, পর্ব্বত, নদী, নালা, সমুদ্র, বৃক্ষ, গুল্ম, ঋতুর, আগমন, গমন, পরিবর্ত্তন, বাল্য, কৈশোর, যৌবন, বার্দ্ধক্য, জরা, ব্যাধি, শোক, সৌন্দর্য্য, রূপ, রস অনেক কিছু আমরা দেখছি, উপভোগ করছি, আস্বাদন করছি তবু বলি ভগবান নেই, তাঁর প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছু নেই, ওসব বাজে—অযোগ্যতার ভাণ, অকর্ম্মণ্যের ওজর। এই সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছে বিজাতীয় শিক্ষার আবির্ভাবে, ছোঁয়াচে রোগের মত ছড়িয়ে পড়েছে প্রতি ঘরে ঘরে, কারণ সুদীর্ঘ পরাধীনতায় জাতির মেরুদণ্ড বেঁকে নুয়ে পড়েছিলো। চারটি অন্নের জন্যে তারা খোয়াতে বাধ্য হয়েছিলো জাতীয় কৃষ্টি, ধর্ম্ম, ভাষা ও রীতি। বাঁশে একবার ঘুন ধরলে তাকে রক্ষা করা খুবই শক্ত হয় ; তেল, আলকাতরা, যা কিছু দেওয়া যাক্ বাহ্যিক চাকচিক্য বেশ থাকে ; মনে হয় না অন্তঃসারশূন্য হয়েছে কিন্তু, যখন আচম্‌কা ভেঙ্গে পড়ে তখন বেশ বোঝা যায় বদলানো ছাড়া উপায় নেই। বিজাতীয় শিক্ষা, আচার ব্যবহার আমাদের এমনি মজ্জাগত ব্যাধিতে প্রকট হয়েছে, তার হাত হ'তে ত্রাণ পাওয়া দুষ্কর। লৌকিক সাজসজ্জা, আচার ব্যবহারে আমাদের মন এরূপ-ভাবে আকৃষ্ট যে আধ্যাত্মিক কোন কথা বা আর্য্য মুনিঋষিদের শাস্ত্রের প্রতিও সন্দেহ আনিয়ে দেয়। ধর্ম্মের নাম শুনলেই মনে হয় ভণ্ডের ভাণ, নেশাখোরের মৌতাত আর যদি তা না হয়, তবে ধর্ম্মে আস্থা স্থাপন দুঃখ দারিদ্রের বীজরোপন, আলস্যে কর্ম্মস্খলন। সুখ, দুঃখ, অনুভূতি জীবের স্বতঃসিদ্ধ। ইষ্টলাভের প্রফুল্লতাই সুখ। ইষ্টবিঘাতে বিষন্নতাই দুঃখ। জীবের বন্ধনই দুঃখের লক্ষণ। ন্যায় ও বৈশেষিক মতে—আত্মদ্রব্য ; সুখ ও দুঃখ তদাশ্রিত গুণ, যার দ্বারা আত্মার অনুমিতি হয়। রূপ, রস, গন্ধ ; স্পর্শ শব্দ, সংখ্যা, পরিমাণ পৃথকত্ব, সংযোগ, বিয়োগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি বা সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ এবং প্রযত্ন এই কয়েকটি গুণ।

"রূপ রস গন্ধস্পর্শশব্দঃ সংখ্যা-পরিমাণানি পৃথকত্বং
সংযোগ বিভাগে পরাত্বাপরত্বে বুদ্ধয়ঃ
সুখ দুঃখে ইচ্ছাঃদ্বেষৌ প্রযত্নাশ্চগুণাঃ"—বৈশেষিক দর্শন, ১।১।৬

পরমাত্মাতে সুখ, দুঃখ ও দ্বেষ নেই। তাঁর জ্ঞানেচ্ছা প্রযত্ন নিত্য। জীবাত্মার জ্ঞানেচ্ছাদি ইন্দ্রিয়ার্থ সংযোগ জন্য ধ্বংসশীল। চিজ্জড়াত্মক জগতে মূলতত্ত্ব দুটি চেতন, নিষ্ক্রিয় ও পরিমাণশূন্য পুরুষ এবং জড়া সক্রিয় ও পরিণামশীলা, সত্ত্বরজস্তমোগুণের সাম্যবস্থারূপা প্রকৃতি। নিষ্ক্রিয় পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ জড়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকৃতির অয়স্কান্ত সান্নিধ্যে অয়সের ন্যায় সংক্ষোভ উপস্থিত হলে মহৎতত্ত্ব বা অধ্যাবসায়াত্মিকা চিছুপরাগযুক্তা বুদ্ধি। বুদ্ধির বিকার অহঙ্কার এবং অহঙ্কার হতে সাত্তিক সকল্প বিকল্পাত্মক মন, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং তামসিক শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ নামক পঞ্চতন্মাত্রা জন্মে। এই পঞ্চ তন্মাত্রার বিকারই "ক্ষিত্যপ্তেজোমরুদ্ব্যোম"। সত্ত্বগুণ, প্রীতাত্মক বা সুখময়। রজোগুণ অপ্রীতাত্মক বা দুখঃময়। তমোগুণ বিষাদাত্মক বা মোহময়। সুখ ও দুঃখ প্রকৃতির ধর্ম্ম। সুখ ও দুঃখ চিত্তের পরিণাম, আত্মার ধর্ম্ম নয়। চিদানন্দময় প্রতিবিম্বযুক্ত ব্রহ্মশক্তিরূপা প্রকৃতি সত্ত্বরজোস্তমোগুণা দ্বিধা। শুদ্ধ সত্ত্বা বিদ্যা আর অশুদ্ধ সত্ত্বা অবিদ্যা। অবিদ্যা ত্রিবিধা—অসত্তা, জাড্য ও দুঃখ ঐহিক ও আমুষ্মিক। নিখিল পদার্থে ব্রহ্মশক্তির প্রতিভাবিক সত্তা, চৈতন্য ও আনন্দ বর্ত্তমান। সত্তার অনুভূতি সর্ব্বত্র স্পষ্ট। চৈতন্যের ও আনন্দের অনুভূতি সত্তরজোস্তমোগুণের উপর নির্ভরশীল। আনন্দ দুরকম, শুদ্ধ ও মিশ্র। বিশুদ্ধানন্দানুভূতির ত্রিবিধ উপায় শাস্ত্রে কথিত আছে। (১) যোগ (২) আত্মবিচার (৩) অদ্বৈতভাবনা। সাধন ভেদে অনুভূত ব্রহ্মানন্দের নাম যোগানন্দ, আত্মানন্দ, অদ্বয়ানন্দ। এই আনন্দত্রয় বৃত্তির অতীত। মিশ্রানন্দ ধীবৃত্তির গোচর। তাহা দ্বিবিধঃ—বিষয়ানন্দ ও বিদ্যানন্দ। বিষয়ে স্পষ্টঃ বা অস্পষ্টতঃ বর্ত্তমান আনন্দের নাম বিষয়ানন্দ। পরবিদ্যা অনুশীলনে উপলব্ধ আনন্দ বিদ্যানন্দ। ইহা চতুর্ব্বিধ—দুঃখভাব, কামাপ্তি, কৃতকৃত্যতা ও প্রাপ্তপ্রাপ্যতা। জ্ঞান পরিপাকে দুঃখাত্যন্ত নিবৃত্তিরূপ—পরমমোক্ষ। যেটি যা নয় তাকে তাই বুঝিয়ে স্থির বিশ্বাস করিয়ে দেয় যে সেই হ'ল অবিদ্যা। যেমন এই জগৎ মিথ্যা সত্তেও সত্য বলে প্রতীয়মান হয়।

হালে পানি না পেয়ে সবাই ছুটে এল শ্মশানে মায়ের আদুরে ছেলের কাছে। শীত-তাপ-জল সহিষ্ণু পরমযোগী এই দুর্য্যোগ আবহাওয়ায় একবার শ্মশান একবার নদীর ধারে জলসিক্ত হয়ে নির্ভীকভাবে বেড়ান, কিবা দিবা কিবা রাত্র। সময়ের কিছুই ঠিক নেই, সদাই তারামা'র চিন্তায় বিভোর, ভাবে উন্মত্ত। শতছিদ্র চালার একপাশে ধ্যানমগ্ন যোগী সমাসীন, বৃষ্টির ঝাঁটে কাঁচা মেজে কর্দ্দমাক্ত, চালা চোঁয়ানীর জলে যোগীর দেহ বিবর্ণ হয়েছে ; বাহ্যিকজ্ঞান অন্তর্নিহিত, সর্ব্বাবয়ব জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। এত লোকের বিক্ষোভেও যোগীর ধ্যান ভগ্ন হ'ল'না। সহসা ধ্যান ভগ্ন হ'ল মধুর তারানাম শুনে, যোগী চমকে উঠলেন যেন হঠাৎ স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙ্গে গেল। অতি নম্রভাবে তিনি বল্লেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"আহা, এই বৃষ্টিতে আপনারা কেন কষ্ট করে এলেন বাবা।" আৰ্ত্তস্বরে হা হুতাশ করে তারা জানালে প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ, তাদের ক্ষতির কথা। কিছুক্ষণ নীরব থেকে বল্লেন যোগী, "সবই তারামা'র ইচ্ছা বাবা, তাঁর দয়ায় কাল সূর্য্য উঠবে, আর বৃষ্টি হবে না।" আশ্বস্ত হ'ল তারা, যারা ব্যাকুল হয়ে সিদ্ধ মহা পুরুষের কৃপা পাবার ভরসায় শরণাপন্ন হয়েছিল। মায়ের কি লীলা, ভক্ত সন্তানের প্রতি কি বাৎসল্য, কত মধুর সম্পর্ক। পরদিন প্রভাতেই নির্ম্মল আকাশে শিশু তপনের হাসি দেখে আনন্দে বিভোর হ'ল শিশুর দল ও কুল-বধুরা। "জয় ক্ষেপাবাবা, জয় মা তারা" বলে ছুটে এল পল্লীবাসীরা বাবার আশীষ ও চরণের ধূলি নেবার জন্যে। বৃষ্টি থেমে গেল, স্বচ্ছ নীল আকাশে পাখীর দল উড়তে লাগলো। মাঠ, ঘাট তপনের প্রখর তেজে অচিরেই শুষ্ক হ'ল। বৃষ্টি থেমে গেছে বলে যে বাবার কোন সুবিধে বা অসুবিধে হয়েছে তা নয়, তিনি সমজ্ঞানী কিছুতেই কাতর বা আনন্দিত হন না। ভগবৎ সত্তা বা বিভূতি অজ্ঞাতে প্রকাশ হচ্ছে বলে কোন রকমই অহঙ্কার বা দম্ভ তাঁর নেই, "আমি কিছুই নয়, তারামাই সব" এই ধারণাই তাঁর ছিল বদ্ধমুল। মান, অপমান কোন দিকেই তাঁর লক্ষ্য নেই।

একদিন অতি প্রত্যূষে নদীর ধারে বালির বেদী তৈরী করে নিভৃত বেদীর উপরে কুমারীরূপে তারামাকে দাঁড় করিয়ে বাবা পূজা করছিলেন, সেই সময় কতিপয় ভক্ত বাবার সন্ধানে নদীর ধারে আসেন। বাবা তারামাকে পূজা করে নিকটেই এক কুঞ্জে কি কারণে প্রবেশ করেন, সেই সময় ভক্তরা এসে বেদীর উপরে ছোট ছোট দুখানি শ্রীপাদ পদ্মের ছাপ ও তাতে কোন সাধক রক্তজবা দিয়ে সদ্যপূজা করেছেন, এই অবস্থা দেখে ভক্তদের দু-চক্ষু বেয়ে প্রেমাশ্রু ঝরতে লাগলো। হঠাৎ বাবা এসে বিরক্তভাবে বল্লেন, "তো শালরা আবার এখানে কেন?" তাঁরা কোন কথাই কইতে পারলেন না, শুধু বাবার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলেন। বাবা বেদীটির উপরে লুটোপুটী খেতে লাগলেন। বেদী মাটির সাথে মিশে গেল, বাবা সমাধিস্থ হলেন।

সন ১৩০৮ সাল ইং ১৯০১ খৃঃ ১৯শে আশ্বিন ৫ই অক্টোবর, জিতাষ্টমী পর্ব উপলক্ষ্যে ভৈরব তারাপুর রাজ কাছারীতে মধ্যাহ্ন সময়ে এক বিশিষ্ট নায়েবের অনুরোধে পাল্‌কিতে করে এলেন। ভৈরবের সেবার জন্য আয়োজন হয়েছে প্রচুর ফল পাকড় ও নানারূপ মিষ্ট। ভগবানের নাম আস্বাদন ভিন্ন যিনি অন্য আস্বাদন পান না, যিনি সর্ব্বভূতে বিশ্বমাতার শ্রীপাদ-পদ্ম ছাড়া অন্য কিছু দর্শন করেন না সেই সমজ্ঞানী মাতৃসাধককে পরিতোষভাবে সেবা দিয়ে তুমো ভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বল্লেন নায়েব মহাশয়, "বাবাতো তারামার নানারকম সুস্বাদু প্রসাদ সেবা করেন আমি তো কিছুই সেবা দিতে পারলাম না, পেট ভরেছে তো" ? তারামার প্রসাদের সঙ্গে তুলনামূলক উদাহরণ শুনে ভৈরবের ঐ বিরাট বপু ভূকম্পনের ন্যায় কেঁপে উঠলো, স্পন্দনহীন আয়ত লোচনদ্বয় হতে তেজ নির্গত হল ; জলদ গম্ভীরস্বরে ভৈরব বল্লেন, "ওরে আমায় তুই বিষ খাওয়ালি ?" অনতি বিলম্বে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য উদ্গীর করে তুলে ফেলে ভৈরব সে স্থান ত্যাগ করলেন। নায়েব মহাশয়ের অনুনয় বিনয় ভৈরবকে প্রসন্ন ক'রতে পারলো না। শেষে নায়েব মশাই অনুশোচনায় ক্ষুব্ধ হন। এই ঘটনাটি বীরভূম জেলার অন্তর্গত সন্ধ্যাজোল গ্রামের ৺নবীন চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হ'তে সংগৃহীত হয়েছে।

———

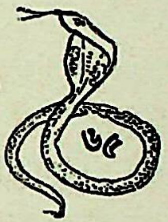

"দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগ যজ্ঞা-স্তথা পরেৎ
সাধ্যায় জ্ঞান যজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ"—শ্রীমদ্ভাগবত গীতা

দৃঢ়-ব্রত যতিগণ দ্রব্যযজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, যোগযজ্ঞ এবং সাধ্যায় জ্ঞান যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। পৃথ্বী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, দিক্, আত্মা, কাল ও মন এই নয় প্রকার দ্রব্য। যাঁরা গুরোপদিষ্ট ক্রিয়াকলাপ যত্নে সাধন করেন তাঁরাই যতি।

"বাঃ বাঃ—হোম যজ্ঞে তারামা'র রূপ যেন জ্বল জ্বল করে জ্বলছে। বহু নূতন কাপড়, ভাল ভাল শাল, আলোয়ান স্তূপীকৃত করে শ্মশান আঙিনায় আগুন ধরিয়ে দিয়ে ক্ষেপাঠাকুর ঐ কথা বল্লেন। এইসব কাপড়, আলোয়ান ভক্তরা ঠাকুরকে প্রণামী স্বরূপ দিয়েছিলেন। প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের কি খেয়াল হল, এই সব মূল্যবান দ্রব্যগুলি শ্মশানে জড় করে আগুন ধরিয়ে দিয়ে কাপড়ের হোম করলেন। কাপড় পোড়ার গন্ধ পেয়ে নগেন্দ্রনাথ পাণ্ডা শ্মশানে ছুটে এসে বল্লেন, "এ আবার কি করছেন।" পাণ্ডাঠাকুরের কথা শুনে বাবা বল্লেন, "কাপড়ের হোম করছি, লগেন কাকা।" "এইসব মূল্যবান কাপড়, পশমী শাল আলোয়ান এইভাবে নষ্ট করছেন", বল্লেন নগেন্দ্রনাথ। "একটুও নষ্ট করিনি ত লগেন কাকা, তারামার হোম-যজ্ঞ করচি। ঐ দেখুন লগেন কাকা, রাক্ষুসী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তারাবেটীর কত বড় জিব লক্ লক্ করছে।" বাবার কাণ্ড দেখে নগেন্দ্রনাথ পাণ্ডা আর কোন কথা না বলে মর্ম্মাহত হয়ে ঘরে ফিরে গেলেন। যত অগ্নি-শিখা উর্দ্ধে উঠে বাবারও তত আনন্দ বেড়ে যায়। অগ্নির কাছে বসে বাবা গান ধরলেন :—

"জয় মা তারা আদ্যাশক্তি
জয় মা তারা তোমারি জয়।
তোমাতে উৎপত্তি
তোমাতেই স্থিতি
তোমাতেই শেষে হয় মা লয়।
জলবিম্ব যথা জলেতে উঠিয়ে
ক্ষণকাল তরে ভাসিয়ে ভাসিয়ে
ভোগ অবসানে শক্তি বিহনে
পুনঃ সেই জলে মিশায়ে যায়।
আদ্যাশক্তি তব অণুশক্তি বলে
জীব আসে ভবে ছলে বলে চলে
সে শক্তির অভাব হলে মা ঘটের
মানুষ তাহারে মরণ কয়।
কি ভাবে আসিয়ে কি ভাব ধর
কিঞ্চিৎ মহিমা জানেন শঙ্কর
কভু শিরে ধরি হন গঙ্গাধর
পতিত নাদ শবের প্রায়।
জ্ঞানানন্দরূপে এ ঘটে আসিয়ে
জ্ঞানে বা অজ্ঞানে অজপা জপিয়ে
হংসমন্ত্র শেষে যায় উল্টাইয়ে
সোহহং হয়ে তোমা মিশায়ে যায়।"

আমাদের হৃদয়ে বন্ধুক পুষ্প সদৃশ দ্বাদশদল অনাহত পদ্ম অবস্থিত। প্রত্যেক দলে আশা—চিন্তা—মমতা—দম্ভ—বিকলতা—বিবেক—অহঙ্কার—লোলতা-চঞ্চলতা—কপটতা—বিতর্ক—অনুতাপ এই দ্বাদশটি বৃত্তি অবস্থিত। এই পদ্মের কর্ণিকা মধ্যে অরুণবর্ণ সূর্য্যমণ্ডল এবং ধূম্রবর্ণ ষট্‌কোণ বিশিষ্ট বায়ুমণ্ডল অবস্থিত। একপাশে ধূম্রবর্ণ বায়ুবীজ অবস্থিত, তন্মধ্যে চতুর্ভুজ বায়ুদেব কৃষ্ণসারের পৃষ্ঠে উপবিষ্ট আছেন, তাঁর ক্রোড়ে বরাভয়দায়িনী পীতবর্ণ কাকিনী শক্তি বিরাজিতা ;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি সর্ব্বালঙ্কার ভূষিতা, ত্রিনেত্রা ও মুণ্ডমালা বিভূষিতা। ঐ বায়ুমণ্ডল মধ্যে কামকলারূপ তেজোময় রক্তবর্ণ পীঠে কোটি বিদ্যুৎসদৃশ ভাস্বর স্বর্ণবর্ণ বানলিঙ্গ শিব আছেন, তাঁর মস্তকে একটি শ্বেতবর্ণ অতি সূক্ষ্ম জ্যোতির্ম্ময় মণি আছে, তন্মধ্যে নির্ব্বাত (বায়ূশূন্য) দীপকলিকার ন্যায় হংসবীজ প্রতিপাদ্য তেজোবিশেষ আছেন, তিনি জীবের জীবাত্মা। অহং ভাব আশ্রয় করে এই জীবাত্মা মানবদেহে অবস্থিত। আমরা যা কিছু দুঃখ, কষ্ট, শোক, তাপ ভোগ করি, তাহা এই জীবাত্মাই ভোগ করেন। জীবাত্মা দিবা রাত্র ঈশ্বর সাধনায় রত। তিনি সদাসর্ব্বদাই সোঽহং জপ করছেন, কিন্তু আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসে "হংস" উচ্চারিত হচ্ছে। 'হং' শিব স্বরূপ আর 'সঃ' শক্তি স্বরূপিনী। নিশ্বাস ত্যাগ করে আর নিতে না পারলে মৃত্যু হয়, তাই 'হং' শিবস্বরূপ বা মৃত্যু। এই "হংস" জীবের জীবাত্মা। "হংস" শব্দ অজপা গায়ত্রী। জীব অহোরাত্রে ২১,৬০০ বার গায়ত্রী জপ করেন। এই হল জীবের স্বভাবিক জপ সাধনা। সোঽহং অর্থে আমিই তিনি, আমিই সেই পরমেশ্বর। এই তত্ত্ব ঠিকভাবে জানতে পারলে আর বাহ্যিক সাধনার দরকার হয় না। এই হংস ধ্বনিকে প্রণবধ্বনি বলে। শব্দব্রহ্ম সাক্ষাৎ সদাশিব। "হংস" এর বিপরীত "সোঽহং", 'স' আর 'হ' লোপ পেলে কেবল ওঁকার থাকে। ইনি হৃদয়স্থ শব্দ ব্রহ্মরূপ "ওঁকার।" শব্দ ব্রহ্মরূপ ওঁকার ব্যতীত আর একটি বর্ণ ব্রহ্মরূপ ওঁকার ভ্রূমধ্যে যে দ্বিদলবিশিষ্ট শেতবর্ণ পদ্ম আজ্ঞা চক্রে আছে, তার উর্দ্ধে যেখানে শুষুম্না নাড়ীর শেষ ও শঙ্খিনী নাড়ী আরম্ভ হয়েছে, সেই স্থানকে নিরালম্ব পুরী বলে। এই স্থানই তেজোময় তারক ব্রহ্ম স্থান। ঐ স্থানে ব্রহ্মবীজ আশ্রিত তারক ব্রহ্ম বীজ ওঁকার আছেন। এই প্রণব ওঁকার বেদের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মস্বরূপ এবং শিব-শক্তিযোগে প্রণবরূপ। শিব শব্দে হ-কার, তাহার আকার গজ-কুম্ভের মত অর্থাৎ ওকার। ওকাররূপ পর্য্যাঙ্কে নাদরূপিণী দেবী ও তদুপরি বিন্দুরূপ পরম শিব অবস্থিত। শিব-শক্তি বা প্রকৃতি-পুরুষের সমাবেশেই হ'ল ওঁকার। ওঁকারের স্থুল মূর্ত্তি তন্ত্রে বর্ণিত রাজ-রাজেশ্বরীরূপ মহাবিদ্যা। ওঁকারের তিনটি' রূপ, শ্বেত, পীত ও লোহিত অ, উ, ম যোগে প্রণব হয়েছে। ওঁকার প্রণবের নামান্তর—অ=ব্রহ্মা, উ=বিষ্ণু, ম=মহেশ্বর। তিন দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ; তিনটি শক্তি ইচ্ছা, ক্রিয়া, জ্ঞান এবং সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণ সমন্বিত। শাস্ত্রে একে ত্রয়ী বলে। ত্রয়ী-ধর্ম্ম সর্ব্বফলপ্রদ।

হোম যজ্ঞ শেষ করে বাবা জীবিত কুণ্ডে নেমে স্নান আরম্ভ করলেন ; 'কালী-তারা' বলে কত যে ডুব দিতে লাগলেন তা গণনা করা যায় না। সায়াহ্নে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জল থেকে উঠে শ্মশানের জঙ্গলাকীর্ণ মর্ম্মস্থলে আসন করে বসলেন, যেখানে বিষধর সর্প অতি স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে এবং নির্ভয়ে তাঁর দেহে আশ্রয় লয়। অনেক ভক্ত ও শিষ্য বাবার দেহে বিষধর সর্প দেখে বাবাকে জিজ্ঞাসা করতেন, "আপনার ভয় করে না?" তাতে বাবা জবাব দিতেন, "ভয়, ভাবনা বেদো (বদ) তারা বেটী সব কেড়ে নিয়েছে"। কাশীর চলন্ত শিব ত্রৈলঙ্গ স্বামী বলে গেছেন, "হিংসা না করলে তারাও হিংসা করে না।" বাবা ছিলেন শ্মশানচারী দিগম্বর, অবধূত। ভস্ম ছিল তাঁর অঙ্গের ভূষণ, দিক্ বসন, অহি দেহরক্ষক, কালকূট পেয়, কুকুর ও শৃগাল অনুচর ও সর্ব্বত্যাগিণী শ্মশানবাসিনী দিক্ বসনা ভীমকান্তা তারিণী দেবী ঘরণী। তাই বাবা প্রায়ই বলতেন, "তারা আমার আশ্চর্য্য ভৈরবী।" তাঁর স্বর ছিল নিরুপম, স্নিগ্ধ, গম্ভীর এবং শান্ত। নমিত ও পলকহীন দৃষ্টি ছিল সদা সর্ব্বদা বিভুপদপরা। তিনি ছিলেন গুপ্ত অবতার এবং কখনও নামের কাঙ্গাল ছিলেন না। তিনি ছিলেন অতিশয় নির্জ্জন প্রিয়, (স্বত) জন্ম সিদ্ধ মহান্ ত্যাগী ও আদর্শ যোগী। জাতির ঐহিক কল্যাণ কামনায় তাঁর দৃষ্টি ছিল সদাই জাগরুক্। যাঁর আশ্রম বীভৎস মহাশ্মশান, চিতাভস্ম চন্দন পরাগ, শব কন্থা বিচিত্রাম্বর, নৃমুণ্ডমালা অঙ্গের ভূষণ, চৈতন্যই যাঁর মূর্ত্তি, প্রতি ক্ষণে ক্ষণে যাঁর অলৌকিক বিভূতি অজ্ঞাতে প্রকাশ হতো, যাঁর নামে ভয় ও ভক্তিতে হৃদয় কেঁপে উঠে, সেই সাক্ষাৎ শিবের জীবনী তুচ্ছ লেখনীর সাহায্যে প্রকাশ করা আমার মত অতি তুচ্ছ সংসার বদ্ধ জীবের ধৃষ্টতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। তিনি ছিলেন তান্ত্রিকসাধক কৌল। প্রকৃতি হতে চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হ'ল কূল বা গণ। নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে যিনি ঐ কূলকে ব্রহ্মের সাথে অভিন্ন দেখেন, তিনিই কৌল। যিনি ঐ কূলকে ও ব্রহ্মাণ্ডের আদি কারণকে ছেদন করেছেন তিনিই কূলদ। বাবা শোধন করা কারণ পান করতেন, কিন্তু কারণ বাবাকে পান করতো না। তিনি তেজস্তত্ত্ব অন্তর মদ খেয়ে আহুতি দিতেন। তাঁকে এবং শ্রীকৃষ্ণকে অনুকরণ করা যায় না, তাতে সংসারবদ্ধ জীবের পক্ষে ভ্রষ্ট হবার সম্ভবনাই বেশী, তবে তাঁদের নাম ও অমৃতময় উপদেশবাণী সর্ব্বদাই অনুসরণ করলে জীবের মঙ্গল ছাড়া অমঙ্গল হয় না। মহাপুরুষদের জীবনী লোকত্তোরীয় ও অলৌকিক।

LIBRARY
No............
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

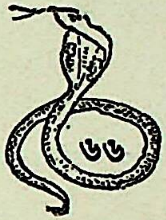

আকাশে নিবিড় ঘনঘটা, অবিরল বৃষ্টির ধারায় মাঠের আঁকা বাঁকা পথ কর্দ্দমাক্ত হয়ে উঠেছে। মেঘের গুরু গুরু গর্জ্জন ও সৌদামিনীর মুহুর্মুহু চমকে বুক কেঁপে উঠে। গায়ে একখানি চাদর জড়িয়ে ক্ষিপ্র পদে আসছেন ভক্ত সারদা চরণ সাহা মোল্লারপুর পথ হতে তারাপীঠে, ভৈরবের কাছে। ঝড়, ঝঞ্ঝা, বৃষ্টির ধারা মাথায় করে হাতে একটি কৌটা নিয়ে ভক্ত উপস্থিত হলেন ভৈরবের শ্মশান কুটীরে।

"এই দুর্যোগে এলে বাবা", বল্লেন সদানন্দময় ভৈরব ভক্তকে দেখে। ভক্তিভাবে প্রণাম করে হাতের কৌটাটি ভৈরবের সামনে ধরে দিয়ে বল্লেন ভক্ত, "আপনার জন্যে নিয়ে এলুম বাবা, এই বৃষ্টিতে বেশ ভাল লাগবে"। কৌটাটির মধ্যে আছে চিংড়ী মাছ ভাজা ও কাঁকড়ার তরকারী। সদানন্দ ভৈরবের ভারি আনন্দ ; আরও আনন্দ যে তুচ্ছ জিনিষ হলেও তাঁর প্রিয় ছেলে এই দুর্যোগেও ভক্তির অর্ঘ্য নিয়ে এসেছেন।

ভক্তটি বাবার এক অন্যতম প্রিয় শিষ্য। পিতা পুত্রে এক সঙ্গে একই পাত্রে খেতে আরম্ভ করলেন বর্ষার উপযুক্ত মুখরোচক খাদ্য। কাছে বসেছিলেন একজন লোক। তিনি উভয়ের ভোজন লক্ষ্য করছিলেন এবং শূদ্রজাতির স্পর্দ্ধায় বিরক্ত হয়ে বাবাকে তিনি বল্লেন, "আপনি ব্রাহ্মণ হয়ে শুঁড়ির বাড়ীর ঐসব তরকারী শুঁড়ির সঙ্গে এক পাত্রে কি করে খাচ্ছেন?"

বাবা বিরক্ত হয়ে বল্লেন, "ওতো বামুন, তুই শাল তো শুঁড়ি, বেশ করবো খাবো, তো শালদের কি?" লোকটি বাবার কাছে উপযুক্ত উত্তর পেয়ে ক্ষুণ্ণ হয়ে ঘরে ফিরে গেলেন।

ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করলেই ব্রাহ্মণ পদোবাচ্য হয় না—যার অন্তর নির্ম্মল ও ব্রহ্মণোচিত গুণে গুণবান সেই শূদ্রও ব্রাহ্মণ পদোবাচ্য। বাবার এ অন্তর্দৃষ্টি ছিল এবং মানুষকে দর্শন করা মাত্র তিনি ইহা অবগত হতেন—তবে তাঁর কাছে ছিল সকলে সমান—কারো প্রতি তাঁর ঘৃণা ছিল না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকলের মনের সংকীর্ণতা ও স্বার্থপরতা দূর করে সমাজকে ধর্ম্মের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন আমাদের প্রেমিক ও জ্ঞানী ঠাকুর বামদেব ও পরমহংসদেব। বাম অর্থে সংসার বা সমাজের প্রতিকূল। জাতির ঐহিক কল্যাণ কামনায় তিনি জ্ঞানের আলোকে অজ্ঞান তিমির নাশ করে বহু পাপী তাপীর কলুষ হৃদয়ে ভক্তি জাগরিত করেছিলেন। তিনি ত্যাগ, ভক্তি ও প্রেমের আদর্শে সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে তন্ত্রের গূঢ় রহস্য ভেদ করে নিবৃত্তির পথে ত্যাগের পরাকাষ্ঠা ও কৌলের মর্য্যাদা দেখিয়ে গেছেন। এই পবিত্র ভারতভূমি ত্যাগ ও প্রেমের পীঠস্থান। নিজ সুখে বীতস্পৃহ হয়ে পরের সেবাতেই আত্মোৎসর্গ করেছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত এখানে অল্প নহে—ভারতের আদর্শ ভোগ নয় ত্যাগ।

বাদলের হাওয়ায় গুরু শিষ্যের মুখরোচক খাওয়া শেষ হল, প্রিয় কুকুর কালুও প্রসাদ পেল। বাবার বেশ স্ফুর্ত্তি হয়েছে, তাই গান ধরলেন,—

"মন চল চল শিমুল তলা
মনরে কেন গৃহবাসী
যথা তারা সর্ব্বনাশী
দিবানিশি করেন খেলা।
দ্বারকার তীরে বশিষ্ঠ আশ্রম
জগৎ ঘুরে মুনি করে বহুশ্রম
হেথা শিখে তারাপূজাক্রম
তাঁর ঘুচলো মনের ভ্রম
মতিভ্রম জীবের জ্বালা॥
জপিলে তিন লক্ষ হইবে প্রত্যক্ষ
এই আজ্ঞা তন্ত্রে আছে শিব বাক্য
রাখ গুরুপদে লক্ষ্য
মনকে করে ঐক্য
জপ করে বর্ণমালা।
(হেথা) আছে তারার চরণ লহরে শরণ
হবে নিবারণ জনম মরণ
কেন অকারণ ভোগবিড়ম্বন
ক'রোনারে হেলা॥—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কহে বামা ক্ষেপা
তারা বোদো বেটী
কুঁচলে বড়ি করে
করলে সকল মাটি
বেটী কাজের বেলায় দাঁত কপাটি
মুণ্ডমালা জিবে ক্যালা।"—(৺নগেন্দ্রনাথ পাণ্ডা)

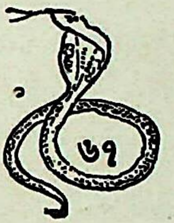

বসন্ত ঋতুর আগমনে কুসুমিত বৃক্ষপল্লব মহাশ্মশানকে এক অপরূপ শোভায় সুশোভিত করেছে। মৃদুমন্দ বায়ুর স্পর্শে ভ্রমর ভ্রমরী পুষ্পে পুষ্পে গুঞ্জন তুলে মধু আহরণ করছে। দোয়েল, কোয়েলের মধুর কূজন ও পাপিয়ার তানে ভারতের শ্রেষ্ঠ তপোবন ক্ষুদ্র তারাপুর আজ ঝঙ্কৃত। দুঃখ-কষ্টে ক্লিষ্ট, শোকতাপে অভিভূত জীব ছুটে আসে শ্মশানে, ত্যাগীর তপোবনে তাপদগ্ধ প্রাণে ক্ষণিক শান্তির আশায়, কারণ এখানে এলে প্রাণ যেন আপনিই একটা অপূর্ব্ব শান্তিতে ভরে ওঠে। কত তাপী, কত ত্যাগী, কত যোগী আসে যায় নিত্য এই তপোবনে। এখানে নেই বিলাস সম্ভার, অর্থের অহঙ্কার বা মিথ্যার কুহেলিকা। এখানে আছে শুধু মানবের শেষ পরিণামের পরিপূর্ণ নিদর্শন। অসংখ্য শুষ্ক নর করোটী ও কঙ্কাল চারিদিকে বিক্ষিপ্ত রয়েছে, শিবা ও কুকুর ছিঁড়ে খাচ্ছে কোমল রক্তমাংস, টেনে বার করছে হৃৎপিণ্ড কত যতনে পালিত এই নর দেহ হতে শকুনির দল। এই তপোবন এক উদাসীর ত্যাগ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত। স্নেহ, মায়াবৰ্জ্জিত, আত্মভোলা, বসনহীন এক উদাসী এই শ্মশানের রাজা। শ্মশান ভস্ম তাঁর অঙ্গরাগ, মহাশঙ্খ গলমালা, কঙ্কাল ত্রিশূল এবং নরকরোটী ডুগ-ডুগি। নিত্য নরমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান চলেছে এই তপোবনে। শত চেষ্টা এই নিয়মের ব্যতিক্রম করতে পারেনি। চুপি চুপি আসে এবং সকল বন্ধন কাটিয়ে কত আপনার জনকে অশ্রুনীরে ভাসিয়ে যাকে নেবার তাকে ঠিক নিয়ে যায়। ত্যাগী, যোগী, মহান, রাজা, প্রজা, বিদ্বান-মুর্খ, শিশু বৃদ্ধ সবারই এক গতি, কালের বিচারে আগু আর পিছু। যেতেই হবে, সবাই যাবে, আঁকড়ে চেপে বুক-ফাটা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কান্নায় ধরে রাখলেও শুনবে না, একটুও অনুকম্পা দেখাবে না। ঠিক নিয়ে যাবেই কালের অদৃশ্য শক্তি, কপালিনীর করাল গ্রাসে।

নির্জন, নিস্তব্ধ নদী সৈকতে শবের জীর্ণ কন্থাচ্ছাদিত ঝুবড়ি ঘরে বসে আছেন ক্ষেপাঠাকুর, কালু, ভুলু, শ্বেতফুল, জামভোলা ইত্যাদি কুকুর সমভিব্যাহারে। বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত এক পরম ভক্ত নাম অবিনাশ চন্দ্র রায় শ্রদ্ধা সহকারে প্রণাম করে একপাশে বাবার কাছে বসলেন। ভক্তটিকে দেখে বাবা খুব আনন্দিত হয়ে আদর করে বল্লেন, "এস বাবা।" উভয়ে কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর ভক্ত জিজ্ঞাসা করলেন, "বাবা, কোন যজ্ঞটি শ্রেষ্ঠ ?"

বাবা—যজ্ঞ অনেক বাবা, ব্রহ্মযজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, জ্ঞানযজ্ঞ, জপযজ্ঞ, আদিতে নরযজ্ঞ, পশুযজ্ঞ ও দ্রব্যযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ ছিল। উপনিষদ যুগে জ্ঞানযজ্ঞ, এবং তন্ত্র যুগে জপযজ্ঞ বা নামযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ।

ভক্ত—নামযজ্ঞ হরিনাম ত ?

বাবা—হ্যাঁ বাবা, হরিনাম, কৃষ্ণনাম এ দুইই এক।

ভক্ত— কৃষ্ণনামের সঙ্গে রাধা নামও তো করা উচিত ?

বাবা—অত আমি জানিনা বাবা, যিনি আরাধনা করেন তিনিই রাধা। রাধা পূর্ণ শক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান। রাধাকে তিনি যখন ছেড়ে থাকেন তখন তিনি কৃষ্ণ আর যখন রাধা সঙ্গে থাকেন তখন তাঁকে শ্রীকৃষ্ণ বলে বাবা। উভয়েই এক বলে পরমপুরুষ হলেন শ্রীকৃষ্ণ, আর শ্রীরাধা পরা প্রকৃতি। পরম পুরুষই আত্মারাম বাবা।

ভক্ত—তাহলে শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম ?

বাবা—হ্যাঁ বাবা, তিনি আত্মার সঙ্গে রমণ করেন বলেই আত্মারাম হয়েছেন।

ভক্ত—বৈষ্ণব সাধনার গূঢ় সঙ্কেত কি বাবা ?

বাবা—মানস সেবা দ্বারা দেহান্তে যাতে বৈষ্ণব পবিত্র দেহ লাভ করে রাধা কৃষ্ণের নিত্য লীলার সাথী হতে পারেন, তাই হল বৈষ্ণবের গূঢ় সঙ্কেত বাবা।

ভক্ত –সবই ভাবের ব্যাপার, ভাব না এলে কিছু ধারণা করা যায় না।

বাবা—ভাব, নাম এবং রূপ এ তিনটে একই বাবা। দেহের অন্তর ভাবকে আত্মা, আর জগতের অন্তর ভাবকে ঈশ্বর বলে বাবা।

ভক্ত—ঈশ্বরের ভাব কি ?

বাবা—জ্ঞানীর কাছে তেজোময় আর ভক্তের কাছে রসময়, শেষেরটাই প্রেমে ভক্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্ত—রস কি বস্তু ?

বাবা—চিত্তে সত্ত্বোদ্রেক হলে যে বিশুদ্ধ আনন্দ চিন্ময়ভাবে প্রকাশ পায় অথচ রজঃ বা তমোগুণের স্পর্শ নেই তাই হল রস। ধর্ম্মতত্ত্ব জানতে হলে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শাস্ত্র এই তিনটের সাহায্য দরকার হয় বাবা। ছেলে বেলায় মা, যৌবনে বাপ, আর কৈশোরে গুরুর উপদেশ নিতে হয়।

ভক্ত—বাবা, শাস্ত্রে অগ্নিকে প্রাধান্য দেয় কেন ?

বাবা—অগ্নিকে আত্মস্বরূপ জেনে ধ্যান করলে অধর্ম্ম, অজ্ঞান ইত্যাদি মৃত্যুপাশ ছিন্ন হয়ে যায়, তখন সাধক দুঃখ, কষ্ট অতিক্রম করে স্বর্গলোকে আনন্দ উপভোগ করে।

ভক্ত—বাবা, শাস্ত্র অধ্যয়ন করলে কি ভগবানকে লাভ করা যায় না ?

বাবা—শুধু শাস্ত্র অধ্যয়ন বা ব্যাখ্যায় ভগবানকে পাওয়া যায় না। আত্মা বা ঈশ্বরকে পাবার জন্যে যে সাধক নিয়ত প্রার্থনা করে, ঈশ্বর যদি সাধককে আত্মদর্শনের উপযুক্ত পাত্র বলে বিবেচনা করেন, তখন তাঁর স্বরূপ তার কাছে প্রকাশ করেন। তবে শাস্ত্র অধ্যয়ন বা আলোচনায় জ্ঞান বাড়ে এবং তার সঙ্গে সাধন করলে সুফল হয়। তাঁর ইচ্ছা না থাকলে কিছুই হয় না বাবা, তাই আমার তারামা'র আর এক নাম ইচ্ছাময়ী হয়েছে।

ভক্ত—কর্ম্মের দ্বারা কি ব্রহ্মকে পাওয়া যায় না ?

বাবা—কেন পাওয়া যাবে না, আত্ম প্রবঞ্চনা না করে কর্ম্ম করলেই পাবে, তবে কর্ম্মের দ্বারা অপর ব্রহ্ম, আর জ্ঞানের দ্বারা পর ব্রহ্মকে জানা যায়। বেদে দুটি পথ নির্দ্দেশ করেছেন একটি প্রবৃত্তি, অপরটি নিবৃত্তি। যারা আত্মজ্ঞানী, তারা সর্ব্ব কর্ম্মত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করবে, আর যারা আত্মার প্রকৃত স্বরূপ গ্রহণে অক্ষম, তারা অগ্নি হোমাদি নিত্য নৈমিত্তিক শাস্ত্র বিহিত কর্ম্ম করবে, তাহলেই শ্রেয় লাভ হবে। জ্ঞানের সঙ্গে কর্ম্মের ভয়ানক বিরোধ বাবা। যার জীবনে মায়া বা আশা আছে সে কর্ম্ম করবে, যার জীবনে মরণের ভয় নেই সে কর্ম্ম ত্যাগ করবে। ত্যাগ ছাড়া কিছু হবার উপায় নেই বাবা। প্রাণ ধারণ ও প্রাণ ভোগে রত দেবতারাও অসুর। আত্মা স্বপ্রকাশরূপে বিদ্যমান সত্ত্বেও যারা অবিদ্যাবশতঃ তাঁর অজরত্ব, অমরত্ব ইত্যাদি ভাবগুলি অনুভব করতে অক্ষম, তারা আত্মঘাতী, তারাই বারবার যোনি প্রাপ্ত হয়।

ভক্ত—মায়া কাটাবার উপায় কি বাবা ?

বাবা—মায়াই ব্রহ্ম উপাসনার উপকরণ। সেই উপকরণ হল শরীররূপ দ্রব্যশক্তি, করাদিরূপ ক্রিয়াশক্তি এবং হৃদয়াদিরূপ জ্ঞানশক্তি। সাত্ত্বিকভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এসবই চৈতন্যময় দৈবীশক্তি; গীতা বলেছেন, "ত্রিগুণাত্মিকা" মায়া নিতান্ত দুস্তরা। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "যারা আমার শরণাগত হয়, একমাত্র তারা এই সুদুস্তরা মায়া উত্তীর্ণ হয়।" মায়ার লুকোচুরি খেলা আনন্দের খেলা বাবা। তিনি লুকিয়ে আছেন দেখা দেবার জন্যে, সাধক তাঁকে খুঁজে বার করুক এই তাঁর ইচ্ছা। তা না হলে ইচ্ছাময়ীর আনন্দলীলা পূর্ণ হয় না।

ভক্ত—কর্ম্মত্যাগ না করলে যখন কিছু হয় না তখন কর্ম্মত্যাগ করাই উচিত।

বাবা—সে কিরে বাবা, কর্ম্মত্যাগ করবি কেন? কর্ম্মই ত প্রধান। তাঁকে ভুলে কোন কর্ম্ম করা উচিত নয়। কর্ম্মও তাঁর সৃষ্টি বাবা, তোমার নয়। এই বিশ্ব সৃষ্টি তাঁরই কর্ম্মের অভিব্যক্তি। এই কথা মনে রেখে কাজ করে যেয়ো, তাতে মায়ার বন্ধন হতে মুক্তি পাবে। ভগবান, মানুষ ও অবতার সবাই কর্ম্মে ব্যস্ত। এই কর্ম্মই ত তাঁর লীলা। কর্ম্ম কি কখন কেউ ত্যাগ করে? গীতা বলেছেন, "কর্ম্ম কর কিন্তু, ফলের আশা করো না।" আসল কথা বাবা, দিবারাত্র তাঁর পদে মনটা ফেলে রেখে কাজ করে যাও। ফলের দরকার কি, তাঁকে লাভ করলে সবই পাওয়া হবে।

ভক্ত—বুদ্ধিই ত শ্রেষ্ঠ বাবা?

বাবা—মনের চেয়ে বুদ্ধি বড়, বুদ্ধির চেয়েও আত্মা বড়।

ভক্ত—বাবা, সত্য কথা বলাই ত ধর্ম্ম?

বাবা—সাধু ব্যক্তিরা সত্য কথা বলেন বা রক্ষা করেন। সত্য কথা বলা বা রক্ষা করা উচিত কিন্তু, সত্য বোঝা বড় শক্ত বাবা। যেখানে মিথ্যা সত্যতুল্য ও সত্য মিথ্যা স্বরূপ হয়, সেখানে মিথ্যা বলা পাপ নয়। সত্য ও অসত্যের বিশেষ মর্ম্ম না জেনে যে সত্য কথা বলে সে অজ্ঞ ছাড়া আর কিছু নয় বাবা। শাস্ত্রে বলে; প্রাণী হত্যা মহাপাপ, তাও পাত্র ভেদে পুণ্য হয়ে যায় বাবা। পুরাকালে বলাক নামে সত্যবাদী অসূয়াশূন্য ব্যাধ ছিল, পরিবার রক্ষার জন্যে সে মৃগ বধ করতো। একদিন বনের মাঝে অনেক খুঁজে মৃগ না দেখতে পেয়ে শেষে এক অপূর্ব চক্ষুহীন বাঘ দেখতে পেয়ে তাকে বধ করলে। সঙ্গে সঙ্গে আকাশ হতে পুষ্পবৃষ্টি হল আর তাকে স্বর্গে নিয়ে যাবার জন্য আকাশ থেকে রথ নেমে এলো। ঐ বাঘটা তপঃ প্রভাবে বর পেয়ে অনেক প্রাণীর প্রাণ বধ করেছে, সেই পাপে তার দু-চক্ষু নষ্ট হয়েছিল, তাতেও সে ঘ্রাণ শক্তি দ্বারা জীব নাশ করতো তাই তাকে বধ করে ব্যাধ স্বর্গ লাভ করলো। সত্য কথাও পাপে পরিণত হয় বাবা। শাস্ত্রে আছে, খুব প্রাচীন কালে কৌশিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নামে এক বেদজ্ঞ তপস্বী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি কখনও মিথ্যা কথা বলতেন না। সর্ব্বদাই সত্য কথা বলতেন। একবার কতকগুলি নিরীহ লোক ডাকাতদের ভয়ে একটি ঝোপে লুকিয়েছিলো। যখন ডাকাতরা এসে কৌশিকের কাছে তাদের খোঁজ করলো, সত্য পালন করবার জন্যে কৌশিক তাদের দেখিয়ে দিলেন। ফলে কতকগুলি নিরীহ লোকের ডাকাতদের হাতে প্রাণ গেল। প্রাণ বধের সহায়তা করার জন্যে কৌশিক নরকগামী হলেন।

ধর্ম্মতত্ত্ব বোঝা বড় শক্ত বাবা। একের ধর্ম্ম অন্যের পাপ, আবার অন্যের ধর্ম্ম আর একজনের পাপ, বরং মিথ্যা বলা ভাল তবু প্রাণীবধ করা উচিত নয়। প্রাণীগণকে ধারণ ক'রে ধর্ম্ম নাম হয়েছে। যার দ্বারা প্রাণীগণ রক্ষা পায় তাই হল ধর্ম্ম। যে শক্তিকে ধরে এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হয়, তাই ধর্ম্ম।

ভক্ত—বাবা, শ্রীকৃষ্ণকে পুরুষোত্তম বলে কেন?

বাবা—সর্ব্বভূত ক্ষয় পুরুষ এবং কূটস্থকে অক্ষয় পুরুষ বলে।

ভক্ত—মোক্ষলাভ কিসে হয়?

বাবা—কাম্য কর্ম্মে বন্ধন আর নিষ্কাম কর্ম্মে মোক্ষ হয়।

ভক্ত—বাবা, ক্ষেত্র আর ক্ষেত্রজ্ঞ কাকে বলে?

বাবা—ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ দুজনেই অনাদি, প্রকৃতি আর পুরুষ। বাবা, প্রলয়ে প্রকৃতি (কর্ম্মবীজ) পরব্রহ্মে লুপ্ত থাকে, পরবর্ত্তী সৃষ্টিতে ফলপ্রসূ হয়।

ভক্ত—বাবা, অবতারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?

বাবা তা আমি জানি না। শুধু এই জানি, অবতার মাত্রেই ভগবান। আর কোন কথা না বলে বাবা আসন ত্যাগ করলেন। এই ভক্তটি বাবার অলৌকিক শক্তিতে অন্তর্দীক্ষায় দীক্ষিত হন।

— —

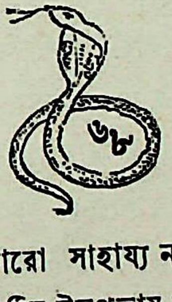

বাবা প্রায় অথর্ব্ব, কারো সাহায্য না দিয়ে চলাফেরা করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। গ্রীষ্মকাল, মধ্যাহ্ন রবির উত্তপ্ততায় বৃক্ষের পাতা অর্দ্ধনমিত। উত্তপ্ত বায়ুর স্পর্শে। বাবা বল্লেন এক অন্যতম শিষ্যকে, "আমি স্নান করবো, আমায় কুণ্ডে নিয়ে চল।" শশব্যস্ত হয়ে এলেন শিষ্য ক্ষিতিশ ভট্টাচার্য্য মহাশয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্মশানস্থিত পর্ণকুটীর হতে বাবাকে স্নান করাবার জন্যে। এই ভাগ্যবান শিষ্যটি প্রায় ৬।৭ বৎসর বাবার সঙ্গলাভ করেন।

১২৯৩ সাল, ৩রা চৈত্র তাঁর জন্ম হয়। পিতার নাম ৺ভুবনেশ্বর ভট্টাচার্য্য, পেশা পৌরহিত্য, নিবাস ভবানীপুর বকুলবাগান। ক্ষিতিশ্বর বাবুর দুই পুত্র ও এক কন্যা। স্বর্গীয়া স্ত্রী মনোরমা দেবীর নামে ভবানীপুরে "মনোরমা ইনষ্টিটিউসন্" স্থাপিত হয়েছে।

অতি সন্তর্পণে ভক্ত বাবাকে ধরে নিয়ে এলেন কুণ্ডে। সান বাঁধান ঘাটে জলের কাছে বসিয়ে দিয়ে তিনি ফিরে এলেন শ্মশানস্থিত কুটিরে। স্নান শেষ হতে অন্ততঃ দু তিন ঘণ্টা। এই সুযোগে ভক্ত কুটীরে আহারের ব্যবস্থা করতে লাগলেন।

দুপুর বেলা সেখানে কেউ নেই, বৃহৎ শ্মশান খাঁ-খাঁ করছে, কিছুক্ষণ পরে শিষ্য গেলেন বাবাকে একবার দেখবার জন্যে। একি আশ্চর্য্য! বাবা ত জলে নেই; কোথায় গেলেন, কি করেই বা গেলেন. এই কথা আপন মনে ভাবতে ভাবতে তিনি শিমুল তলায় এসে দেখলেন বাবা নিজের আসনে শুষ্ক অবস্থায় বসে তারামা'র চিন্তায় নিমগ্ন। তারামা স্বয়ং যাঁর সেবিকা ও সহচরী, তাঁর বাহ্যিক সহায়তার কি প্রয়োজন? তিনি ছিলেন গুপ্ত সাধক মাঝে মাঝে বাহ্যিক সহায়তা নিয়ে আত্মগোপন করতেন, এত গুপ্ত সাধক ছিলেন যে কেউ নাম প্রকাশ করবে বা প্রচার করবে তা তিনি একেবারেই পছন্দ করতেন না। শিষ্য ভক্তরা অতিকষ্টে অলক্ষ্যে তাঁর ফটো তুললেন, যখন তিনি জানতে পারলেন, তখন রেগে বল্লেন, "শালদের সব ফট্ করে দেবো।" ক্রমশঃ বাবার অথর্ব্ব অবস্থা দেখে প্রিয় শিষ্য ও পরম ভক্তরা তাঁর জীবনী লেখবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন; তাতে বাবা বল্লেন, "আমি সামান্য ভিক্ষু, আমার আবার জীবনী কি বাবা, রাজা রাজড়াদের ইতিহাস লিখতে হয় বাবা। সাধু, সন্নাসী যারা—তারা ত ভিক্ষু, তাদের ওসব লিখতে হয় না।" শিষ্য ও ভক্তদের অনেক পীড়াপীড়িতে বাবা বল্লেন, নেহাতই যদি লিখতে চাও বাবা, তাহলে কতকগুলো "শ্রীদুর্গা, জয় দুর্গা লিখে রাখ।" যাঁরা মহাপুরুষ তাঁরা নামের বা ভোগের কাঙ্গাল নন। ত্যাগের মধ্যে আত্মগোপনই তাঁরা আদর্শ বলে মনে করেন।

"শৃণু দেবী প্রবক্ষ্যামি যথাবিঘ্নাঃ স্থিতাঃ সদা,
মুক্তিং প্রতি নরাণাঞ্চ ভোগঃ পরম বন্ধনঃ। (শিব সংহিতা)

ভগবান বল্লেন, "দেবি! যোগ সাধনে যে সব বিঘ্ন উপস্থিত হয়, তা বলছি, শোন। ভোগই মানুষের মুক্তি বিষয়ে পরম প্রতি বন্ধক জানবে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

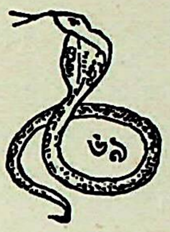

কাল বৈশাখীর ঘন ঘটায় ক্ষুদ্র পল্লী তারাপুর আচ্ছন্ন। উন্মুক্ত পাগল বায়ুর প্রবল চাপে কার চালা উড়ে যাচ্ছে, অজস্র বৃষ্টি ধারায় কার বা মাটির দেওয়াল ধ্বসে পড়ছে। মেঘের গুরু গম্ভীর শব্দ ও বিজলীর চমকে সকলের মনে একটা ত্রাসের সঞ্চার করছে। কদাচিৎ দুই একজন পথিক অতিকষ্টে কর্দ্দমাক্ত মাঠ ভেঙ্গে ত্রস্ত পদে যাতায়াত করছে। নির্জ্জন, নিস্তব্ধ, উদাস মহাশ্মশানের বৃক্ষরাজি ঝড়বৃষ্টিতে দোদুল্যমান। কুটীরের সামনে বসে নির্লিপ্ত সাধক প্রাকৃতিক দুর্যোগে আপন মনে বিভোর হয়ে গান ধরলেন—

"মরিব আর অমনি যাইব
ব্রহ্মে মিশায়ে।
তারার চরণে লুটায়ে
শিমুল তলায় লুকায়ে॥
ক্ষেপা মরিবে, অমনি যাইবে
ব্রহ্মে মিশায়ে।
কাজ কি রে মন ভোগাশ্রয়ে
এ দেহ ধরিয়ে॥"

এই গানটি গাহিবার পরই বাবা সমাধিস্থ হলেন। ভক্ত শিষ্য যাঁরা কাছে ছিলেন, গানের মর্ম্ম অনুভব করে চমকে উঠলেন। তাঁদের হৃদয়ে এক আশু অমঙ্গলের চিত্র ভেসে উঠলো। ছল ছল নেত্রে তাঁরা পরস্পরের দিকে হতাশ ভাবে চাইলেন কিন্তু, কার মুখ দিয়ে একটি কথাও প্রকাশ পেল না। সুদীর্ঘ সময় ঘন ঘন সমাধি হতে দেখে ভক্ত শিষ্যরা প্রমাদ গুনলেন।

সন্ধ্যা আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এই দারুণ দুর্যোগে মহাশ্মশানে আবির্ভাব হ'ল এক কদাকার কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘকায়, শীর্ণাকৃতি কাল পুরুষের। তার কটীতে কৃষ্ণবর্ণ জীর্ণবাস, মস্তকে অপরিপাটী কর্কশ কেশ গুচ্ছ, মুখমণ্ডল অর্দ্ধ গোলাকার এবং চক্ষুর্দ্বয় বর্ত্তুলাকার, রক্তবর্ণ ও তীক্ষ্ণ। প্রশস্ত নাসারন্ধ্র ও বিস্তীর্ণ মুখ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গহ্বরের মধ্যস্থিত দানব দৈত্যের মত বৃহৎ দন্ত পংক্তি তাকে আরো কদর্য্য ও বীভৎস করে তুলেছিল।

উন্মাদ প্রায় এই আগন্তুককে সহসা দেখলে মনে হয়, সাক্ষাৎ মহাকাল বা যমদুত। আহার বিহারে কোন বাধাই তার ছিল না। গলিত শব মাংস ছিল তার প্রিয় খাদ্য এবং শ্মশানই তার একমাত্র আশ্রয় স্থল। এই ভীতি উৎপাদক আগন্তুককে দেখে পল্লীবাসীরা শ্মশানের দিকে আসতে ভয় পেতো। আগন্তুকের কার্য্যকলাপে, হাব-ভাবে ও আকৃতির কদর্য্যতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ হতে লাগলো পল্লীর কোন অমঙ্গলের সূচনা। যে যতই কদর্য্যরূপ নিয়ে জন্মগ্রহণ করুক তবু তাকে ঘৃণা করা উচিত নয়, কারণ জীবমাত্রেই শিব কিন্তু, যে তাকে দেখেছে, সেই ঘৃণাযুক্ত ভয়ে দূরে সরে গেছে।

একদিন বাবা শিমুলতলায় বসে আছেন, সহসা আগন্তুক একখণ্ড অস্থি চর্ব্বণ করতে করতে তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালো। আগন্তুককে দেখে তিনি উত্তেজিত হয়ে গালিগালাজ দিতে লাগলেন, সেও কুৎসিৎ ভাষায় বাবাকে গালি দিয়ে শ্মশানের মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করলো। কে জানে, কি কারণে প্রথম দর্শনে মহাপুরুষও আগন্তুককে দেখে ঘৃণা ও ক্রোধ পোষণ করলেন। এই দর্শনের পর বাবার ঘন ঘন সমাধি হতে লাগলো, ভক্ত যাঁরা আসতেন, তাদের সঙ্গে বাবা বেশী কথাবার্ত্তা বলতেন না বা উপদেশ দিতেন না, তিনি বাক-সংযম করলেন। দিবারাত্র দু-চক্ষু বেয়ে প্রেমাশ্রু ঝরে, আর মায়ের ধ্যানে সমাসীন থাকেন। প্রতিদিন আগন্তুক প্রাতঃ, দুপুর ও সন্ধ্যায় এসে বাবার অবস্থা দেখে যেতো ও অট্টহাস্যে শ্মশান কাঁপাতো। পয়লা শ্রাবণ যখন মহাশ্মশান দ্বারকার উচ্ছ্বসিত জলে অর্দ্ধপ্লাবিত, সেই দুর্য্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় বাবা সন্ধ্যার সময় কুটীরে উপবিষ্ট, কাছে আছেন অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ক্ষিতিশ্বর ভট্টাচার্য্য, অমূল্যধন ভট্টাচার্য্য, নগেন্দ্রনাথ বাগ্‌চি, সুশীল কুমার রায় প্রভৃতি মহাশয়েরা, কালু কুকুরটিও বাবার পদপ্রান্তে বসে আছে। সেই সময় আগন্তুক বৃষ্টির ধারায় সিক্ত হয়ে দরজার সামনে উপস্থিত হ'ল। বাবা আগন্তুককে দেখে কটাক্ষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। সবাই দেখলো কিন্তু, কারো মুখে কথা সরলো না। কালু কুকুরটি দেখে গুমরে উঠলো ; পরে মাথা নীচু করে ঘাড় বাঁকিয়ে নিলে। বিকট অট্টহাস্যে পর্ণকুটীর কাঁপিয়ে দিয়ে উপহাস ছলে আগন্তুক বাবাকে লক্ষ্য করে বল্‌লে, "আর কেন ?" গম্ভীরভাবে বাবা উত্তর দিলেন "হুঁ"।

আর কেন রে ভবের খেলা
ছাড়না মায়ের কোল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কত খেলা খেলবি ছলে
ফেলনা মায়ার খোল।
মহাকালে মায়ের কোলে
কেটেছে কাল নানা ছলে
আর কি ভবে ভাল সাজে
কোলে খাওয়া দোল।
দিবারাত্তি চোখের জলে
কেন কাঁদিস্ তারা বলে
নিরাকারে হা না চলে
বলুক সবে হরিবোল॥

নগেন্দ্রনাথ বাগচি মহাশয় আগন্তুককে বিতাড়িত করে দরজা বন্ধ করে দিলেন। বাবা সমাধিস্থ হলেন, পরদিন প্রভাতে সমাধি ভঙ্গ হ'ল। বাগচি মহাশয়কে কাছে ডেকে বাবা বল্লেন, "লগেন বাবা, ঐ নিমতলায় বেদজ্ঞ মোক্ষদানন্দ বাবার সমাজের কাছে আমায় উত্তর মুখ করে বসিয়ে সমাজ দেবেন বাবা।" বাবার শিক্ষাগুরু বেদজ্ঞ মোক্ষদানন্দ বাবার পবিত্র দেহ এই মহাশ্মশানে নিমগাছের কাছে সমাধি দেওয়া হয়। এই কথা বলে বাবা আবার সমাধিস্থ হলেন। শ্রাবণের প্রবল ধারায় ক্ষুদ্র দ্বারকা প্রবল বেগে প্রবাহিতা। কৃষ্ণমেঘে মহাশ্মশান আচ্ছন্ন, এক প্রান্তে অতি নিভৃতে এক শত ছিদ্র পর্ণকুটীরে তারামায়ের আদুরে ছেলে বাঙ্গলার বিখ্যাত বীর সাধক বাল-ব্রহ্মচারী তারাপীঠ ভৈরব শ্রীশ্রীবামাক্ষেপা বাবা যোগ নিদ্রায় সমাহিত। আসন্ন বিপদ অনুমান করে বিমর্ষ ভক্ত-শিষ্যরা সর্ব্বদাই কাছে কাছে আছেন। কালু, ভুলু, শ্বেতফুল কুকুরগুলিও সঙ্গ ত্যাগ করেনি, বাবার পদপ্রান্তে তারা বিষণ্ণভাবে উপবিষ্ট ছিল। সন্ধ্যা আরতির শাঁখ, ঘণ্টা ও মৃদঙ্গের শব্দে মায়ের মন্দির ঝঙ্কৃত, বাবার সুদীর্ঘ সমাধি ভঙ্গ হ'ল। ভক্ত শিষ্যরা একটু আশ্বাস পেয়ে আনন্দিত হলেন। নাদস্বরে নাদেশ্বর "তারা-তারা" বলে পুনরায় সমাধিস্থ হলেন। ক্রমশঃ শ্বাস-প্রশ্বাস মৃদু হতে লাগলো, একজন ভক্ত আশু অমঙ্গল চিন্তায় কলিকাতার খ্যাতনামা কবিরাজ গণনাথ সেন মহাশয়ের কৃতিছাত্র কবিরাজ বৈদ্যনাথ সেন মহাশয়কে আনবার জন্যে দ্রুত গমন করলেন রামপুরহাট। ক্রমশঃ রাত্রি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাবার শ্বাস-প্রশ্বাস আরও ছোট হতে লাগলো। মহানিশা আগতপ্রায়, তৃপ্তোদর শৃগালের মর্ম্মস্পর্শী রবে শ্মশান বিভীষিকাময় রূপ ধারণ করেছে। ক্ষুদ্র তারাপুর তারামা'র মহানিশা পূজার ঢাক ঢোল ও মৃদঙ্গের শব্দে মুখরিত হ'ল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও মাঝে মাঝে জয়তারা শব্দ আকাশ বাতাশ ভেদ করে মহাশূন্যে লীন হতে লাগলো ; সেই সময় একবার বাবা "তারা তারা" বলে নিশ্বাস গ্রহণ করে আবার সমাধিস্থ হলেন। শ্বাস প্রশ্বাস ক্রমশঃ বন্ধ হয়ে এল। শিষ্য ভক্তরা আকুল নয়নে কবিরাজ মহাশয়ের প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে বসে রইলেন, যেন কবিরাজ মহাশয় এলেই বাবা সুস্থ হবেন। হায়, যিনি বৈদ্যেরও বৈদ্য—ভববৈদ্য, নর আকারে নারায়ণ, শ্রেষ্ঠ যোগী দেবাদিদেব শঙ্কর, ত্যাগে তপস্বী, সেই সাক্ষাৎ ভগবানের চিকিৎসা করবে কে? বহুক্ষণ শ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ দেখে ভক্ত শিষ্যরা বিচলিত হলেন, সবার মনে সন্দেহ এল বাবার আয়ু সম্বন্ধে। গভীর অন্ধকার ভেদ করে ঐ দুর্যোগে এসে উপস্থিত হ'ল কালরূপী আগন্তুক কুটীর দ্বারে। অট্টহাস্যে সে বল্লে, "তোরা কাকে কবিরাজ দেখাবি, ওতো অনেকক্ষণ আগে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে নিরাকারে লীন হয়েছে, আর দেরী করছিস কেন? এইবার সমাজ দিয়ে দে।" কিছুক্ষণ পরেই কবিরাজ মহাশয় উপস্থিত হলেন, বিশেষভাবে নাড়ী পরীক্ষা করে তিনি কেঁদে ফেল্লেন। তিনিও বাবার পরম ভক্ত। নগেন্দ্রনাথ পাণ্ডা ও বাগ্চি মহাশয় বাবার নাসারন্ধ্রে রক্ত দেখে প্রকাশ করলেন, বাবা ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে পর-ব্রহ্মে লীন হয়েছেন। বিরাট মহাশ্মশান তারাপীঠ ভৈরবের তিরোভাবে বিষাদভাব ধারণ করলো। ভক্ত শিষ্যরা চোখের জল মোচন করতে পারলেন না। মর্ম্মান্তিক সন ১৩১৮ সালের ২রা শ্রাবণ তারাপীঠ ভৈরব ক্ষেপাবাবার তিরোভাব বাণী দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়লো। আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা, ভক্ত, শিষ্যরা দেশ বিদেশ হতে দলে দলে উপস্থিত হলেন তারাপীঠ ভৈরব ক্ষেপাবাবার তারাময় পুণ্য দেহ শেষ দর্শন আকাঙ্ক্ষায়। সর্ব্বত্র বিষাদের ছায়া, ক্ষুদ্র পল্লী তারাপুর আজ বিষণ্ণ, শোকে মুহ্যমান।

পরদিন প্রত্যূষে শুভলগ্নে তারামায়ের আদুরে ছেলের পবিত্র দেহ সমাজ দেওয়া হবে কিন্তু, বিভিন্ন মতাবলম্বী পাণ্ডা ও ভক্তগণের মধ্যে মতদ্বৈততার জন্য সমাধির স্থান নিয়ে বেশ গোলমালের সৃষ্টি হ'ল। অধিকাংশের মতে ক্ষেপা-বাবার জন্মভূমিতে, আর নগেন্দ্রনাথ বাগচি ও কতিপয় শিষ্যদের মতে পূর্ব্বকথিত বাবার ইচ্ছানুযায়ী শ্মশানে নিমতলায় সমাজ দেওয়া হোক। পরস্পর মতদ্বৈততার ফলে এক ভক্ত রামপুরহাট বিভাগীয় রাজকর্ম্মচারীর নিকট এই সংবাদ প্রেরণ করেন। ঘটনাস্থলে রাজকর্ম্মচারী এসে মীমাংসায় উপনীত হবার জন্যে স্থানীয় পল্লীবাসী ও বাবার ভক্ত-শিষ্যদের নিয়ে এক সভা বসালেন। অনেক তর্ক-বিতর্কের অবতারণা হ'ল। কিছুই মীমাংসা হ'ল না, সভায় বেশ একটা গোলমালের সৃষ্টি হ'ল। সভার মধ্যস্থলে এসে উপস্থিত হ'ল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উগ্রমূর্ত্তিতে সেই কালরূপী আগন্তুক। গম্ভীরস্বরে সে বল্লে, "তোরা অত কি গোলমাল করছিস্ আমার সঙ্গে আয়, আমি তোদের জায়গা দেখিয়ে দিচ্ছি।" সবাই মেনে নিল আগন্তুকের আদেশ, বাবার ইচ্ছামত সেই নিমতলাই আগন্তুক দেখিয়ে দিল। ভক্ত-শিষ্যরা তার নির্দ্দেশ মত খননকার্য্য আরম্ভ করলো কিন্তু, খননের পর বহুযুগের তারামা'র মন্দিরের ভিত্তি প্রকাশ পেল। সম্ভবতঃ ভক্ত গন্ধ বণিক জয়দত্ত এই স্থানে তারামা'র মন্দির স্থাপন করেছিলেন। সেই ভিত্তির উপর বাবার সমাধি মন্দির প্রতিষ্ঠিত হ'ল। আদুরে ছেলে মায়ের কোলেই স্থান পেলেন। সমাধি কার্য্য শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কালরূপী আগন্তুক নানা পুষ্পসহ সেই স্থানে বসে বাবার পবিত্র দেহে পুষ্প বর্ষণ করতে লাগলো। সমাধি কার্য্য সম্পন্ন হ'লে সে বাবাকে ভক্তি সহকারে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে ভীষণ অট্টহাস্যে তীরবেগে ঐ স্থান হতে শ্মশানের গভীর অরণ্যে প্রবেশ করলো। সেই দিন হতে তাকে কেউ কখন আর দেখেনি।

চিরস্মরণীয় সন১৩১৮সালের মর্ম্মান্তিক ২রা শ্রাবণ বঙ্গমাতার অমৃত সন্তান বীর সাধক, নিষ্কাম বালব্রহ্মচারী বামাচরণ চট্টোপাধ্যায় ওরফে "শ্রীশ্রীবামাক্ষেপা বাবা" ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে নিরাকার ব্রহ্মে লীন হলেন। বাবার প্রিয় শিষ্য বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত ইকিরা গ্রাম নিবাসী মাননীয় ৺হৃষিকেশ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নিজ ব্যয়ে বাবার সমাধি মন্দির করে দেন। বাবার দেহ রক্ষার পর কালু কুকুরটিকে মুহ্যমান দেখে বাবার এক প্রিয় শিষ্য মহেন্দ্রনাথ রুজ (ময়রা) তাকে রামপুরহাটে তাঁর নিজ বাটীতে নিয়ে গেলেন। হে অনাথের নাথ, পাপী তাপীর মুক্তিদাতা, চিরকুমার, জিতেন্দ্রিয়, বাঙ্গলা মায়ের বীর সন্তান তোমার চরণে কোটি কোটি প্রণাম করি ; তোমার ভক্ত শিষ্যবৃন্দকেও অসংখ্য প্রণাম জানাই। হে ভগবান, দেবাদিদেব তারাপীঠ ভৈরব, এই দুর্দ্দিনে আবার তুমি আবির্ভূত হও। এ অধম সন্তানদের একটু চরণে স্থান দাও, এই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

বাবা দেহ রক্ষা করবার প্রথম তিরোভাব উৎসব উপলক্ষে বাবার এক প্রিয় শিষ্য সারদাচরণ সাহা সমস্ত দিন কঠোর পরিশ্রম ও আতুর দরিদ্রের সেবা করেন। সেই দিন খুবই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় বাবার তিরোভাব উৎসব পালিত হয়। সারা দিনরাত ঝড় ও বৃষ্টি হয়। মুহুর্মুহু মেঘের গর্জ্জন ও বজ্রপাতের গুরুগম্ভীর শব্দে ক্ষুদ্র পল্লী নিনাদিত। সারাদিন পরিশ্রমের পর, রাত্রে শ্রান্ত সারদা চরণ সাহার পেটের পীড়া দেখা দিল। তিন চার বার মলত্যাগের পর গভীর রাত্রে মাঠ হতে ফিরে এসে উল্লাসভরে তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরুভ্রাতদের বল্লেন, "ভাই বড় আনন্দ, আমি চল্লুম, বাবা আমায় নিলেন।" বার বার এই কথা বলে ঐ দুর্যোগে গাঢ় অন্ধকারে মোল্লারপুর পথে প্রায় একক্রোশ দূরে নিজ গৃহে ফিরে এসে তিনি আসনে বসলেন। প্রভাতে সংবাদ এলো বাবার অন্যতম প্রিয় শিষ্য সারদাচরণ সাহা নিজ আসনে সমাধীস্থ অবস্থায় ইহলোক ত্যাগ করেছেন। এই দুঃসংবাদ শুনে গুরুভ্রাতাগণ ঋষিকেশ চট্টোপাধ্যায়, শাস্ত্রী হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, লালমোহন মুখোপাধ্যায় ও কয়েকজন বাবার ভক্ত তাঁর কুটীরে উপস্থিত হন। তারামায়ে'র আঙ্গিনায় পুণ্যবান শিষ্যের সমাজ দেওয়া হয়। সমাধির যাবতীয় খরচ ঋষিকেশ বাবুই বহন করেন।

মহাশ্মশানের আসন আজ শূন্য হলেও আমার মনে হয়, সূক্ষ্ম দেহে ক্ষেপাবাবা এখনও বিরাজিত। হে বাঙ্গালার তরুণ সাধক, ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যদি সন্দেহের অবকাশ থাকে বা যদি কিছু বিভূতি দর্শনের ইচ্ছা থাকে তাহলে সৎসাহসে শ্রদ্ধা সহকারে তারাপীঠের মহাশ্মশানে ক্ষেপাবাবার শরণাপন্ন হও। তাঁর নামে মাতোয়ারা হও, তিনি নিশ্চয়ই তোমার মনোবাসনা পূর্ণ করবেন। পূজা মন্ত্রের কোন প্রয়োজন নেই, শুধু তাঁর নামই তোমায় আত্মহারা করবে। বাসনা কামনা ঐ মহাপুরুষের নামাগ্নিতে ভস্মীভূত হবে। তোমার বলতে থাকবে শুধু প্রেমাশ্রু আর আনন্দ। তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। তিনি সাকার ব্রহ্ম। তিনিই কালী, তারা, কৃষ্ণ, রাম। তিনিই পিতা, মাতা, ভগিনী, তিনিই জগৎ গুরু, মোক্ষদাতা।

না আছে ভক্তি করিতে আহ্বান
এ শুষ্ক হৃদয় মরুর সমান,
নাহি অশ্রুজল করি নিবেদন
কৃপা করে যদি দাও পদে স্থান
এ দীন হীনও পেতে পারে ত্রাণ॥

॥ জয় তারাপীঠ ভৈরব শ্রীশ্রীবামাক্ষেপা বাবার জয় ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাজসাহীর রাজা উদয়নারায়ণের পত্তনিদার এঁড়োল গ্রামের রাজা ভক্ত রামজীবন শ্মশানের বাহিরে জীবিত কুণ্ডের দক্ষিণে তারামায়ের মন্দির বহু অর্থ-ব্যয়ে তৈরী করে দেন। দেব-সেবার জন্য আশুতোষ পাণ্ডা প্রভৃতিকে ভূমি দান করেন। এঁড়োলের বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়েরা ভক্ত রামজীবনের বংশধর। শার-দীয়া পূজার পর চতুর্দ্দশীর মেলায় এঁড়োলের পূজা সর্ব্বাগ্রে হয়। এঁড়োলের অবস্থা খারাপ হলে মুর্শিদাবাদ জেলার রাণী জয়াবতী তারা সেবার ভার লন। তারামা'র কাছে মানসিক করে তাঁর একটি কন্যা হয়, তাঁর নাম রাজরাজেশ্বরী। মুর্শিদাবাদ কাঁদি বাগডাঙ্গার জমিদার সূর্য্যমণি চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তাঁরা বুঁন্দেলখণ্ডিব্রাহ্মণ, সেই সূত্রে জামাতার বংশে তারামা'র সেবার ভার আসে। চতুর্দ্দশীর মেলায় এঁড়োলের পূজার পর তাঁদের পূজা হয়। বীরভূমের বীররাজার বংশধর নিজের পাঠান কর্ম্মচারীর দ্বারা নিহত হলে নগরের সিংহাসন মুসল-মানরা অধিকার করে। তারাপীঠ পূর্ব্বে কালীরায়ের অধিকারে ছিল। মহম্মদী ভূপতিগণ কালীরায়কে পরাস্ত করে তারাপীঠ অধিকার করে। সেই সময়ে পাণ্ডারা মাকে শুধু পায়েস ভোগ দিতেন, সেই অবধি পায়েস ভোগ এখনও চলছে। স্থানীয় সাপুরের জমিদার মহম্মদী ভূপতির আদেশ নিয়ে মায়ের সেবার ব্যবস্থা করেন। পরে নাটোরাধিপতি পরম যোগী স্বনামধন্য মহারাজা রামকৃষ্ণ তারাপীঠে সাধনা করতে আসেন এবং কিছুদিন সাধনার পর তিনি দৈবাদেশ পেয়ে তারা-পীঠ ত্যাগ করেন। মায়ের সেবায় বিপর্য্যয় দেখে তিনি সিংহবাহিনীর তালুক বিনিময়ে চণ্ডীপুর গ্রাম তারামা'র সেবায় অর্পণ করেন। সেই সময় রাজা রাম-জীবনের তৈয়ারী ভগ্ন মন্দিরে মায়ের পূজা হতো। এখন মহারাজা রামকৃষ্ণের সেবা চলছে। নাটোরের ছোট তরফ শাক্ত দেবোত্তর এবং বড় তরফ বৈষ্ণব দেবোত্তর পেয়েছেন। চণ্ডীপুর তালুকের আয় বার্ষিক প্রায় দুই হাজার টাকা।

তারাদেবীর বর্ত্তমান মন্দির মোল্লারপুর নিবাসী জগন্নাথ রায় মহাশয় প্রস্তুত করে ছিলেন। কুণ্ডটিও তিনি খনন করিয়ে বৃহদাকার সরোবরের পরিণত করেছেন। নাটোর রাজ (ছোট তরফ) সন ১৩২০ সালে সীমানার প্রাচীর ও ভোগ ঘর সংস্কার করেন। একডালিয়া রোড্, বালিগঞ্জ নিবাসী শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একটি নূতন রন্ধন ঘর করে দিয়েছেন। শ্রীযুক্তা রাঙ্গামায়ের এক ভক্ত লৌহ দরজা ও একটি কূপ তৈরী করে দিয়েছেন। দেবীর রূপার মুণ্ড-মালা নশীপুরের স্বর্গীয় রাজা উদ্যন্তসিংহ বাহাদুর তৈরী করে দেন এবং মেরামতি খরচও তাঁর কাছারী হতে পাওয়া যায়। শ্রীযুক্তা রাঙ্গামাতা ঠাকুরাণী তারাদেবীর পুরাতন রূপার মুণ্ডমালা বড় করে তৈরী করে দিয়েছেন। বর্ত্তমানে কলিকাতার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিখ্যাত ব্যবসায়ী শ্রীরামকানাই যামিনীভূষণ মায়েয় মন্দির ও নাটমন্দির বহু অর্থব্যয়ে সংস্কার করেছেন এবং একটি ধর্ম্মশালা করেছেন। ক্ষেপা বাবার এক পরম ভক্ত বামদেবপুর নিবাসী ৺নিতাইচন্দ্র মণ্ডল মহাশয় ক্ষেপাবাবার জন্য শ্মশানে একখানি চালাঘর নিজ খরচে তৈরী করে দিয়েছিলেন। ক্ষেপা বাবা ঐ ঘরে দেহ রক্ষা করেন। পরে বাবার ভক্ত শ্রীনগেন্দ্রনাথ বাগচি ও কড়-কড়িয়া গ্রামের ৺মহাদেব মণ্ডল মহাশয়েরা সেই ঘরটি আটচালায় পরিণত করেন। এখন বামা মিশন কর্ত্তৃক আটচালা মন্দিরে পরিবর্ত্তিত হয়েছে। মন্দিরাভ্যন্তরে ক্ষেপা বাবার ব্যবহৃত ত্রিশূল আছে। কপাল পাত্রটি বাবার অন্যতম শিষ্য ময়ূরভঞ্জ নিবাসী অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নিয়ে যান।

প্রবাদ আছে, রত্নাগড়ের গন্ধবণিক ভক্ত জয়দত্ত বহু অর্থব্যয়ে মহাশ্মশানে প্রথম তারাদেবীর মন্দির তৈরী করে দেন। কালের গহ্বরে সেই মন্দির ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ প্রায় চারিহস্ত দীর্ঘ ও তিন হস্ত প্রস্থ ভিত্তির মধ্যে তারাপীঠ ভৈরব বামদেবকে সন ১৩১৮ সাল ২রা শ্রাবণ সমাধি দেওয়া হয়। মদনারি তারানাথ তারামায়েরই কোলে স্থান পেলেন। ঐ পুরাতন ভিত্তির উপর পরে সমাধি মন্দির নির্ম্মাণ হয়। 'মায়ের কৃপা'—(সম্পাদক স্বামী চিদানন্দ) পুস্তক হইতে স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতীর জীবনী গ্রহণ করা হয়েছে।

পাঠক পাঠিকাগণের নিকট নিবেদন যে শ্রীশ্রীবামদেবের কতিপয় একনিষ্ঠ ভক্তবৃন্দের দ্বারা ৮নং প্রামাণিক ঘাট রোড, কলিকাতা—৩৬ "বামদেব সংঘ" স্থাপিত হয়েছে। উক্ত সংঘ কর্ত্তৃক প্রতি বৎসর শিবচতুর্দ্দশীতে তারাপীঠে ভৈরব শ্রীশ্রীবামাক্ষেপা বাবার উৎসব পালিত হয়। দেশের ও দশের মঙ্গল কামনায় পূজা হোমাদি মাঙ্গলিক ক্রিয়া এবং বহু দরিদ্র-নারায়ণকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। যাত্রী নিবাস, বিদ্যালয় স্থাপন ইত্যাদি গঠন-মূলক কার্য্যের জন্য বহু ব্যয় সাপেক্ষ বলে ও সংঘের সততা ও একনিষ্ঠতা দেখে আমি নিম্ন পুস্তকগুলি ও পাণ্ডুলিপির সর্ব্বসত্ব উক্ত সংঘের নামে অর্পণ করেছি :—

তারাপীঠ ভৈরব—	মূল্য ৬·০০ টাকা
ভৈরব শ্রীশ্রীবামাক্ষেপা	" ২·৫০ "
প্রেমের ঠাকুর—	" ৪·০০ "
সাধক শশিভূষণ—	" ৪·০০ "
বেদান্ত ও তন্ত্রে আলোকপাত—	" ২·০০ "
বামদেব ও তারামায়ের পূজাপদ্ধতি—	" ১·০০ "

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi.

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন ১৩৬৩ সাল শুভ ১৫ই ফাল্গুন শিবচতুর্দ্দশীর পুণ্যদিনে বামদেব সংঘ নিজস্ব খরিদা জমিতে মন্দির নির্ম্মাণ করে ভৈরব শ্রীশ্রীবামাক্ষেপা বাবার প্রতি-মূর্ত্তি স্থাপন করেছেন। নিত্য পূজা ও ভোগাদির ব্যবস্থা হয়েছে। আরো আনন্দের সঙ্গে প্রকাশ করি যে উক্ত বামদেব-সংঘ সন ১৩৭৬ সালে তারামায়ে'র প্রথম মন্দির প্রতিষ্ঠাতা রত্নাগড়ের ভক্ত গন্ধবণিক কুলতিলক সওদাগর জয়কৃষ্ণ দত্তের স্মৃতি মন্দির শ্মশানের সন্মুখে প্রতিষ্ঠা করেছেন। ভোগঘর, যাত্রী-নিবাস, বিদ্যালয় ইত্যাদিতে প্রচুর অর্থ সাহায্য প্রয়োজন। তাই সহৃদয় ভক্তদের নিকট আবেদন, মুক্তহস্তে অর্থ সাহায্য দিয়ে গঠন মূলক কার্য্যে সংঘকে সাহায্য করুন। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী মেঃ রামকানাই যামিনীরঞ্জন পাল স্মরণে শ্রীরমণীকান্ত পাল মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীকৃষ্ণকান্ত পাল বামদেব সংঘকে বামদেবের মন্দির সংলগ্ন পাঁচ শতক জমি দান করেছেন।

উক্ত সংঘের সম্পাদক শ্রীরমেন্দ্রনাথ বসু (এড্‌ভোকেট), কোষাধ্যক্ষ শ্রীবিশ্বনাথ দত্ত; ৮নং প্রামাণিক ঘাট রোড (কাশীপুর) কলিকাতা—৩৬।

পরিশিষ্ট

বাবার শিষ্যবৃন্দ

ব্রহ্মচারী তারানাথ (তারাক্ষেপা), পরমহংস নিগমানন্দ সরস্বতী, কুতবপুর, চুয়াডাঙ্গা। জগৎক্ষেপা (সন্ন্যাসী); জোড়াসাঁকো, কলিকাতা। কার্ত্তিকচন্দ্র গোঁসাই (সন্ন্যাসী); ফরেসডাঙ্গা। রসিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (সন্ন্যাসী), খরুন; বীরভূম। পূর্ণ-ক্ষেপা (সন্ন্যাসী); মানকর; বর্দ্ধমান। পূর্ণানন্দ স্বামী (সন্ন্যাসী); বাঁকুড়া। ক্ষেপা শরৎ (সন্ন্যাসী); কলিকাতা; বাগবাজার। অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; হালিসহর। শাস্ত্রী হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায় (উকিল), জনাই। সুবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (এম; এ); জনাই। হৃষিকেশ চট্টোপাধ্যায় (জমিদার), ইক্ষিরা; বর্দ্ধমান। চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (কবিরাজ); বামন-গাছি, বারাসাত। মাখমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী; বর্দ্ধমান, ৺হরিভূষণ মুখোপাধ্যায় (উকিল) গোয়াড়ি কৃষ্ণনগর, উলো। অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (মুনসেফ), ময়ূরভঞ্জ। অবিনাশচন্দ্র রায়, মাশুল গ্রাম, মুর্শিদাবাদ। ব্রজ পাঠক, বর্দ্ধমান। ৺অমূল্যধন ভট্টাচার্য্য, ভাটপাড়া। ৺সুশীলকুমার রায়, শান্তিপুর। ৺লালমোহন মুখোপাধ্যায়, ১নং আশুবাবুর লেন, খিদিরপুর। শ্যামালাল মুখোপাধ্যায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(উকিল), রামপুরহাট। অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, ১নং কালীপ্রসাদ ব্যানার্জি লেন, হাওড়া। ননীগোপাল মুখোপাধায়, বেচারাম চ্যাটার্জ্জি লেন, কলিকাতা। মন্মথনাথ সেন, কালীপ্রসাদ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা। জানকীনাথ ভট্টোচার্য্য, খিদিরপুর। ৺জয়কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ময়ূরভঞ্জ। রাজা জগৎকিশোর আচার্য্য, মুক্তাগাছা, মৈমনসিংহ। ভূপেন্দ্রনাথ সিংহ (জমিদার), বুলবুল চণ্ডী সিংহবাদ, মালদহ। হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য—কাটোয়া। সীতাকণ্ঠ চাট্টাপাধ্যায়, কাটোয়া। অনুকুল চট্টোপাধ্যায়; জামগ্রাম বীরভূম। সারদা সাহা; বিলাসপুর মোল্লারপুরের নিকট। সারদা মণ্ডল, মারগ্রাম; বীরভূম। উমেশ চক্রবর্ত্তী; লক্ষ্মীবাটী; বীরভূম। রসিক গোঁসাই; রামপুরহাট। লালমোহন ত্রীবেদী; পুরুলিয়া মানভূম। নরেন্দ্রনাথ মুস্তাফী (উকীল); সিউড়ি বাজার, বীরভূম। ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়; আনন্দগ্রাম; রাজসাহী। ক্ষিতিশ্বর ভট্টাচার্য্য; বকুলবাগান; ভবানীপুর। যোগেশ চন্দ্র; পাঁশকুড়া; মেদিনীপুর। শ্রীনগেন্দ্রনাথ বাগচি; নদীয়া। ৺মনিমোহন গোঁসাই; বসিরহাট। রাসবিহারী চট্টোপাধ্যায়; ব্যারাকপুর; নোনা। সতীশচন্দ্র ঘোষাল, দুর্গাপুর। পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য (চট্টোপাধ্যায়; ছাতনী গ্রাম; বড়বেলুন, বর্দ্ধমান। রাখালচন্দ্র সেন। হরিসত্য চট্টোপাধ্যায়, মণ্ডলাই গ্রাম, জেলা হুগলী।

ভক্তবৃন্দ

আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় কৌড়বেলে, বীরভূম। দুর্গাদাস চক্রবর্ত্তী, কড়কড়িয়া বীরভূম। মুরারী পাল, (জমিদার) সা-পুর বীরভূম। সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সা-পুর, বীরভূম। ভোলানাথ শাস্ত্রী, ভেলেন, বীরভূম। পাঁচকড়ি মেউর, সালখিয়া। গোবিন্দ প্রসাদ ভট্টাচার্য্য (জমিদার), সরলপুর বীরভূম। বিধুভূষণ পাল, তারাপীঠ। তারকনাথ ঘোষ, চম্পানগর, ভাগলপুর। বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায় (উকিল), হুগলী। শ্রীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (উকিল), হুগলী। প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায়, ব্যাঁটরা হাওড়া। মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, ব্যাঁটরা, হাওড়া। প্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বটকৃষ্ণ পাল এভিনিউ কলিকাতা। অনন্তলাল বন্দ্যোপাধায় (উকিল), রামপুরহাট। শ্যামলাল মুখোপাধ্যায় (উকিল), রামপুরহাট। শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামপুরহাট। রাইমোহন বৈরাগী (সন্ন্যাসী)। অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল, সালিখা। জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র হালদার, সালিখা। কপিলচন্দ্র গাঙ্গুলী, সালিখা। ননীলাল ঘোষ, সালিখা। ফণীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সালিখা। তিনকড়ি ঢোল, সালিখা। দোলগোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় (উকিল), খরুন বীরভূম। পূর্ণচন্দ্র সরকার (জমিদার) হাসন, বীরভূম। রামকৃষ্ণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সরকার (জমিদার) পদ্দিমকান্দি, বীরভূম। কৈলাসচন্দ্র সিংহ (জমিদার) ঝিল্লিখাসপুর, বীরভূম।। নকড়ি রায় (জমিদার), খরুন, বীরভূম। ডাঃ জগদীশচন্দ্র সাহা, রামপুরহাট। উত্তম পাল, ব্যারাকপুর। হরিচরণ ঘোষ, ব্যারাকপুর। শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী, বীরভূম। নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (শিক্ষক), সন্ধ্যাজোল বীরভূম। বিনোদ ঘোষ, ব্যারাকপুর। মহাদেব মণ্ডল, কড়কড়িয়া, বীরভূম। মহেন্দ্রনাথ রুজ, রামপুরহাট। ভুপতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, (মোক্তার), রামপুরহাট, বীরভূম। নদাই দাস, মারগ্রাম, বীরভূম। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় (এডিটর বঙ্গবাসী)। নিতাই মণ্ডল. বামদেবপুর, বীরভূম। ইন্দ্রনারায়ণ লেট, (শিক্ষক) রামপুরহাট। দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী (এডিটর বীরভূমবার্ত্তা), সিউড়ি, বীরভূম। জয়গোপাল বসুমল্লিক, হাতীবাগান, কলিকাতা। সতীশ রায়, খরুন বীরভূম। বৈদ্যনাথ সেনশর্ম্মা (কবিরাজ) রামপুরহাট। শশিভুষণ ঘোষ, ভাগলপুর। রাজেন্দ্রনাথ মণ্ডল, কড়কড়িয়া বীরভূম। শ্রীনৃসিংহমুরারী মণ্ডল, কড়কড়িয়া, বীরভূম। শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ দত্ত রামপুরহাট। উত্তম ভাণ্ডারী, সাহাপুর। ৺জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, ১০বি, বলরাম বোস সেকেণ্ড লেন, কলিকাতা-২৬।

বেশীরভাগ সঙ্গে থাকেন যাঁরা

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বাগচি (নদীয়া)। ৺ক্ষিতিশ্বর ভট্টাচার্য্য, (বকুলবাগান), ভবানীপুর। নিমাই দাস, বীরভূম। কার্ত্তিকচন্দ্র মণ্ডল, বীরভূম। নন্দদাই, বীরভূম। সারদা তন্তুবায়, বীরভূম। বিশ্বেশ্বর তন্তুবায় ও নদাই মণ্ডল, বীরভূম। সাতকড়ি তন্তুবায়, বীরভূম। কার্ত্তিক গোঁসাই, ফরেসডাঙ্গা। পূর্ণানন্দ স্বামী। অমূল্যধন ভট্টাচার্য্য, ভাটপাড়া। কালীপদ লেট, তারাপীঠ।

বাবার ভক্ত পাণ্ডাগণ :—

ভুপতি পাণ্ডা, নগেন্দ্রনাথ পাণ্ডা, নদেরচাঁদ পাণ্ডা, নবীন পাণ্ডা, মুটবিহারী পাণ্ডা, বসন্ত পাণ্ডা, শচী পাণ্ডা ও যতীন্দ্র নাথ পাণ্ডা।

প্রিয় কুকুরগুলি :—

কালু, ভুলু, জামভোলা ,বড়শ্বেত ফুল, মড়িমা, সাবলিদিদি, বুড়োবাবা, বুড়িমা, ছোট শ্বেতফুল, দুর্গা, পদি, হরির মা, থরথরি, ফুলটুসি, হরহরি, বাঘা ও রাঙ্গুবাবু।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভিমত।

ভৈরব শ্রীশ্রীবামাক্ষেপা

প্রকাশক বামদেব সংঘ, ৮ প্রামাণিক ঘাট রোড, কলিকাতা-৩৬।

মূল্য—আড়াই টাকা।

শ্রীসুশীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিত মহাপুরুষ শ্রীশ্রীবামা-ক্ষেপাবাবার অলৌকিক জীবনী সম্বলিত "ভৈরব শ্রীশ্রীবামা-ক্ষেপা" পুস্তকটি সুখপাঠ্য ও সহজবোধ্য হইয়াছে। পুস্তকটি আকারে ক্ষুদ্র হলেও ভাব গভীরতায় পুস্তকটি শ্রীমণ্ডিত হইয়াছে। "তারাপীঠ ভৈরব" পুস্তকটি প্রকাশিত হওয়ার পর নিঃসন্দেহে লেখক নিজ অন্তরে একটি অভাব বোধ করেন। সাধারণ লোক শাস্ত্র কথা বুঝেনা। সেই জন্য তিনি পুস্তকটি প্রকাশ করে, সর্ব্বসাধারণের প্রতি তাঁর দরদী মনের পরিচয় দিয়েছেন। পুস্তকটি পাঠ করে সাধারণে নিশ্চয়ই আনন্দলাভ করবে এবং তাহাদের মন ভক্তি রসে আপ্লুত হয়ে ক্ষণকালের জন্য মহাপুরুষের সান্নিধ্য লাভ করবে। সময়ে ধর্ম্মপথে অগ্রসর হওয়াও কিছু অসম্ভব নয়। ভূমিকায় লেখক পুস্তকটি লেখার অনুপ্রেরণা সম্বন্ধে যা উল্লেখ করেছেন সে তাঁরই অন্তরের প্রতিচ্ছবি। Great men think alike, যাহা লেখক নিজে বলি বলি করেও বলেন নি। বামদেব সংঘের সভ্যবৃন্দ সেই তাঁরই নিজ অন্তরের কথা প্রকাশ করতে অনুরোধ করেছেন।

পরিশেষে বক্তব্য পুস্তকটির মধ্যে ভক্তিমূলক কয়েকটি গানের সমাবেশে পুস্তকটিকে আরও মাধুর্য্যপূর্ণ করিয়াছে। পুস্তকটির বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীসুবোধ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ (দর্শন শাস্ত্র ১ম শ্রেণী)

LIBRARY
No.............
Shri Shri ... Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভিমত

শ্রীশ্রীবামা-ক্ষেপা বাবা ও তারামায়ের পূজা পদ্ধতি—

প্রকাশক বামদেব সংঘ—
৮, প্রামাণিক ঘাট রোড
মূল্য—এক টাকা।

শ্রীবামদেব বা ৺বামাক্ষেপা বঙ্গদেশের শেষ তান্ত্রিক সাধক। তাঁর ভক্ত সম্প্রদায় ও শিষ্যগণ তদীয় পূজা অর্চ্চনা করেন এ আকাঙ্ক্ষা মনে পোষণ করিয়া আসিতেছেন কিন্তু, বিশেষ কোন পদ্ধতি না থাকায় সে আশা পূরণ হয় নাই। বর্ত্তমান লেখক শ্রীসুশীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জগৎগুরু বামদেবের পূজার পদ্ধতি তন্ত্র শাস্ত্র সম্মত পথে রচনা করিয়া বহুদিনের এই অভাব দূর করিয়াছেন।……

তারাপূজার সম্বন্ধে—তন্ত্রে বিস্তারিতই আছে, সেটা উদ্ধৃত করিয়া এখানে দেওয়া হইয়াছে। নন্য ৺বামদেবের সাধন স্থান ৺তারাপীঠ বাঙ্গালীর পরম তীর্থ স্থান এবং সেখানকার পূজা পদ্ধতির বৈশিষ্ট কিছু থাকাই স্বাভাবিক এবং সেটা একমাত্র তদীয় ভক্তেরই জ্ঞাত। বর্ত্তমান পুস্তকে সেই রহস্য উদ্ধার করিয়া পদ্ধতি রচিত হইয়াছে। আশাকরি ধর্ম্মপ্রাণ তান্ত্রিক সাধারণের এই ক্ষুদ্র পুস্তক অশেষ উপকার সাধন করিবে। ইতি—

শ্রীফণিভূষণ ভট্টাচার্য্য
এম, এ, কাব্য সাংখ্যতীর্থ
অধ্যাপক আশুতোষ কলেজ,
কলিকাতা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বর্তমান লেখকের রচিত
সচল শিব ত্রৈলঙ্গ স্বামীর প্রশিষ্য
সিদ্ধ মহাপুরুষ শ্রীমৎ মহানন্দগিরি
পরমহংসের জীবন-কাহিনী যন্ত্রস্থ।

LIBRARY
No.............
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi